গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-১৯

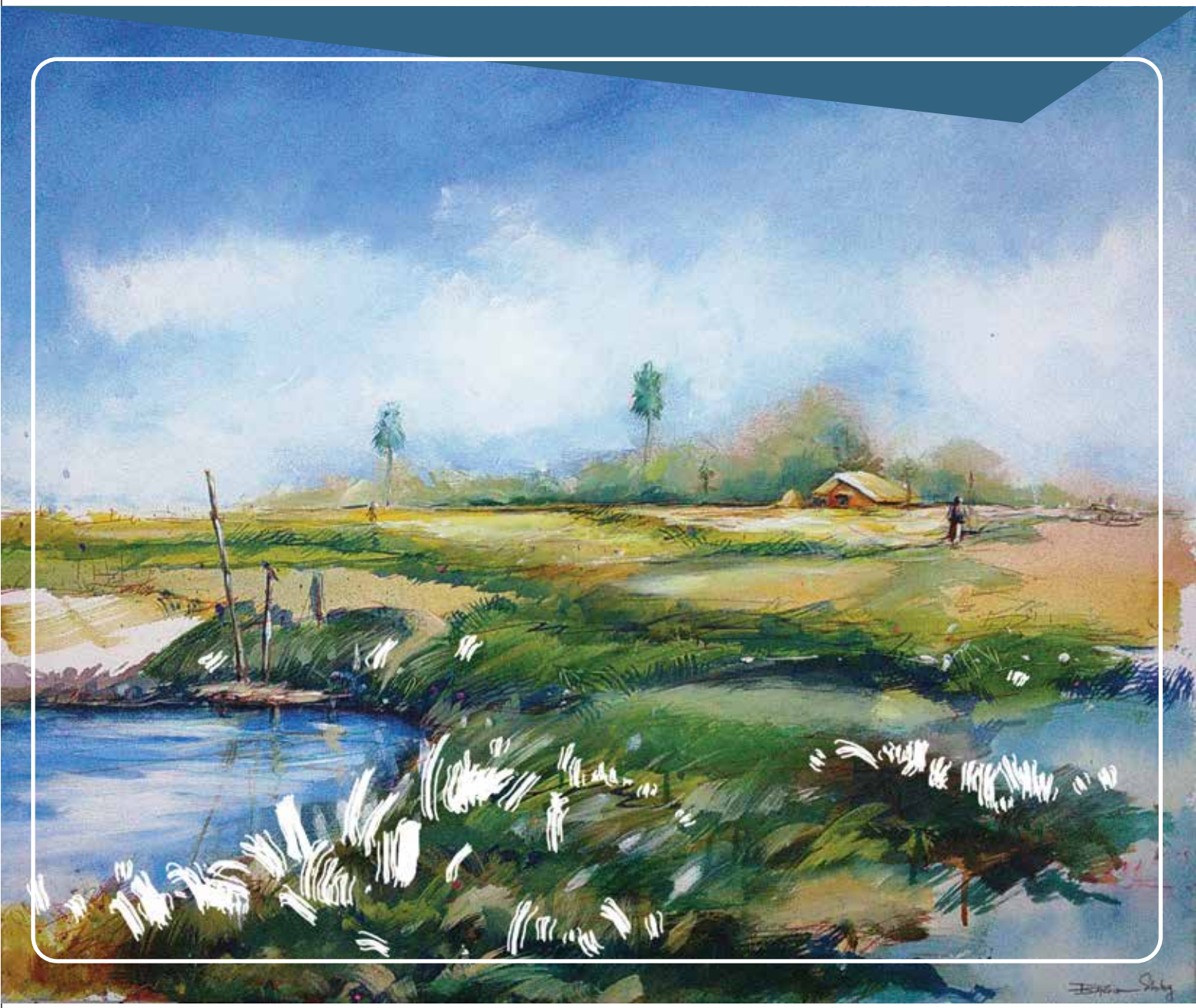

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়



(জাহিদ ফারুক, এমপি)
প্রতিমন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বাণী

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯ প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ ধরণের প্রকাশনার মাধ্যমে সাধারণের কাছে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের অবগতি ও জবাবদিহিতার সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং এরূপ ধারাবাহিক প্রকাশনা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রমের ক্রম পরিবর্তন, পরিবর্ধন, অগ্রগতি ও রূপান্তরের চিত্রকে ধারণ করে যা ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে রেফারেন্স সহায়ক হিসেবে ভূমিকা রাখে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা এ মন্ত্রণালয়ে কাজ করে যাচ্ছি। বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ লাভ করেছে। অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে দেশের অর্থনীতি আজ সমৃদ্ধ।

জলবায়ু পরিবর্তনের সর্বাধিক ঝুঁকিতে থাকা পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বহুমাত্রিক নীতিগত চ্যালেঞ্জ রয়েছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, ভিশন-২০২১, ডেল্টা প্লান-২১০০, এসডিজি, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনার আলোকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ সরকারের শাসনামলে দেশের পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের ব্যপ্তি বহুগুণে বেড়েছে এবং একইসাথে কাজের গুণগতমানও বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত সংস্থাসমূহের কার্যক্রমে গতিশীলতার সঞ্চার হয়েছে। প্রকল্প গ্রহণ ও তার বাস্তবায়নের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন এসেছে, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইতোমধ্যে অসংহত বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে এখন সামষ্টিক পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে নদী ও অববাহিকা ভিত্তিক সমীক্ষা নির্ভর প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে, যা অধিকতর টেকসই ও পরিবেশবান্ধব।

দেশের পানি সম্পদ খাতে সরকারের ক্রমবর্ধিত বিনিয়োগের ফলে চলতি ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ ৬০১৮.৩১ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে যা ২০০৮-২০০৯ অর্থবছর (৮৭০.৫২ কোটি টাকা) এর তুলনায় প্রায় ৭ গুণ এর বেশি। নদীমাতৃক বাংলাদেশে বিভিন্ন নদ-নদী ও অন্যান্য জলাধারগুলো সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা রাখার মধ্য দিয়ে সরকারের বাজেট বরাদ্দ এবং আমাদের সবার কর্মপ্রয়াস সার্থক হবে বলে আমি মনে করি।

আমি এ প্রতিবেদন প্রস্তুতের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(জাহিদ ফারুক, এমপি)



এ কে এম এনামুল হক শামীম, এমপি
উপমন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বাণী

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহের মধ্য দিয়ে জনগণকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় একীভূত করে সুশাসন নিশ্চিত করা বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আলোকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯ প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি আশা করছি এ প্রতিবেদনে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কাজের প্রতিফলন ঘটবে এবং তা মন্ত্রণালয়ের তথ্য ভান্ডার হিসেবে কাজ করবে।

পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন, ব্যবহার ব্যবস্থাপনা, বিতরণ ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ পানি আইন-২০১৩, বাংলাদেশ পানি বিধিমালা ২০১৮ এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইনস-২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিগত ১০ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নানা ধরণের প্রকল্পের আওতায় ৫৮১.৪২ কিঃমিঃ নদীতীর সংরক্ষণ, প্রায় ১০৪৭ কিঃমিঃ নদী খনন, ৬৫৬ কিঃমিঃ সেচ ও নিষ্কাশন খাল খনন, ২৭০৪.৫৭ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন, ১৩০২.০৯ কিঃমিঃ বাঁধ (বন্যা নিয়ন্ত্রণ, উপকূলীয় ও ডুবন্ত) নির্মাণ এবং ৩৪৮৪.২১ কিঃমিঃ বাঁধ পুনঃনির্মান করা হয়েছে: পুনরুদ্ধার করা হয়েছে ১৭.২১ বর্গকিঃমিঃ ভূমি। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে নানামুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১টি কারিগরি সহায়তা ও ৬টি সমীক্ষা প্রকল্পসহ মোট ১১৯টি প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৬০১৮.৩১ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যার বাস্তবায়ন হার প্রায় ৯৬ শতাংশ।

এছাড়াও, পানি সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা ও আগামী প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নির্দেশনায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে শতবর্ষী "বাংলাদেশ ডেল্টা প্লান-২১০০"। পরিকল্পনার আওতায় মোট ১৩৩টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে যার মধ্যে প্রাথমিকভাবে ৮০টি প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এর মধ্যে ৪৮টি প্রকল্প সরাসরি এবং ১২ টি প্রকল্প পরোক্ষভাবে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করবে। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আমরা সারাদেশের নদ-নদী রক্ষায় ২২৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। মহাপরিকল্পনার আওতায় দেশের ৮৮টি নদ-নদী, ৩৫২টি খাল ও আটটি জলাশয় খনন করা হবে। ইতোমধ্যে এই প্রকল্পের আওতায় প্রথম পর্যায়ে ৪০৮৬ কিলোমিটার ছোট নদী ও খাল খনন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, কর্ণফুলীসহ দেশের প্রধান প্রধান নদীকূলের ক্যাপিটাল ড্রেজিং ব্যবস্থাপনা এবং ভূমি পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ১৮০০ কিলোমিটার নৌপথ উন্মুক্ত হবে এবং ১.৩ লাখ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারিত হবে। এছাড়াও, বাঙ্গালী-করোতোয়া-হুরাসাগর নদীর সিস্টেম উন্নয়নের লক্ষ্যে ২৩৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে আরেকটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় উত্তরাঞ্চলের ১৬টি নদী পুনঃখননসহ নদ-নদীর উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। তাছাড়া, ইতোমধ্যে আমরা হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন সংক্রান্ত মাস্টারপ্লান প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। গ্রহণ করা হয়েছে নোয়াখালী, চট্টগ্রাম শহর, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এর জলাবদ্ধতা দূরীকরণে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সুদক্ষ নেতৃত্বে আমরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তুলতে নিরলসভাবে পরিশ্রম করে চলেছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার যুগোপযোগী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত দেশের তকমা হতে উত্তরণ লাভ করেছে। ফলে, অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে দেশের অর্থনীতি আজ সমৃদ্ধ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সততা, যোগ্যতা, নিরলস প্রচেষ্টা ও কর্মদক্ষতার উচ্চকিত প্রশংসা করে আজ বিশ্ব নেতৃবৃন্দ তাকে সারা বিশ্বের অন্যতম প্রধানমন্ত্রীর খেতাবে ভূষিত করেছেন। তার দূরদর্শী নেতৃত্বের ফলে রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে বলে আমি আশাবাদী। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা জেগে থাকেন বলেই দেশবাসী নিশ্চিন্তে, নির্বিঘ্নে ও শান্তিতে ঘুমাতে পারেন। বাংলার মানুষ শুধু মনেই করে না, বিশ্বাসও করে- শেখ হাসিনার হাতে দেশ, আর পেছাবে না বাংলাদেশ। তাই, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা অচিরেই দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার টেকসই উন্নয়নে সক্ষম হব বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯ প্রকাশের উদ্দেশ্য সফল হবে মর্মে আমি আশাবাদী এবং এ প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

এ কে এম এনামুল হক শামীম এমপি



(রমেশ চন্দ্র সেন, এমপি)
সভাপতি
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বাণী

সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বচ্ছাতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এ মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক কর্মকান্ড বিষয়ে সম্যক অবহিত। দশম জাতীয় সংসদের মেয়াদে (২০১৪-২০১৮) পানি সম্পদ স্থায়ী কমিটি মোট ৩৯টি বৈঠক আয়োজন করে। একাদশ জাতীয় সংসদ জানুয়ারী/২০১৯ থেকে শুরু হয়েছে এবং এযাবৎ ৫টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল বৈঠকের অধিকাংশ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে বা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এছাড়াও এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে স্থায়ী কমিটি বিভিন্ন ইতিবাচক পরামর্শ প্রদান করে আসছে। মাঠ পর্যায়ের চাহিদাভিত্তিক প্রকল্প ও কর্মসূচী গ্রহণে এবং সেগুলোর মানসম্মত বাস্তবায়নে গতিশীলতা আনতে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকির কারণে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের দীর্ঘ মেয়াদী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' নামে একটি মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত মহাপরিকল্পনার আওতায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৬৪ জেলার অভ্যন্ত ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্পের (১ম পর্যায়) কাজ এখন পুরোদমে চলছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বন্যা, জলবায়ু পরিবর্তনসহ আন্তঃঅঞ্চল ও আন্তঃদেশীয় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থপনার জন্য কার্যকর প্রতিষ্ঠান ও ন্যায়সংগত সুশাসন এবং ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় গঙ্গা-পদ্মা, ব্রাহ্মপুত্র-যমুনা এবং মেঘনা নদীর ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও নদী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। নদী ভাঙ্গন, নদী ভরাট, লবণাক্ততা এবং জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানে বৃহৎ নদীসমূহের নাব্যতা ও ধারণ ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে ইতোমধ্যে দেশের গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদীতে ড্রেজিং বিষয়ে সমীক্ষা সম্পাদন করেছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষার আলোকে নদীর ক্যাপিটাল ড্রেজিংসহ দী ব্যবস্থাপনা কর্যক্রম গ্রহণ করেছে।

বর্তমান সরকারের শাসন আমলে দেশের পানি সম্পদ উন্নয়নের গতি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের পানি সম্পদ খাতে সরকারের ক্রমবর্ধিত বিনিয়োগের ফলে চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্ধ (৬০১৮.৩১ কোটি টাকা) ২০০৮-০৯ অর্থ বছর (৮৭০.৫২ কেটি টাকা) এর তুলনায় ৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশে বিভিন্ন নদ-নদী ও অন্যান্য জলধারগুলো সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নে যথাযথ ভুমিকা রাখার মধ্য দিয়ে সরকারের বাজেট বরাদ্দ এবং আমাদের সবার কর্মপ্রয়াস সার্থক হবে বলে আমি মনে করি।

এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কার্যক্রম, বিশ্ব পানি দিবস উদ্‌যাপন, পনি ইস্যুতে আন্তর্জাতিক বৈঠকে অংশগ্রহণ, সেমিনারসহ বিবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আশা করি এসব কর্মকান্ড 'রূপকল্প-২০২১' এবং 'রূপকল্প-২০৪১' অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

আমি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(রমেশ চন্দ্র সেন, এমপি)
সভাপতি
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।



কবির বিন আনোয়ার
সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বাণী

বাংলাদেশ গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদীর অববাহিকায় অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ, পলল ভূমি। নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাওর, দিঘি-পুকুর-জলাশয় সব কিছু মিলিয়ে মিঠা পানির অফুরন্ত ভান্ডার। জীব বৈচিত্রে ভরপুর পৃথিবীর এক অনন্য সম্পদ। এই পানিই কখনও কখনও আবার তার জন্য অভিশাপ বয়ে আনে। বন্যা, পাহাড়ী ঢল, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস বাঙ্গালীর জীবনের অপরিহার্য অংশ। একদিকে সৃষ্টি আর একদিকে ধ্বংস। আর এর মধ্য দিয়ে আবর্তিত তার জীবন। প্রকৃতির বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সর্বপ্রথম বিষয়টি সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন আর স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগেই তিনি ১৯৭০ এর নির্বাচনী বক্তৃতায় বলেন, "বন্যা নিয়ন্ত্রণকে অবশ্যই প্রথম কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। জরুরি অবস্থার ভিত্তিতে একটা সুসংহত ও সুষ্ঠু বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা আশু প্রয়োজন। পানি সম্পদ সম্পর্কে গবেষণা এবং নৌ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্যে অবিলম্বে একটি নৌ-গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা প্রয়োজন" এবং আজ তাঁরই আত্মজা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে এই স্বপ্ন একটি নতুন অভিযাত্রায়। বঙ্গবন্ধু কন্যা ঘোষণা করেছেন ১০০ বছরের ডেল্টা প্লান। এটি আগামী ১০০ বছরে এই বৃহত্তম ডেল্টার সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা।

নদীমাতৃক বাংলাদেশের পানি এবং টেকসই উন্নয়ন একে অপরের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। আমাদের দেশ একটি দ্রুত উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে ইতোমধ্যেই বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে। নানাবিধ উন্নয়ন ধারায় আমাদেরকে পানির উপর নির্ভর করতে হয়। সকল ক্ষেত্রে পানির সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে আমাদের টেকসই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। বর্তমান সরকার পানি সম্পদ উন্নয়নে এসডিজি-৬ (Sustainable Development Goal, SDG-6) বাস্তবায়নে কাজ করছে যা ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য নিরাপদ পানির নিশ্চয়তা প্রদান করবে এবং পানির দূষণ কমাতে সক্ষম হবে। পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় উন্নত প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও তা ব্যবহারের মাধ্যমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহ অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে নদী ভাঙ্গন রোধ, বন্যা ও কৃষি ব্যবস্থাপনা, নাব্যতা বৃদ্ধিকরণ ও সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে কার্যকর ও ফলপ্রসূ উন্নয়নে অবদান রেখে যাচ্ছে। সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালে উন্নত দেশে পরিণত হবে এবং আমাদের প্রত্যয় এই হোক।

কবির বিন আনোয়ার

পানিসম্পদ সন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

প্রকাশনা কমিটি

১।	**মোঃ রোকন উদ-দৌলা** অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২।	**মোঃ মজিবুর রহমান** মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
৩।	**প্রকৌশলী মোঃ মাহফুজুর রহমান** মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
৪।	**শামীম আরা খাতুন** যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন-১), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫।	**মোঃ আলিম উদ্দিন** মহাপরিচালক, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট	সদস্য
৬।	**মন্টু কুমার বিশ্বাস** যুগ্ম-প্রধান, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭।	**এস, এম, রেজাউল মোস্তফা কামাল** যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন-২), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮।	**মোঃ মাহমুদুল হাসান** মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	সদস্য
৯।	**কে, এম, আনোয়ার হোসেন** সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ	সদস্য
১০।	**কাজী তোফায়েল হোসেন** চীফ মনিটরিং, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
১১।	**মালিক ফিদা এ খান** নির্বাহী পরিচালক, সিইজিআইএস	সদস্য
১২।	**ড. এম মনোয়ার হোসেন** নির্বাহী পরিচালক, আইডব্লিউএম	সদস্য
১৩।	**মোহাঃ ইউসুফ হারুন খান** প্রোগ্রামার, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪।	**মোঃ মোতাহার হোসেন** যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

প্রকাশক
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

মুদ্রণ
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

■ প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর, ২০১৯

সম্পাদনা পরিষদ

১।	**মোঃ মোতাহার হোসেন** যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২।	**ড. মোঃ রুহুল আমিন** পরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
৩।	**কাজি আবদুর রহমান** উপ-সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪।	**নাজমুল ইসলাম ভূইয়া** সিনিয়র সহকারী সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫।	**এস এম সাদিক তানভীর** সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬।	**মোহাঃ শহীদুল্লাহ কায়সার** সিস্টেম এনালিস্ট, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭।	**আরিফ ইকরামুল আজিম** সিস্টেম এনালিস্ট, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
৮।	**ড. মুনিরুজ্জামান খান** উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট	সদস্য
৯।	**মোহাম্মদ মাসুদ আলম** মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	সদস্য
১০।	**মোঃ আনোয়ার কাদির** উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ	সদস্য
১১।	**মোঃ জাহিদ হোসেন জাহাঙ্গীর** পরিচালক, সেন্টার ফোর ইনভারমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফোরমেশন সিস্টেম	সদস্য
১২।	**মোঃ সামিউন নবী** ম্যানেজার (বিজনেস), ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং	সদস্য
১৩।	**আ, স, ম সুজা** সহকারী সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪।	**মোহাঃ ইউসুফ হারুন খান** প্রোগ্রামার, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ১

ভূমিকা ১

কর্ম-পরিধি ১

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ ..... ২

সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল ও অর্গানোগ্রাম এবং কর্মবণ্টন ও কর্মসম্পাদন ২

প্রশাসন অনুবিভাগ ২

উন্নয়ন অনুবিভাগ ২

পরিকল্পনা অনুবিভাগ ২

বাজেট ও অডিট অধিশাখা ২

জনবল ২

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিবরণ ৩

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম (২০১৭-২০১৮) ৩

২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ও ব্যয় ৫

২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সার্বিক অগ্রগতি ৯৫.৯৭% ৫

প্রশিক্ষণ ৫

বিশ্ব পানি দিবস - ২০১৯ উদযাপন ৫

SDGs বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৬

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের আইনসমূহ ৮

জাতীয় পানি নীতি-১৯৯৯ ..... ৮

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন- ২০০০ ..... ৯

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা আইন- ১৯৯২ ..... ১০

নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর আইন- ১৯৯০ ..... ১০

বাংলাদেশ পানি বিধিমালা- ২০১৮ ..... ১০

বিভিন্ন দিবস ও কার্যক্রমের কতিপয় স্থির চিত্র ১২

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থা কার্যক্রম ১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ২১

ভূমিকা ২১

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সৃষ্টি ২১

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০ ..... ২১

পরিচালনা পরিষদ ২১

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০০০ অনুসারে বাপাউবোর কার্যাবলী ২২

সাংগঠনিক কাঠামো ২২
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো ২৩
জনবল ২৪
পদ সৃজন ২৪
জনবল নিয়োগ ২৪
পদোন্নতি প্রদান ২৫
মানব সম্পদ উন্নয়ন ২৫
অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ২৫
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ২৫
বাপাউবো'র প্রকল্পে অর্থায়ন ২৬
২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ২৬
২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে সম্পাদিত কার্যক্রম ২৭
২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহ ২৭
২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে সমাপ্তকৃত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের অর্জিত সাফল্য ২৯
২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের চলমান গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্প ৩২
২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে অনুমোদিত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ ৩৫
জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় গৃহীত প্রকল্প ৩৬
বাপাউবো'র ২৫ বছর মেয়াদী খসড়া পরিকল্পনা ৩৬
বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভূমিকা ৩৮
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রুটিন কার্যক্রম ৪০
প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা দপ্তর এর আওতাধীন দপ্তর সমূহের কার্যক্রম ৪০
সেচ, সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় কার্যক্রম এবং জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম ৪০
পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন-নিবন্ধনের তথ্যাদি (জুন-২০১৯ পর্যন্ত) ৪২
পানি বিজ্ঞান (Hydrology) এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কার্যক্রম ৪৩
ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল ৪৪
ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল ৪৫
রিভার মর্‌ফলজি এণ্ড রিসার্চ সার্কেল ৪৬
প্রসেসিং এণ্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল ৫৭
ড্রেজার পরিদপ্তরের কার্যক্রম ৫১
যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের কার্যক্রম ৫৩
অডিট পরিদপ্তরের কার্যক্রম ৫৪
শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা) ৫৪
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম ৫৪
জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম ৫৬

e-GP কার্যক্রম ৫৬
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) কার্যক্রম ৫৭
২০১৮-১৯ অর্থ বছরে নিম্নোক্ত কাজগুলো করা হয়েছে ৫৭
ইনোভেশন কর্মকাণ্ড ৫৯
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন ৫৯
এক নজরে বাপাউবো'র সাফল্যের খতিয়ান ৬০
এক নজরে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত অবকাঠামো/কর্মকাণ্ডের বিবরণ ৬৩
উপসংহার ৬৪
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৮-২০১৯ সালের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ৬৫

তৃতীয় অধ্যায়: পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) ৭১

১। ভূমিকা: ৭১
১.১ পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২; জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯; উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, ২০০৫ এবং বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ অনুযায়ী ওয়ারপোর কার্যপরিধি ও দায়িত্বসমূহ ৭১
১.২। জনবল: ৭২
১.৩। ওয়ারপোর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ: ৭২
১.৪। বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় ৭৩
২। পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এর ২০১৮-২০১৯ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ: ৭৩
২.১। আইন, বিধিমালা এবং নীতিমালা প্রণয়ন: ৭৩
২.১.২) বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধানাবলী অবহিতকরণের জন্য মাঠ পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন ৭৪
২.১.৩) শিল্পখাতে পানি ব্যবহার সংক্রান্ত "Industrial Water Use policy" এর খসড়া প্রণয়ন ৭৫
২.১.৪) জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইনের খসড়া প্রণয়ন ৭৬
২.২। 'জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার' (এনডব্লিউআরডি) ৭৬
২.২.১) উপাত্ত সরবরাহ (Data Dissemination) ৭৬
২.২.২) উপাত্ত সংগ্রহ: ৭৭
২.২.৩) জাতীয় ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) ক্রয় কার্যক্রম ৭৭
২.৩। ক্লিয়ারিং হাউজ হিসেবে ওয়ারপোর দায়িত্ব পালন: ৭৭
৩। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ওয়ারপো কর্তৃক চলমান প্রকল্প ৭৮
৩.১। চলমান উন্নয়ন প্রকল্প: ৭৮
৩.১.২) "পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের অনাপত্তিপত্র অনলাইন প্রক্রিয়াকরণ" শীর্ষক ৭৯
৩.২। চলমান গবেষণা কার্যক্রম ৭৯
৩.৩। প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্প ৮০
৪। বিগত বছরের ওয়ারপোর বিবিধ কার্যক্রম সমূহ ৮১
৪.১। সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (SDG) এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ওয়ারপোর কার্যক্রম: ৮১

৪.২। ওয়ারপোর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)..... ৮১
৪.৩। বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়ন ৮১
৪.৪। বিগত বছরে মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার কার্যক্রম: ৮১
৪.৪.১) স্থানীয় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনারে অংশগ্রহণের বাৎসরিক বিবরণী (জুলাই ২০১৮- জুন ২০১৯ মেয়াদে): ৮১
৪.৪.২) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি: ৮৩
৪.৫। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম: ৮৪
৪.৬। ওয়ারপোরতে পালিত বিভিন্ন দিবসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ৮৪
৫। ওয়ারপো'র "ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র" ৮৬
বিগত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ওয়ারপো লাইব্রেরীতে নতুন সংযোজিত উল্লেখযোগ্য রিপোর্ট, বই, নিউজলেটার ও জার্নাল সমূহঃ.....৮৭
৬) উত্তম চর্চা: ৯০
বয়োজ্যেষ্ঠ/ প্রতিবন্ধী বান্ধব শিরোনাম ৯০
বায়োমেট্রিক Fingerprint পদ্ধতির মাধ্যমে যথাসময়ে উপস্থিতি ও প্রস্থান পর্যবেক্ষণ ৯১
Close Circuit Camera পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ ৯১
সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানির (Renewable Energy) ব্যবহার উৎসাহিতকরণ..... ৯২
পরিবেশবান্ধব (Environmental Friendly) অফিস কক্ষ: ৯২
ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরি ও তথ্যকেন্দ্র ৯৩
মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত আলাদা ওয়াশরুম ৯৩
হালনাগাদ ওয়েবসাইট এবং পানি সম্পদ খাতে তথ্য ও উপাত্ত সমৃদ্ধ জাতীয় পানি সম্পদ ডাটাবেইস (এনডব্লিউআরডি)... ..... ৯৪
আধুনিক ও সমৃদ্ধ আইসিটি প্রশিক্ষণ ল্যাব ৯৪
৭. উপসংহার..... ৯৫

চতুর্থ অধ্যায়: নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট (নগই ৯৯

পরিচিতি ৯৯
নগই'র উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী (১৯৯০ সনের ৫৩ নং আইন অনুযায়ী) ৯৯
নগই'র সাংগঠনিক কাঠামো ৯৯
নগই পরিচালনা বোর্ড ১০০
নগই'র প্রশাসনিক কাঠামো ও জনবল ১০০
নগই'র পরিদপ্তর ভিত্তিক কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ১০০
প্রশাসন ও অর্থ পরিদপ্তর ১০০
প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (ফেজ-২) প্রকল্প ১০১
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা..... ১০১
নগই'র সুবিধাদি ১০১
নগই'র প্রকাশনা..... ১০২
হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর ১০২

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলোঃ ১০৪
জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর ১০৪
২০১৮-১৯ অর্থবছরে নগই'র জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণ..... ১০৫
২০১৮-১৯ অর্থ বছরে নগই'র জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণা কাজ..... ১০৬
গবেষণা তথ্য..... ১০৬
প্রাপ্ত ফলাফল ১০৬
দৌলতদিয়া সাইড..... ১০৭
সুপারিশ ১০৭
গবেষণাটির উদ্দেশ্যঃ ১০৮
বর্তমান অবস্থাঃ..... ১০৮
পাইলট প্রকল্প ও গবেষণা..... ১০৮

পঞ্চম অধ্যায়: যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ ১১৩

ভূমিকা ১১৩
গঠন ও জনবল ১১৩
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর জনবলের বিবরণ (জুন, ২০১৯ অনুযায়ী) ১১৪
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর অনুমোদিত যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদির বিবরণ (টিওএন্ডই) ১১৪
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কার্যাবলী ১১৫
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত কর্মকান্ডের বিবরণ.....১১৬
গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি ১১৬
তিস্তা নদীর পানি বণ্টন.....১১৯
ফেণী, মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বণ্টন.....১১৯
আন্তঃসীমান্ত নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ ১২০
বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতা.....১২০
ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত টিপাইমুখ ড্যাম প্রকল্প ১২১
ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প ১২১
বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার বিষয়ে সহযোগিতা.....১২২
বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের বিষয়ে সহযোগিতা.....১২২
অববাহিকাভিত্তিক সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা.....১২৩
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন.....১২৩
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals).....১২৩
প্রশিক্ষণ.....১২৩
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি ১২৩
স্থানীয় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি.....১২৪
অন্যান্য কার্যক্রম ১২৪

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় ১২৪
যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ দপ্তরের উত্তম চর্চাসমূহের তথ্যাদি ১২৫

ষষ্ঠ অধ্যায়: বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর ১২৯

ভূমিকা ১২৯
অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো ১২৯
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় ১৩০
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের সদ্য সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প ১৩১
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের চলমান উন্নয়ন প্রকল্প ১৩১
হাওর মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ১৩১
উন্নয়ন ক্ষেত্র/সেক্টরভিত্তিক হাওর মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০৩২) বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১৩২
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন ১৪৭
ই-সেবা কার্যক্রম ১৪৭
জিআইএস ল্যাবরেটরি স্থাপন ১৪৭
জলাভূমি সংক্রান্ত তথ্য ভান্ডার উন্নয়ন ও হালনাগাদ করণ ১৪৭
বিশ্ব জলাভূমি দিবস ২০১৯ উদযাপন ১৪৭
জলাভূমি সংক্রান্ত সচেতনতামূলক তথ্যচিত্র প্রকাশ ও প্রচার ১৪৭
ছবিতে বাংলাদেশ হাওর জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের উন্নয়ন কার্যক্রম, ২০১৮-২০১৯ ..... ১৪৮

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ট্রাস্টসমূহ ১৪৯

সপ্তম অধ্যায়: ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (IWM) ১৫৩

ভূমিকা ১৫৩
ট্রাস্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা ১৫৩
Deed of Trust অনুসারে IWM Trust এর মূল উদ্দেশ্য সমূহ ১৫৩
অধিক্ষেত্র ১৫৪
ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং এর জনবল সংখ্যা ১৫৪
কাজের পরিসর ১৫৬
আইডব্লিউএম কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ চলমান প্রকল্পসমূহের তালিকা ১৫৬
আইডব্লিউএম কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা ১৫৭
গবেষণা ও উন্নয়ন ১৫৮
কতিপয় উল্লেখযোগ্য চলমান ও সদ্যসমাপ্ত গবেষণা সমীক্ষা ১৫৮
ভারতের বিহার রাজ্য সরকারের পানি সম্পদ অধিদপ্তরের পানি সম্পদ উন্নয়ন, গবেষণা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা কল্পে Mathematical Modelling Centre (MMC), বিহার তৈরিতে পরামর্শক সেবা প্রদান ১৫৯
ঢাকা-চট্টগ্রাম ভায়া কুমিল্লা-লাকসাম দ্রুতগতি রেলওয়ের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও পূর্ণাঙ্গ নকশা সম্পর্কিত হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ এবং হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল গাণিতিক মডেল সমীক্ষা ১৬০

ইন্টারেক্টিভ জিআইএস মানচিত্রের মাধ্যমে আইসিটি কানেক্টিভিটি ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম ১৬০
এ প্রকল্পের মূল বৈশিষ্ট্য ১৬১
Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS), Malaysia এর সাথে Jurutera Perunding Zaaba Sdn. Bhd. Malaysia I Institute of Water Modelling (IWM) পরামর্শক সেবা প্রদানের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর ১৬২
মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ ১৬২
প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ১৬৩
আন্তর্জাতিক সেমিনার/কর্মশালায় অংশগ্রহণ ১৬৪
আইডব্লিউএম এর নির্বাহী পরিচালকের বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন ১৬৫
IWM এ Climate Change Cell এর যাত্রা শুরু ১৬৬
এটির মূল লক্ষ্যগুলি হলো ১৬৫
অষ্ট্রেলিয়া এওয়ার্ডস প্রোগ্রামে আইডব্লিউএম (IWM) এর অংশগ্রহণ ১৬৭
"কক্সবাজার বেসামরিক বিমান বন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা" প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান আইডব্লিউএম কর্তৃক আয়োজিত প্রকল্পের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন জাতীয় কর্মশালা ১৬৮

অষ্টম অধ্যায়: সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস ১৭৩

পটভূমি ১৭৩
পাবলিক ট্রাস্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা ১৭৩
অধিক্ষেত্র ১৭৩
কাজের পরিসর ১৭৪
জনবল ১৭৪
CEGIS - এর কারিগরি দক্ষতাসমূহ ১৭৪
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবস্থা ১৭৪
এনভায়রনমেন্টাল ল্যাবরেটরি ও মাঠপর্যায়ে ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিসমূহ ১৭৫
CEGIS- এর উদ্ভাবনী কার্যক্রমসমূহ ১৭৬
অধোগামী হাওর অববাহিকায় নদীর বিবর্তন: সিলেট অঞ্চল ১৭৬
পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় ঢাকা ও চারপাশের জিআইএস ভিত্তিক ভূমির তথ্য অনুসন্ধান পদ্ধতি ১৭৭
২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক দেশীয় / আন্তর্জাতিক পরিসরে সম্পাদিত / চলমান সমীক্ষাসমূহ ১৭৮
২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত দেশীয় সমীক্ষাসমূহ ১৭৮
২০১৯-২০২০ অর্থবছরে চলমান দেশীয় সমীক্ষাসমূহ ১৭৯
২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত আন্তর্জাতিক সমীক্ষাসমূহ ১৮০
২০১৯-২০২০ অর্থবছরে চলমান আন্তর্জাতিক সমীক্ষাসমূহ ১৮০
সিইজিআইএস কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে চলমান গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সমীক্ষা/ গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১৮০
পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া ফেরিঘাট এলাকায় হাইড্রো মর্ফোলজিক্যাল সমীক্ষা এবং ফেরিঘাট ও টার্মিনাল ভবনের পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়ন ১৮০

বুড়িগঙ্গা ও ধলেশ্বরী নদী তীরবর্তী এলাকায় হাজারীবাগ ও সাভার ট্যানারি শিল্প নগরীর পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন..... ১৮১

জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিযোজনকে বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে অন্তর্ভুক্তিকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ..... ১৮২

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের জন্য সম্ভাব্য স্থান নির্বাচন..... ১৮২

ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী পাইপলাইন শীর্ষক প্রকল্প..... ১৮৩

জিআইএস এবং রিমোট সেন্সিং টেকনোলজি ব্যবহার করে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি কভার ম্যাপিং এবং ল্যান্ড কভার পরিবর্তন সনাক্তকরণ সমীক্ষা..... ১৮৩

২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণের জন্য জিআইএস ভিত্তিক Delimation Tool প্রস্তুতকরণ এবং ডেটাবেজ আপডেট..... ১৮৪

কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলায় সোনাদিয়া-ঘটিভঙ্গা দ্বীপপুঞ্জে বেজা অর্থনৈতিক অঞ্চল-৪ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত বাঁধসহ সড়ক ও পানি ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ণ সমীক্ষা..... ১৮৫

টেকনাফ, কক্সবাজার, ছাতক, ফরিদপুর এবং নোয়াপাড়া নদীবন্দর এলাকায় টারমিনালসহ আনুসাঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা..... ১৮৬

ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া সার প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন..... ১৮৭

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ..... ১৮৭

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণসমূহের বিবরণ..... ১৮৭

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে দেশে আয়োজিত প্রশিক্ষণে সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাগনের অংশগহণের বিবরণ..... ১৮৯

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাগনের বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের বিবরণ..... ১৯০

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাগন কর্তৃক বিদেশে আয়োজিত ও বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণের বিবরণ..... ১৯১

কর্মশালা..... ১৯১

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সিইজিআইএস-এর ম্যানেজমেন্ট এবং কর্মকর্তাগনের বৈদেশিক Workshop, Seminar, Conference, Knowledge Sharing Meeting and Summit-এ অংশ গ্রহণের তালিকাঃ..... ১৯১

সপ্তম "আন্তর্জাতিক পানি এবং বন্যা ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক কর্মশালা..... ১৯২

CEGIS এর CSR কার্যক্রম..... ১৯২

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পানি বিষয়ক কর্মশালা, ২০১৮..... ১৯২

চতুর্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা ২০১৮..... ১৯৩

পরিশিষ্ট-১..... ১৯৭

পরিশিষ্ট-২..... ২২১

পরিশিষ্ট-৩..... ২২৯

পরিশিষ্ট-৪..... ২৩৯



পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

www.mowr.gov.bd

প্রথম অধ্যায়: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

ভূমিকা

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের সার্বিক পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত। এ মন্ত্রণালয় পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সকল প্রকার নীতি, পরিকল্পনা, কর্মকৌশল, নির্দেশমালা, আইন, বিধি-বিধান, রেগুলেশন ইত্যাদি প্রণয়ন করে থাকে। এ মন্ত্রণালয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও নিষ্কাশন, নদীতীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ব–দ্বীপ উন্নয়ন, ভূমি পুনরুদ্ধার প্রভৃতি বিষয়ে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যারেজ, রেগুলেটর, স্লুইস, খাল, বেড়িবাঁধ, রাবার ড্যাম, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও খাল খনন-পুনঃখনন করে সেচ, জলাবদ্ধতা নিরসন, বন্যা প্রতিরোধ, নদীর তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ভূমি পুনরুদ্ধার বিষয়ে সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে।

কর্ম-পরিধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রুলস অব বিজনেস এর এলোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্ম-পরিধি নিম্নরূপঃ

১. নদী এবং নদী অববাহিকার উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ;
২. সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, নিষ্কাশন এবং নদীভাঙ্গন ক্ষেত্রে সাধারণ নীতি প্রণয়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;
৩. সেচ, বন্যা-পূর্বাভাস এবং সতর্কীকরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনা, বন্যার কারণ এবং বন্যার কারণে সৃষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কিত সকল বিষয়াবলী;
৪. নদী অববাহিকা প্রকল্প এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ স্থাপনা বিষয়ে মৌলিক, প্রধান এবং ফলিত গবেষণা পরিচালনা;
৫. বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা;
৬. সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক কমিশন এবং কনফারেন্স;
৭. বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নদী ড্রেজিং, খাল খনন এবং রক্ষণাবেক্ষণ; খাল খনন কর্মসূচির আওতায় খালের উপর পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ;
৮. ভূমি সংরক্ষণ, নিষ্কাশন এবং জলাবদ্ধতা বিষয়ক কার্যাবলী;
৯. পানি সংরক্ষণ জলাধার নির্মাণ, বাঁধ এবং ব্যারেজ নির্মাণ বিষয়ক কার্যাবলী;
১০. ভূমি পুনরুদ্ধার, মোহনা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কার্যাবলী;
১১. লবণাক্ততা এবং মরুকরণ রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
১২. হাইড্রোলজিকাল জরিপ এবং উপাত্ত সংগ্রহ;
১৩. যৌথ নদী কমিশন, যৌথ কমিটি, স্থায়ী কমিটি ইত্যাদি এবং অভিন্ন সীমান্ত নদী সম্পর্কিত সকল কার্যাবলী;
১৪. আর্থিক বিষয়াবলীসহ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক সচিবালয়;
১৫. মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাসমূহের প্রশাসন এবং নিয়ন্ত্রণ;
১৬. মন্ত্রণালয়ের কর্ম-পরিধির আওতায় বর্ণিত বিষয়াবলীতে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশ এবং বিশ্ব সংস্থাসমূহের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বিষয়ে লিয়াজোঁ;
১৭. মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সকল বিষয়ক আইন কানুন;
১৮. মন্ত্রণালয়কে বণ্টিত বিষয়াবলীর ওপর অনুসন্ধান এবং পরিসংখ্যান;
১৯. আদালতে গৃহীত ফি ছাড়া মন্ত্রণালয়কে বণ্টিত বিষয়সমূহের উপর প্রযোজ্য ফি আদায়।

জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হলো সকল পানি সম্পদ খাতের কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের জন্য ফ্রেইমওয়ার্ক প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী নিম্নলিখিত কার্যাদি সম্পাদনঃ

- দুষ্প্রাপ্য পানির এলাকায় জরুরি সময়ে প্রাধিকারভিত্তিতে পানি বণ্টনের ক্ষমতা প্রয়োগ; জনসাধারণকে অবহিত রেখে পানির দুষ্প্রাপ্য চিহ্নিত এলাকার ভূ-গর্ভস্থ পানির অগভীর স্তর অক্ষুণ্ন রেখে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ;

- যে সব এলাকায় প্রতি বৎসর পানির স্বল্পতা দেখা দেয়, সে সব এলাকার খরা মোকাবেলার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিবীক্ষণ ও জরুরি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা;
- চরম খরাকালীন সময়ে স্থানীয় সরকার বা যে কোন সংস্থাকে খরা কবলিত এলাকায় পানি সরবরাহের নির্দেশ প্রদান করা এবং পানির উৎস নিয়ন্ত্রণসহ প্রয়োজনে আইন প্রয়োগ করা;
- নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি প্রদানের জন্য বেসরকারি ও গোষ্ঠীভিত্তিক সংস্থাকে পানির অধিকার প্রদান করা;
- নদী/চ্যানেলের প্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখতে প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন পানি প্রবাহ নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩

জাতীয় পানি নীতির আলোকে বাংলাদেশ পানি আইন বিগত ০২-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। পানি বিধিমালা ২০১৮

সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল ও অর্গানোগ্রাম এবং কর্মবণ্টন ও কর্মসম্পাদন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছে একজন প্রতিমন্ত্রী ও একজন উপমন্ত্রী। রুলস অব বিজনেস ১৯৯৬ অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রীদ্বয় মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করছেন। মন্ত্রণালয়ে একজন সচিব রয়েছেন। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে তিনি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ/সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ যথাঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, যৌথ নদী কমিশন; বাংলাদেশ, ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউএম) এবং সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (CEGIS) এর কর্মকান্ড আইন অনুযায়ী নিষ্পন্ন করেন। এছাড়াও, প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার হিসেবে সচিব মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ/সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের ব্যয়ের যথার্থতা নিশ্চিতকরণের দায়িত্বও পালন করেন।

মন্ত্রণালয়ের সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ৪টি অনুবিভাগ রয়েছে। এগুলো হলো: (১) প্রশাসন অনুবিভাগ, (২) উন্নয়ন অনুবিভাগ, (৩) পরিকল্পনা অনুবিভাগ এবং (৪) বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ।

প্রশাসন অনুবিভাগ

প্রশাসন অনুবিভাগ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাগুলোর প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে। এ অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে ০১ জন যুগ্ম-সচিব, ০২ জন সিনিয়র সহকারী সচিব, ০২ জন সহকারী সচিব কাজ করছেন। এছাড়াও প্রশাসন অধিশাখার অধীন হিসাবরক্ষণ শাখায় ০১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা রয়েছেন। এছাড়াও কম্পিউটার সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ০১ জন সিস্টেম এনালিস্ট ও ০১ জন প্রোগ্রামার কর্মরত আছেন।

উন্নয়ন অনুবিভাগ

উন্নয়ন অনুবিভাগ উন্নয়ন সহযোগী দেশ, সংস্থা ও আন্তর্জাতিক ব্যাংকসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার যোগাযোগ, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করে থাকে। উন্নয়ন অনুবিভাগে একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে ০২ জন যুগ্ম-সচিব, ০৪ জন উপ-সচিব দায়িত্ব পালন করছেন।

পরিকল্পনা অনুবিভাগ

পরিকল্পনা অনুবিভাগ সকল প্রকল্পের অনুমোদন গ্রহণের সার্বিক প্রক্রিয়া সম্পাদন, স্থানীয় অর্থায়নে গৃহীত সকল প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এবং এডিপিভুক্ত সকল প্রকল্পের অর্থছাড় করে থাকে। পরিকল্পনা অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত একজন যুগ্ম-প্রধানের নেতৃত্বে ০২ জন উপ-প্রধান ও ০৫ জন সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান কাজ করছেন।

বাজেট ও অডিট অধিশাখা

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ও সংস্থাসমূহের বাজেট বরাদ্দ ও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম করে থাকে। বাজেট ও অডিট অধিশাখার দায়িত্বে নিয়োজিত ০১ জন উপ-সচিবের নেতৃত্বে ০১ জন উপ-সচিব ও ০১ জন সহকারী কাজ করছেন।

জনবল

অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের মোট জনবল হলো ১২৬ জন। তন্মধ্যে ১ম থেকে ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তা মোট ১৪ জন, ১০ম গ্রেডের কর্মকর্তা মোট ২৬ জন, ১১তম থেকে ১৬তম গ্রেডের কর্মচারী স্থায়ী-অস্থায়ী মোট ৩০ জন, এবং ১৭তম থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মচারী স্থায়ী-অস্থায়ী মোট ৩২জন রয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিবরণ

			অনুমোদিত পদ		
গ্রেড	ক্রমিক নং	পদের নাম	স্থায়ী	অস্থায়ী	মোট
১ম-৯ম	১	সিনিয়র সচিব/সচিব	১	০	১
	২	অতিরিক্ত সচিব	১	০	১
	৩	যুগ্ম সচিব	২	০	২
	৪	যুগ্ম প্রধান	১	০	১
	৫	উপ-সচিব	৫	০	৫
	৬	উপ-প্রধান	২	০	২
	৭	সিস্টেম এনালিস্ট	১	০	১
	৮	প্রোগ্রামার	১	০	১
	৯	সিঃ সহঃ সচিব/ সহঃ সচিব	১৩	১	১৪
	১০	সিনিয়র সহকারী প্রধান	২	১	৩
	১১	সহকারী প্রধান	৪	০	৪
	১২	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	০	১
	১৩	সহকারী প্রোগ্রামার	০	১	১
	১৪	সহ মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিঃ	০	১	১
১০ম		মোট (১ম-৯ম গ্রেড)	৩৪	৪	৩৮
	১	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১১	৩	১৪
	২	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৭	৩	১০
	৩	সহকারী লাইব্রেরিয়ান	১	০	১
	৪	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	০	১
		মোট (১০ গ্রেড)	২০	৬	২৬
১১-১৬তম	১	হিসাবরক্ষণক	১	০	১
	২	ক্যাশিয়ার	১	০	১
	৩	সাঁট মুদ্রঃ কাম অপারেটর	১১	১	১২
	৪	কম্পিউটার অপারেটর	০	৪	৪
	৫	অফিস সহঃ কাম কম্পিঃ মুদ্রাঃ	৬	৪	১০
	৬	ফটোকপি অপারেটর	১	০	১
		মোট (১১তম-১৬তম গ্রেড)	২১	৯	২৯
১৭-২০তম	১	ক্যাশ সরকার	১	০	১
	২	অফিস সহায়ক	২৪	৮	৩২
		মোট	২৫	৮	৩৩
		সর্বমোট	৯৯	২৭	১২৬

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম (২০১৭-২০১৮)

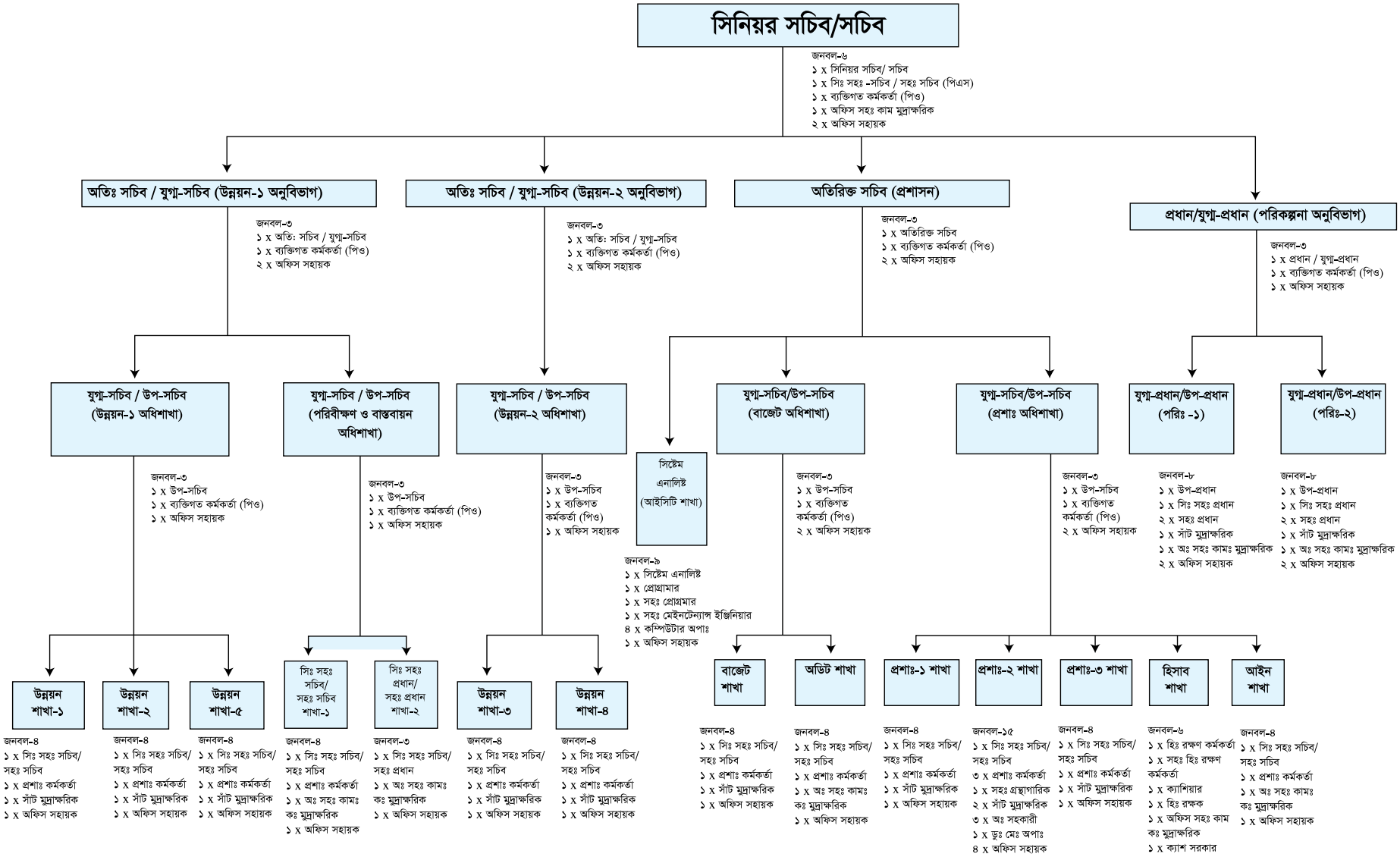

২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ও ব্যয়

ক্রমিক সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/সংস্থা	২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)		২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের ব্যয় (লক্ষ টাকা)		মন্তব্য
		অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	
১	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১৬৬১,১৩,৯০,০০০	৬০১৮,৩১,০০০	১৬১২,৪৩,০৮,৭০৭.৩	৫৭৭৫,৮৭,০০০	
	সর্বমোট	**১৬৬১,১৩,৯০,০০০**	**৬০১৮,৩১,০০০**	**১৬১২,৪৩,০৮,৭০৭.৩**	**৫৭৭৫,৮৭,০০০**	

২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সার্বিক অগ্রগতি ৯৫.৯৭%

২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদিত হয়। উক্ত কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন সন্তোষজনক বিবেচিত হয়েছে।

প্রশিক্ষণ

দেশে ঃ ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে স্থানীয় প্রশিক্ষণঃ ৯৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী স্থানীয় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।
বিদেশেঃ ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে বিদেশে প্রশিক্ষণঃ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১৮জন কর্মকর্তা/কর্মচারী বিদেশে সেমিনার/কর্মশালা/সিম্পোজিয়াম/শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করেন।

বিশ্ব পানি দিবস - ২০১৯ উদযাপন

১৯৯২ এর সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত 'বিশ্ব পানি দিবস' প্রতিবছর ২২ মার্চ বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে উদযাপিত হয়। এ উপলক্ষে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় জাতীয়ভাবে রাজধানী ঢাকায় এবং মন্ত্রণালয়ের সার্বিক দিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড জেলা-উপজেলায় সচেতনতামূলক শোভাযাত্রা, প্রচারণা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বিশ্ব পানি দিবসের এবছরের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "Leaving no one behind"



বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিশ্ব পানি দিবস ২০১৯ উদযাপন

সকালে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নের্তৃত্বে ঢাকার রাজপথে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শেষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে বিশ্ব পানি দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মাননীয় উপমন্ত্রী ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক সহ পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি দপ্তর, অধিদপ্তর ও বিভাগের প্রধান ও কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

SDGs বাস্তবায়ন অগ্রগতি

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ভুক্ত প্রকল্প/কর্মসূচীসমূহ ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় ২০২০ সাল নাগাদ এবং ৮ম (২০২১-২০২৫) ও ৯ম (২০২৬-২০৩০) বার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে সম্ভাব্য প্রকল্প/কর্মসূচীসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। এরই আলোকে ২০৩০ সাল নাগাদ SDG বাস্তবায়নের লক্ষে Action Plan চূড়ান্তকরণ করে তা গত ২৫-০৯-২০১৭ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ তা চূড়ান্ত করে উল্লিখিত Action Plan বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের নিমিত্তে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক M/E Framework তৈরীর কাজ সম্পন্ন করেছে। উল্লেখ্য উক্ত M/E Framework এর জন্য প্রয়োজনীয় Baseline Data সরবরাহ করা হয়েছে। SDG Mapping অনুসারে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত SDG-6.5 ও SDG 6.6 এর প্রকল্প/কর্মসূচীসমূহ জুন ২০১৮ পর্যন্ত বাস্তবায়ন প্রতিবেদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর SDG বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়কের দপ্তরে দাখিল করা হয়েছে।

৬৪ টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়)



ঝিনাইদহ জেলার হরিনাকুন্ডু উপজেলায় ডি-১০ এন নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন



নীলফামারী জেলার ধাইজান নদীর চলমান পুনঃখনন কাজের স্থির চিত্র।

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকির কারণে পানি, জলবায়ু, পরিবেশ ও ভূমির টেকসই ব্যবস্থার দীর্ঘ মেয়াদি চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০" নামে একটি মহাপরিকল্পনা বাংলাদেশ সরকার গত ০৪-০৯-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে একনেক সভায় (ECNEC) অনুমোদন করেছে। এ মহাপরিকল্পনার আওতায় ২০১৭-২০৩০ অর্থ বছরে ছয়টি হট স্পটে (Hotspot) ৬৫টি এবং ক্রস-কাটিং (Cross Cutting) এর আওতায় ১৫টি অর্থাৎ মোট ৮০ টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ৬৪ টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্পটি "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০" বাস্তবায়ন এর জন্য প্রস্তাবিত Cross-Cutting (CC) প্রকল্প তালিকার CC 1.43: Revitalization of khals all over the country এর প্রথম প্রকল্প। ইহা "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা -২১০০" এর লক্ষ্য -৪ এর অন্তর্গত এবং লক্ষ্য-১, লক্ষ্য-২ ও লক্ষ্য-৬ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত।

১.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল : নভেম্বর, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রি: পর্যন্ত।

২.০ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়: ২,২৭,৯৫৪.৬১ লক্ষ টাকা (জিওবি)।

৩.০ প্রকল্প এলাকা : প্রকল্পটি সারাদেশের ৯টি বিভাগের ৬৪টি জেলার অন্তর্গত ৩৭৫টি উপজেলা ও ২টি সিটি করপোরেশনের আওতার মধ্যে অবস্থিত।

৪.০ প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহঃ ছোট নদী-৮৮টি, খাল-৩৫২টি ও জলাশয়-৮টি মোট ৪৪৮টি যার মোট দৈর্ঘ্য ৪০৮৬.৬২২ কি:মি:।

৫.০ ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি: (ক) ভৌত অগ্রগতি: ১০০ কি:মি: (পূর্ণ) ও ৭০০ কি:মি:(আংশিক)-১৪%, (খ) আর্থিক অগ্রগতি: ১৯,৮৪৫.৮৪ লক্ষ টাকা।

৬.০ ২০১৯-২০১০ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা : (ক) ভৌত : ৫০০ কি:মি (পূর্ণ) ও ১০০০ কি:মি (আংশিক)-১৫.৩৬%, (খ) আর্থিক : ৩৫,০০০.০০ লক্ষ টাকা।

(একই তারিখের একই স্মারকে স্থলাভিষিক্ত হবে)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-১ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-৪২.০০.০০০০.০৩৪.৯৯.০০৪.১৮-৩৪৫ তারিখ: ২২-৭-২০১৮ খ্রি:।

বিষয়: জেলা পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, জেলা প্রশাসনগণ সরকারের মাঠ পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনেক প্রকল্প এবং কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে জেলা প্রশাসকগণের সহযোগিতা এবং ক্ষেত্র বিশেষে তদারকি প্রয়োজন হয়। মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কার্যক্রমকে জনগণ বান্ধব ও যথাযথভাবে বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসকগণের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বিধায় জেলা প্রশাসকগণকে সভাপতি করে নিম্নোক্তভাবে কমিটি গঠন করা হলো:

ক্র	কর্মকর্তার পদবি	কমিটিতে অবস্থান
০১.	মাননীয় সংসদ সদস্য (সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকা)	উপদেষ্টা
০২.	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
০৩.	পুলিশ সুপার	সদস্য
০৪.	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
০৫.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
০৬.	নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
০৭.	নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ	সদস্য
০৮.	জেলা পরিষদ এর নির্বাহী প্রকৌশলী	সদস্য
০৯.	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর -এর প্রতিনিধি	সদস্য
১০.	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের জেলা পর্যায়ের প্রতিনিধি	সদস্য
১১.	জেলা পরিবেশ কর্মকর্তা	সদস্য
১২.	জেলা বন কর্মকর্তা	সদস্য
১৩.	নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি:

০১. উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়নে কার্যক্রম গ্রহণ, পরিদর্শন, তদারকি ও সমন্বয়;
০২. দুর্যোগ ও আপদকালীন কার্যক্রমসমূহের তদারকি ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ। প্রয়োজনে সুনামগঞ্জ মডেলের মতো পিআইসি গঠন ও জনগণকে সম্পৃক্ত করে কাজ বাস্তবায়ন;
০৩. রাজস্ব বাজেটের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম তদারকি;
০৪. ড্রেজিংকৃত বালুর মূল্য নির্ধারণ, বিক্রি এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান;
০৫. ড্রেজিংকৃত বালু স্থানীয় জনগণের সমষ্টিকৃত চাহিদার আলোকে তথা রাস্তাঘাট, খেলার মাঠ ভরাট ও অন্যান্য সরকারি স্থাপনার কাজে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত প্রদান;
০৬. তালিকাভুক্ত সকল বালুমহলসহ নতুন বালুমহল ইজারা দেয়ার পূর্বে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে সমন্বয় করে জরীপ এবং নক্সা প্রণয়ণ;
০৭. নদী ভাঙ্গন সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ ও জরুরিভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ;
০৮. নদী ভাঙ্গন ও বন্যা পরিস্থিতিসহ অন্যান্য জরুরি পরিস্থিতি তাৎক্ষণিক সতর্কীকরণ ও উদ্ধার এবং ত্রাণ কার্যক্রম তদারকি;
০৯. খাল, জলাশয় ও নদী দূষণ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
১০. ভূমি অধিগ্রহণ জটিলতা নিরসণে কার্যক্রম গ্রহণ; **(অ:পৃ:--২)**

১১. খাল-বিলসমূহের পূর্ণাঙ্গ তালিকা থেকে অগ্রাধিকার নির্ধারণপূর্বক পর্যায়ক্রমে প্রাক্কলন তৈরি এবং প্রেরণ;

১২. জলাধারের উপরে নির্মিত অবকাঠামো যথা- ব্রীজ, কালভার্ট, স্লুইস, বাঁধ ইত্যাদির বর্তমান অবস্থা এবং নৌ-চলাচলসহ প্রায়োগিক সুবিধা/অসুবিধার সুনির্দিষ্ট বিবরণ এবং মতামতসহ তালিকা প্রণয়ন;

১৩. কমিটি প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হবে। তবে জরুরি প্রয়োজনে একাধিক সভা করা যেতে পারে।

১৪. প্রয়োজনে কমিটিতে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

২০.৯.১৮
(নুজহাত ইয়াসমিন)
যুগ্মসচিব
ফোন: ৯৫৭৬৭৭৮

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

অনুলিপি: অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতারভিত্তিতে নহে):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২ মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। সচিব, সড়ক ও জনপথ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। বিভাগীয় কমিশনার----------(সকল)।
১২। জেলা প্রশাসক,----------(সকল)।
১৩। পুলিশ সুপার----------(সকল)।
১৪। মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫। ভারপ্রাপ্ত সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের আইনসমূহ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা এবং নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর আইন সমূহঃ

জাতীয় পানি নীতি-১৯৯৯

ক্র: নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
১	অধ্যায়-৩	সকল উৎসের পানির উন্নয়ন, ব্যবহার, সুষম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সকলের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ, জনসাধারনের অংশগ্রহণ, টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং পরিবেশগত সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয় বর্ণিত হয়েছে।
২	অধ্যায়-৪	নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনা, পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, পানির অধিকার এবং বন্টন, সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি, পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, পানি ও কৃষি, পানি ও শিল্প, পানি, মৎস সম্পদ ও বন্য প্রাণী, পানি ও নৌ-চলাচল, পানি বিদ্যুৎ ও বিনোদনের জন্য পানি পরিবেশের জন্য পানি, হাওর-ভাওর, বিল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, অর্থনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, গবেষণা ও তথ্য ব্যবস্থাপনা, স্বার্থসংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।
৩	অধ্যায়-৫	প্রাতিষ্ঠানিক নীতি আলোকপাত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন- ২০০০

ক্রঃ নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
১	৩(২)	বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন, অধিকার রাখা ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে এবং বোর্ডের নামে উহার পক্ষে বা বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।
২	৫(১)	বোর্ডের ক্ষমতা ও দায়িত্বঃ- এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, পানি সম্পদের উন্নয়ন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং ধারা ৬-এ বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে বোর্ড সমগ্র বাংলাদেশ অথবা উহার যে কোন অংশে কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।
৩	৬(১)	বোর্ডের কার্যাবলীঃ- সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয় পানি নীতি ও জাতীয় পানি মহাপরিকল্পনার আলোকে এবং এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদন এবং তদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।
৪	৭	বোর্ডের সাধারণ পরিচালনাঃ- বোর্ডের বিষয়াদি ও কার্যাবলীর সাধারণ পরিচালনা ও প্রশাসন একটি পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং বোর্ড যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে পরিষদও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।
৫	৮	পরিষদের গঠনঃ- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, সচিব,পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়, অর্থ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ইত্যাদি সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।
৬	১২(১)	মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত মহাপরিচালকঃ- সংস্থার একজন মহাপরিচালক ও অনধিক পাঁচজন অতিরিক্ত মহাপরিচালক থাকিবে।
৭	১২(২)	মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত মহাপরিচালকগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।
৮	১৪(১)	কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগঃ- বোর্ড উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
৯	১৫(১)	ভবিষ্যত প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনাঃ- জাতীয় পানি নীতির বিধান অনুসারে এবং উপ-আঞ্চলিক ও স্থানীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার আওতায় বোর্ড কেবল ১০০০ হেক্টরের অধিক আয়তন বিশিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন করিবে।
১০	১৬(১)	বিদ্যমান প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ও মালিকানা হস্তান্তরঃ- অনূর্ধ্ব ১০০০ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট এফসিডি ও এফসিডিআই প্রকল্পের মালিকানা পর্যায়ক্রমে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত হইবে এবং যে সমস্ত প্রকল্প উহাদের সুবিধাভোগীদের স্বার্থে গঠিত সংগঠনসমূহের দ্বারা ইতোমধ্যে সন্তোষজনকভাবে পরিচালিত হইতেছে সেইগুলি সর্বপ্রথম হস্তান্তরিত হইবে।
১১	১৯(১)	বার্ষিক প্রতিবেদনঃ- বোর্ড প্রত্যেক অর্থ বৎসর সমাপ্ত হওয়ার পরবর্তী ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে তৎকর্তৃক উক্ত অর্থ বৎসর সংক্রান্ত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে যাহাতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরে গৃহীত উন্নয়ন কৌশল, পরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত কর্মসূচী, প্রাক্কলিত ও প্রকৃত আয় ও ব্যয়, সাফল্য নিরূপণের জন্য নির্ধারিত প্রধান নির্ণায়কসমূহের আলোকে অর্জন এবং সাংগঠনিক দক্ষতা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এবং সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের হাল অবস্থা এবং সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের পরিচালনা ব্যবস্থার উপর বিশ্লেষণ থাকিবে।
১২	২০	বোর্ডের কার্য পরিচালনার জন্য উহার একটি নিজস্ব তহবিল থাকিবে এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান, কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান, সরকার কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ঋণ ইত্যাদি উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থ উক্ত তহবিলে জমা হইবে।
১৩	২১	বাজেটঃ- বোর্ড প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেট এবং রাজস্ব বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে বোর্ডের কী পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা আইন- ১৯৯২

ক্র: নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
১	৫	• সাধারণ পরিচালনা- সংস্থার সাধারণ পরিচালনা ও প্রশাসন একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সংস্থা যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে পরিচালনা বোর্ড সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিবে।
২	৬	• সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী (সভাপতি হইবেন), পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সদস্য (সহ-সভাপতি হইবেন), সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় সচিব ইত্যাদি সদস্য সমন্বয়ে পরিচালনা বোর্ড গঠিত হইবে।
৩	৭	সংস্থার কার্যাবলী- পানি সম্পদ উন্নয়নকল্পে পরিবেশগতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহার, জাতীয় কৌশল ও নীতি নির্ধারণ, পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাকে পরামর্শ প্রদান, সমীক্ষা পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান, মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করা এবং পরামর্শ প্রদান, পানি সম্পদ ব্যবহার সংক্রান্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মান উন্নীত করা, তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা, আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন ও কর্মশালার আয়োজন করা, এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত পানি সম্পদ বিষয়ক অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।
৪	৮(১)	মহা-পরিচালক ও পরিচালক- সংস্থার একজন মহা-পরিচালক ও অনূন্য দুইজন পরিচালক থাকিবে।
৫	৯(১)	কার্যনির্বাহী পরিষদ- সংস্থার একটি কার্য নির্বাহী পরিষদ থাকিবে, যাহা একজন চেয়ারম্যান ও অনূন্য দুইজন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।
৬	১২(১)	সংস্থা-তহবিল- সংস্থার একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে সরকারের অনুদান, অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত দান ও অনুদান এবং সংস্থা কর্তৃক প্রাপ্ত অন্য যে কোন অর্থ জমা হইবে।
৭	১৪(১)	হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা- সংস্থা যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।
৮	১৫	সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারী- সংস্থার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সংস্থা প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
৯	১৭(১)	প্রতিবেদন- প্রতি বৎসর ৩০ জুনের মধ্যে সংস্থা তৎকর্তৃক উহার পূর্ববর্তী বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলীর খতিয়ান সম্বলিত একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর আইন- ১৯৯০

ক্র: নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
১	৬(১)	পরিচালনা বোর্ড- পরিচালনা বোর্ড সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী (সভাপতি হইবেন), চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, ফরিদপুর; সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন জাতীয় সংসদ সদস্য; সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ইত্যাদি সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।
২	৭	ইনষ্টিটিউটের কার্যাবলী- ইনষ্টিটিউটের কার্যাবলী হইবে নদী প্রশিক্ষণ, নদীর ভাঙ্গন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ ও পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনে নকশা প্রণয়ন, নদীর পানি প্রবাহ এবং পানি বিভাজন এলাকা গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা, নদী প্রশিক্ষণ, ও ভাঙ্গন রোধে উপকরণ পরীক্ষা ইত্যাদি।
৩	১০(১)	ইনষ্টিটিউটের তহবিল- ইনষ্টিটিউটের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে সরকার কর্তৃক, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ইত্যাদি জমা হইবে।
৪	১৪(১)	মহাপরিচালক- ইনষ্টিটিউটের একজন মহা-পরিচালক থাকিবেন।

বাংলাদেশ পানি বিধিমালা- ২০১৮

ক্র: নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
১	৩(১)	সুপেয় পানি এবং পরিচ্ছন্নতা ও পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য ব্যবহার্য পানি অধিকার-পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা সুপেয় পানি এবং পরিচ্ছন্নতা ও পয়ঃনিষ্কাশনের লক্ষ্যে ধারা ৩ এবং এই বিধিমালার অধীন পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির নির্দেশসমূহ বাস্তবায়ন করিবে।

ক্র: নং	আইনের ধারা	আইনের বিবরণ
২	৪(১)	জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার- ধারা ৭ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিভিন্ন দেশ ও প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উহার কার্যপরিধির আওতাধীন আন্তঃদেশীয় নদী ও অন্যান্য পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত নিজ উদ্যোগে সংগ্রহ করিবে এবং উহা পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার (NWRD) এ সংরক্ষণ করিবার জন্য সরবরাহ করিবে।
৩	৫(১)	জাতীয় পানি নীতি প্রণয়ন- ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত বিষয়াদিসহ জাতীয় পানি নীতি প্রণয়ন এবং উহা, সময় সময়, হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে, সরকারের পক্ষে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শের ভিত্তিতে ১ (এক) টি খসড়া প্রণয়ন করিবে।
৪	৮(১)	প্রতিপালন আদেশ জারির পদ্ধতি- ধারা ১২ এর উপ-ধারা (২) এবং ধারা ৪২ এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে নির্বাহী কমিটি এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানাবলি অনুসরণপূর্বক ফরম- ১.১ এ প্রতিপালন আদেশ ইস্যু করিতে পারিবে ।
৫	৯(১)	অপসারণ আদেশ জারির পদ্ধতি- যদি কোনো ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ পানি সম্পদের উপর এমন কোনো স্থাপনা নির্মাণ বা ভরাট কার্যক্রম গ্রহণ করে যাহা জলস্রোতের স্বভাবিক প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে বা উহার গতিপথ পরিবর্তন করে, তাহা হইলে নির্বাহী কমিটি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ধারা ১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই বিধিমালা অনুযায়ী, উক্ত ব্যক্তি বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে উক্ত জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ফরম-২.১ এ অপসারণ আদেশ জারি করিতে পারিবেন।
৬	১০(১)	স্থাপনা বা ভরাট কার্যক্রম অপসারণের বা আদায়ের পদ্ধতি- সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষ পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত এবং বিধি ৯ এর অধীন জারীকৃত নোটিশে উল্লেখকৃত অপসারণ ব্যয় পরিশোধের জন্য দায়ী হইবে।
৭	৮ম অধ্যায়	প্রকল্প ছাড়পত্র: প্রকল্প ছাড়পত্র ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ- (ক) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার ক্ষেত্রে, মহাপরিচালক; (খ) জেলা কমিটির ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক; (গ) উপজেলা কমিটির ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা; এবং (ঘ) ইউনিয়ন কমিটির ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।
৯	১৪(১)	সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ (ক) জেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি (খ) উপজেলা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি (গ) ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৮	২১(১)	কারিগরি কমিটিসমূহ গঠন প্রত্যেক জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়নে কারিগরি কমিটি নামে একটি কমিটি থাকিবে।
১২	৯তম অধ্যায়	পানি সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা এবং উহার ব্যবস্থাপনা;
১৩	১০ম অধ্যায়	ভূগর্ভস্থ পানি সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;
১৪	১১তম অধ্যায়	জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিতকরণ;
১৫	১২তম অধ্যায়	সুরক্ষা আদেশ;
১৬	১৩ তম অধ্যায়	প্রতিপালন বা সুরক্ষা আদেশ লঙ্ঘনের জন্য জরিমানা আরোপের পদ্ধতি;

বিভিন্ন দিবস ও কার্যক্রমের কতিপয় স্থির চিত্র



বিশ্ব পানি দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বরণ করে নেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি রমেশ চন্দ্র সেন।



বিশ্ব পানি দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথির ভাষণ দেন।



বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে বিশ্ব পানি দিবস - ২০১৯ "Leaving No one Behind" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক।



১১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউতে বিশ্ব পানি দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব কবির বিন আনোয়ার, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ মাহফুজুর রহমান, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং কর্মচারীবৃন্দ ।



মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব কবির বিন আনোয়ার ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ মাহফুজুর রহমান পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।



পানি ভবন প্রাঙ্গনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এর উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব কবির বিন আনোয়ার।



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এর উদ্যোগে আয়োজিত র‍্যালি।



সুনামগঞ্জের হাওর এলাকা পরিদর্শন করেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক।



পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়ায় নদী তীর রক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।



পানিসম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুরে যমুনা নদীর ভাঙন এবং দেলদুয়ারে ধলেশ্বরী নদীর ভাঙন ও ড্রেজিং কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।



শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় নদী ভাঙ্গন পরিদর্শন



মৌলভীবাজার সদর উপজেলার মনসুরনগর ইউনিয়নের আশ্রাকাপন নামক স্থানে মনু নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ পরিদর্শন



সিরাজগঞ্জ ক্রসবার



তিস্তা ব্যারেজ এবং ক্যানেল হেড রেগুলেটর



SIMS Smart: Scheme Information Management System of BWDB



BWDB Flood Application



Online Recruitment System of BWDB



Phone Directory of BWDB



BWDB Attendance Login Software

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের
অধীন দপ্তর/সংস্থা কার্যক্রম

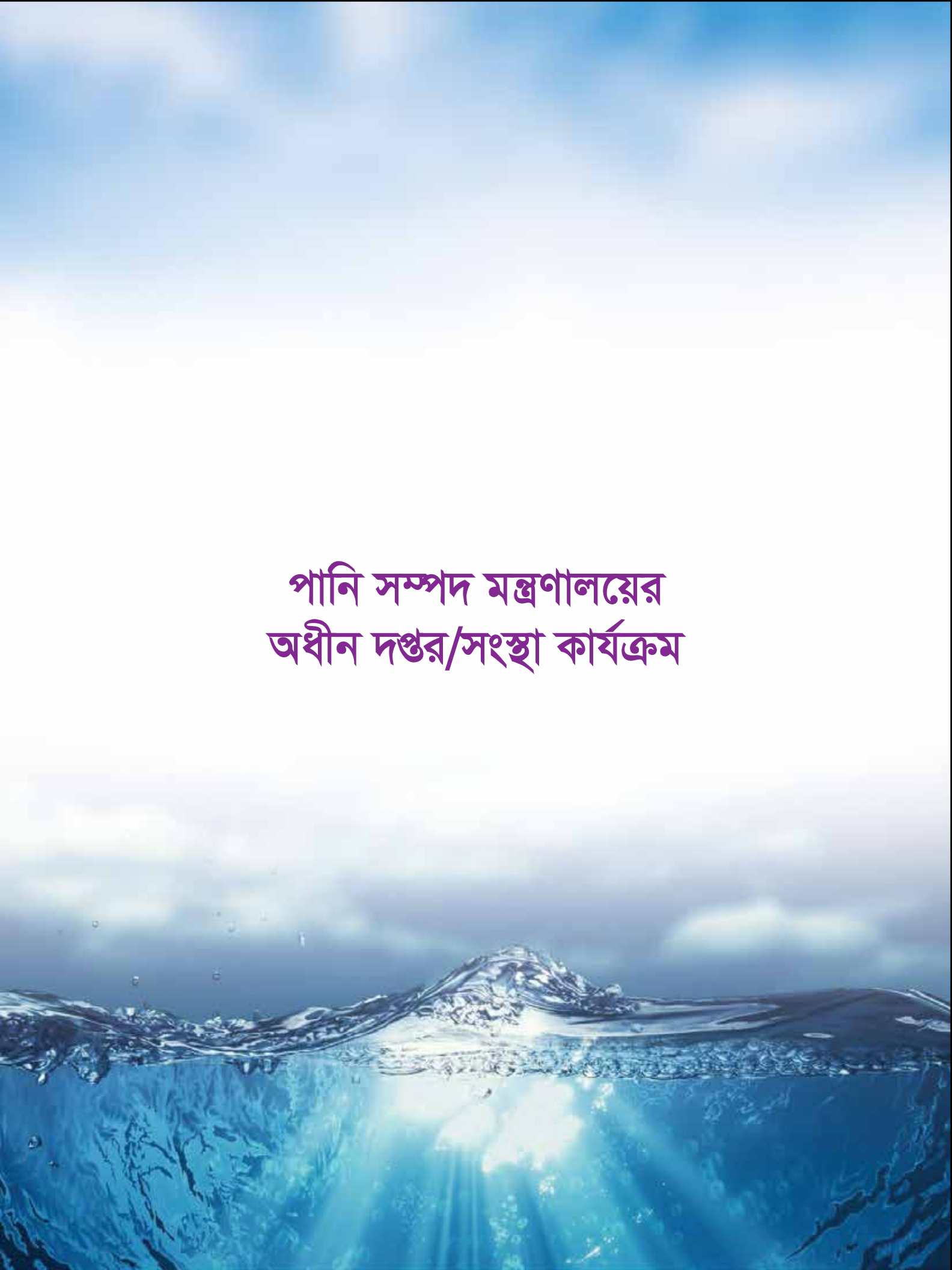



বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

www.bwdb.gov.bd বাপাউবো.বাংলা

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এ কারণে কৃষিজ সম্পদ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বন্যা, অতিবৃষ্টিজনিত আগাম বন্যা, জলাবদ্ধতা, ফসলি জমিতে লোনা পানি প্রবেশ, খরা, সেচ সুবিধার অভাব, ইত্যাদি কৃষি উৎপাদনের প্রধান অন্তরায়। কৃষি উন্নয়নের জন্য পানি সম্পদ উন্নয়ন অপরিহার্য। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের পানি সম্পদ উন্নয়ন ও এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন্যা প্রতিরোধ, সেচ ব্যবস্থা, পানি নিষ্কাশন, আবাদযোগ্য জমি লবণাক্ততা থেকে রক্ষা, সমুদ্র হতে নতুন নতুন জমি উদ্ধার কাজে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া দেশের শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র, শহর বন্দর, কৃষিযোগ্য জমি সীমান্ত বরাবর প্রবাহমান নদীসমূহ ভাঙ্গনের কবল থেকে বাংলাদেশের ভূখণ্ড নদীর ভাঙ্গন থেকে রক্ষা কাজেও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সর্বদা নিয়োজিত।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সৃষ্টি

১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালের উপর্যুপরি ভয়াবহ বন্যায় দেশের জানমাল এবং অবকাঠামো ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন সরকারের আমন্ত্রণে জনাব জে, এ, ক্রুগের নেতৃত্বে ক্রুগ মিশন নামে জাতিসংঘের একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশের জটিল পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর সমীক্ষা পরিচালনা করেন। ক্রুগ মিশনের সমীক্ষার সুপারিশক্রমে বাংলাদেশের সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণসহ পানি সম্পদের উন্নয়ন, আহরণ, ব্যবহার এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১৯৫৯ সনের অর্ডিন্যান্স নং-১ এর মাধ্যমে পূর্ব-পাকিস্তান পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ইপিওয়াপদা) সৃষ্টি করা হয়। তৎকালীন সেচ অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে ইপিওয়াপদার পানি উইং এ আত্মীকরণসহ প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, কারিগরি ও অ-কারিগরি বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ বিপুল সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং- ৫৯ এ তদানীন্তন ইপিওয়াপদার "পানি উইং" নিয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) নামে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা সৃষ্টি করা হয়।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০

পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ এর অনুসরণে সমন্বিত ও জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের পানি সম্পদের উন্নয়ন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১১ জুলাই, ২০০০ এ "বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০" জারি করা হয়। অনুমোদিত জাতীয় পানি নীতি অনুসরণপূর্বক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পানি সম্পদ সেক্টরের অন্যতম প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান নির্বাহী মহাপরিচালক। মহাপরিচালক এবং তাঁর অধীনস্ত ৫ জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক সমন্বয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ব্যবস্থাপনা কার্য পরিচালনা করে আসছে। পানি সেক্টরের মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প/প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন এবং সমাপ্ত প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য সারাদেশকে ৯টি জোনে (উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল) বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জোনের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত রয়েছেন।

পরিচালনা পরিষদ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০ অনুসারে বোর্ডের সার্বিক নীতি নির্ধারণের জন্য একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ৪ (চার) জন সচিবসহ সরকারি/বেসরকারি সেক্টরের বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধি এবং মাঠ পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা সমিতির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিসহ ১২ (বারো) সদস্য সমন্বয়ে এ পরিচালনা পরিষদ গঠিত।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০০০ অনুসারে বাপাউবোর কার্যাবলী

(ক) কাঠামোগত কার্যাবলী

১. নদী ও অববাহিকা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন, সেচ ও খরা প্রতিরোধের লক্ষ্যে জলাধার, ব্যারেজ, বাঁধ, রেগুলেটর বা অন্য যে কোন অবকাঠামো নির্মাণ;

২. সেচ, মৎস্য চাষ, নৌপরিবহন, বনায়ন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও পরিবেশের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানি প্রবাহের উন্নয়ন কিংবা পানি প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তনের জন্য জলপথ, খাল-বিল ইত্যাদি পুনঃখনন;

৩. ভূমি সংরক্ষণ, ভূমি পরিবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধার এবং নদীর মোহনা নিয়ন্ত্রন;

৪. নদীতীর সংরক্ষণ এবং নদী ভাঙ্গন হতে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে শহর, বাজার, হাট এবং ঐতিহাসিক ও জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহ সংরক্ষণ;

৫. উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও সংরক্ষণ;

৬. লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ রোধ এবং মরুকরণ প্রশমন;

৭. সেচ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পানীয় জল আহরণের লক্ষ্যে বৃষ্টির পানি ধারণ।

(খ) অকাঠামোগত ও সহায়ক কার্যাবলি

i) বন্যা ও খরা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ;

ii) পানিবিজ্ঞান সম্পর্কিত অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা এবং এতদ্‌সম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্ত গ্রহণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ;

iii) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহযোগিতায় এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক সৃষ্ট অবকাঠামোভুক্ত নিজস্ব জমিতে বনায়ন, মৎস্য চাষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং বাঁধের উপর রাস্তা নির্মাণ;

iv) বোর্ডের কার্যাবলির উপর মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা;

v) বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের সুফল সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের মধ্যে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সুবিধাভোগীদের সংগঠিতকরণ, প্রকল্পে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন এবং প্রকল্প ব্যয় পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত বিভিন্ন কলাকৌশল ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উদ্ভাবন, বাস্তবায়ন ও পরিচালন।

সাংগঠনিক কাঠামো

প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং সমাপ্ত-প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ পানি সেক্টরের সকল কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে মাঠ পর্যায়ে ৯টি জোন, ২২টি সার্কেল, ৭৮টি বিভাগ ও অন্যান্য সহযোগী দপ্তর রয়েছে যা বিস্তারিত সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রদর্শিত হয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো

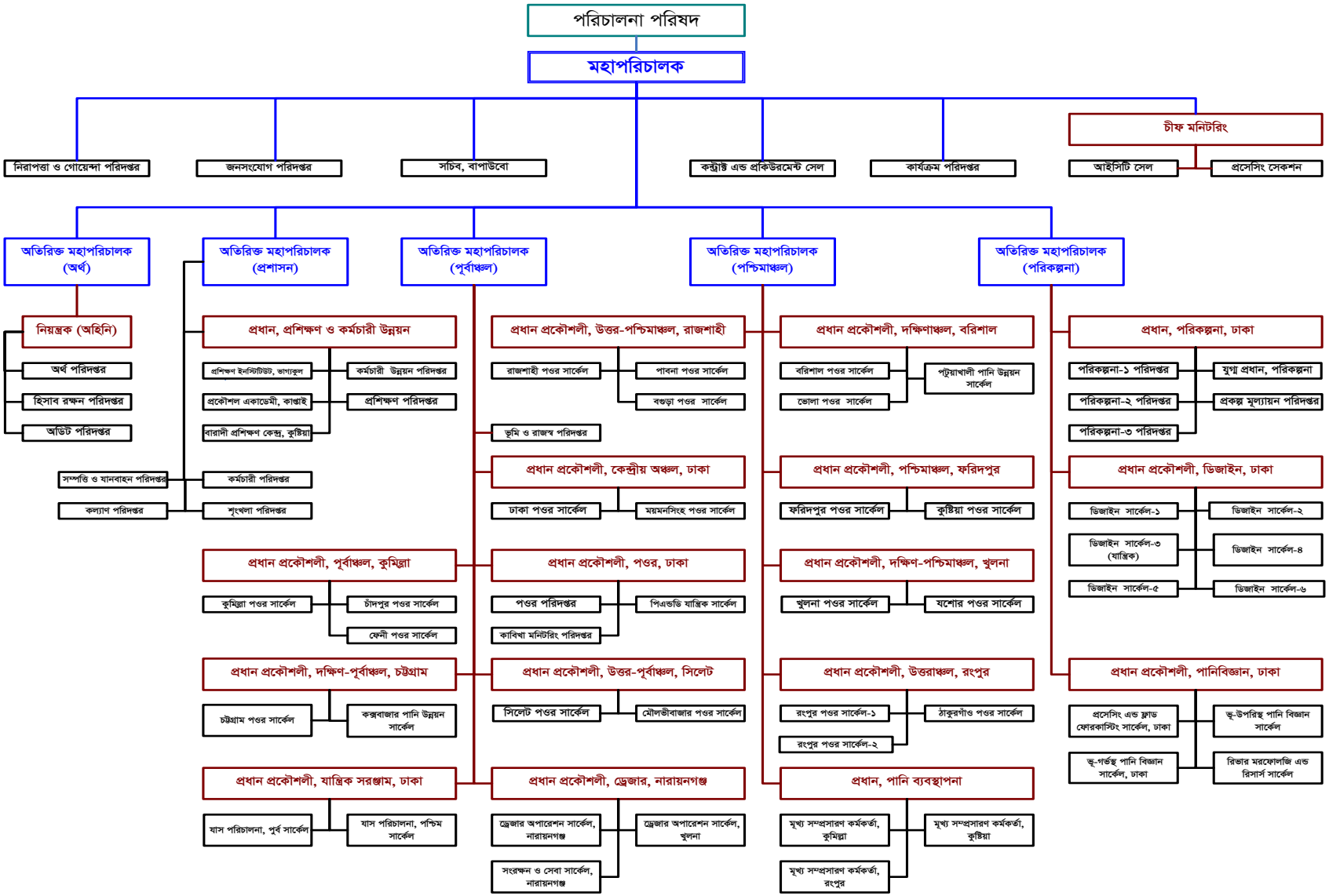

জনবল

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। ১৯৭২ সালের প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং ৫৯ মোতাবেক তদানীন্তন ইপিওয়াপদার "পানি উইং" নিয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) একটি স্বতন্ত্র সংস্থা হিসেবে সৃষ্টি হয়। শুরুতে এর অনুমোদিত জনবল ছিল ২৪,৩৬৮ জন। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় সংস্থাটির জনবল হ্রাস করা হয়। ১৯৮৫ সালে সংস্থার জনবল এনাম কমিটির মাধ্যমে হ্রাস করে ১৮০৩২ এ আনা হয়। পুনরায় ১৯৯৮ সালে এর জনবল ১৮০৩২ থেকে কমিয়ে ৮৯৩৫ জন করা হয়। পানি সম্পদ সেক্টরে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড তরান্বিত করার লক্ষ্যে সম্প্রতি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৬৪ ক্যাটাগরীর ১২৬৩৪ জন জনবল সম্বলিত Need Based Set-Up এর মধ্যে চূড়ান্ত ভেটিংকৃত ১১৬ ক্যাটাগরীর ১০১৮২ টি পদ সৃজনে সরকারি আদেশ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। অবশিষ্ট ৪৮ ক্যাটাগরীর ২৪৫৬ টি পদের গেজেট প্রকাশের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

পদ সৃজন

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশের বৃহৎ নদীসমূহে ড্রেজিং, নদী ব্যবস্থাপনা এবং গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের ন্যায় মেগা প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। আগামী মধ্য-মেয়াদী বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নের পরিধিও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে জনবল হ্রাস ও বর্তমানে বাপাউবোর কর্মপরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় জনবল বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সে মোতাবেক ২০১০ সালে সর্বমোট ১৫০৬৭ পদের জন্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে Need Based জনবল কাঠামোর প্রস্তাবনা দেয়া হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় পর্যালোচনা পূর্বক ৬৪৫৯টি নতুন পদ (যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর ও ড্রেজার পরিদপ্তর নতুনভাবে অন্তর্ভুক্তকরণ পূর্বক) অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে সৃজন এবং বাপাউবো'র অনুমোদিত ৮৯৩৫টি পদ হতে ১৮০০টি পদ বিলুপ্তিসহ সর্বমোট ১৩৫৯৪ পদ এর সম্মতি জ্ঞাপন করে। এরই ধারাবাহিকতায় অর্থ মন্ত্রণালয় ৫৪৯৯টি পদ সৃজন এবং ১৮০০টি পদ বিলুপ্ত করে মোট ১২৬৩৪টি পদের সুপারিশ করে। এছাড়াও ৫৯৫টি আর্মড গার্ড (আনসার) এর পদ অঙ্গীভূতকরণের (Embodiment) মাধ্যমে পূরণ করার সুপারিশ থাকায় মোট পদ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩২২৯টি। বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	সংস্থা/পরিদপ্তরের নাম	এনাম সেট-আপ ১৯৮৪ অনুসারে জনবল	গেজেট '৯৮ অনুসারে জনবল	প্রক্রিয়াধীন Need Based সেট-আপ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	
				জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	অর্থ মন্ত্রণালয়
১।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (যান্ত্রিক সরঞ্জাম ও ড্রেজার পরিদপ্তর বাদে)	১৪১২৫	৮৯৩৫	১২০২৮	১১৮৭০
২।	যান্ত্রিক সরঞ্জাম (এমই) পরিদপ্তর	২১৪৫	-	৪২৫	৩৬০
৩।	ড্রেজার পরিদপ্তর	১৪০৫	-	১১৪১	৯৯৯
৪।	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট	১৯০	-	-	-
৫।	যৌথ নদী কমিশন	১৬৭	-	-	-
	মোট	**১৮০৩২**	**৮৯৩৫**	**১৩৫৯৪**	**১৩২২৯**

জনবল নিয়োগ

পানি সম্পদ সেক্টরে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড গতিশীল রাখার স্বার্থে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে শূন্য পদের বিপরীতে নিয়মিতভাবে জনবল নিয়োগের কাজ চলমান আছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে নিয়োগের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	গ্রেড	সেট-আপভুক্ত পদের সংখ্য	বর্তমানে কর্মরত সংখ্যা	২০১৮-২০১৯ সালে সরাসরি নিয়োগকৃত পদসংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	ডিসেম্বর, ১৯ এর মধ্যে সরাসরি নিয়োগের প্রক্রিয়াধীন পদসংখ্যা (আউটসোসিং সহ)
১	১ হতে ৯	১৪০৫	১০৩৯	১৮৯	৩৬৬	৮৮
২	১০	৯৫৬	৮৩১	২১৫	১২৫	১২৫
৩	১১ হতে ১৬	২২৭৩	২১৬৭	১৪৪	১০৬	৫৩৮
৪	১৭ হতে ২০	৫৫৪৮	৩১৭৯	৯৪	২৩৬৯	১৩২২
	মোট	**১০১৮২**	**৭২১৬**	**৬৪২**	**২৯৬৬**	**২০৭৩**

পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে পে-স্কেল ২ থেকে ৫ পর্যন্ত পদোন্নতি ৮৯ কর্মকর্তা এবং ৬ থেকে ২০ পর্যন্ত পে-স্কেল ৪৫ জন কর্মকর্তা ও ৩৫ জন কর্মচারীসহ মোট ১৬৯ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশগত মানের উৎকর্ষ সাধনে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। পানি সম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত জনবলের দক্ষতা ও পেশাগত জ্ঞান সমৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত নিম্নরূপ ঃ

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

ক্রমিক নং	সময়কাল	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জনদিবসের সংখ্যা
১।	২০১৮-১৯	৭১	৩৫৫৭	৬২৭

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

ক্রমিক নং	দেশের নাম	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	জনদিবসের সংখ্যা
১।	অস্ট্রেলিয়া		০৪ জন	৩৬
২।	দক্ষিণ কোরিয়া		০১ জন	৫
৩।	যুক্তরাষ্ট্র		০১ জন	৭
৪।	জাপান		০১ জন	২
৫।	জাপান		০২ জন	৮
৬।	জাপান		০২ জন	৪২
৭।	জাপান		০২ জন	১২৬
৮।	ইন্দোনেশিয়া		০১ জন	৬
৯।	নেদারল্যাণ্ড		০৫জন	২৫
১০।	নেদারল্যাণ্ড		০৫ জন	১৫
১১।	নেদারল্যাণ্ড		০৫জন	২৫
১২।	নেদারল্যাণ্ড		০১ জন	১২
১৩।	নেদারল্যাণ্ড		০১ জন	২০
১৪।	নেদারল্যাণ্ড		০৬ জন	১৮
১৫।	সুইডেন		০৫ জন	২০
১৬।	জার্মানী		০৫ জন	২০
১৭।	জার্মানী		০৬ জন	৩০
১৮।	জার্মানী		০৬ জন	২৪
১৯।	থাইল্যাণ্ড		০১ জন	৫
২০।	থাইল্যাণ্ড		০৪ জন	২৮
২১।	থাইল্যাণ্ড		০১ জন	২
২২।	ভিয়েতনাম		০৪ জন	৩২
২৩।	ইংল্যাণ্ড		০১ জন	৯
২৪।	ফিলিপাইন		০৪ জন	১৬

২৫।	শ্রীলংকা		০১ জন	২
২৬।	নেপাল		০১ জন	৭
২৭।	নেপাল		০১ জন	৩
২৮।	নেপাল		০১ জন	৫
২৯।	নেপাল		০১ জন	২
৩০।	চীন		০৫ জন	৫০
৩১।	চীন		০১ জন	৬
৩২।	চীন		০৭ জন	৪৯
৩৩।	ভারত		০১ জন	৪
৩৪।	ভারত		০১ জন	২
৩৫।	ভারত		০৪ জন	৬০৪
৩৬।	ভারত		০১ জন	৫
৩৭।	সুইজারল্যাণ্ড		০৫ জন	২৫
	মোট =		**১০২ জন**	**১২৯৭**

বাপাউবো'র প্রকল্পে অর্থায়ন

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) সরকারের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের সাহায্যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর কাছ থেকে ঋণ ও অনুদান সহায়তা পেয়ে থাকে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে চীনা সরকার, বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ইফাদ, নেদারল্যাণ্ড সরকার, জাইকা ইত্যাদি উন্নয়ন সহযোগীর কাছ থেকে পানি সম্পদ খাতে সহায়তা পাওয়া গিয়েছে। প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে দাতা সংস্থাসমূহ কর্তৃক আরোপিত শর্ত সংক্রান্ত কিছু প্রতিবন্ধকতার কারণে বিগত বছরসমূহে বৈদেশিক ঋণ সহায়তায় প্রকল্প গ্রহণের হার অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে বাপাউবো'র উন্নয়ন বাজেটের সিংহভাগই সরকারের নিজস্ব সম্পদ থেকে নির্বাহ করা হচ্ছে। সংস্থাপন ব্যয় ও সমাপ্ত প্রকল্পের বিদ্যমান অবকাঠামোগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সরকারের অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট থেকে আসে। বিগত কয়েক বছরে অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সমাপ্তকৃত প্রকল্পগুলো হতে ঈপ্সিত সুফল অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে বাস্তবায়নাধীন মোট প্রকল্প ছিল ৮৭টি। এডিপিতে বরাদ্দ ছিল ৫৩৩২.৯০ কোটি টাকা। তন্মাধ্যে ১টি প্রকল্প নির্ধারিত মেয়াদের ১ (এক) বছর পূর্বে জুন, ২০১৮ তে সমাপ্ত হয়। সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) তে ২৪টি নতুন অনুমোদিত প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়ে মোট প্রকল্প সংখ্যা দাড়ায় ১১১টি। তন্মধ্যে ১০৪টিই বিনিয়োগ প্রকল্প (৯৬টি জিওবি ও ৮টি বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট), ৬টি জিওবি অর্থায়নে সমীক্ষা প্রকল্প এবং ১টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। আরএডিপিতে বরাদ্দ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে দাড়ায় ৫৯৭২.৭৬ কোটি টাকা। সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৯৭.৩১% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯৬.১৩% (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১)। ২৩টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ ও ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপ ঃ

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বরাদ্দ	ব্যয় (কোটি টাকা)	অগ্রগতি
স্থানীয়	৪৭৯২.৩০	৪৬০৩.৭৬	৯৬.০৭%
প্রকল্প সাহায্য	১১৮০.৪৬	১১৩৭.৭৪	৯৬.৩৮%
মোট	**৫৯৭২.৭৬**	**৫৭৪১.৫০**	**৯৬.১৩%**

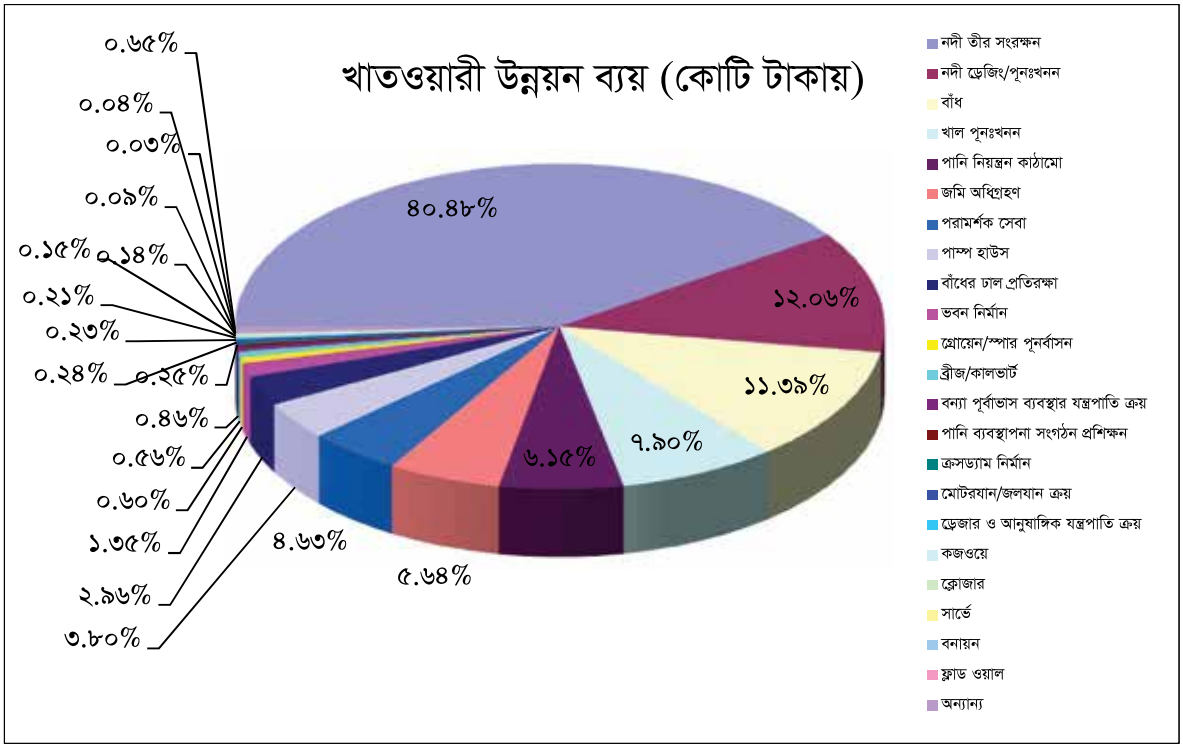

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে সম্পাদিত কার্যক্রম

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মোট অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট বরাদ্দ ১৫৯০.৪২ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৫৭৭.৩৩ কোটি টাকা। অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ এবং ব্যয় বিবরণী নিম্নরূপঃ **কোটি টাকা**

ক্রমিক	অর্থনৈতিক কোড	গৌণ খাত	বরাদ্দ	ব্যয়
১	৫৯০১	সংস্থাপন	৭৭০.৮৫	৭৫৮.০৭
২	৪৮১০	পৌরকর	৩.৫০	৩.৫০
৩	৪৮১১	ভূমিকর	৭.৮০	৭.৮০
৪	৪৮৮৬	জরিপ	৯.১১	৮.৮০
৫	৫৯৬১	বিদ্যুৎ মঞ্জুরী	৪২.৭০	৪২.৭০
৬	৫৯৭৪	মেরামত মঞ্জুরী	৭৩১.০০	৭৩১.০০
৭	৫৯৭৭	অন্যান্য মঞ্জুরী	২৫.৪৬	২৫.৪৬
মোট			**১৫৯০.৪২**	**১৫৭৭.৩৩**

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহ

২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের আরএডিপি বরাদ্দ হতে ১০৯৩.৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৩টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত করা হয়। সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের বিস্তারিত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	(বাস্তবায়নকাল)	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা				
১	পানি ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৯	২৬০৮২.০০	২৬০৮১.৪৩

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	(বাস্তবায়নকাল)	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়
২	ঢাকা জেলার দোহার উপজেলায় আওরঙ্গবাদ হতে ব্রাহাবাজার ঘাট পর্যন্ত পদ্মা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯	২১৭৬২.০০	১৮৭৯৯.৭৭
৩	নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারী ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯	৫০২৩.০০	৩৭০০.৩২
৪	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	এপ্রিল, ২০১১ থেকে জুন, ২০১৯	৪২৪৭৩.০৭	৩৫৯৪৮.৭৪
পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা				
৫	সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে কুমিল্লা জেলার কার্জন খাল ও তৎসংলগ্ন শাখা খালসমূহ পুনঃখনন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯	১৫১৪.০০	৮৫১.৩৪
৬	ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া ও ফুলগাজী উপজেলাধীন দক্ষিণ সতর নদীর কূল ও মনিপুর এলাকা মুণ্ডরী নদীর বাম তীর ভাঙ্গন রক্ষা প্রকল্প	জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০১৯	১৯৩৩.৭৫	১৪৮১.৮৯
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট				
৭	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৯	৫৮৭২৯.৬৩	৪৪৯৩২.৮৬
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম				
৮	চট্টগ্রাম জেলাধীন চন্দনাইশ ও সাতকানিয়া উপজেলার সাংগু ও চাঁদখালী নদীর উভয় তীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জুলাই, ২০১৫ হতে জুন,২০১৯	১৫০৫৬.৪৯	১৩৮৫১.৩৯
৯	চট্টগ্রাম জেলায় বাপাউবো'র আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলের পোল্ডার নং- ৬১/১ (সীতাকুণ্ড), ৬১/২ (মিরেশ্বরাই) এবং ৭২ (সন্দ্বীপ) এর বিভিন্ন অবকাঠামোসমূহের ভাঙ্গন প্রতিরোধ, নিষ্কাশন এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য পুনর্বাসন প্রকল্প	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯	৯৫৩৯.৭৮	৭৯০৬.৪৮
উত্তরাঞ্চল, রংপুর				
১০	রংপুর জেলার গংগাচড়া ও রংপুর সদর উপজেলায় তিস্তা নদীর ডান তীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	এপ্রিল, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯	১৬৮৮৩.০০	১৫৮৭৩.৩২
১১	লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলাধীন সাবেক ১১৯ নং বাঁশকাটা ছিটমহল এর ঘোষপাড়া, দয়ালটারী ও বোস্টারী এলাকায় ধরলা নদীর বাম ও ডান তীর বরাবর নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৯	২৪৭২.০০	২৩৬৭.৬৮
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী				
১২	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন কুর্নিবাড়ী হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ কাজসহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯	৩৩৩৩৭.৯৩	৩১৭২৮.৪৬

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	(বাস্তবায়নকাল)	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়
১৩	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজশাহী মহানগরীর অন্তর্ভূক্ত সোনাকান্দি হতে বুলনপুর পর্যন্ত এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯	২৮৬৯০.৮৯	২৩৯৬০.৪৯
১৪	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)	জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১৯	৪৩৯২৬.৮৪	৪০৭৬১.২০
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর				
১৫	আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে হাজী শরিয়তউল্লাহ সেতু সংলগ্ন ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা-খুলনা জাতীয় মহাসড়ক রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯	৬২৭৩.৪৮	৬১৭০.১১
১৬	গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	সেপ্টেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৯	২২৩৬৮.৭৫	২১৭৮৫.২২
১৭	নবগঙ্গা নদী পুনঃখনন প্রকল্প	জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৯	৪১০৪.২৩	২৪৫০.৯৩
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা				
১৮	খুলনা জেলার জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে ভদ্রা ও সালতা নদী পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯	৪২৯৮.৪৭	৪১৫০.৭৯
বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহ				
১৯	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (২য় সংশোধিত)	জানুয়ারি, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮	৩১৩৪৬.৩৮	২৮৯৫১.৯০
২০	Planning for Flood Management in Bangladesh	জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৯	২৭৪৮.০০	২৫৯৪.৫২
বিশেষ প্রকল্পসমূহ				
২১	Feasibility Study for Flood Control, Drainage & Irrigation System at Gowainghat in Sylhet District	অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন,২০১৯	২৯২.০০	২৭৩.৫৩
২২	Feasibility Study for ESIA for Resuscitation of Ichamoti River in Pabna District	অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন,২০১৯	৩৪৪.০০	৩২৬.৮৩
২৩	Technical Feasibility Study and Environmental & Social Impact Assessment (ESIA) of Embankment-cum-road and Water Management Systems for Economic Zone-4 at Sonadia-Ghotibhanga Islands, Moheshkhali, Coxsbazar	জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন,২০১৯	৩৪১.০০	৩৩৫.৬৬

২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে সমাপ্তকৃত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের অর্জিত সাফল্য

➢ হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকা ঃ সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ

প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৫৮৭.২৯ কোটি টাকা
প্রকৃত ব্যয় ঃ ৪৪৯.৩৩ কোটি টাকা
অবকাঠামো ঃ

ডুবন্ত বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/পুনঃনির্মাণ	-	১৬৭৩.৯৭১ কিঃমিঃ
কম্পার্টমেন্টাল ডাইক	-	২৬.৮৫৩ কিঃমিঃ
পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো (রেগুলেটর)	-	১০ টি
ড্রেনেজ আউটলেট	-	১২ টি
কজওয়ে	-	১৩ টি
ইরিগেশন ইনলেট	-	১৫ টি
পুরাতন রেগুলেটর পূনর্বাসন	-	১১১ টি
অভ্যন্তরীণ খাল পুনঃখনন	-	১৪৬.১০০ কিঃমিঃ
সুরমা বৌলাই রিভার সিষ্টেম ড্রেজিং	-	১১৬.১২৫ কিঃমিঃ
(সুনামগঞ্জ জেলায়		
রক্তি নদী	-	৬.০০ কিঃমিঃ
আপার বাউলাই নদী	-	১৬.০০ কিঃমিঃ
যদুকাটা নদী	-	৬.১২৫ কিঃমিঃ
পুরাতন সুরমা নদী	-	৪০.০০ কিঃমিঃ
নলজুর নদী	-	১০.০০ কিঃমিঃ
চামতি নদী	-	২০.০০ কিঃমিঃ
মৌলভীবাজার জেলায়		
সোনাই নদী	-	৮.০০ কিঃমিঃ
জুড়ি নদী	-	১০.০০ কিঃমিঃ)
লংবুম ও এক্সিবিয়ান এক্সকাভেটর ক্রয়	-	৮ টি

প্রকল্পের সুফল ঃ

- হাওর এলাকার আগাম বন্যা হতে বাৎসরিক প্রায় ১৫.০০ লক্ষ মেট্রিক টন হাওরের বোরো ফসল রক্ষা করা হচ্ছে।
- হাওর এলাকার প্রধান নদীগুলোর নাব্যতা ও নিষ্কাশন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২.৮৯ হেক্টর এলাকা আগাম বন্যা হতে রক্ষা পাবে।
- অভ্যন্তরীণ খালগুলোর নিষ্কাশন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

➢ পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজশাহী মহানগরীর অর্ন্তভুক্ত সোনাইকান্দি হতে বুলনপুর পর্যন্ত এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা ঃ রাজশাহী
প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ২৮৬.৯১ কোটি টাকা
প্রকৃত ব্যয় ঃ ২৩৯.৬০ কোটি টাকা
অবকাঠামো ঃ

নদী তীর সংরক্ষণ	-	৪.০৯৫ কিঃমিঃ
নদী ড্রেজিং	-	২.১৮৬ কিঃমিঃ
গ্রোয়েন/স্পার মজবুতকরণ	-	৩ টি

প্রকল্পের সুফল ঃ

- পদ্মা নদীর ক্রমাগত ভাঙ্গন হতে বামতীরে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন ও সংলগ্ন পবা এলাকার প্রায় ৮০০০ হেক্টর এলাকা রক্ষাসহ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে।
- সোনাইকান্দি হতে বুলনপুর এলাকায় প্রায় ১২৬৫০০.০০ লক্ষ টাকা মূল্য সমতুল্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, পাকা রাস্তা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, হাট-বাজার, স্কুল-কলেজ, মসজিদ-মাদ্রাসা, ফলের বাগান, সরকারি-বেসরকারি স্থাপনা, ঘর-বাড়ী নদী ভাঙ্গনের হাত হতে রক্ষা করা হয়েছে।

- নদীর মূল প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তন রোধ করে এবং নদীর বাম তীর সুদৃঢ় করে তীরবর্তী ভূমিকে পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা হয়েছে।





➢ পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)।

বাস্তবায়নকাল ঃ জানুয়ারী, ২০১০ হতে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা ঃ পাবনা
প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৪৩৯.২৭ কোটি টাকা
প্রকৃত ব্যয় ঃ ৪০৭.৬১ কোটি টাকা
অবকাঠামো ঃ

পাম্পিং ষ্টেশন নির্মাণ কাজ	- ১টি (তালিম নগর পাম্প স্টেশন)
বাদাই নদী পুনঃখনন	- ৪৩.১৬ কিঃমিঃ
বাদাই নদীর শাখা খাল পুনঃখনন	- ৫৯.০৯ কিঃমিঃ
বাদাই নদীর আউট ফলে যমুনা নদী ড্রেজিং কাজ	- ০.৩০ কিঃমিঃ
হেড রেগুলেটর/অফটেক রেগুলেটর নির্মাণ	- ১১ টি
চেক ষ্ট্রাকচার নির্মাণ	- ৬ টি
ব্রীজ নির্মাণ	- ২টি

প্রকল্পের সুফল ঃ

- বাদাই নদী ও শাখা খালসমূহ পুনঃখনন করে প্রকল্প এলাকায় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয়েছে।
- তালিমনগর পাম্প স্টেশন ব্যবহার করে বন্যাকালে ও বন্যা পরবর্তীতে প্রকল্প এলাকার ৪৭০০০ হেঃ জমির জলাবদ্ধতা নিরসন সম্ভব হয়েছে।
- শুকনা মৌসুমে যমুনা নদীর পানি ব্যবহার করে তালিমনগর পাম্প স্টেশনের মাধ্যমে ১৭০০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারন ঘটেছে।
- পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ করে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষ প্রবর্তন এবং শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিল পুনঃখননের মাধ্যমে মাছের অভয়াশ্রম তৈরী করা হয়েছে।
- বিল এলাকায় পাকা রাস্তা নির্মাণের মাধ্যমে শস্য পরিবহন ও বাজারজাত করণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

➢ চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (বাপাউবো অংশ)

বাস্তবায়নকাল ঃ জানুয়ারী, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা ঃ নোয়াখালী, চট্টগ্রাম
প্রাক্কলিত ব্যয় ঃ ৩১৩.৪৬ কোটি টাকা

প্রকৃত ব্যয় ঃ ২৮৯.৫২ কোটি টাকা
অর্থায়ন ঃ জিওবি এবং IFAD
অবকাঠামো ঃ

সী-ডাইক নির্মাণ	-	৩২.২৮ কিঃমিঃ
ইন্টেরিয়র-ডাইক নির্মাণ	-	৩১.৩১ কিঃমিঃ
ডোয়ার্ফ বাঁধ নির্মাণ	-	১৩.৮৮ কিঃমিঃ
খাল খনন	-	১৪৫.৫০ কিঃমিঃ
খাল পুনঃ খনন	-	১২.০০ কিঃমিঃ
স্লুইস নির্মাণ	-	৬ টি
ক্লোজার নির্মাণ	-	৬ টি

প্রকল্পের সুফল ঃ

- নতুনভাবে জেগে ওঠা উপকূলীয় চর অঞ্চলে প্রায় ৩০৭৭৩ হেক্টর এলাকায় বসবাসরত দরিদ্র মানুষের দারিদ্র ও ক্ষুধা দূরীকরণ করা হয়েছে।
- প্রায় ৭১০৬ হেক্টর এলাকায় ভূমিহীনদের মাঝে খাস জমি বিতরণ করা হয়। এ ভূমি ১৩৫০৮টি পরিবারের (১,৫৫,০০০ জন) মধ্যে বন্দোবস্ত দেয়া হয়।
- উন্নত ও অধিকতর নিরাপদ জীবনমান নিশ্চিত করার মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্দেশ্য সাধন করা হয়েছে।
- জলবায়ু পরিবর্তন সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ ও দরিদ্র জনগণের ভূমিতে আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা বিধান করা হয়েছে।
- সিডিএসপি-৪ এ প্রস্তাবিত কর্মসূচীসমূহ টেকসইকরণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়ন করা হয়েছে।
- উপকূলীয় চর উন্নয়ন বিষয়ক উপাত্ত ও জ্ঞান সংগ্রহ করা ও ব্যাপ্তি ঘটানো (disseminate) হয়েছে।
- টেকসই পদ্ধতিতে উপকূলীয় চর এলাকার দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সরাসরি ভাবে উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে।
- প্রায় ৮৩০০ হেক্টর এলাকায় বনায়ন করা হয় (ম্যানগ্রোভ সহ)।

২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের চলমান গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্প

➢ জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন যমুনা নদীর বামতীর সংরক্ষণের মাধ্যমে ভূয়াপুর-তারাকান্দি সড়ক রক্ষা প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা ঃ জামালপুর
প্রকল্প ব্যয় ঃ ২০৩.৭০ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৬৮.৪৯%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- ভূয়াপুর-তারাকান্দি বন্যা বাঁধ-কাম-রাস্তা রক্ষা করাসহ কাওয়ামারা, পিংনা ও নলিনীবাজার নামক স্থানে বাস্তবায়িত নদী তীর সংরক্ষণ কাজের সুরক্ষা করা।
- পিংনা বাজার, রাধানগর ও বাসুরিয়া এলাকায় ৩.২০ কিঃমিঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নদী ভাঙনরোধ ও বন্যা প্রতিরোধ করা। এতে করে জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলার প্রায় ১২০০০ হেক্টর এলাকা রক্ষা করা।
- যমুনা নদী ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদীর প্রবাহের পরিবহন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- নদী ভাঙ্গন রোধ করে প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ পরিবেশগত উন্নয়ন সাধন করা।

২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

নদী তীর সংরক্ষণ	-	৩.২০ কিঃমিঃ (আং-৩৪%)
নদী ড্রেজিং	-	৩.৮০ কিঃমিঃ (পূর্ণ)

➢ চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) বন্যানিয়ন্ত্রণ সড়ক কাম বেড়িবাঁধ প্রতিরক্ষা এবং নিষ্কাশন (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা ঃ চট্টগ্রাম
প্রকল্প ব্যয় ঃ ১৬৫৭.৪৩ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৩৯.০০%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- প্রকল্প এলাকা ও পাশ্ববর্তী এলাকাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের কবল হতে রক্ষা করণ।
- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চলের অবকাঠামো ও অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান রাখা ।
- প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে জনগণের জানমাল, সম্পদ এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মানোন্নয়ন।

২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

উপকুলীয় বাঁধ নির্মাণ - ১০.৫০ কিঃমিঃ (আং)
বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ - ১০.৫০ কিঃমিঃ (আং)
নির্মিত পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ- ৩ টি (আং)

➢ দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলার গৌরীপুর নামক স্থানে খরা মৌসুমে সম্পূরক সেচ প্রদানের লক্ষ্যে পুনর্ভবা নদীর উপর সমন্বিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

বাস্তবায়নকাল ঃ অক্টোবর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা ঃ দিনাজপুর
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৫১.১১ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৬৫.০০%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- প্রকল্প এলাকার গ্রস ৪২০০ হেক্টর আবাদী জমির মধ্যে দিনাজপুর সদর উপজেলার প্রায় ৩৬০০ হেক্টর জমি চাষের আওতায় এনে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- প্রকল্প এলাকায় Ground Water Table এর উচ্চতা বৃদ্ধি করে সুপেয় পানি এবং গভীর নলকূপ গুলোতে সেচের পানি প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।
- পানির উচ্চতার তারতম্য হ্রাস করে আর্সেনিকের আবির্ভাব/প্রাদুর্ভাব প্রতিহত করা।
- ব্রিজ নির্মাণের মাধ্যমে বিরল উপজেলার সাথে দিনাজপুর সদরের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন (দিনাজপুরের সাথে বিরল উপজেলার প্রায় ১৬ কিলোমিটার রাস্তার দৈর্ঘ্য হ্রাস পাবে)।

২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ ঃ

সমন্বিত পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো - ১ টি (আং-৬২%)
নদী তীর সংরক্ষণ কাজ - ০.৩০ কিঃমিঃ (আং-৯২%)
এপ্রোচ রোড নির্মাণ - ০.৫০ কিঃমিঃ (আং-৪০%)

➢ শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা নদীর ডান তীর রক্ষা।

বাস্তবায়নকাল ঃ অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা ঃ শরীয়তপুর
প্রকল্প ব্যয় ঃ ১০৯৭.২০ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ২০.৬০%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার, ফসলী জমিসহ সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন স্থাপনা/সম্পদ নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা।
- প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা।
- নদী ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদীর প্রবাহ স্বাভাবিক ও মূল চ্যানেল বজায় রাখা।

২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

নদী তীর সংরক্ষণ - ৫.৫০ কিঃমিঃ (আং-৫০%)
পদ্মা নদী ডেজিং - ০.৮০০ কিঃমিঃ (আং)

➢ **নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলা সদর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)**

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা ঃ ভোলা
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৬০৯.৩৮ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৬২.০০%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- ভোলা জেলার তজুমদ্দিন উপজেলাধীন সরকারি-বেসরকারি স্থাপনা, স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা ও কৃষিজ জমি মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা
- লবণাক্ত পানির প্রবেশ রোধ
- খাদ্য নিরাপত্তা
- টেকসই পদ্ধতিতে দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সরাসরি ভাবে উন্নয়ন সাধন করা।

২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

নদী তীর সংরক্ষণ ও বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা - ৬.৫০ কিঃমিঃ (আং-৮০%)

➢ **ভৈরব রিভার বেসিন এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প [মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প]**

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা ঃ যশোর, চুয়াডাঙ্গা
প্রকল্প ব্যয় ঃ ২৭২.৮২ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ২৮.০০%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে টেকসই ও সমন্বিত নদী ব্যবস্থাপনা।
- সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ।
- মৎস্য চাষের উন্নয়ন।
- নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন
- প্রকল্প এলাকার নৌ-যোগাযোগের উন্নয়ন।

২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

ভৈরব নদী পুনঃখনন - ৩০.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) ও ৪৫.০০ কিঃমিঃ (আং-২০%)
দাইতলা খাল পুনঃখনন - ২০.০০ কিঃমিঃ (আং-২০%)

➢ **দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প- ফেজ ২**

বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা ঃ ফরিদপুর, রাজবাড়ি, মাগুরা, নড়াইল, গোপালগঞ্জ
প্রকল্প ব্যয় ঃ ৪৮২.১০ কোটি টাকা
অর্থায়ন ঃ ADB
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ৪৬.৩০%

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- সুবিধাভোগীদের সংগঠিত করে Water Management Group (WMG), Water

Management Association (WMA) শীর্ষক সংগঠন তৈরি;

- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে WMA/WMG সমূহের সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি;
- হাইড্রোলজিক্যাল ইউনিটে বিভক্ত এলাকায় অংশীদারিত্বমূলক (Participatory) সমন্বিত (Integrated) পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম প্রবর্তন;
- সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সুবিধাভোগীদের অংশীদারিত্ব (Participation) বৃদ্ধি ও আয়-বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন; এবং
- প্রকল্প পুনর্বাসন পরবর্তীতে এর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সুবিধাভোগীদের সংগঠন, WMA এর হাতে ন্যস্ত করে প্রকল্প হতে সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

তীর সংরক্ষণ কাজ	-	১.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ)
খাল পুনঃখনন	-	১৮৪.৬৯ কিঃমিঃ (আং-৯৫%)
বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ	-	১৩.৩৯২ কিঃমিঃ (আং-৯৫%)
রিটায়ার্ড বাঁধ নির্মাণ	-	১.৪৫ কিঃমিঃ (আং-৪০%)
রেগুলেটরের নির্মাণ	-	১টি (আং-১০%)
রেগুলেটর মেরামত	-	১৪টি (আং-১৫%)
PMO অফিস বিল্ডিং নির্মাণ	-	১টি (আং- ৯৫%)

২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে অনুমোদিত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ

➢ চট্টগ্রাম মহানগরীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলমগ্নতা/জলাবদ্ধতা নিরসন ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প

বাস্তবায়নকাল ঃ অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকা ঃ চট্টগ্রাম
প্রকল্প ব্যয় ঃ ১৬২০.৭৪ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ০.০০%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- চট্টগ্রাম মহানগরীকে জলাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করা।
- শহর এলাকা বন্যা/জলাবদ্ধতা মুক্ত করার জন্য পাম্প হাউস স্থাপনের মাধ্যমে বৃষ্টির পানি দ্রুত নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা ও জমে থাকা বৃষ্টির পানির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- জন-দুর্ভোগ কমানোর জন্য খাল খনন/ড্রেজিং/বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শহরের ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নতি করা।
- যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যবসা কেন্দ্র, শিল্পাঞ্চলসহ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অবকাঠামো সমূহ জলমগ্নতা থেকে মুক্ত করা।
- রেগুলেটর নির্মাণের দ্বারা শহর এলাকায় লবণাক্ত পানি অনুপ্রবেশে প্রতিরোধ করা।
- কর্ণফুলী নদীর ডান তীরে প্রতিরোধ দেওয়ালের মাধ্যমে জোয়ার/ঝড় ইত্যাদি থেকে শহরকে রক্ষা ও বন্যা হতে রক্ষা করা।

ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়িতব্য ভৌত কার্যক্রমসমূহ ঃ

রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ- ২.৭০০ কিঃমিঃ
ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ- ১৮.৯৬৫ কিঃমিঃ
তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ১.০০০ কিঃমিঃ
পাম্প স্থাপনসহ- ৬৯টি
রেগুলেটর নির্মাণ- ২৩ টি

➢ জয়পুরহাট জেলার তুলশী গঙ্গা, ছোট যমুনা, চিড়ি ও হারাবতী নদী পুনঃখনন

বাস্তবায়নকাল ঃ মার্চ, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২১

প্রকল্প এলাকা ঃ জয়পুরহাট
প্রকল্প ব্যয় ঃ ১২৩.৪৭ কোটি টাকা
বাস্তব অগ্রগতি ঃ ০.০০%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- প্রায় ৫৭০০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিই এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য;
- নদীগুলোর পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বৎসর ব্যাপী সেচ সুবিধা নিশ্চিত করা;
- নদীগুলোর পানি নিষ্কাশন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে বন্যা ঝুঁকি কমিয়ে আনা;
- পুনঃখননের মাধ্যমে উল্লিখিত নদীগুলো পুনরুজ্জীবিত করা;
- নদী গুলোতে নাব্যতা বৃদ্ধির দ্বারা নৌ চলাচলের মাধ্যমে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন;
- অতীতে সমাপ্ত প্রকল্প সমূহকে আরও কার্যকর ও ফলপ্রসূ করা।

ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়িতব্য ভৌত কার্যক্রমসমূহ ঃ

নদী পুনঃখনন	- ১০২.৩৫ কিঃমিঃ
বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ	- ৩০.৬৭ কিঃমিঃ





জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় গৃহীত প্রকল্প

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার নিজস্ব অর্থায়নে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাণ্ড গঠন করে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্বে অনন্য নজির স্থাপন করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সমুদ্র ও নদী অববাহিকার পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোসমূহ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং নদী তীর ভাঙ্গন বৃদ্ধি পাচ্ছে বিধায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF) এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প গ্রহণে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে নদী তীর সহ বিভিন্ন অবকাঠামো রক্ষা এবং টেকসই করার লক্ষ্যে ২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯ অর্থ-বছর পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বাপাউবোর ১৩৪ টি প্রকল্পের জন্য অনুমোদন আদেশ জারি করা হয় যার মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১০৯৩.৭১ কোটি টাকা। তন্মধ্যে, জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ৮২৯.৪১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৯৬ টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং ২৬৪.৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৮ টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন চলমান আছে। এ প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা চরাঞ্চলে পোল্ডার/বাঁধ নির্মাণ/মেরামত, ভূমি পুনরুদ্ধারে ক্রসড্যাম নির্মাণ, নদী তীর সংরক্ষণ এবং নদী/খাল পুনঃখনন ইত্যাদি (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৩)।

বাপাউবো'র ২৫ বছর মেয়াদী খসড়া পরিকল্পনা

পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) দেশের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ, নদীতীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ব-দ্বীপ উন্নয়ন ও ভূমি পুনরুদ্ধার, নদ-নদী ড্রেজিং, ইত্যাদি বিষয়ে প্রকল্প

প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করে সেচ, জলাবদ্ধতা নিরসন, বন্যা প্রতিরোধ, নদী তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ব-দ্বীপ উন্নয়ন ও ভূমি পুনরুদ্ধার, নদ-নদীর নাব্যতা ও বহন ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের Vision (Sustainable water security for better livelihood acknowledging the effects of climate change) এবং mission (ensure fulfilling the requirements of water for the people and sustainable development through balanced and integrated management of water resources) বাস্তবায়নে আগামী ২৫ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাপাউবোতে গৃহীতব্য কার্যক্রম বিষয়ে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী। এ প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয়ের বর্তমান রূপকল্প, উদ্দেশ্য, দেশের বর্তমান পানি নীতি ও কৌশল, প্ল্যান National Water Policy, 1999; BWDB Act, 2000; National Water Management Plan, 2004; Coastal Zone Policy, 2005, Coastal Zone Strategy, 2006, Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, 2009, Perspective Plan of Bangladesh 2010-2021; National Sustainable Development Strategy 2010-21, Seventh Five-Year Plan 2016-20; Bangladesh Delta Plan, 2100; Vision 2041 ইত্যাদি পর্যালোচনা করে আগামী ২৫ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাপাউবোতে গৃহীতব্য কার্যক্রম সমূহ সেচ সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা, মোহনা, সমুদ্র ও নদী হতে ভূমি উদ্ধার, নদী তীর সংরক্ষণ ও নদী ব্যবস্থাপনা, উপকূলীয় এলাকায় অবকাঠামোসমূহ উন্নয়ন ও পুনর্বাসন, হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্যাটাগরিতে শ্রেণী বিভক্ত করে অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের নিমিত্তে বিভিন্ন স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে বিন্যস্ত করা হয়েছে। তালিকার স্বল্প মেয়াদভুক্ত কার্যক্রমসমূহ আগামী আট বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদের আওতাধীন কার্যক্রমসমূহ পর্যায়ক্রমে ১৫ বছর ও ২৫ বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। তালিকায় অর্ন্তভূক্ত কার্যক্রমসমূহ পর্যাবৃত্তে পর্যালোচনা করে হালনাগাদ করা হবে। যে সমস্ত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়নি অথবা দীর্ঘ দিন আগে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদিত হয়েছে সেগুলো নতুন করে সমীক্ষা করা সমীচীন।

উল্লেখ্য, প্রণীত তালিকায় অন্তর্ভূক্ত প্রকল্পসমূহ বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও অভীষ্ট এর সাথে সামঞ্জস্যতা নিরূপণ করা হয়েছে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর ছয়টি অভীষ্টসমূহ হলো (১) বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় হতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, (২) পানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও পানি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি, (৩) সমন্বিত ও টেকসই নদী ও মোহনা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা, (৪) জলাভূমি ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং তাঁদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, (৫) অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকরী প্রতিষ্ঠান ও ন্যায়সঙ্গত সুশাসন গড়ে তোলা, (৬) ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা।

আগামী ২৫ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাপাউবো কর্তৃক গৃহীতব্য কার্যক্রম সমূহের সংক্ষিপ্তসার নিম্নে প্রদত্ত হলো এবং বিস্তারিত পরিশিষ্ট ৪ এ সংযুক্ত। উল্লেখ্য কিছু প্রকল্প স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নের পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

Type of Project	Total No Projects	Priority (Term-wise)			Included in BDP IP
		Short (8yrs)	Medium (15yrs)	Long (25yrs)	
River Management Project (Dredging, Bank Protection, Connectivity with Floodplain)	97	66	29	5	5
Land Reclamation and Development Projects	17	7	8	6	11
Integrated Development Project	36	19	10	8	12
Irrigation Project (New & Rehabilitation)	26	26	3	1	5
Climate Change Adaptation and Ecosystem Restoration Project	17	8	8	1	5
Rehabilitation of Coastal Polders	15	13	3	1	-
Haor Rehabilitation Projects	19	11	14	3	5
Others Projects	22	15	1	1	5
Total	**249**	**165**	**76**	**26**	**48**

বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভূমিকা

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আগামী দশকগুলোতে বন্যা, খরা, সাইক্লোন, পানির গুণাগুণ হ্রাস, লবণাক্ততা অনুপ্রবেশ সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি পেতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন বিবেচনায় সার্বিকভাবে কৃষি ও শিল্প অর্থনীতি, মৎস্য, বনায়ন, জনস্বাস্থ্য, পানি ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ খাতকে সমন্বিত করে দেশের উন্নতির লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদি মহাকর্মপরিকল্পনা, 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০' প্রণয়ন করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০'-এর সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সকল স্টকহোল্ডারদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশের পানি সম্পদ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ এবং তা বাস্তবায়নের কর্মকৌশল নির্ধারণ।

বাংলাদেশকে উন্নত দেশে উত্তীর্ণ করতে প্রধান দুটি চালিকাশক্তি হচ্ছে পানি ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং দেশের ভেতরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ভূমির ব্যবহার পরিবর্তন। এ দুইয়ের আলোকে উন্নয়নশীল, বাধাপ্রাপ্ত, সহনশীল, বদ্ধ চারটি সিনারিও এর মধ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হবে। জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পানি ব্যবস্থাপনায় কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন সক্ষম প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব প্রদান করছে।

বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এর মূল উদ্দেশ্য হলো ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র নির্মূল ও মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ পরিণত হওয়া। এ লক্ষ্য অর্জনে 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০' এ জলবায়ু পরিবর্তন, বন্যা, খরা, নদী ভাঙ্গন, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং ঘূর্নিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস কে চ্যালেঞ্জ ধরা হয়েছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০'-এর ৬ টি অভীষ্ট অর্জনে flexible and adaptive approach অনুসরণ করে নিরলসভাবে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০' এর উদ্দেশ্য অর্জনে নিম্ন-বর্ণিত বিষয়সমূহ সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

Flood Risk Management Strategy

- Protecting Economic Strongholds and Critical Infrastructure (indicative flood protection levels for economic strongholds and vital infrastructure are: 1/100 and 1/250 up to 2030; 1/250 - 1/1000 up to 2050, and 1/1000 - 1/2500 by 2100)
- Equipping the FCD Schemes for the Future
- Safeguarding Livelihoods of Vulnerable Communities

Fresh Water Strategy

- Ensure Water Availability by Balancing Supply and Demand for Sustainable and Inclusive Growth
- Maintaining Water Quality for Health, Livelihoods and Ecosystems

Coastal Zone Strategy

- Increase drainage capacity and reduce flood risk at coastal zone
- Balancing water supply and demand for sustainable growth
- Reclaim New Land in the Coastal Zone

River Systems and Estuaries Strategy

- Provide adequate room for the river and infrastructure to reduce flood risk
- Improvement of the conveyance capacity as well as stabilize the rivers
- Provide fresh water of sufficient quantity and quality.
- Maintain ecological balance and values (assets) of the rivers
- Allow safe and reliable waterway transport in the river system

Urban Area Strategy

- Increase drainage capacity and reduce flood risk at urban area
- Enhance urban water security and water use efficiency

- Managing river systems and estuaries in newly developed areas
- Conserve and preserve urban wetlands and ecosystems and promote their wise-use
- Develop effective urban institutions and governance
- Integrated and sustainable use of urban land and water resources

Haor and Flash Flood Areas Strategy

- Protect agriculture and vulnerable communities from flood
- River Management
- Sustainable Haor Ecosystem and Biodiversity Management
- Institutional Development
- Integrated Water/Land Resource Management

Water Strategy for Chittagong Hill Tracts

- Protect of economic zones and towns from flood and storm surge
- Ensure water security and sustainable sanitation
- Ensure integrated river management
- Maintain Ecological Balance and Values (assets) at CHT
- Increase institutional capacity for integrated water resources management
- Develop multi-purpose resources management system for sustainable growth

সঠিক, সময়োপযোগী ও কার্যকরী পানি ব্যবস্থাপনা দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আবশ্যক। 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০' বাংলাদেশ ডেল্টার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য স্ট্রাটেজি প্রণয়ন করছে, যা ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হবার লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে।



কালুনগর খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন করেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কবির বিন আনোয়ার



যশোর জেলায় সদর উপজেলা আরবপুর খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন র‍্যালিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ মাহফুজুর রহমান।





খাল পুনঃখনন কাজ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রুটিন কার্যক্রম

প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা দপ্তর এর আওতাধীন দপ্তর সমূহের কার্যক্রম

সেচ, সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় কার্যক্রম এবং জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম

২০১৮-১৯ সালের ফসল ও সেচ কার্যক্রমের অগ্রগতি

২০১৮-১৯ সালে বাপাউবো এর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সমূহের ৩টি মৌসুমে ২৪.৮১ লক্ষ হেক্টর জমিতে ফসল ও ১০.৪৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। জুন ২০১৯, পর্যন্ত ২৩.৮৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে ফসল আবাদ ও ৯.৭৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প সমূহে প্রধান ফসল হিসাবে ধান, গম ও ভুট্টা আবাদ হয়ে থাকে। তাছাড়া তৈল ও ডাল জাতীয় ফসলসহ শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন সবজি আবাদের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে আসছে। পর্যাপ্ত সেচ সুবিধা থাকায় শস্য বণ্ডমূখীকরনের পাশাপাশি শস্যের নিবিড়তাও দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০১৮-২০১৯ সালের সেচ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য নিম্নরূপ

(হেক্টর)

ক্রঃ নং	জোন	প্রকল্পের সংখ্যা	আওতাভুক্ত এলাকা	সেচযোগ্য এলাকা	ফসল		সেচ		নীট সেচকৃত জমি	
					লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য
১।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	১৯	১৮১১৬৮	১২২৯৬২	৩৭৩৪৩২	৩৭০১২০	২০৬৭০৫	১৬৭৫৬৯	১০৬৫৫০	১০৩০৩৮
২।	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	৯	১৫৮২৫২	১০১৩৪১	২৮০২৮৯	২৭০৮৭৭	১৭৮৫০৪	১৭৬৬৪১	৮৪৯৩১	৮৩৬৭০
৩।	পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	৭	১৫৪৩১৮	১১৭১৪৬	২৯৭২৭০	২৬৪৫৩৪	১০২৬৬৬	৯২০১১	৭৩২৩১	৬৮৮০৬
৪।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	৪	১৫৬৭৩৫	১০৪৪৩৭	২৯১২৯৫	২৭৯৮০৫	১৭৯৫০৮	১৬৮৬৭২	১০৩৮২৫	১০৩৬৫৫
৫।	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	৬	৪৮৩০১১	১৫৪৬৬৪	৪৬৯৩২০	৪৬৯৩২০	৯৯৯২৫	৯৯৯৫০	৭৯৭২৫	৭৯৭৫০
৬।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	৫০	২৪২৪৯৮	১৭১৪২৭	৩৫৩৪৬৬	৩৫২৩৫৯	১৬৭১৩৩	১৬৮৭৬৬	১৬৬৬৯৩	১৬৮৬৬৬
৭।	পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	৭	১৫৪৫০৮	৬৯০৯৪	১৭৪১৬৬	১৫৮০১৫	৫৩৪৮১	৫০৬৮৫	৫৩৪৮১	৫০৬৮৫
৮।	উত্তর-পুর্বাঞ্চল, সিলেট	৩	১১৬৪৯২	৪৭২৪৬	১২২১০৪	১০২৯১৭	২৫৩৫০	২১৪৫২	২৫৩৫০	২১৪৫২
৯।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	১৮	৭৪৭৭১	৪৬৭৭৭	১২০৬০০	১১৮২৩০	৩৫২১০	৩৪০৫০	৩৫২১০	৩৪০৫০
	সর্বমোট	১২৩	১৭২১৭৫৩	৯৩৫০৯৪	২৪৮১৯৪২	২৩৮৬১৭৭	১০৪৮৪৮২	৯৭৯৭৯৬	৭২৮৯৯৬	৭১৩৭৭২

সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় অগ্রগতি

বাপাউবো বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প সমূহের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। সেচ প্রকল্প সমূহে আধুনিক কৃষি ও শস্য উৎপাদনে গতিশীলতা আনায়নের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন (পানি ব্যবস্থাপনা দল, পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন, পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন) এর মাধ্যমে পানি সম্পদের সুষ্ঠু ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতঃ কৃষকের জমিতে সেচ প্রদান করা হয়। সেচের পানি সরবরাহ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সাপেক্ষে সরকার সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কৃষি জমির উপর সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্যকরণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এতদুদ্দেশ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০০৩ সালে 'সেচ সার্ভিস চার্জ আরোপ ও আদায় প্রবিধানমালা, ২০০৩ (৩১ মে ২০০৫ পর্যন্ত সংশোধিত) [(এস, আর, ও নং-২৮৪ আইন/২০০৩) (এস, আর, ও নং-১২৮/আইন/২০০৫)]' নামে একটি প্রবিধানমালা জারী করা হয়। উক্ত প্রবিধানমালা অনুযায়ী বাপাউবো'র সেচ প্রকল্পের ভৌগলিক অবস্থান, বৈশিষ্ট্য এবং ফসল ভিত্তিক সেচের পানির চাহিদা ইত্যাদি বিবেচনা করে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ফসলের বিভিন্ন মৌসুমে (খরিফ-২, রবি ও খরিফ-১) সেচ সার্ভিস চার্জ এর হার অনুমোদন করা হয়। তদানুযায়ী সেচ সার্ভিস চার্জ আদায় করা হচ্ছে। এ প্রবিধানে সেচ প্রকল্পের উপকৃত কৃষকদের সমন্বয়ে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনকে সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের দায়িত্বসহ আদায়কৃত অর্থ সুবিধাভোগী সংগঠনের সাথে

আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় নির্বাহ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর ফলে সরকার কর্তৃক বিপুল অর্থে সমাপ্ত প্রকল্পের নিজস্ব মালিকানাবোধ সৃষ্টি, সেচের পানির অপচয়রোধ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সুষম বন্টনের মাধ্যমে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য সমুন্নত এবং সুষ্ঠু পরিচালনা ও টেকসই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় সুবিধাভোগীদের সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বাপাউবো'র সেচ প্রকল্পসমূহে ২০০১-২০০২ হতে সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্যের পরিমাণ ৪২.৮১২ লক্ষ টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ ৩৭.০৮৮ লক্ষ টাকা। নিম্নের সারণীতে বর্তমানে ১৩ টি সেচ প্রকল্পে ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য এবং আদায়ের তথ্যাদি সন্নিবেশিত করা হলো।

সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতি (জুন, ২০১৯ পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	জোনের নাম	প্রকল্পের নাম	সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা		সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতি		অগ্রগতি (ক্রমপুঞ্জিত)	
			২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	ক্রমপুঞ্জিত আদায়	মন্তব্য
১।	পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা।	মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্প	৮.০০০	৮.০০০	১২.১৯০	১২.০০০	২৪.১৯০	
		চাঁদপুর সেচ প্রকল্প	৪.৫০০	৪.৫০০	৪.২০৬	৪.২৩০	৮.৪৩৬	
		সুন্দলপুর সেচ প্রকল্প	০.২৫০	০.২৫০	০.২৭২	০.২১০	০.৪৮২	
২।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম।	মণ্ডরী সেচ প্রকল্প	১.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
		কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প	২.০০০	২.০০০	১.৯৩৩	১.৮৪০	৩.৭৭৩	
		হারবাংছড়া সেচ প্রকল্প	০.১০০	০.১০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
৩।	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী।	পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	১.৫০০	২.৪৫০	২.০৩০	১.৮৫০	৩.৮৮০	
৪।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর।	তিস্তা বাঁধ সেচ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	১৩.০০০	১৬.০০০	১৫.৫৫৫	১৬.০৫০	৩১.৬০৫	বুড়ি তিস্তা প্রকল্পে মামলা থাকায় সেচ সার্ভিস চার্জ আদায় কার্যক্রম বর্তমানে বন্ধ রয়েছে।
		টাঙ্গন বাঁধ প্রকল্প	০.১০০	০.১০০	০.১৩০	০.১৬০	০.০০০	
		বুড়ি তিস্তা প্রকল্প	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
৫।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা।	এন. এন. আই. পি. (ব্লক এ-১)	০.৭৫২	০.৭৫২	০.৪১৫	০.০০০	০.৪১৫	
৬।	পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর।	জি-কে সেচ প্রকল্প	৮.০০০	৮.১৬০	৩.৩৮০	০.৪০০	৩.৭৮০	
৭।	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট।	মনু নদী সেচ প্রকল্প	০.২০০	০.৫০০	০.১৭৩	০.৩৪৮	০.৫২১	
	মোট	**১৩ টি প্রকল্প**	**৩৯.৪০২**	**৪২.৮১২**	**৪০.২৮৪**	**৩৭.০৮৮**	**৭৭.০৮২**	

২০১৭-২০১৮ সাল		২০১৮-২০১৯ সাল	
মোট লক্ষ্যমাত্রা	মোট প্রাপ্তি	মোট লক্ষ্যমাত্রা	মোট প্রাপ্তি
৩৯.৪০২	৪০.২৮৪	৪২.৮১২	৩৭.০৮৮

জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম

নদীমাতৃক বাংলাদেশের জীবনধারা পানির ভিত্তিতেই গঠিত। পরিবেশগত ও গুনগত মানে পানির সহজপ্রাপ্যতা একটি মৌলিক নাগরিক অধিকার এবং তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা। এ উপলব্ধি থেকেই ১৯৯৯ সালের জানুয়ারী মাসে বাংলাদেশ

সরকার কর্তৃক "জাতীয় পানি নীতি" ঘোষণা করা হয়। পানি ব্যবস্থাপনায় স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণ উন্নয়ন, পরিবেশ সর্ম্পকে সচেতনতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি, পানি ব্যবস্থাপনার সকল স্তরে স্থানীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের কার্যকর সিদ্ধান্ত প্রদানের সুযোগ সৃষ্টিসহ অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের পর্যায়ক্রমে মালিকানা প্রদান করার লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা (GPWM) ২০০১ সালে প্রকাশ করা হয়। পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহের গঠন, উন্নয়ন ও সামাজিক পরিবীক্ষণ ও নিবন্ধন এর কাজগুলো যৌক্তিকভাবে ও ফলপ্রসূ করণের লক্ষ্যে "অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১৪" সরকার কর্তৃক জারী করা হয়।

বোর্ডের প্রকল্পসমূহে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য সকল প্রকল্পে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন করা হচ্ছে এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এ ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীন বিভিন্ন বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহে অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG), পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন (WMA) ও পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন (WMF) নামে তিন স্তরভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন (WMO) গঠন করা হচ্ছে।

উল্লিখিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহ বাপাউবো এর বিভিন্ন প্রকল্পে সেচের পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করাসহ সেচ অবকাঠামোর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ-এ অংশগ্রহণের মাধ্যমে অবদান রাখছে। বাপাউবো কর্তৃক গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহকে সেচ অবকাঠামোর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে সংগঠনের সদস্যদেরকে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। সংগঠন সমূহকে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত করণের মাধ্যমে তাদেরকে টেকসই অবস্থায় নেয়ার জন্য বাপাউবো বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। "অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১৪" এর আলোকে বাপাউবোর্ডের অধীন বাস্তবায়িত প্রকল্প/উপ-প্রকল্প/স্কীম ও পোল্ডার সমূহে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহ এর উন্নয়ন ও নিবন্ধনের প্রক্রিয়া চলমান।

পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন-নিবন্ধনের তথ্যাদি (জুন-২০১৯ পর্যন্ত)

প্রকল্পের সংখ্যা	আওতাভুক্ত এলাকা (হেক্টর)	পানি ব্যবস্থাপনা দল		পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন		পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন	
১৫০	২০৮০৪৫৯	গঠন	নিবন্ধন	গঠন	নিবন্ধন	গঠন	নিবন্ধন
		২৭৭১	২৩৮৪	২০৫	১৭৮	৩	২

মহিপুর সেচ পরীক্ষা খামার বাপাউবো, রংপুরে কার্যক্রম

দেশকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পুর্ণতা অর্জনের লক্ষে দেশের বৃহত্তম তিস্তা ব্যারেজ সেচ প্রকল্প ও বুড়ি তিস্তা সেচ প্রকল্প এলাকার সেচ ও কৃষি উন্নয়নের জন্য ১৯৬০ সালে মহিপুর সেচ পরীক্ষা খামার স্থাপন করা হয়। তিস্তা ব্যারেজ সেচ প্রকল্পের চাষীগনের মান্ধাতা আমলের কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন বিষয়ক ধ্যান ধারণা পরিবর্তন করে প্রকল্প এলাকার মাটি ও আবহাওয়া উপযোগী আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সমুহের পরীক্ষা নীরিক্ষা করতঃ এর লাভজনক ফলাফল প্রকল্প এলাকার চাষীদের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যেই এই খামারের প্রতিষ্ঠা। খামার টি মূলতঃ একটি ফলিত গবেষণা ও প্রর্দশনী খামার। প্রতিষ্ঠা লগ্ন হতেই খামারটি অত্র প্রকল্পের সেচ ও কৃষি উন্নয়নে গুরত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে।

মহিপুর সেচ পরীক্ষা খামারটি রংপুর জেলা শহর হইতে উত্তর দিকে ২০ কিলোমিটার দুরে গঙ্গাচড়া উপজেলাধীন লক্ষীটারী ইউনিয়নে অবস্থিত। তিস্তা নদীর ভাঙ্গনে খামারটির কিয়দংশ নদীতে বিলীন হওয়ায় বর্তমানে খামারটির আয়তন ৯.০০(নয়) একর, যাহা দুইটি ব্লকে বিভক্ত, ১ নং ব্লকে ৬.০০(ছয়) একর জমি ও ২ নং ব্লকে ৩.০০(তিন) একর জমি রয়েছে। ব্লক দুইটির মধ্যে ২ নং ব্লকটি জেলা পরিষদের রাস্তা সংলগ্ন যেখানে খামারের দপ্তর ভবন, গোডাউন, থ্রেসিং ফ্লোর, কোয়াটার, ব্যারাক ইত্যাদি রহিয়াছে। ১ নং ব্লকটি জেলা পরিষদের রাস্তা হইতে প্রায় ৫০০/৬০০ গজ দুরে অবস্থিত, যেখানে যাওয়ার জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব কোন রাস্তা নাই। খামারের ৯.০০(নয়) একর জমির মধ্যে বর্তমানে ৮.০০(আট) একর জমিতে খামারের পরীক্ষা নিরীক্ষার আওতায় চাষাবাদ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

খামারটি প্রতিষ্ঠা লগ্ন হইতে শুরু করে বর্তমানেও কৃষি গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে বৎসরের বিভিন্ন মৌসুমে বিভিন্ন ফসলের জাত পরীক্ষা, স্বল্প সেচে অধিক ফলনশীল ফসলের আবাদ, তিস্তা প্রকল্পের মাটি ও আবহাওয়া উপযোগী ফসল নির্বাচনী পরীক্ষা, লাভ জনক শস্য পর্যায় নির্ধারণী পরীক্ষাসহ বহুমুখী পরীক্ষা কার্যক্রম চালানো হচ্ছে এবং উত্তরোত্তর অত্যাধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের



বাপাউবো, মহিপুর সেচ পরীক্ষা খামার,রংপুর



বিভিন্ন মৌসুমে বিভিন্ন ফসলের জাত পরীক্ষা কার্যক্রম

মাধ্যমে নতুন নতুন পরীক্ষা কার্যক্রম চালানো হইতেছে। বর্ণিত পরীক্ষা লব্ধ ফলাফল বিভিন্ন ভাবে যেমন প্রর্দশনী প্লট স্থাপন, চাষী সমাবেশ, শস্য কর্তন, সভা, সেমিনার, মাঠ দিবস, লিফলেট ইত্যাদি এবং সর্বপরি বোর্ডের নিজস্ব সম্প্রসারণ উইং এর মাধ্যমে প্রকল্পের চাষীগনের নিকট পৌছানো হচ্ছে। প্রকল্পের স্বার্থে বিভিন্ন সময়ে IRRI, BRRI, BARI, BINA, BAU, BJRI, SRDI, DAE ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ সহযোগিতায় অত্র খামার বিভিন্ন পরীক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। তিস্তা ব্যারেজ সেচ প্রকল্পে বর্তমানে অধিক মাত্রায় রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার কমিয়ে নতুন প্রযুক্তিতে ফসলের নিবীড়তা বৃদ্ধি সহ ফলন বৃদ্ধি, উফশী ফসলের আবাদ বৃদ্ধি, সেচ এলাকা বৃদ্ধি ইত্যাদি গবেষণা কার্যক্রম অত্র খামারের মাধ্যমে চালানো হচ্ছে।

পানি বিজ্ঞান (Hydrology) এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কার্যক্রম

পানি সম্পদ সেক্টরের সমন্বিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য নির্ভরযোগ্য পানি বিজ্ঞান উপাত্তের প্রাপ্যতা অপরিহার্য। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী পানি বিজ্ঞান এর আওতায় ৪ টি সার্কেল- ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল, গ্রাউণ্ড ওয়াটার হাইড্রোলজি সার্কেল, রিভার মরফোলজি ও গবেষণা সার্কেল এবং প্রসেসিং এণ্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল সমূহের মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপী পানি বিজ্ঞান নেটওয়ার্কের সাহায্যে সুদীর্ঘ পাঁচ দশকের অধিককাল পানি বিজ্ঞান উপাত্ত সংগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। বর্তমানে প্রধান প্রকৌশলী, পানি বিজ্ঞান এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর সমূহ সারাদেশ ব্যাপী বিস্তৃত নিম্নবর্ণিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পানি বিজ্ঞান উপাত্ত সমূহ সংগ্রহ করছে।

ক্রমিক	উপাত্তের নাম	স্টেশন সংখ্যা	মন্তব্য
১.	টাইডাল/ননটাইডাল পানি সমতল	৩৫৪	দিনে ৭ বার-টাইডাল/দিনে ৫ বার-ননটাইডাল
২.	টাইডাল/ননটাইডাল প্রবাহ	১২২	দৈনিক/সাপ্তহিক/পাক্ষিক
৩.	ভূ-পরিস্থ পানির গুণাগুণ	১৮	মাসিক
৪.	লবণাক্ততা	১০০ টি (স্থির) ৬৬ টি (গতিশীল)	দৈনিক/সাপ্তাহিক/পাক্ষিক
৫.	ঘন প্রবাহ	২	সাপ্তাহিক/পাক্ষিক
৬.	পলি প্রবাহ	২০	সাপ্তাহিক/পাক্ষিক
৭.	বারিপাত	২৭৪	দৈনিক
৮.	আবহাওয়া	৩টি	দৈনিক (১টি বন্ধ)
৯.	বাষ্পায়ন	৩৯	দৈনিক
১০.	মরফোলজিক্যাল ক্রস সেকশন	১৯৬৯	বাৎসরিক/দ্বি-বাসরিক/ত্রি-বাৎসরিক/চতুর্থ-বাৎসরিক/পঞ্চম-বাৎসরিক
১১.	ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (সাপ্তাহিক)	১২৭২	সাপ্তাহিক
১২.	ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (দৈনিক)	২০	দৈনিক
১৩.	ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণাগুণ বিশ্লেষন	১১৭	বাৎসরিক

ক্রমিক	উপাত্তের নাম	স্টেশন সংখ্যা	মন্তব্য
১৪.	এক্যুইফার বৈশিষ্ট্য	১	
১৫.	বোরহোল লিথলজি (খননকৃত পরীক্ষণীয় কূপ হতে)	৭	
১৬.	এক্যুইফার অনুসন্ধান	৪	
১৭.	পর্যবেক্ষণ কূপ পুনঃখনন ও উন্নয়ন	৬৪	

ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের মাধ্যমে সুদীর্ঘ পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে ভূ-গর্ভস্থ পানির অনুসন্ধান, সমীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের রয়েছে দেশব্যপী পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক। দেশব্যাপী ১২৯২ টি পর্যবেক্ষণ কূপের সমন্বয়ে গড়ে উঠা নেটওয়ার্ক থেকে ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রায় পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে উক্ত পর্যবেক্ষণ কূপসমূহ হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় নতুন পর্যবেক্ষণ কূপ স্থাপন করে নিয়মিত ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক এর অন্তর্ভূক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তদুপরি ১১৫ টি পর্যবেক্ষণ কূপের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির নমুনা সংগ্রহ করতঃ ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের ল্যাবরেটরিতে রাসায়নিক মান (আর্সেনিকের পরিমাণ, লবণাক্ততা ইত্যাদি) নির্ণয় করা হয়। ভূ-গর্ভস্থ পানি স্তরসমূহের পানি ধারণ ও পরিবাহী গুণাগুণ নির্ণয়ের জন্য Aquifer Pump Test I Slug Test সহ বিভিন্ন সমীক্ষা কার্যক্রমও পরিচালনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে ভূ-গর্ভস্থ পানির ক্রমবর্ধমান উত্তোলন ও চাহিদার প্রেক্ষিতে পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহারের বিষয়সমূহ বিবেচনা করতঃ পানিসম্পদের সম্পূরক (Conjunctive) উন্নয়নে সমীক্ষা, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা গ্রহণ জরুরি। ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের আওতায় দেশব্যাপী স্থাপিত পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক হতে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত পানীয়, গৃহস্থালী, শিল্প-কারখানা ও কৃষিজ সেচকাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির যথাযথ, সম্পূরক ও টেকসই ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনায় অধিকতর গুরুত্বের সাথে কাজে লাগানো যেতে পারে। সময়ের চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যমান নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত কাঠামোর উন্নয়ন বিবেচনায় বোর্ডের Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project (BWCSRP), কম্পোনেন্ট-বি: Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning Systems (SHEWS) প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী ৬৯টি স্থানে সর্বোচ্চ ৩০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত Clustered Well (প্রতিটি স্থানে ৪টি করে কূপ) স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত ৬৯টি স্থানসহ ৯০৫টি পর্যবেক্ষণ কূপে ডাটা লগার এবং টেলিমেট্রি স্থাপন করতঃ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপাত্ত সংগ্রহের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের অনুসন্ধান, উন্নয়ন, সমীক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রমের পাশাপাশি পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিবিধ দপ্তরের আওতাধীনে গৃহীত হাইড্রোলিক/ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রাকচার নির্মাণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ভূ-গর্ভস্থ মৃত্তিকা অনুসন্ধান কার্যক্রম এ পরিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বহির্ভূত বিবিধ প্রতিষ্ঠানকেও ডিপোজিট কার্যক্রমের আওতায় এ পরিদপ্তর প্রয়োজনীয় সেবা ও সহায়তা প্রদান করে থাকে।

ছক ১: ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে পানিতত্ত্ব বিষয়ক জরিপ ও অনুসন্ধানের আওতায় সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের তালিকা:

ক্রমিক নং	উপাত্তের নাম ও স্টেশন	ষ্টেশন সংখ্যা
১	ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (সাপ্তাহিক)	১২৭২
২	ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (দৈনিক)	২০
৩	ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণাগুণ	১১৭
৪	এক্যুইফার পাম্প টেস্ট	২
৫	বোরহোল লিথলজি (খননকৃত পরীক্ষণীয় কূপ হতে)	৭
৬	এক্যুইফার অনুসন্ধান	৪
৭	পর্যবেক্ষণ কুপ পূনঃখনন ও উন্নয়ন	৬৪

ছক ২: ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তরের আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বাণিজ্যিক খনন কাজ ও বাণিজ্যিক খনন কাজ (ডিপোজিট) এর আওতায় সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের তালিকা:

ক্রমিক নং	কাজের নাম	প্রাপ্ত চাহিদাপত্র	সম্পাদিত কাজের পরিমাণ
১	সাব-সয়েল খনন কাজ	৭৪ টি (বাপাউবো'র মাঠ পর্যায়ের দপ্তর হতে)	১৪১২০ ফুট

ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল

নদী-মাতৃক দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। উত্তরে বিস্তীর্ণ হিমালয় পর্বতমালা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের মধ্যবর্তী পদ্মা-মেঘনা-যমুনা বাহিত পলল ভূমিতে গড়া আমাদের বাংলাদেশ। এখানে ৪০৫টি ছোট-বড় নদ-নদী সমগ্র দেশটিকে মালার মত জড়িয়ে রেখেছে। নদ-নদীসমুহের মধ্যে বড় তিনটি আর্ন্তজাতিক নদী (পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা)- সহ মোট ৫৭টি সীমান্ত নদী এবং বাকীগুলো দেশের অভ্যন্তরীণ অববাহিকা ভিত্তিক অথবা প্রধান নদীর শাখা বা উপশাখা হিসেবে বহমান। ৫৭টি সীমান্ত নদীর মধ্যে ৫৪টি বাংলাদেশ-ভারত এবং ৩টি (নাফ, সাঙ্গু ও মাতামণ্ডরী) বাংলাদেশ-মিয়ানমার এর আন্তঃদেশীয় নদী।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পানি বিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রমের মধ্যে ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেলের আওতায় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেলের অধীনে মাঠ পর্যায়ে ঢাকা, কুমিল্লা, ফরিদপুর ও পাবনায় অবস্থিত ৪টি পরিমাপ বিভাগের মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞানের সকল তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বিভাগসমূহের আওতায় ১৩টি উপ-বিভাগ এবং ৩৯টি শাখা অফিসের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন নদ-নদীর পানি সমতল, প্রবাহ পরিমাপ, পলল/পলি নমুনা, পানিতে লবণাক্ততার পরিমান, বারিপাত, বাষ্পায়ন এবং আবহাওয়া-তত্ত্ব বিষয়ক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

২০১৮-২০১৯ অর্থ বৎসরে বর্ণিত পরিমাপ বিভাগগুলোর মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপী বিস্তৃত প্রায় ১৫২টি নদীতে ২৮৮টি (হাওড় ও পার্বত্য অঞ্চলসহ) পানি সমতল গেজ ষ্টেশন, ৯০টি নদীর ১১০টি প্রবাহ পরিমাপ ষ্টেশনের মাধ্যমে ২৪৫৬টি প্রবাহ পরিমাপ কাজ, ২টি ঘন-প্রবাহ পরিমাপ ষ্টেশন, ২০টি পলল/পলি নমুনা সংগ্রহ ষ্টেশন, ১৮টি পানির গুণাগুণ পরিমাপ ষ্টেশন, ১০০টি স্থির এবং ৬৬টি গতিশীল ষ্টেশনের মাধ্যমে পানির লবণাক্ততা পরিমাপ, ২৭৪টি বারিপাত পরিমাপ ষ্টেশন, ৩৯টি বাষ্পায়ন কাম বারিপাত ষ্টেশন এবং ৩টি (১টি দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ আছে) আবহাওয়া তত্ত্ব ষ্টেশনের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

ইহা ছাড়া গঙ্গা সমীক্ষা জরিপ কাজের আওতায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মধুমতি, নবগঙ্গা ও রূপসা-পশুর নদীতে ৩টি ষ্টেশনে নভেম্বর হইতে জুন পর্যন্ত ৮ মাস প্রতি মাসে ০২ (দুই) দিন প্রতি ঘণ্টা অন্তর (সকাল ৬ঃ০০ ঘটিকা হইতে রাত ৮ঃ০০ ঘটিকা পর্যন্ত) টাইডাল প্রবাহ পরিমাপ করা হয়। কুমিল্লা ও ফরিদপুর পরিমাপ বিভাগের আওতায় দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদীসমূহের ১০০টি স্থির ষ্টেশনের মাধ্যমে নভেম্বর হইতে জুন পর্যন্ত ৮ মাস, প্রতিমাসে ০৪ (চার) দিন, দিনে ০২ বার এবং ফরিদপুর পরিমাপ বিভাগের আওতায় ৬৬টি গতিশীল ষ্টেশনে (বরদিয়া থেকে খুলনার হিরন পয়েন্ট পর্যন্ত) জানুযারী মাসে লবণাক্ততা পরিমাপ করা হয। শুষ্ক মৌসুমে যৌথ নদী কমিশনের চাহিদানুযায়ী গংগা নদীতে হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পয়েন্টে ৬ মাস ও তিস্তা নদীর ডালিয়াতে ৮ মাস দৈনিক প্রবাহ পরিমাপ উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। গংগা নদীর হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পয়েন্টে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ পর্যবেক্ষণ কমিটি কর্তৃক জানুয়ারী হইতে মে পর্যন্ত ৫ মাস যৌথভাবে প্রবাহ পরিমাপ করা হয়।

অত্র দপ্তরের আওতাধীন মোট ৩৫৪টি (হাওড় ও পার্বত্য অঞ্চলসহ) পানি সমতল ষ্টেশনের মধ্যে ১০৫টি পানি সমতল ষ্টেশনে সকাল ৬ঃ০০ ঘটিকা হইতে বিকাল ৬ঃ০০ ঘটিকা পর্যন্ত মোট ৫ (পাঁচ) বারের সংগৃহীত উপাত্ত দৈনিক ০২ (দুই) বার (সকাল ৯ঃ০০ ঘটিকা ও বিকাল ৩ঃ০০ ঘটিকা) এবং ৭২টি বারিপাত ষ্টেশনের ২৪ ঘণ্টায় বারিপাতের পরিমাণ সকাল ৯ঃ০০ ঘটিকার সময় বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হয়। উক্ত কার্যক্রম রাষ্ট্রীয় গুরুত্ব বহন করে বিধায় বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রে সঠিকভাবে বন্যা তথ্য ও উপাত্ত প্রেরণের বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মনিটরিং করতে হয়।

এক নজরে ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেলের আওতায় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের নেটওয়ার্ক

ক্রমিক নং	উপাত্তের নাম	ষ্টেশন সংখ্যা	মন্তব্য
১।	পানি সমতল (Water Level)	৩৫৪	দিনে ৭ বার-টাইডাল/দিনে ৫ বার- ননটাইডাল
২।	প্রবাহ (Discharge)	১২২	দৈনিক/সাপ্তাহিক/পাক্ষিক
৩।	ভূ-পরিস্থ পানির গুণাগুণ (Quality)	১৮	মাসিক

ক্রমিক নং	উপাত্তের নাম	ষ্টেশন সংখ্যা	মন্তব্য
৪।	লবণাক্ততা (Salinity)	১০০ টি(স্থির) ৬৬ টি (গতিশীল)	দৈনিক/সাপ্তাহিক/পাক্ষিক
৫।	ঘন প্রবাহ (Sediment)	২	সাপ্তাহিক/পাক্ষিক
৬।	বারিপাত (Rainfall)	২৭৪	দৈনিক
৭।	আবহাওয়া (Metrological)	৩টি (১টি বন্ধ আছে)	দৈনিক
৮।	বাষ্পায়ন (Evaporation)	৩৯	দৈনিক
৯।	পলল/পলি নমুনা সংগ্রহ (Float Sediment)	২০	সাপ্তাহিক / পাক্ষিক

রিভার মর্ফলজি এণ্ড রিসার্চ সার্কেল

রিভার মর্ফলজি এণ্ড রিসার্চ সার্কেলের অধিনে কুষ্টিয়া ও ময়মনসিংহ মর্ফলজি বিভাগ এবং ঢাকা ম্যাপিং সেল (বিভাগ) কর্তৃক দেশব্যাপী বর্তমানে বিদ্যমান মোট ৪০৫ টি নদীর মধ্যে প্রধান প্রধান এবং ঢাকার চতুর্দিকের সকল নদীসহ গুরুত্বপূর্ণ ১৫৮ টি নদীর ১৯৬৯ টি ক্রস সেকশনে পর্যায়ক্রমে ব্যাথিমেট্রিক সার্ভে (প্রস্থচ্ছেদ জরিপ) সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। প্রতি বছর ১০ টি নদী, দুই বছর পরপর ১৪ টি নদী, তিন বছর পরপর ৪২ টি নদী, চার বছর পরপর ৩৯ টি নদী এবং পাঁচ বছর পরপর ৫৩ টি নদীর প্রস্থচ্ছেদ জরিপ করা হয়। নদীর প্রস্থচ্ছেদ জরিপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদ-নদীর ইরোশন/ডিপোজিশন, নদীর ব্যাঙ্ক লাইন শিফটিং ও নদীর থলওয়েগ ও গতিপথ নির্ণয়ক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এ সকল জরিপ উপাত্তসমূহ জিওরেফারেন্সিং, ভেলিডেশন, কোয়ালিটি কন্ট্রোল, সংরক্ষণ এবং ডিজাইন, প্ল্যানিং ও রিসার্চ এর চাহিদা মোতাবেক সরবরাহের জন্য প্রসেসিং এণ্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল, বাপাউবো, ৭২, গ্রীনরোড, ঢাকায় প্রেরণ করা হয়। রিভার মর্ফলজি এণ্ড রিসার্চ সার্কেলের অধীন তিনটি বিভাগ কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মোট ৪১ টি নদীর ৪০৯ টি প্রস্থচ্ছেদ জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

নিম্নে এর বিবরণ সংক্ষিপ্ত ছকে উপাস্থাপন করা হলো

ক্রঃ নং	দপ্তরের নাম	মোট নদ-নদীর সংখ্যা	বছর অনুযায়ী নদ-নদীর সংখ্যা					মোট ক্রস সেকশন	২০১৮-২০১৯অর্থ বছরে সম্পাদিত নদ-নদী জরিপ কাজে ক্রস সেকশনের সংখ্যা
			প্রতি বৎসর	দুই বছর পর পর	তিন বছর পর পর	চার বছর পর পর	পাঁচ বছর পর পর		
১	ম্যাপিং সেল (বিভাগ), বাপাউবো, ঢাকা।	৪২	০৬	০২	১১	১০	১৩	৫২৬	১৫৫
২	মরফলজি বিভাগ, বাপাউবো, কুষ্টিয়া	৬১	০২	০৪	২২	১২	২১	৬৯৩	১৬৭
৩	মরফলজি বিভাগ, বাপাউবো, ময়মনসিংহ	৫৫	০২	০৮	০৯	১৭	১৯	৭৫০	৮৭
সর্বমোট		**১৫৮**	**১০**	**১৪**	**৪২**	**৩৯**	**৫৩**	**১৯৬৯**	**৪০৯**

প্রসেসিং এণ্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল

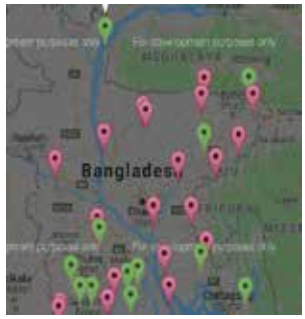



HKH-Hycos Project: নেপালের কাঠমুণ্ডুতে অবস্থিত International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD), একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যা দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্পের আওতায় হিন্দুকুশ-হিমালয়ান অঞ্চলের সদস্য দেশ সমূহের সাথে বন্যা পূর্বাভাস এবং তৎসংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সাথে জড়িত সংস্থাটি তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সাথে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। Hindukush-Himalayan (HKH) অঞ্চলে বন্যাজনিত দুর্যোগ নিরসনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ, ভুটান, চীন, ভারত, নেপাল পাকিস্থান ৬টি দেশের অংশগ্রহণে, USDS/REDSA Ges USAID/OFDA এর অর্থায়নে ১ম পর্যয়ে বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু সেতু, হার্ডিঞ্জব্রীজ/লালনশাহ সেতু ও ভৈরব সেতুতে পানির সমতল পরিমাপ করার জন্য তিনটি Auto Water Level Recorder System (AWLR) এবং ১টি করে Auto Rain Gauge এবং ২য় পর্যয়ে চাঠলাঘা, সুনামগঞ্জ, বাল্লা এবং জকিগঞ্জ এ আরও চারটি Auto Water Level Recorder System (AWLR) এবং ১টি করে Auto Rain Gauge অনুদান হিসেবে দেয়া হয়। ১ম এবং ২য় পর্যায়ে মোট (৩+৪) ৭টি Auto Water Level Recorder System (AWLR) এবং ৭টি Auto Rain Gauge সংযুক্তি-০১ অনুযায়ী বাংলাদেশে স্থাপন করা হয়। উক্ত প্রকল্পের Real Time Data সংরক্ষণের জন্য অনুদানে প্রাপ্ত সার্ভারটি ২০১২ সালে ওয়াপদা ভবন, ৩য় তলায় সেন্ট্রাল আইসিটি সেল এর সার্ভার রুমে স্থাপন করা হয়। ডাটাসমুহ www.hkhhycos.bwdb.gov.bd URL এর মাধ্যমে নিয়মিত Real Time Monitoring করা হয়।



WMIP Project: WMIP প্রকল্পের আওতায় বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে দেশের ১৯ টি উপকূলীয় জেলার বিভিন্ন স্থানে ২৯ টি Auto Real Time Data Acquisition System (ARTDAS) Station এবং ১ টি Automatic Weather Station স্থাপন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে Hydrological Data (Water Level/Rainfall/Temperature/Wind speed/Wind direction etc.) সমূহ একই সাথে দুটি আলাদা সার্ভারে (WMIP server, বাপাউবো, ৭২ গ্রীণরোড এবং HYCOS server, ওয়াপদা ভবন, বাপাউবো, মতিঝিল) store হচ্ছে এবং বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ এর জন্য Hydrological Data গুলি ব্যবহার করা যাবে। প্রকল্পের ডাটা সমুহ daq.sepffc.gov.bd URL এর মাধ্যমে নিয়মিত Real Time Monitoring করা হয়। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি কাজ ২০১৪ সালে সমাপ্ত হয়।



Data Center: ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় প্রসেসিং এণ্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল, দ্বিতীয় তলা, বাপাউবো, ৭২ গ্রীণরোড, ঢাকায় একটি অত্যাধুনিক ডেটা সেন্টার/ হাইড্রোলোজিক্যাল নেটওর্য়াক স্থাপন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ভাবে GSM পদ্ধতিতে (Mobile Network) real time data এবং মেনুয়াল data সমুহ raw data হিসেবে Acquisition server এ সংরক্ষণ করা হয় এবং পরবর্তীতে সফ্টওয়ার এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় ভাবে error checking করে প্রসেসকৃত ডেটা সমূহ Application server এ সংরক্ষণ করা হয়। ওয়েব সার্ভারের মাধ্যমে data availability, graphical view, user কর্তৃক data request Ges data download Gi facility সমূহ সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

Web Portal (www.hydrology.bwdb.gov.bd):

ওয়েব পোর্টালটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত এবং ব্যবহারকারী ওয়েব পোর্টাল থেকে নিম্ন বর্ণিত সুবিধা সমুহ পাবে :

ব্যবহারকারী তার নিজের নামে Online Registration করে হাইড্রোলোজিক্যাল যে কোন তথ্য-উপাত্তের পর্যাপ্ততা এবং উপাত্ত সমুহের Rate (Tk.) দেখতে পাবে।

- ব্যবহারকারি তার User name and Password এবং ব্যবহার করে তথ্য-উপাত্ত চাহিদা মোতাবেক Online Requisition দিতে পারবে।
- চাহিদাকৃত তথ্য উপাত্তের জন্য অন-লাইনের আবেদন এর সাথে সংযুক্তি হিসাবে র‍্যাক, বাপাউবো, ৭২ গ্রীন রোড ঢাকা এর

বরাবর পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট করে উহার মুলকপি সংযুক্ত করতে হবে (উপাত্তের ধরন ও Time duration এর ভিত্তি করে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত চার্জ ওয়েবসাইট এ পাওয়া যাবে)।



ব্যবহারকারী তার চাহিদাকৃত তথ্য-উপাত্তসমুহ User name and Password এবং ব্যবহার করে www.hydrology.bwdb.gov.bd ওয়েবসাইট থেকে Download করতে পারবে।

Hydrological Software:

Aquatic Informatics Database Software: Software to produce rating curves for Discharge against WL, Hydrograph, Hyetograph, Mass Curve with an organized method to maintain rating curves as well as historical rating curves. Hydrological Data acquisition, Processing and Analyzing Software. যাহার মাধ্যমে Historical এবং Real Time ডাটা সমূহ প্রসেস করে এবং প্রসেসকৃত ডাটা ওরাকল ডাটাবেস এ স্টোর করা হয় এবং graph generate করে তথ্য-উপাত্ত সমূহের ভুল নির্ণয় করা হয়।

Vi Sea (AQUA VISION): Sediment Transport estimation from ADCP backscatter data.

RIVER Morph: Software for analysis of hange of river bank level, bank line, erosion and deposition volume calculation.

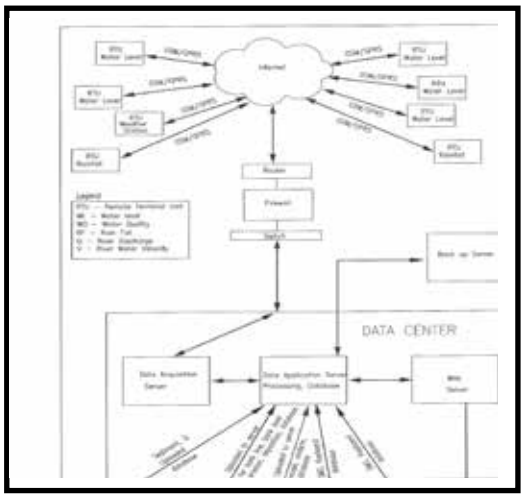

হাইড্রোলোজিক্যাল নেটওর্য়াক

Visual MODFLOW:

- Software for ground water flow and contaminant transport modeling.
- Software for prediction of ground water flow and contaminant migration within unsaturated zone.
- Software for ground water data management and visualization.

অত্র সার্কেলের অধীনস্থ নিম্নোক্ত তিনটি প্রসেসিং ব্রাঞ্চের মাধ্যমে ডাটা বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদিত হয়।

ক) সারফেস ওয়াটার প্রসেসিং

ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল কর্তৃক সংগৃহীত পানি সমতল, প্রবাহ, ভূ-পরিস্থ পানির গুণাগুণ, লবণাক্ততা, পলি প্রবাহ, বারিপাত, আবহাওয়া এবং বাষ্পায়ন উপাত্ত সমূহের ডাটা সারফেস ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চে প্রেরণ করা হয়। এ দপ্তরের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সংগৃহীত সকল হাইড্রোলজিকাল তথ্য/উপাত্তগুলোর যথাযথভাবে গুণগতমান পরীক্ষা/নিরীক্ষা, মিসিং ডাটা নির্ণয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। এ সকল উপাত্তসমূহের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাপাউবোসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে উপাত্তসমূহ ব্যবহার উপযোগী করে secondary information প্রস্তুত করাসহ সকল উপাত্ত ডাটাবেজে সংরক্ষণ ও সরবরাহের কাজ করা হয়।

খ) গ্রাউণ্ড ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ

ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল কর্তৃক সংগৃহীত ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (সাপ্তাহিক), ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (দৈনিক), ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণাগুণ (শুষ্ক ও বর্ষা মৌসুমে), এক্যুইফার বৈশিষ্ট্য, বোরহোল লিথলজিউপাত্ত সমূহের ডাটা গ্রাউণ্ড ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চে প্রেরণ করা হয়। পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সংগৃহীত সকল ভূ-গর্ভস্থ পানির তথ্য/উপাত্ত-এর যথাযথভাবে গুণগতমান পরীক্ষা/নিরীক্ষা, মিসিং ডাটা নির্ণয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। এ সকল উপাত্তসমূহের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাপাউবোসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে উপাত্তসমূহ ব্যবহার উপযোগী করে secondary information প্রস্তুত করাসহ সকল উপাত্ত ডাটাবেজে সংরক্ষণ ও সরবরাহের কাজ করা হয়।

গ) রিভার মর্ফলজি প্রসেসিং ব্রাঞ্চ

রিভার মরফলজি এণ্ড রিসার্চ সার্কেল কর্তৃক সংগৃহীত মরফলজিক্যাল ক্রস সেকশন (Bathymetric Survey) উপাত্ত এর ডাটা রিভার মর্ফলজি প্রসেসিং ব্রাঞ্চে প্রেরণ করা হয়। এ দপ্তরের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সংগ্রহকৃত উক্ত হাইড্রোলজিকাল তথ্য/উপাত্ত এর যথাযথভাবে গুণগতমান পরীক্ষা/নিরীক্ষা, মিসিং ডাটা নির্ণয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। এ সকল উপাত্তসমূহের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাপাউবোসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে উপাত্তসমূহ ব্যবহার উপযোগী করে secondary information প্রস্তুত করাসহ সকল উপাত্ত ডাটাবেজে সংরক্ষণ ও সরবরাহের কাজ করা হয়।

বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়নের জন্য এ সকল তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে বৈশ্বিক জলবায়ু ও আবহাওয়া পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট উপাত্ত যথাযথভাবে প্রক্রিয়াকরণ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। এ সকল তথ্য বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের প্রকল্পের কাজে/দেশের উন্নয়নমূলক কাজে অথবা বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করে থাকে এবং দেশী বিদেশী অনেক সংস্থা, গবেষণামূলক কাজে এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের শিক্ষামূলক কাজে উক্ত তথ্য/উপাত্ত ব্যবহার করে থাকে। তদুপরি সংগ্রহকৃত সকল তথ্য/উপাত্ত সমূহ দেশের পানি সম্পদ সংক্রান্ত সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও বিভিন্ন প্রকল্পের পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের কার্যক্রম

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র (FFWC) বন্যা বিষয়ক জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে নিয়োজিত। প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে (মে–অক্টোবর) 'বন্যা তথ্য কেন্দ্র' সাপ্তাহিক এবং সকল ছুটির দিনসহ প্রতিদিন খোলা থাকে এবং দেশের অভ্যন্তর ও উজানের বৃষ্টিপাত, নদ-নদী সমূহের পানি সমতল বুলেটিন আকারে প্রকাশসহ গাণিতিক মডেল ভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস প্রণয়ন ও প্রচার করে থাকে।



বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র ওয়েবসাইটের (www.ffwc.gov.bd) হোম পেজ

(মানচিত্রে পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশনসমূহ প্রদর্শিত হচ্ছে)

গাণিতিক মডেল ভিত্তিক নির্ভরযোগ্য বন্যা পূর্বাভাস প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক টেলিফোন, ফ্যাক্স, লবি ডিসপ্লে, ই-মেইল, SMS, ভয়েস মেসেজ, বাংলা ও ইংরেজীতে ওয়েব সাইট (www.ffwc.gov.bd), Interactive Voice Response (IVR) পদ্ধতি ব্যবহার করে মোবাইল ফোন (১০৯০ নাম্বারে কল করে ৫ চেপে বিনামূল্যে বাংলায় বন্যা বার্তা শোনা যায়) ইত্যাদির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রচার মাধ্যম, NGO, উন্নয়ন সহযোগী, স্থানীয় প্রশাসন, জেলা-উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইত্যাদি পর্যায়ে নিয়মিত বিতরণ/প্রেরণ করা হয়।

উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে বর্তমানে ২৯টি প্রধান নদ-নদীর ৫৪টি স্থানে সুনির্দিষ্ট তথ্যভিত্তিক ৫ (পাঁচ) দিনের আগাম পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা প্রণয়ন করা হচ্ছে। স্টেশনভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থার পাশাপাশি ৫ দিনের বন্যা পূর্বাভাসের পানি সমতল পূর্বাভাস প্রোফাইল নির্ণয়পূর্বক চারটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁধ এবং সড়কের দৈর্ঘ্য বরাবর স্থাপনাভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থাও চালু রয়েছে।

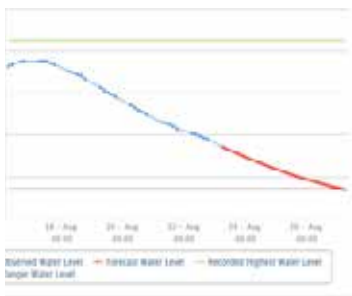

৫ দিনের বন্যা পূর্বাভাসের পানিসমতল লেখচিত্র
স্টেশন: যমুনা নদীর সিরাজগঞ্জ পয়েন্ট

২০০৫-০৭ খ্রিঃ মেয়াদে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা USAID-র সহায়তায় ১৮টি স্থানে গাণিতিক মডেলভিত্তিক ১০ দিনের সম্ভাব্যতামূলক আগাম বন্যা পূর্বাভাস পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয় এবং ২০১৪ খ্রিঃ হতে আঞ্চলিক দুর্যোগ সতর্কীকরণ সহযোগিতা সংস্থা RIMES-এর কারিগরি সহায়তায় এ পদ্ধতি ৩৮টি স্থানে সম্প্রসারণ করা হয়, যা বর্তমান অবধি একটি মধ্যমেয়াদী বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থা হিসেবে সক্রিয় আছে। এছাড়া RIMES-এর কারিগরি সহায়তায় আগামীতে শুষ্ক মৌসুমে খরা পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ পরিকল্পনাধীন রয়েছে।

জুন/২০১৫ হতে ভয়েস কলের পরিবর্তে মোবাইল ফোনে SMS ভিত্তিক ডিজিটাল তথ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে গেজ পয়েন্ট হতে গেজ পাঠকগণ নির্দিষ্ট ফরমেটে SMS করে FFWC-তে নিয়মিত তথ্য প্রেরণ করেন এবং বন্যা তথ্য আদান-প্রদানে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু হওয়ায় ভুল কম হচ্ছে, সময় কম লাগছে, খরচ হ্রাস পেয়েছে এবং সর্বোপরি তথ্য ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।





মাঠ পর্যায় হতে গেজ পাঠক কর্তৃক ঝগঝ-এর মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং কম্পিউটারে সংক্রিয় ভাবে উপাত্ত সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ সফটওয়্যার

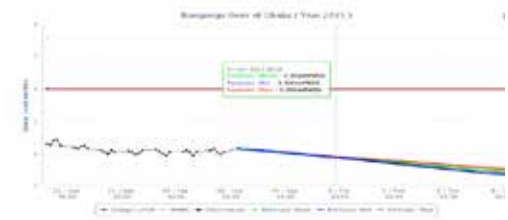

১০ দিনের সম্ভাব্যতামূলক বন্যা পূর্বাভাসের পানিসমতল লেখচিত্র
স্টেশন: বুড়িগঙ্গা নদীর ঢাকা পয়েন্ট

যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক মহাকাশ গবেষণা সংস্থা NASA হতে ও Jason স্যাটেলাইটের Altimeter Data বিনামূল্যে ডাউনলোড পূর্বক তা ব্যবহার করে হতে যমুনা, পদ্মা নদীর ও ঢাকার চারপাশের নদীসমূহের ১৩টি স্থানে ৮ দিনের আগাম বন্যা পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় ভবিষ্যতে এই প্রযুক্তি উন্নততর বন্যা পূর্বাভাস প্রণয়ন কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর অববাহিকায় এপ্রিল-মে মাসের আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী/দাতা সংস্থা IFAD এর অনুদান সহায়তাপুষ্ট স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) অধীনে বাস্তবায়নাধীন 'Haor Infrastructure Livelihood Improvement Project (HILIP)' প্রকল্পের 'Climate Adaptation and Livelihood Protection (CALIP) component' এর আওতায় 'Development of Early Warning System of Flash Flood in the North Eastern Region of Bangladesh' শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম জুন, ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য ২০১৭ সাল থেকে পরীক্ষামূলকভাবে ৩ (তিন) দিনের একটি আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস প্রদান ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয় যা চলতি ২০১৯ সালে Operational পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রধান নদ-নদীসমূহের মোট ২৬ টি স্থানে ৩ (তিন) দিনের সুনির্দিষ্ট তথ্যভিত্তিক আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থা সক্রিয় রয়েছে যা প্রচারের সুবিধার্থে একটি পৃথক ওয়েবভিত্তিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

বন্যা পূর্বাভাস বার্তা তৃণমূল পর্যায়ে সুচারুভাবে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এপ্রিল, ২০১৮ হতে আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা ICIMOD এর সহায়তায় অ্যাণ্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমভিত্তিক BWDB Flood App নামক একটি মোবাইল অ্যাপ পরিসেবা চালু করা হয়েছে। অ্যাপটি Google Play Store থেকে বিনামূল্যে Download করা যাবে। এটি মূলতঃ বন্যা পূর্বাভাস ও



আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করার জন্য ওয়েবভিত্তিক ব্যবস্থা
(http://geo.iwmbd.com:2000/flashflood/)

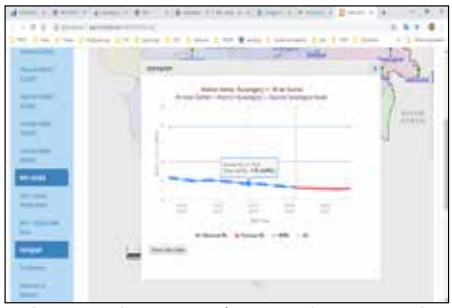

৩ দিনের আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাসের পানিসমতল লেখচিত্র
স্টেশন: সুরমা নদীর সুনামগঞ্জ পয়েন্ট

সতর্কীকরণ কেন্দ্র ওয়েবসাইটের একটি মোবাইল ফোন বান্ধব সংস্করণ যার সাহায্যে যে কোনো অ্যান্ড্রয়েড ভিত্তিক মোবাইল ফোন গ্রাহক কেবল একটি ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে অতি সহজে বন্যা পূর্বাভাস বার্তা এবং চিত্রসমূহ তার ফোনে পেয়ে যাবেন।



BWDB Flood App এর ডাউনলোড পেজ, ড্যাশবোর্ড এবং স্টেশন মানচিত্র (বাম থেকে ডান)

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের স্টেশনভিত্তিক বন্যা পর্যবেক্ষণ ও পূর্বাভাস ব্যবস্থাকে নিকটবর্তী সময়ের স্যাটেলাইট উপাত্তের মাধ্যমে নিখুঁততর স্থানভিত্তিক প্লাবন মানচিত্রে রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে ইন্টারনেটভিত্তিক জনপ্রিয় Search Engine সংস্থা Google চলতি ২০১৯ সালের মার্চ মাসে বাপাউবো'র সাথে একটি সমঝোতা স্মারক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, বাপাউবো মহোদয়ের উপস্থিতিতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ২০২০ বন্যা মৌসুমের জন্য পাইলট ভিত্তিতে বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ জেলার প্লাবন মানচিত্র প্রণয়ন ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে অধিকতর দক্ষতার সাথে স্থানীয় পর্যায়ে বন্যা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।



বাপাউবো এবং Google এর চুক্তি স্বাক্ষর মুহূর্ত

ড্রেজার পরিদপ্তরের কার্যক্রম

নদ-নদীর নাব্যতা রক্ষাকল্পে বৃটিশ আমল হতেই এ উপমহাদেশে (বাংলাদেশ) ড্রেজার ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ১৯৪৭ সাল হইতে তৎকালীন সিবিএণ্ডআই (Communication Building & Irrigation Dept.) তে এস.ডি. ফয়ার্জ ও এস.ডি আলেকজাণ্ডার নামের দুইটি ড্রেজার দ্বারা বাংলাদেশ ভূখণ্ডে ড্রেজিং কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৫৩ সালে ১৮টি ১২ ইঞ্চি, ১টি ২৮ ইঞ্চি ও ৪১ ইঞ্চি কাটার সাকশন ড্রেজার সংগ্রহ করে ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ১৯৫৯ সালে ড্রেজারগুলো সহ সংস্থাটি ইপিওয়াপদা'র (East Pakistan Water & Power Development Authority) নিকট হস্তান্তরিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে সর্বমোট ৩২টি ড্রেজার আছে। তন্মধ্যে ড্রেজারে ২৮টি, তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের ২টি এবং কেজিডিআরপি এর ২টি। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়কালীন ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে ২০০০ সালে নেদারল্যাণ্ড সরকারের "Orent Grant" এর আওতায় আধুনিক প্রযুক্তির ইলেকট্রনিক্যালি কন্ট্রোলড ইঞ্জিন সম্বলিত ৫(পাঁচ) টি ১৮ ইঞ্চি ড্রেজার সংগ্রহ করা হয়। সেই সময়ে তৎকালীন নেদারল্যাণ্ড সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কে ১টি ৬ ইঞ্চি ড্রেজার উপহার হিসাবে প্রদান করেন। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর নিয়ন্ত্রনে ড্রেজারের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা হয়ে আসছে। ড্রেজারের আওতাধীন নারায়নগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ভেড়ামারা, খালনায় ৫ (পাঁচ) টি পরিচালন বিভাগের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এছাড়া বাংলাদেশের নৌ-পথের নব্যতা রক্ষার্থে অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন সংস্থা ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ফরিদপুর জেলায় চন্দনা বারাশিয়া নদী পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের নাব্যতা রক্ষাকল্পে ড্রেজিং এর গুরুত্ব উপলবিদ্ধ করে ১৯৭৫ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১১টি ড্রেজার ক্রয়ের নির্দেশনা দেন। ১৯৯৮ সালে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নির্দেশে কুষ্টিয়া জেলায় গড়াই নদী পাইলট সেকশনে ড্রেজিং করা হয়। ২০০০-২০০১ অর্থ বৎসরের নেদারল্যাণ্ড এর আর্থিক সহায়তা প্রকিউরমেন্ট অব ড্রেজারস এণ্ড এস্সিলারি ইকুইপমেন্ট ফর রিভার ড্রেজিং ফর ফ্লাড প্রটেকশন অব বাংলাদেশ প্রকল্পের আওতায় এস.ডি শীতলক্ষ্যা -১৮", এস.ডি ব্রহ্মপুত্র -১৮", এস.ডি মহানন্দা -১৮", এস.ডি নবগঙ্গা -১৮" ও এস.ডি চিত্রা -১৮" ড্রেজার ক্রয় করা হয়।

২য় বার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসীন হয়ে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দেশের ভরাট হওয়া নদ-নদী পুনরুদ্ধার ও নাব্যতা রক্ষাকল্পে ক্যাপিটাল ড্রেজিং কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা দেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গৃহীতব্য/গৃহীত নদী ভাঙ্গনরোধে তীর প্রতিরক্ষা কাজ সম্বলিত প্রকল্পসমূহে একটি নির্দিষ্ট আনুপাতিক হারে নদী ড্রেজিং কার্যক্রম অর্ন্তভুক্তকরণের জন্য অনুশাসন দিয়েছেন, যেন নদীতে জাগ্রত ডুবো চর ড্রেজিং এর মাধ্যমে অপসারিত হওয়ার ফলে নদীর প্রবাহ তীরে আঘাত করে নদী ভাঙ্গন পরিস্থিতি সৃষ্টি না করে। ইতোপূর্বে ড্রেজার বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অন্তর্গত স্ব-আয়ে পরিচালিত একটি পরিদপ্তর ছিল তবে বর্তমানে নিড বেসড সেটআপ অনুমোদিত হওয়ার প্রেক্ষিতে ড্রেজারের জনবলের বেতন-ভাতাদি বোর্ডের সংস্থাপন বাজেট থেকে নির্বাহ করা হচ্ছে। ড্রেজার কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে প্রায় ৪৫.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ৬৫.০০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং সম্পাদন করা হয়।

ড্রেজার বাপাউবো এর বর্তমান সময়ের উল্লেখযোগ্য ড্রেজিং কার্যক্রমঃ

ক) বাপাউবো এর অধীনে ভেড়ামারাস্থ জিকে পাম্প হাউজের ইনটেক চ্যানেল ড্রেজিং কাজ।

খ) বাংলাদেশ-ভারত যৌথ উদ্দোগ্যে ভেড়ামারা বৈদ্যুৎতিক সাবষ্টেশন নির্মাণের জন্য পদ্মা নদী হতে পলি অপসারণ করে পি.জি. সি.বি এর অনুকূলে ভূমি উন্নয়ন কাজ।

গ) বিআইডব্লিউটিএ এর আওতাধীন পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া, পাটুরিয়া বাঘাবাড়ী ফেরী রুটের নাব্যতা রক্ষার ড্রেজিং কাজ।

ঘ) সুরমা নদী খননের মাধ্যমে সুনামগঞ্জের দোয়ারা বাজার উপজেলা কমপ্লেক্স এর ভূমি উন্নয়ন কাজ।

ঙ) বাপাউবো এর আওতাধীন সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট রক্ষায় নদীতে গতিপথ পরিবর্তনের ড্রেজিং কাজ।

চ) বাপাউবো এর আওতাধীন ক্যাপিটাল পাইলট ড্রেজিং ফর রিভার সিস্টেম অব বাংলাদেশ, সিরাজগঞ্জ এর ড্রেজিং কাজ।

ছ) পি.জি.সি.বি এর আওতাধীন সিরাজগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভূমি উন্নয়ন কাজ।

জ) পি.জি.সি.বি এর আওতাধীন ফেঞ্চুগঞ্জ ৯০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভূমি উন্নয়ন কাজ।

ঝ) পি.জি.সি.বি এর আওতাধীন চাঁদপুর ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভূমি উন্নয়ন কাজ।

ঞ) আদমজী ইপিজেড এর ভূমি উন্নয়ন কাজ।

ট) বিআইডব্লিউটিএ এর আওতাধীন ঢাকা শহরের বৃত্তাকার নৌপথ খনন কাজ।

ঠ) মংলা বন্দরে জেটি সংরক্ষণ ড্রেজিং কাজ, গোয়ালপাড়া পাওয়ার হাউজের সম্মুখে ভৈরব নদী খনন কাজ, মেঘনা সিমেন্ট ফ্যাক্টরী, মংলা সিমেন্ট ফ্যাক্টরী ও সামিট সুরমা গ্যাস কোম্পানির জেটির সম্মুখে ড্রেজিং কাজ এবং কালনী কুশিয়ারা নদী খননের মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন করে দুঃস্থ পুনর্বাসন প্রকল্পের ড্রেজিং কাজ।

ড) বি.সি.আই.সি এর আওতাধীন যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি ও জিয়া ফার্টিলাইজার কোম্পানি এর অফটেক চ্যানেল এর ড্রেজিং কাজ।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অন্তর্গত ড্রেজারের অধীনে বর্তমানে মোট ৪১টি (৯টি ২৬", ২টি ২০", ১৬টি ১৮", ১৩টি ১২" এবং ১টি ৬" ডিসচার্জ পাইপ ডায়ার) বিভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন কাটার সাকশান ড্রেজার রয়েছে এবং ওয়ার্ক বোট ২২ টি (সচল ২২ টি), টাগবোট ১৫ টি (সচল ৭ টি, মেরামতাধীন ৮ টি), হাউজবোট ৩২ টি (সচল ২১ টি, মেরামতাধীন ৩ টি, মেরামত অযোগ্য ৮ টি) রয়েছে। তাছাড়া নারায়ণগঞ্জ ড্রেজার বেইসে একটি বৃহদাকার ওয়ার্কশপ রয়েছে যাহার আধুনিকায়ন প্রয়োজন ।

বর্তমানে সচল ও কার্যক্ষম ড্রেজার গুলোর বাৎসরিক ড্রেজিং ক্ষমতা প্রায় ২০৯.৫০ লক্ষ ঘনমিটার। ড্রেজার, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ড্রেজিং কাজ ছাড়াও বোর্ডের অনুমতিক্রমে অন্যান্য সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ড্রেজিং কাজ সম্পাদন করে থাকে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের গৃহীত ড্রেজিং প্রকল্প গুলোর

মধ্যে ড্রেজার কর্তৃক কুষ্টিয়া জেলাধীন জি-কে ইনটেক ক্যানেল খনন, কুষ্টিয়া জেলাধীন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ী ও পার্শবর্তী এলাকা সংরক্ষণের নিমিত্ত পদ্মা নদী ড্রেজিং, কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের অধীনে ধলেশ্বরী নদী ড্রেজিং (১টি প্যাকেজ), ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলাধীন গুজিয়াকাই খাল খনন, ভৈরব ব্রীজ হতে কুলিয়ারচর পর্যন্ত মেঘনা নদী ড্রেজিং এবং কুষ্টিয়া জেলাধীন গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের ড্রেজিং কাজ, কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের অধীনে ধলেশ্বরী নদী ড্রেজিং (২টি প্যাকেজে), বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (নিউ ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) প্রকল্পের অধীন তুরাগ নদী ড্রেজিং, কিশোরগঞ্জ জেলাধীন হাটুরিয়া খাল ড্রেজিং, হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্পের অধীন রক্তি নদী ড্রেজিং এবং পিরোজপুর জেলাধীন ভাণ্ডারিয়া উপজেলার পোনা নদী খননকাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ড্রেজার কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রায় ৩৮.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ৫০.০০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং সম্পাদন হয়েছে।

বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহ খননের মাধ্যমে নদ-নদীর ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন মেয়াদে সুষ্ঠু পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, ভূমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবহিকতায় সরকার নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদ-নদী ড্রেজিংকল্পে "Procurement of Dredger & Ancillary Equipment for River Dredging of Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্পের অধীন বিভিন্ন সাইজের/ক্ষমতার ২১টি ড্রেজার ও অন্যান্য সহযোগী জলযান/যন্ত্রপাতি সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত প্রকল্পের অধীনে ৭টি ২৬চ, ২টি ২০চ ডিসচার্জ ডায়ার ড্রেজার ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখিত নতুন ৬টি ড্রেজার দ্বারা ড্রেজিং কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ১টি ড্রেজার টেস্ট ট্রায়াল সম্পাদন পূর্বক গ্রহনের অপেক্ষায় রয়েছে। ক্যাপিট্যাল ড্রেজিং শেষ হওয়ার পর নিয়মিত মেইন্টেনেন্স ড্রেজিং (অর্থাৎ নদীর নাব্যতা বর্জায় রাখার লক্ষ্যে) বাস্তবায়ন করার জন্য উপরোক্ত ড্রেজার ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হচ্ছে, যা দ্বারা সকল মেইন্টেনেন্স ড্রেজিং সম্পাদিত হবে।

চলমান ড্রেজিং প্রকল্পগুলোর ড্রেজিং কার্যক্রম সফলতার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বোর্ডের দিক নির্দেশনা মোতাবেক ড্রেজার এর কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ নিয়মিত বিশেষ তদারকিসহ নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের কার্যক্রম

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর বিভিন্ন পওর বিভাগের চাহিদামত পানি কাঠামো (Regulator) এর গেট তৈরী, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। এছাড়া বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সহ দেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে খনন যন্ত্র এবং জলযান ভাড়ায় নিয়োজিত আছে। নিম্নে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব দেয়া হলো ঃ

ক্রমিক নং	খাত	আয় (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১।	যন্ত্রপাতি ভাড়া হতে আয়	৪০০.৭৯	
২।	জলযান ভাড়া হতে আয়	১৭৯.৬০	
৩।	ফেব্রিকেশন কাজ হতে আয়	১৮.৩৬	
৪।	বিবিধ আয়	৭০.৪৬	
৫।	অনুন্নয়ন খাতে বোর্ড থেকে প্রাপ্তি	১০৪৪.৩০	১০৪১.৭২
৬।	সংস্থাপন খাতে বোর্ড থেকে প্রাপ্তি	৭৬৯.৮৪	৭৪৩.০৮
	মোট	**২,৪৮৩.৩৫**	**১,৭৮৪.৮০**

অডিট পরিদপ্তরের কার্যক্রম

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই, ২০১৮ থেকে ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত) ঃ

(টাকার অংক কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/ সংস্থার নাম	অডিট আপত্তির সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	ব্রডশিট জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি		মন্তব্য
				সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	৮৭	১৬৯.১২	৮৭	২৩১	৭৯৫.৫৪	০	০	কলাম ৫ এ বর্ণিত নিষ্পত্তিকৃত আপত্তিসমূহ ২০১৭-২০১৮ আর্থিক বছরসহ পূর্ববর্তী বছরসমূহের ।

অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সে সব কেস সমূহের তালিকাঃ

অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে নাই।

এখানে উল্লেখ্য যে, ২০১৭-২০১৮ খ্রিঃ অর্থবছর সমাপ্তির পর ২০১৮-২০১৯ খ্রিঃ অর্থবছরের অডিট কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সূত্রোক্ত স্মারকের চাহিদানুযায়ী ২০১৮-২০১৯ খ্রিঃ অর্থবছরের প্রতিবেদন প্রেরণ করা সম্ভব হলো না।

শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বৎসরে (২০১৮-১৯) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থা সমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরীচ্যুত/বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
৫৩	০১	১৪	০৮	২৩	৩০

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মামলা-সংক্রান্ত কার্যক্রম (জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত) ঃ

সারণী- ১: দায়েরকৃত এবং নিষ্পত্তিকৃত মামলা সম্পর্কিত তথ্যাদি (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত):

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয় বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ- এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
৪০	৮২	৩১	১৫৩	১০৭

সারণী- ২: বাপাউবো তথা সরকারের পক্ষে নিষ্পত্তিকৃত মামলা থেকে আর্থিক ও প্রশাসনিক অর্জন সম্পর্কিত তথ্যাদি (০১ জুলাই, ২০১৮ থেকে ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত):

ক্র.নং	মাসের নাম	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	পক্ষে নিষ্পত্তির সংখ্যা	বিপক্ষে নিষ্পত্তির সংখ্যা	মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক অর্জন	মামলার রায় পক্ষে হওয়ায় আর্থিক অর্জন	
						টাকা পরিশোধের আইনি বাধ্যবাধকতা থেকে পরিত্রাণ	বাদীর নিকট থেকে আদায়কৃত টাকা
১।	জুলাই ২০১৮	১৮	১১	০৭	বুড়িতিস্তা সেচ প্রকল্পে ১২১৭.৫০ একর জমিতে হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা বাতিল।	৬,৮৮,২০,০০০.০০	
২।	আগস্ট ২০১৮	০৮	০৮	০০	কুষ্টিয়া পওর বিভাগের ৫৩ শতাংশ ভূমি থেকে দখলদারকে উচ্ছেদের বৈধতা লাভ।	১৪,৪৩,০০,০০০.০০	
৩।	সেপ্টেম্বর ২০১৮	০২	০১	০১	ড্রেজার পরিদপ্তরে ঠিকাদারের সরবরাহকৃত ১১৭জন ব্যক্তিকে স্থায়ীপদে নিয়মিতকরণের আইনগত বাধ্যবাধকতা থেকে পরিত্রাণ।	১৫,৫৪,০০,০০০.০০	
৪।	অক্টোবর ২০১৮	০৮	০৪	০৪	-	৩০,৮৫,৯৫,০০০.০০	
৫।	নভেম্বর ২০১৮	১২	১১	০১	ঢাকা জেলার খিলক্ষেত থানার মাস্তুল মৌজায় ৩৩.৫৬একর জমি থেকে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ।	২০,১০,৮৬,৬০২.০০ এবং ৫৮,০০,০০০.০০ টাকা আদায়।	
৬।	ডিসেম্বর ২০১৮	০৫	০৫	০০	সিলেট শহরে ৬.৬০ একর ভূমির ওপর বোর্ডের মালিকানা সত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত।	৬,১২,১৩,৩৩১.০০	
৭।	জানুয়ারি ২০১৯	০৯	০৭	০২	৩৯জন দৈনিক হাজিরা ভিত্তিক কর্মচারীকে স্থায়ী পদে আত্মীকরণের বাধ্যবাধকতা থেকে পরিত্রাণ।	৬,৭২,৩২,৩৩০.০০	
৮।	ফেব্রুয়ারি ২০১৯	০৪	০২	০২	চাকুরীচ্যুত ১২১জন ব্যক্তিকে আত্মীকরণ করতে হয়নি।	৭৪,২৪,০০০.০০	
৯।	মার্চ ২০১৯	০১	০০	০১	-	৩,৯০,৪৯,০০০.০০ টাকা আদায়ের আইনি বৈধতা লাভ।	
১০।	এপ্রিল ২০১৯	০৬	০৬	০০	-	১১,০০,০৫,৮৬৮.০০	
১১।	মে ২০১৯	১৯	১৬	০৩	-	২,১২,৭৮,৮১১.০০	
১২।	জুন ২০১৯	১৫	১৪	০১	-	৩৪,২৩,৯৫,৮৩৬.০০	
মোট:		**১০৭**	**৮৫**	**২২**	**-**	**৫৬,৮৭,০৯,০৭৪.০০**	**৪,২৩,৩৩,৫৭০.০০**

উপরিউক্ত সারণী- ১ থেকে দেখা যায় যে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বোর্ডের সাথে সম্পৃক্ত মোট ১৫৩টি মামলা বিভিন্ন আদালতে দায়ের হয় এবং মোট ১০৭টি মামলা নিষ্পত্তি হয়। এ অর্থবছরে মামলা নিষ্পত্তির হার ৬৯.৯৩%, যা গত অর্থবছরের তুলনায় (৬৯.৯৩-৬৫.৮২) ৪.১১% বেশি। অন্যদিকে সারণী- ২ থেকে পরিলক্ষিত হয় যে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে নিষ্পত্তিকৃত ১০৭টি মামলার মধ্যে ৮৫টি মামলার রায় বোর্ড তথা সরকারের পক্ষে এবং ২২টি মামলার রায় বিপক্ষে হয়েছে। সুতরাং ৭৯.৪৪% মামলায় বোর্ড তথা সরকারের পক্ষে রায় হয়েছে, যা গত অর্থবছরের তুলনায় (৭৯.৪৪-৭৪.৪২) ৫.০২% বেশি। এ মামলাগুলোর রায় পক্ষে হওয়ায় ৫৬,৮৭,০৯,০৭৪.০০ (ছাপ্পান্ন কোটি সাতাশি লক্ষ নয় হাজার চুয়াত্তর মাত্র) টাকা বাদীদের অনুকূলে পরিশোধের আইনগত বাধ্যবাধকতা থেকে বোর্ড তথা সরকার পরিত্রাণ পেয়েছে। অন্যদিকে ৫টি রিট পিটিশন ও তা থেকে উদ্ভূত আপীল মামলার রায় বোর্ডের পক্ষে আনীত হওয়ায় ৪,২৩,৩৩,৫৭০.০০ (চার কোটি তেইশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার পাঁচশত সত্তর মাত্র)

টাকা আদায়পূর্বক বোর্ডের রাজস্ব ব্যাংক হিসাবে জমা দেওয়া হয়েছে এবং ৮৯,২৩,২৬৯.০০ টাকা আদায়ের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। উল্লেখ্য, মামলার রায় বোর্ডের বিপক্ষে হওয়ার কারণে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে কোন টাকা কোন বাদীর অনুকূলে পরিশোধ করতে হয়নি।

জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম

২০১৮-২০১৯ সালের এডিপিভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্প/উপ-প্রকল্পের ১৩১৬.৪০ হেঃ জমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

২০১৭-১৮ সালের জের (Carried over)	= ৭৪৫.৯৬ হেঃ
২০১৮-১৯ সালের কার্যক্রম	= ৫৭০.৪৪ হেঃ
মোট	= ১৩১৬.৪০ হেঃ

(ক) জুন, ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্জিত অগ্রগতি (হেঃ)	অগ্রগতির (%)
১।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রস্তাব পেশ	১২৬৮.৫৬	৯৬.১৪
২।	ডিএলএসি/সিএলএসি কর্তৃক অনুমোদিত	৪০৮.৮৪	৩১.০৬
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	১৯৭.৩৪	১৫.০০
৪।	প্রাক্কলন প্রাপ্ত	৪০.৯৪	৩.১১
৫।	তহবিল প্রদান	১৭৭.৩৪	১৩.৪৭
৬।	দখল প্রাপ্ত	৪২.০৫	৩.১৯

(খ) জুন, ২০১৯ পর্যন্ত পেণ্ডিং কাজের বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্জিত অগ্রগতি (হেঃ)	অগ্রগতির (%)
১।	জেলা প্রশাসক	১০২৯.১৭	৭৮.১৮%
২।	পানি উন্নয়ন বোর্ড	৪৭.৮৪	৩.৬৩%
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয়	১৯৭.৩৪	১৫%
	মোট	**১৩১৬.৪০**	

e-GP কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) এ ২০১৬-১৭ অর্থ বছর হতে সকল পওর এবং পানি উন্নয়ন বিভাগে সকল উন্মুক্ত দরপত্র (OTM) এবং সীমিত দরপত্র (LTM) ব-এচ পদ্ধতিতে আহবান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাপাউবোতে মোট ২৮২৩টি OTM এবং ২৯৬টি LTM দরপত্র e-GP পদ্ধতিতে আহবান করা হয়। নিচের লেখচিত্রে এর আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ বছর হতে বাপাউবো এর e-GP ব্যবহার প্রবণতা বর্ণিত হলো ঃ

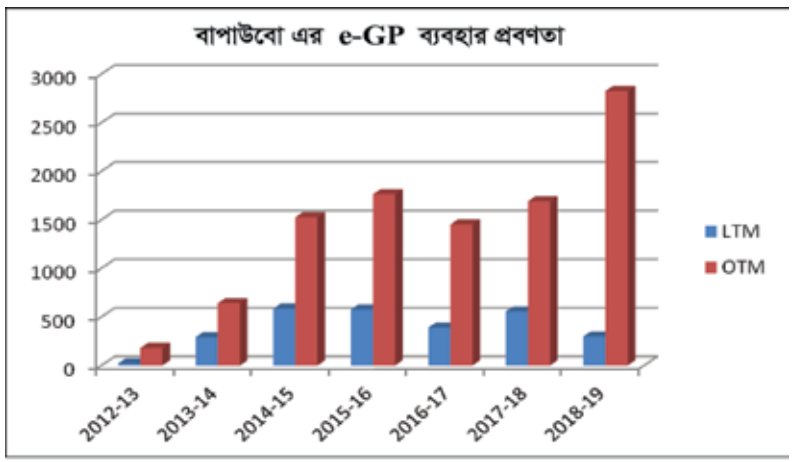

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে এবং Central Procurement Technical Unit (CPTU) কর্তৃক বাস্তবায়িত এর Additional Financing of Public procurement Reform Project II (PPRPIIAF) প্রকল্পের আওতায় এবং Dohatec পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কারিগরি সহায়তায় কন্ট্রাক্ট এণ্ড প্রকিউরমেন্ট সেল, বাপাউবোতে e-GP Cell ও e-GP Helpdesk স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপিত e-GP Cell ও e-GP Helpdesk বাপাউবোর Procuring Entity এবং ঠিকাদারগণকে e-Tendering সংক্রান্ত বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

এছাড়াও Central Procurement Technical Unit (CPTU) কর্তৃক বাস্তবায়িত Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement Project এর আওতায় বাপাউবো একটি PSPSOs হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং e-GP এর মাধ্যমে e-contract management বাস্তবায়নে অন্যতম ভূমিকা পালন করছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বর্তমান সরকারের "ডিজিটাল বাংলাদেশ" রূপরেখার সুশাসন, স্বচ্ছতা ও সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে Personnel Management Information System (PMIS), On-line Recuitment Management System (ORMS), Online Payment Gateway and SMS Gateway Service System, Geographic Information System (GIS) Based Digital Land Information System, Finger Print Based Online Attendance System, Online Hydrological Data Sale System, APR Monitoring System, Online Training Management System, Online GAD System, Electronic Government Procurement (eGP), Auto Real Time Data Acquisition System (ARTDAS), MODFLOW-Hydro Geo Analyst System, RIVER Morphology System, GIS based MIS of Completed Project (SIMS), Development of Smart Project Monitoring and Management Information System (SPMMIS) বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং Online Disaster Damage Reporting System, Development and Piloting of WMO-Registration & Irrigation Management system এর কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি খাতকে আরো সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে বোর্ডের কর্মকাণ্ড অধিকতর গতিশীল হয়েছে এবং অনেক সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে নিম্নোক্ত কাজগুলো করা হয়েছেঃ

- বরিশাল চরবারিয়ারঘাটে কীর্তনখোলা নদীর পাড়ে, শরীয়তপুর নড়িয়ায় পদ্মা নদীর পাড়ে ও সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীর পাড়ে নদী তীর সংরক্ষণ কাজের অনলাইন তদারকির জন্যে ইন্টারনেট ভিত্তিক মনিটরিং ক্যামেরা সফলভাবে চালু করা হয়েছে।
- উন্নয়ন মেলায় ২০১৮ এর জন্য কন্টেন্ট তৈরি করা হয়েছে।
- বাপাউবোর ডিজাইন সার্কেল সমূহের প্রায় ৩০০০ পুরানো নকশা ডিজিটাল ফরমেটে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- Development and Piloting of WMO-Registration & Irrigation Management system বাপাউবো এর উপর সফটওয়ার উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।
- a2i এর সহযোগিতায় ২০ জনকে রংপুর বাপাউবো প্রাঙ্গনে ইনোভেশন কার্যক্রমের উপর ৫দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, ৪০ জনকে ২ ব্যাচে ২ দিনের ইনোভেশন কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- ই-নথি কার্যক্রমের উপর ৭২ জনকে ৪টি ব্যাচে ২দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
- বাপাউবোর নতুন ১২ তলা প্রশাসনিক ভবন, "পানি ভবন" এ ২২০০ নোডের আধুনিক ১০জি নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে।
- বাপাউবোর নতুন ১২ তলা প্রশাসনিক ভবন, "পানি ভবন" এ আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

এছাড়াও সংস্থার অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন কার্যক্রমে যেমন প্রশাসনিক, মানব সম্পদের তথ্য ব্যবস্থাপনা, তথ্য আদান-প্রদান, গবেষণা, পরিকল্পনা, জমি সংক্রান্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য ও টেণ্ডার প্রকাশ ইত্যাদি কাজে বহুদিন যাবৎ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে দেশের কৃষকসহ সর্বস্তরের জনগণ এ থেকে উপকার পেয়ে আসছে। বন্যা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ এর মাধ্যমে দেশ তথা জাতি বন্যার পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে। আগামীতে ডিজাইন, প্রকিউরমেন্ট, পরিকল্পনা, প্রসেসিং, জমি সংক্রান্ত তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বোর্ড তথা দেশকে গুরুত্বপূর্ণ সেবা সুলভে ও দ্রুততার সাথে দেয়া সম্ভব হবে।



"নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা, রংপুর



ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণ কর্মশালা এর শুভ উদ্বোধন করেন বাপাউবোর মহাপরিচালক জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান





"নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা, নেদারল্যাণ্ড



উন্নয়ন মেলার বর্ণাঢ্য র‍্যালীতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কবির বিন আনোয়ার এবং বাপাউবোর মহাপরিচালক সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ



বাপাউবো ও গ্রামীণফোনের মধ্যেকার বিজনেস সল্যুশন প্যাকেজ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

ইনোভেশন কর্মকাণ্ড

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৮-২০১৯ সালের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও জুন ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বাস্তবায়িত উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। বাপাউবোর অভ্যন্তরীণ সেবাসমূহকে অধিকতর সহজ, সময়োপযোগী জনবান্ধব ও ডিজিটালাইজ করার জন্য সেবা গ্রহীতা ও সেবা দাতাদের সাথে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করণ এবং তা থেকে গুরত্বের বিবেচনায় সেবা সহজীকরণ উদ্যোগ বাছাই করা হচ্ছে। জনগণের দোর গোড়ায় ই-সেবা নিশ্চিত করার লক্ষে বাপাউবোর ই-সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও Small Improvement Project (SIP) এর ডাটাবেইজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাপাউবোর সার্ভিস সমূহকে ই-সার্ভিসে রূপান্তরের জন্যে ২০২১ সাল পর্যন্ত একটি ই-সার্ভিস রোড ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত রোড ম্যাপ হতে দুইটি সার্ভিস Development and Piloting of WMO-Registration & Irrigation Management System বাপাউবো এর উপর সফটওয়ার তৈরীর চুক্তি করা হয়েছে। সরকারের ইনোভেশন কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতায় বাপাউবোর সকল জনবল নিয়োগ এর কার্যক্রম অন-লাইনে চলমান আছে ইহা ছাড়াও বাপাউবোতে ই-ফাইলিং সিস্টেম ব্যবহার শুরু করা হয়েছে এবং ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

বাপাউবোর ইনোভেশন কার্যক্রম সম্পর্কে সকলকে ওয়াকিবহাল এবং উৎসাহিত করার জন্যে বাপাউবোর বিভিন্ন দপ্তরে বিভিন্ন সময়ে সভা, ২ ও ৫ দিনের অভ্যন্তরীণ এবং ৫ দিনের বৈদেশিক ইনোভেশন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ফলা-ফল ভিত্তিক (results-oriented) কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Performance Management System) চালু রয়েছে। সরকারের বিঘোষিত নীতি ও কর্মসূচী যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন এবং সরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করণের নিমিত্তে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছর হতে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (Government Performance Management System- GPMS) আওতায় প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব স্ব স্ব কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সঙ্গে একটি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement- APA) স্বাক্ষর করবেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি এবং কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভাপতি হিসেবে এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন।

প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সরকারের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রাধিকার (Development Priorities), বিশেষত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১ ও সংশ্লিষ্ট পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং Allocation of Business ও মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামোর আলোকে স্ব স্ব বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করবে। কর্মসম্পাদন চুক্তিতে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ভিশন, মিশন, কৌশলগত উদ্দেশ্য, এগুলি অর্জনের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করণীয় বিষয়সমূহ (Activities) এবং কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (Performance Indicators) ও লক্ষ্যমাত্রা (Targets) বিধৃত হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুমোদন করবেন।

২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের মন্ত্রণালয়ের সহিত স্বাক্ষরিত চুক্তির আলোকে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের চুড়ান্ত মূল্যায়ন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়। নিজস্ব মূল্যায়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৯৭.৮২ নম্বর দাবী করে। দাখিলকৃত মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন সংস্থা/অধিদপ্তরসমূহের ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির চুড়ান্ত মূল্যায়ন পর্যালোচনা করে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে ৯৩.৩৫ নম্বর প্রদান করে যা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা/অধিদপ্তরসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ। এর পাশাপাশি মন্ত্রণালয় হতে আগামী অর্থ-বছরেও এ ধারা অব্যাহত রাখার স্বার্থে শতভাগ ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়ন, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ গুরুত্ব সহকারে বাস্তবায়নের নির্দেশনা দেয়া হয়।

এক নজরে বাপাউবো'র সাফল্যের খতিয়ান

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সূচনালগ্ন থেকেই দেশের পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা এবং প্রণীত নীতিমালার আলোকে দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী ভাঙ্গন রোধ করে সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ, নদী খনন/ড্রেজিং প্রভৃতি কর্মসূচী সম্বলিত এ যাবৎ ৮৬৫টি ছোট বড় প্রকল্প (সেচধর্মী- ১২৯টি, এফসিডি/এফসিডিআই- ৫১৪টি, নদী তীর সংরক্ষণধর্মী- ১১৫টি, ভূমি পুনরুদ্ধারধর্মী- ৬টি, সমীক্ষাধর্মী- ১০০টি ও ভবন নির্মাণধর্মী- ১টি) বাপাউবো কর্তৃক বাস্তবায়ন সমাপ্ত করা হয়েছে। তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, চাঁদপুর সেচ প্রকল্প, জিকে সেচ প্রকল্প, মুগুরী সেচ প্রকল্প, বরিশাল সেচ প্রকল্প প্রভৃতি প্রকল্পের সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ করে দেশকে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। অপরদিকে, দেশের নদী তীরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ জেলা শহরগুলোতে নদী তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সিরাজগঞ্জ, চাঁদপুর, ভোলা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নরসিংদী, নওগাঁসহ মোট ৩১টি জেলা শহরকে নদী ভাংগন হতে সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে এবং আরও কয়েকটি শহরে এরূপ কার্যক্রম চলমান আছে। সাম্প্রতিককালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ড্রেজিং করে সারা বছর নদীতে পানির প্রবাহ ধরে রাখার লক্ষ্যে ব্যাপক পরিসরে নদী ড্রেজিংয়ের কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর আলোকে নদী ড্রেজিং প্রকল্প গৃহীত হচ্ছে। বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান, ২১০০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নদী বেসিন ভিত্তিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমগ্র বাংলাদেশকে ৭টি নদী বেসিনে বিভক্ত করে সমীক্ষা সম্পাদন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নাধীনও রয়েছে। ড্রেজিং কাজের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ড্রেজার ক্রয় করা হচ্ছে। বিভিন্ন দাতা সংস্থা/উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নে অংশীদারীত্বমূলক সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ধারণার আলোকে বর্তমানে প্রকল্প গৃহীত হচ্ছে এবং এরূপ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকাসমূহে সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়নের ফলে কৃষি ও মৎস্য সম্পদের বাম্পার ফলন অর্জনের মাধ্যমে সবুজ বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাপাউবো কর্তৃক বিগত ৬০ বছরে দেশের প্রায় ১১০ লক্ষ হেক্টর বন্যা মুক্ত ও নিষ্কাশনযোগ্য এলাকার মধ্যে প্রায় ৬৪.৯৬ লক্ষ হেক্টর এলাকা প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন অথবা সেচ সুবিধার আওতাভূক্ত করা হয়েছে। এ সব প্রকল্পের আওতায় ৫৭৫৭ কিলোমিটার উপকূলীয় বাঁধসহ মোট ১৬,২৬১ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত এ সকল সুবিধাদি দ্বারা বাপাউবো'র প্রকল্প এলাকায় বিগত অর্থ-বছরে প্রায় ১১০.৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য (প্রকল্পপূর্ব অবস্থার তুলনায়) উৎপাদিত হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থ-বছর একাধারে বাপাউবো'র জন্য সাফল্য মণ্ডিত এবং ঘটনাবহুল বছর। বাপাউবো'র মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা এবং বোর্ডের কেন্দ্রীয়ভাবে নিবিড় মনিটরিং এর কারণে ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে বাপাউবো'র ২৩টি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভূক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়, যার মধ্যে ২টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প। দেশের পানি সম্পদ খাতে সরকারের ক্রমবর্ধিত বিনিয়োগের প্রেক্ষিতে জনগুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে বাপাউবো'র নতুন ২৮টি প্রকল্প অনুমোদন লাভ করে। বাস্তবায়নাধীন এবং নতুন গৃহীত প্রকল্পসমূহে চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে সাম্প্রতিক অতীতে রেকর্ড ৯৬.১৩% এডিপি'র বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে, যা জাতীয় অপেক্ষা ২.৫০% এরও অধিক।

২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অনুকূলে খুলনা জেলায় আঠারোবাকি নদী,ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় তিতাস নদী, পাবনা জেলায় যমুনা নদী, ফরিদপুর জেলায় কুমার ও মরা কুমার নদ, যশোর জেলায় ভৈরব নদী, কক্সবাজার জেলায় বাঁকখালী নদী, কিশোরগঞ্জ জেলায় কালনী ও ধলেশ্বরী নদী, নরসিংদী জেলায় আড়িয়াল খাঁ, হাড়িদোয়া, পাহাড়িয়া, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা শাখা নদী, রাজশাহী জেলায় পদ্মা নদী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় মহানন্দা নদী, সুনামগঞ্জ জেলায় রক্তি, যদুকাটা, পুরাতন সুরমা, আপার বাউলাই, চামতি ও নলজুর নদী এবং মৌলভীবাজার জেলায় জুড়ি ও সোনাই নদী ড্রেজিং করা হয়। এছাড়া, শত বর্ষমেয়াদী "বাংলাদেশ ডেল্ট্যা প্ল্যান-২১০০" এর আওতায় গৃহীত প্রকল্প "৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়)" এর আওতায় দেশব্যাপী ১০০ কিঃমিঃ ছোট নদী/খাল/জলাশয় পুনঃখনন করা হয়েছে। এর ফলে উক্ত এলাকার নদী ও খালগুলো নাব্যতা ফিরে পাওয়ার পাশাপাশি তা সেচ কাজে সহায়ক হয়েছে। নদী/খাল পুনঃখননের ফলে তাদের নাব্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তৎসংলগ্ন এলাকাসমূহে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার ফলে বন্যঅর ঝুঁকি ও প্রকোপ হ্রাস পেয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে বাস্তবায়নাধীন ৫১টি নদী তীর ও শহর রক্ষা প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১৭১ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে নদীর তীর সংরক্ষন কাজ গ্রহণ করে ৮০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের কাজ সমাপ্ত করা হয়। প্রকল্পসমূহের আওতায় ঢাকা জেলার দোহার উপজেলার ব্রাহাবাজারে পদ্মা নদীর তীর, টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর, ভূঞাপুর, দেলদুয়ার উপজেলায় যমুনা ও ধলেশ্বরী নদীর তীর, জামালপুর জেলার ইসলামপুর ও সরিষাবাড়ি উপজেলায় যমুনা নদীর তীর, চাঁদপুর জেলার সদর উপজেলার মেঘনা নদীর তীর, চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলার হালদা নদীর তীর, লোহাগড়া ও সাতকানিয়া উপজেলায় সাঙ্গু ও ডলু নদীর

তীর, রংপুর জেলার সদর ও গঙ্গাচড়া উপজেলায় তিস্তা নদীর তীর, গাইবান্ধা জেলার সদর ও ফুলছড়ি উপজেলায় যমুনা নদীর তীর, রাজশাহী জেলার সদর ও পবা উপজেলায় পদ্মা নদীর তীর, নাটোর জেলার সিংড়া পৌর এলাকায় আত্রাই ও নাগর নদীর তীর, বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলায় যমুনা নদীর তীর, সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর তীর, শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা নদীর তীর, রাজবাড়ি জেলার সদর উপজেলায় পদ্মা নদীর তীর, ভোলা জেলার সদর, বোরহানউদ্দিন, তজুমুদ্দিন, চরফ্যাশন, মনপুরা উপজেলায় মেঘনা নদীর তীর, বরিশাল জেলার সদর উপজেলায় কীর্তনখোলা নদী তীর সংরক্ষণ কাজের বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর ফলে লোকালয়, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, ফসলী জমিসহ বিস্তীর্ণ জনপদ নদী ভাঙ্গন হতে করা পাচ্ছে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকাসমূহে নদী ভাঙ্গনরোধ কল্পে ৪৬৬.৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে "সীমান্ত নদীতীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (ফেজ-২)" শীর্ষক গুচ্ছ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ধারাবাহিভাবে ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে বাপাউবো হাওর এলাকায় নজিরবিহীন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে কাবিটা প্রকল্পের আওতায় সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলায় মোট ৮০৩টি স্কীমের আওতায় পিআইসি দ্বারা প্রায় ৬৫২.৭৩ কিমি ডুবন্ত বাঁধের মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়। হাওর এলাকায় এ বিশাল কর্মযঞ্জ বাস্তবায়নের জন্য অন্য দপ্তর হতে সাময়িক বদলী আদেশের মাধ্যমে মাঠ কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয় এবং প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস সাপোর্ট প্রদান করা হয়। বাপাউবো'র ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং অনুকূল আবহাওয়ার দরুন ২০১৮ সালের ন্যায় চলতি বছরে হাওর এলাকার ফসল আগাম বন্যা হতে রক্ষা পেয়েছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সারাদেশব্যাপী বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো উন্নয়ন করেছে যার তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর বিবরণ	২০১৮-১৯ অর্থবছরে নির্মিত	
		পূর্ণ	আংশিক
১	স্লুইস ও রেগুলেটর নির্মাণ (সংখ্যা)	৭৫	৬৩
২	অন্যান্য পানি কাঠামো (বোটপাস/সাইফুন/একুইডাক্ট/ ইনলেট/ পাইপ স্লুইস ইত্যাদি) নির্মাণ (সংখ্যা)	১৩২	৪৮
৩	স্লুইস ও রেগুলেটর মেরামত (সংখ্যা)	১৪৪	২৩
৪	স্লুইস ও রেগুলেটর রক্ষণাবেক্ষণ মেরামত (সংখ্যা)	১৯০	-
৫	অন্যান্য পানি কাঠামো (বোটপাস/সাইফুন/একুইডাক্ট/ ইনলেট/ পাইপ স্লুইস ইত্যাদি) মেরামত (সংখ্যা)	১০১	১০
৬	বাঁধ নির্মাণ (কিলোমিটার)		
	উপকূলীয় বাঁধ	১১.১৪	৩৭.৬১
	ডুবন্ত বাঁধ	৬৪.৩০	৫০.০০
	অন্যান্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	৫১.৬৩	৮.১৫
৭	বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/মেরামত/উন্নীতকরণ (কিলোমিটার)		
	উপকূলীয় বাঁধ	২৬৪.০২	৬৬.৫৬
	ডুবন্ত বাঁধ	৬৫০.০৭	১১.০০
	অন্যান্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	১৪৮.৮৩	৫৫.০০
	সেচ খালের ডাইক	১৫৩.৬৭	০.৪৫
৮	বাঁধের ব্রীজ ক্লোজিং দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)	১২.৩৭	৩.০০
৯	বাঁধের রেইনকাট, ঘোগস ইত্যাদি মেরামত (কিলোমিটার)	১৮.৯৯	-
১০	বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা	১৬.০৪	৪১.৮০
১১	খাল খনন/পুনঃখনন		

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর বিবরণ	২০১৮-১৯ অর্থবছরে নির্মিত	
		পূর্ণ	আংশিক
	নিষ্কাশন খাল খনন (কিলোমিটার)	-	-
	নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন (কিলোমিটার)	১০০৬.১৯	১০৭৬.৯০
	সেচ খাল খনন (কিলোমিটার)	-	-
	সেচ খাল পুনঃখনন (কিলোমিটার)	২৩৬.৫৬	৫.১০
১২	খাল হতে কচুরীপানা/আবর্জনা অপসারণ (কিলোমিটার)	৮৪.৪১	-
১৩	খালের ঢাল প্রতিরক্ষা	১.৮৮	১.৮৯
১৪	জমি অধিগ্রহণ (হেক্টর)	৫৪.১১ (দখলপ্রাপ্ত)	৪২৪.৭১ (প্রক্রিয়াধীন)
১৫	নদী তীর স্থায়ী সংরক্ষণ (কিলোমিটার)	৮০.৮৮	৯০.৩৮
১৬	নদী তীর সংরক্ষণ কাজ মেরামত (কিলোমিটার)	৯.৫১	১.৫৪
১৭	নদী তীর অস্থায়ী প্রতিরক্ষা (কিলোমিটার) (জরুরি আপদকালীন প্রতিরক্ষাসহ)	৭৫.৩৫	৬.৭৩
১৮	নদ-নদী ড্রেজিং ও পুনঃখনন		
	ড্রেজার দ্বারা নদী ড্রেজিং (কিলোমিটার)	২৫৩.৫৬	৬৭.২০
	রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং (কিলোমিটার)	৪.০৪	১.০০
	এক্সকাভেটর দ্বারা নদী পুনঃখনন (কিলোমিটার)	৮০.৮১	২৩.৪০
	লুপকাট খনন (কিলোমিটার)	২.৭৯	-
১৯	ড্রেজার সরবরাহ গ্রহণ (সংখ্যা)	-	১ (প্রক্রিয়াধীন)
২০	পাম্প হাউস নির্মাণ (সংখ্যা)	১ (তালিমনগর পাম্প হাউস)	২ (আদমজীনগর, শিমরাইল)
২১	পাম্প সরবরাহ প্রাপ্তি (সংখ্যা)	-	৩৭ (ডিএনডি প্রকল্প-প্রক্রিয়াধীন)
২২	স্লোজার নির্মাণ (সংখ্যা)	৮	১
২৩	ক্রসড্যাম নির্মাণ (সংখ্যা)	১	১
২৪	গ্রোয়েন পুনর্বাসন/মেরামত (সংখ্যা)	৩	-
২৫	স্পার পুনর্বাসন/মেরামত (সংখ্যা)	১৩	১
২৬	কজওয়ে নির্মাণ (সংখ্যা)	৮	৫
২৭	ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ (সংখ্যা)	২৮	৯৮
২৮	রাস্তা নির্মাণ (কিলোমিটার)	২.৩৬	২.০০
২৯	ফ্লাডওয়াল নির্মাণ (কিলোমিটার)	১.০৬	-
৩০	ভবন নির্মাণ (সংখ্যা)	১ (পানি ভবন)	১ (মানিকগঞ্জ পরিদর্শন বাংলো)
৩১	ড্রেজিংকৃত মাটি দ্বারা ভূমি উন্নয়ন (ঘনমিটার মাটি)	১৫,০২,৫০০	-
৩২	সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকার সম্প্রসারণ (হেক্টর)	১৭,০০০ (পাবনায় গাজনার বিল)	-

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর বিবরণ	২০১৮-১৯ অর্থবছরে নির্মিত	
		পূর্ণ	আংশিক
৩৩	বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকার সম্প্রসারণ (হেক্টর)	৩৪,৭২৩ (সিডিএসপি-৪ঃ ৩০,৭৭৩ শিবপুরঃ ৩৯৫০)	-

এক নজরে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত অবকাঠামো/কর্মকাণ্ডের বিবরণ

বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা	৮৬৫	টি
সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকা	৬৪.৯৬	লক্ষ হেক্টর
সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকা (১২৯টি সেচধর্মী প্রকল্প বাস্তবায়িত)	১৬.২৪	লক্ষ হেক্টর
ব্যারেজ (তিস্তা, মনু, বুড়ি তিস্তা ও ট্যাংগন)	৪	টি
ভূমি সৃজন/পুনরুদ্ধার	১০৩৭.২১	বর্গ কিলোমিটার
নদী ভাঙ্গন হতে সংরক্ষিত জেলা শহর	৩১	টি
নদী ভাঙ্গন রোধে তীর প্রতিরক্ষা কাজ	১২২৯	কিলোমিটার
স্পার নির্মাণ	২২১	টি
ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ	১০	কিলোমিটার
সমাপ্ত বাঁধের দৈর্ঘ্য	১৬২৬১	কিলোমিটার
ক) উপকূলীয় বাঁধ (১৩৯টি পোল্ডার) খ) ডুবন্ত বাঁধ (৯৯টি হাওর/হাওর উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে) গ) অন্যান্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ঘ) সেচ খালের ডাইক	৫৭৫৭ ২৫৯৪ ৭৯১০ ৩৬১২	কিলোমিটার কিলোমিটার কিলোমিটার কিলোমিটার
বাপাউবো'র বাঁধের উপর সওজ কর্তৃক নির্মিত রাস্তা	১৩২৩	কিলোমিটার
বাপাউবো'র বাঁধের উপর এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত রাস্তা	৪১৮৩	কিলোমিটার
সড়ক (পাকা ও কাঁচা)	১০৮৪	কিলোমিটার
সেচ খালের দৈর্ঘ্য	৫৩৫৫	কিলোমিটার
নিষ্কাশন খালের দৈর্ঘ্য	৪৫০০	কিলোমিটার
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার	১৫৩৫৫	টি
পাম্প হাউজের সংখ্যা	২৩	টি
ক্লোজার	১৪০১	টি
ব্রীজ/কালভার্ট	৫৭০৫	টি
রাবার ড্যাম (পেকুয়া, মহামায়া, পালাকাটা, কণ্ডয়া, বাগগুজারা)	৫	টি
ড্রেজার সংখ্যা	৪২	সেট
নদী পুনঃখনন	৭৪২	কিলোমিটার
নদী ড্রেজিং	৬৪৬	কিলোমিটার

উপসংহার

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ষাটের দশকের প্রথম থেকেই দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে দেশের দারিদ্র বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। পদ্মা, মেঘনা ও যমুনাসহ ছোট-বড় ৫৭টি আন্তর্জাতিক নদ-নদী এ দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। সুতরাং এসব নদীর পানি প্রবাহের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা অতি গুরুত্বপূর্ণ। বর্ষা মৌসুমে অতিবৃষ্টিজনিত কারণে নদীর দু'কূল উপচিয়ে দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কৃষি জমি বন্যা কবলিত হয়ে পড়ে এবং কোন কোন বছর খরাজনিত কারণে স্বল্প পানি প্রবাহের কারণে সেচ কার্যে পানির অভাব কৃষিকার্যে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে দেশ দুর্ভিক্ষের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে। এছাড়াও নদী ভাঙ্গন হতে শহর রক্ষা, গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ও বেসরকারী স্থাপনা রক্ষাসহ সার্বিকভাবে পরিবেশ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি নিরসন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত অবকাঠামোসমূহ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সৃষ্টির পূর্বে দেশে বন্যার কারণে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে দেশ দুর্ভিক্ষের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৯৭১-৭২ সালে বাংলাদেশ যেখানে ৯৭.০০ লক্ষ মেট্রিক টন চাল উৎপাদিত হয়েছে, সেখানে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে চালের উৎপাদন বেড়ে হয়েছে প্রায় ৩৬২.৭৯ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে বাপাউবো'র প্রকল্প এলাকায় প্রকল্পপূর্ব অবস্থার তুলানায় অতিরিক্ত প্রায় ১১০.৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য-শস্য উৎপাদিত হয়েছে। সুতরাং একটি সুষম টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পানি সম্পদ খাতে সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্যশস্য উৎপাদনসহ কাঙ্খিত মাত্রায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠি হচ্ছে সে দেশের জিডিপি (মোট দেশজ উৎপাদন) এবং তার বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বাংলাদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যারেজ, রেগুলেটর, স্লুইস, ক্রস-ড্যাম, রাবার ড্যাম, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, উপকূলীয় বাঁধ, ডুবন্ত বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণ, নদীতীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ তীর সংরক্ষণমূলক কাজ, নদ-নদী ড্রেজিং ও খাল খনন/ পুনঃখনন, ব-দ্বীপ উন্নয়ন এবং ভূমি পুনরুদ্ধার প্রভৃতি অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের জিডিপিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রাখছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পসমূহ যেমন কৃষি ও মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনীতিতে সরাসরি অবদান রাখে, ঠিক তেমনি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড নির্মিত বাঁধের উপর এলজিইডি ও সওজ কর্তৃক নির্মিত রাস্তাও দেশের অর্থনীতিতে পরোক্ষভাবে অবদান রাখে। ভিন্ন আঙ্গিক থেকে দেখলে, ডিএনডি এলাকায় উন্নত পানি নিষ্কাশন সুবিধা নিশ্চিতকল্পে বাপাউবো'র বাস্তবায়িত এবং বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/ কার্যক্রমসমূহ পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি ডিএনডি এলাকাকে পরিবেশ ও প্রতিবেশগত মানবিক দূর্যোগ হতেও রক্ষা করে, যার সুফল কোন অর্থনৈতিক সূচকে নির্ণয়যোগ্য বলে প্রতীয়মান হয় না। নদ-নদীর পানি সমতল সম্পর্কিত তথ্য এবং বন্যা সতর্কীকরণ পূর্বাভাস এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ইতোমধ্যে জাতীয় নীতি-নির্ধারণী মহলে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে ও দূর্যোগের পূর্বাভাস সম্পর্কিত এ ধরণের সেবাকেও কোন নির্ণয় সূচকে সরাসরি পরিমাপ করা যায় না।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষন এর সকল পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ ও মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সকল প্রকল্পই দেশের মানুষের জন্য, দেশের জন্য। এমতাস্থায়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প বিষয়ে প্রকল্প সুবিধাভোগী, প্রশাসন এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণকেও সচেতন ও যত্নশীল হতে হবে। সমগ্র বাংলাদেশের পানি সম্পদের উন্নয়ন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ম্যাণ্ডেটভুক্ত কার্যক্রম হলেও স্থানীয় জনগণ, বোর্ডের প্রশাসন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থার সাথে সমন্বয় এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের একার পক্ষে সম্ভব নয়। জলবায়ু পরিবর্তন সহ একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দেশের চলমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা টেকসইভাবে সমুন্নত রাখতে কৃষি, পানি ও পরিবেশ খাতকে সমন্বিত পরিকল্পনার আওতায় উন্নয়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা ও ভিশন বাস্তবায়নের জন্য সরকার ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ প্রণয়ন করেছে। ডেল্টা প্ল্যানভুক্ত প্রকল্পসমূহের ৮০%ই পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বাস্তবায়ন করবে। সে লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে মাননীয় স্থানীয় সংসদ সদস্যকে উপদেষ্টা এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে আহবায়ক করে প্রত্যেক জেলায় জেলা পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঠিত কমিটি তত্ত্বধায়নে প্রত্যেক জেলায় খাল খনন কর্মসূচি আরম্ভ হয়েছে। বাপাউবো'র কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিতকল্পে সদর দপ্তর হতে জেলা পর্যায়ের দপ্তরসমূহ নিয়মিত গণশুনানী আয়োজন, প্রকল্প সুবিধা ভোগীদের সাথে আলোচনা, প্রকল্প এলাকায় দৃশ্যমান জায়গায় বাস্তবায়নাধীন কাজের তথ্য ও দায়িত্বশীলদের তথ্য সম্বলিত সাইনবোর্ড স্থাপন প্রভৃতি উদ্যোগের মাধ্যমে কমিউনিটি মনিটরিং নিশ্চিত করা হয়েছে। এভাবেই বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম আরো বেগবান এবং সফল বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে সকল স্তরের জনগণ, সুধী সমাজ, নীতি-নির্ধারকগণের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৮-২০১৯ সালের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড



মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও মাননীয় উপমন্ত্রীর নড়িয়া সফর



মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও মাননীয় উপমন্ত্রী বাপাউবোর মহাপরিচালক নড়িয়া সফর



মৌলভীবাজার এর ত্রাণ বিতরণ করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ ফারুক, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাপাউবোর মহাপরিচালক জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান।



টাংগাইল জেলার কালিহাতী উপজেলায় ত্রাণ বিতরণ করছেন মাননীয় উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।



মাদারগঞ্জ, জামালপুর পানিবন্দী এলাকায় ত্রাণ বিতরণ করছেন মাননীয় সচিব কবির বিন আনোয়ার, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।



সরিষাবাড়ি, জামালপুর ত্রাণ বিতরণ, মাননীয় সচিব কবির বিন আনোয়ার, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

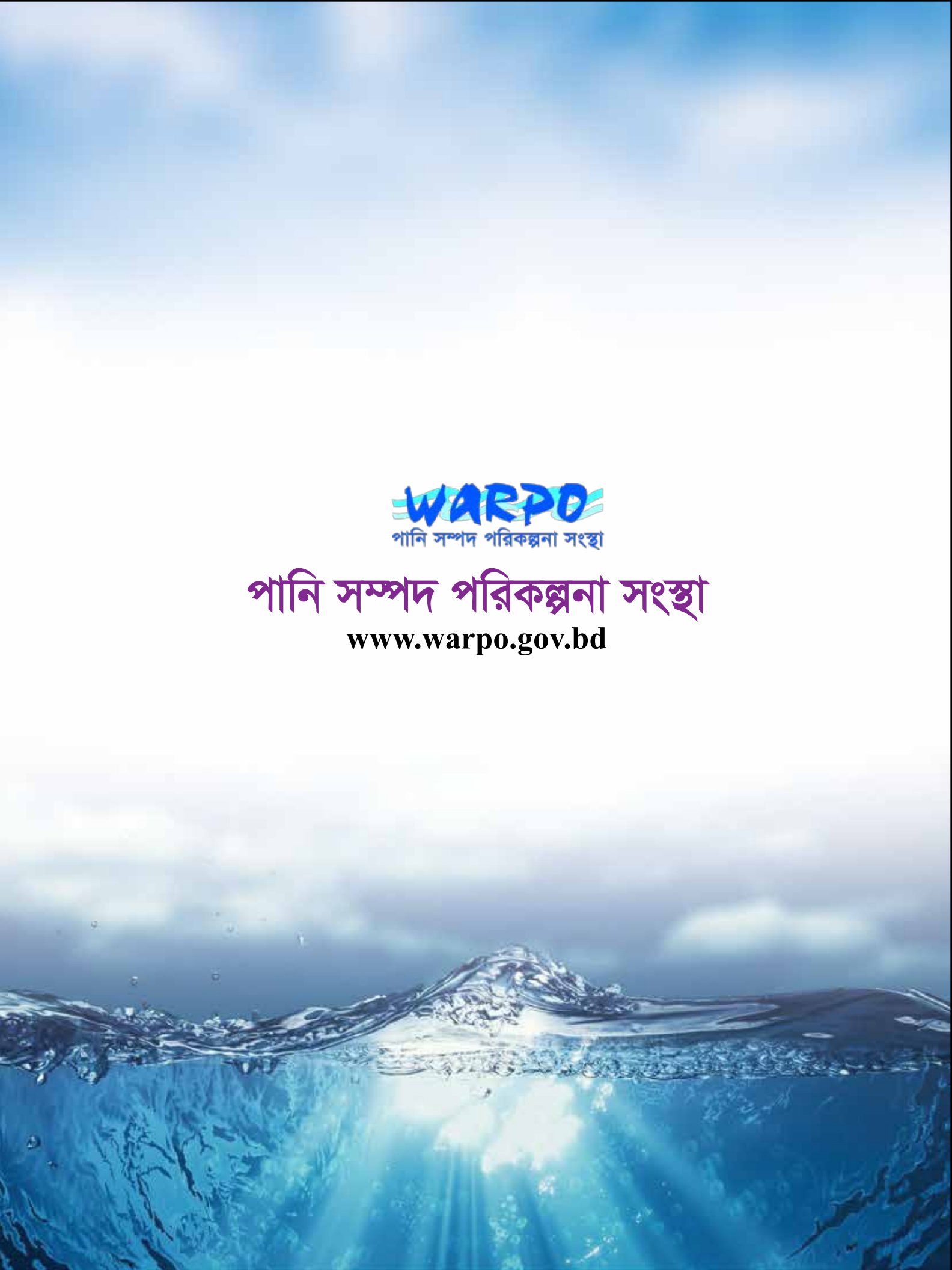

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

www.warpo.gov.bd

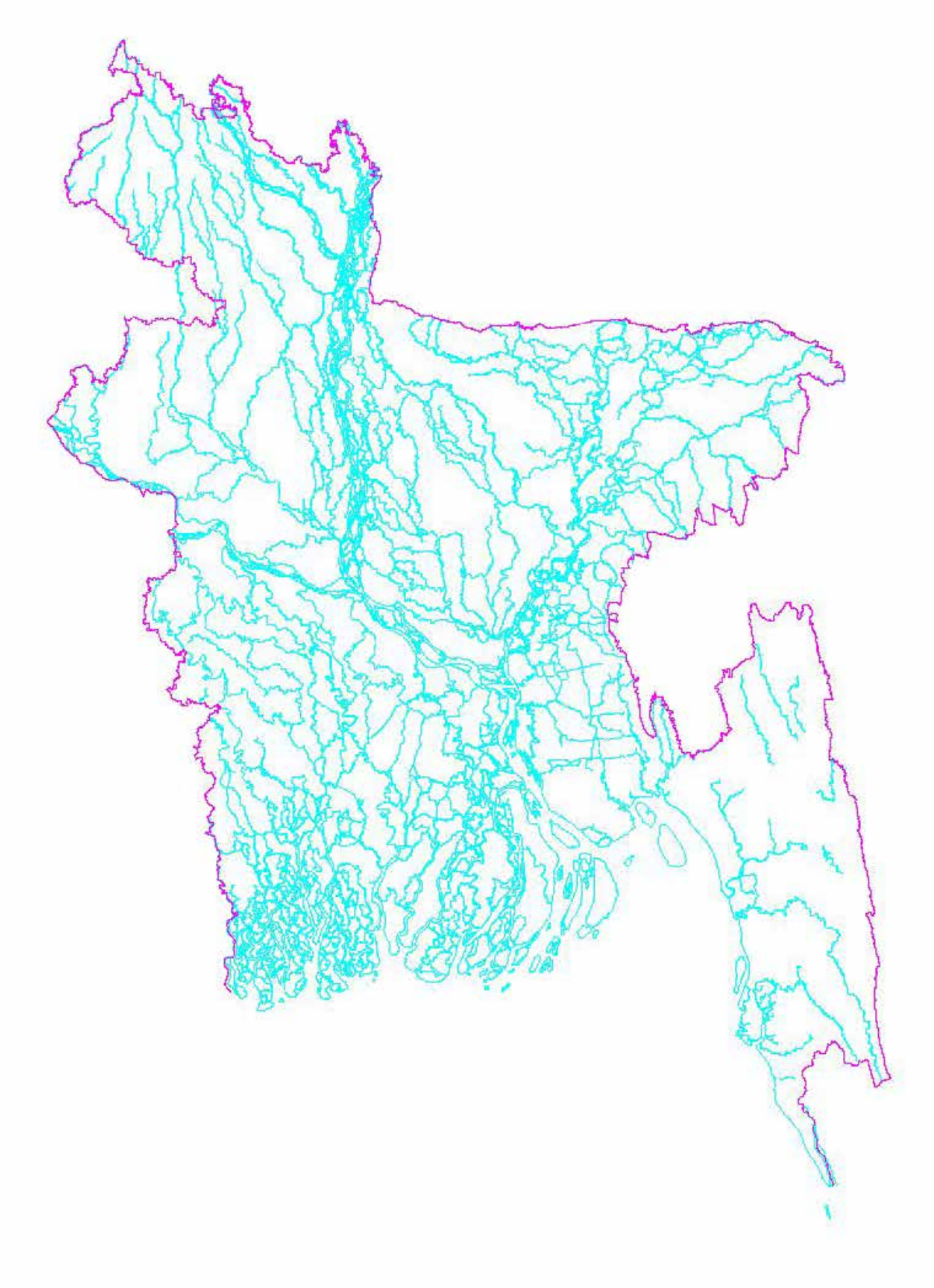

তৃতীয় অধ্যায়: পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)

১। ভূমিকা:

আবহমান কাল থেকে বাংলাদেশের প্রকৃতি, ইতিহাস, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি নদ-নদীর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বর্ষা মৌসুমে পর্যায়ক্রমিক বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোন, নদী ভাঙ্গন ও শুকনো মৌসুমে পানির দুষ্প্রাপ্যতা, নদ-নদী ভরাট, খরা, লবণাক্ততা, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া ও ভূ-পরিস্থ পানির মানের ক্রমাবনতির কারণে বাংলাদেশের পানি ব্যবস্থাপনা আজ কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পানির বহুমাত্রিক চাহিদাও প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর্সেনিক দূষণ এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে। বাংলাদেশের ভূ-খন্ডের বাইরে থেকে আগত নদ-নদীর প্রবাহের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় পানি ব্যবহারকারীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, অপরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণে পানি ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়হীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলো সামগ্রিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতেই সরকার পানি সম্পদের উন্নয়ন ও এর সুষম ব্যবহার নিশ্চিতের লক্ষ্যে পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯৯২ সনে ওয়ারপো সৃষ্টি করে। দেশে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়ারপো পানি সম্পদের সামষ্টিক পরিকল্পনা প্রণয়নে একমাত্র সংবিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৩ হতে ১৯৯১ সালে জাতীয় পানি পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত মাস্টার প্ল্যান অরগানাইজেশন বা এমপিও এর উত্তরসূরী। ১৯৮৯ হতে ১৯৯৬ সালে ফ্লাড এ্যাকশন প্ল্যান (ফ্যাপ) কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য স্থাপিত ফ্ল্যাড প্ল্যান কো-অর্ডিনেশন অরগানাইজেশন বা এফপিসিও কে ১৯৯৬ সালে ওয়ারপোর সাথে একীভূত করা হয়। ২০০৫ সালে উপকূলীয় অঞ্চল নীতি এবং ২০০৬ সালে উপকূলীয় কৌশলের দ্বারা ওয়ারপোকে উপকূলীয় এলাকার সমন্বয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর মাধ্যমে ওয়ারপোকে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সচিবালয় হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

১.১ পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২; জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯; উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, ২০০৫ এবং বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ অনুযায়ী ওয়ারপোর কার্যপরিধি ও দায়িত্বসমূহ:

১. পানি সম্পদের উন্নয়নকল্পে পরিবেশগতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
২. পানি সম্পদের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহার ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত জাতীয় কৌশল ও নীতি নির্ধারণ করা;
৩. পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাকে পরামর্শ প্রদান করা;
৪. পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণে নিয়োজিত যে কোন প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষা পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে বিশেষ সমীক্ষা পরিচালনা করা;
৫. পানি সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবহার ও সংরক্ষণে নিয়োজিত কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা হতে উদ্ভূত বিষয়ের মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করা এবং উক্ত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা;
৬. পানি সম্পদের ব্যবহার সংক্রান্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মান উন্নত করা;
৭. পানি সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা এবং প্রচারের ব্যবস্থা করা;
৮. পানি সম্পদ বিষয়ক জাতীয় এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন ও কর্মশালার আয়োজন ও পরিচালনা করা;
৯. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ইসিএনডব্লিউআরসি)-কে প্রশাসনিক ও সাচিবিক সহায়তা প্রদান;
১০. পানি সম্পদ, সংশ্লিষ্ট ভূমি ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নীতি, পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণমূলক বিষয়ে ইসিএনডব্লিউআরসি -কে পরামর্শ প্রদান;
১১. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ (এনডব্লিউআরসি)-এর অনুমোদনের জন্য জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) প্রস্তুত এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তে তা হালনাগাদকরণ;
১২. জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য ভান্ডার (এনডব্লিউআরডি) ব্যবস্থাপনা ও হালনাগাদকরণ;
১৩. বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চিহ্নিত পানি সম্পদ খাতের অন্তর্ভুক্ত জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ক্লিয়ারিং হাউজ হিসাবে দায়িত্ব পালন এবং বিবেচ্য প্রকল্প এনডব্লিউএমপিএর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা এ বিষয়ে ইসিএনডব্লিউআরসি এর নিকট প্রতিবেদন পেশ করা;

১৪. জাতীয় পানি নীতি এবং বাংলাদেশ পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা কৌশলে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি পূরণের জন্য ইসিএনডব্লিউআরসি-র চাহিদা অনুসারে কোন বিশেষ সমীক্ষা পরিচালনা;

১৫. বাস্তবায়নের পর্যায়ে সমন্বয় সাধনের জন্য একটি কর্মসূচি সমন্বয় ইউনিট (Program Co-ordination Unit-PCU) প্রতিষ্ঠা করা। সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনার নির্ধারিত সূচকের আলোকে প্রকল্পের অগ্রগতি দেখাশোনা করা।

১৬. আইসিজেডএম প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত কর্মসূচি সমন্বয় ইউনিট (পিসিইউ) এর মাধ্যমে বিভিন্ন সার্ভিস মন্ত্রণালয়, যেমন অর্থ, পরিকল্পনা ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

১৭. সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থায় ফোকাল পয়েন্ট স্থাপন করা, যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসেবে নিজ নিজ সংস্থার পক্ষে আইসিজেডএম কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবেন এবং পিসিইউ এর সাথে কার্যকরী যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

১৮. স্থানীয় পর্যায়ে (জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন) পানি সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রচলিত স্থানীয় সরকার কাঠামোকে কাজে লাগানো। স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক সমন্বিত পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করা এবং জাতীয় পর্যায়ে পিসিইউ ও খাতভিত্তিক সংস্থাগুলোর সাথে সংযোগ সৃষ্টি করা।

১৯. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ ও এর নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গৃহীত নীতি ও কর্মপন্থা বাস্তবায়নে ও প্রয়োগে সহায়তা প্রদান;

২০. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ ও এর নির্বাহী কমিটির নির্দেশনার আলোকে সভায় উপস্থাপনের নিমিত্ত সকল প্রকার প্রস্তাব প্রস্তুত;

২১. বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট স্থান বা প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা;

২২. পানি আইন সম্পর্কিত বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

২৩. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ ও এর নির্বাহী কমিটি কর্তৃক, সময় সময়, অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন;

২৪. জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়ন;

২৫. পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র ইস্যুকরণ;

২৬. ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের জন্য অনাপত্তি প্রদান।

১.২। জনবলঃ

অনুমোদিত সেটআপ অনুযায়ী ৪৪ জন কর্মকর্তা ও ৪৩ জন কর্মচারিসহ ওয়ারপোর মোট জনবল হলো ৮৭, যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

কর্মকর্তা ও কর্মচারি	অনুমোদিত সেটআপ অনুযায়ী সংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারি সংখ্যা	শূন্য পদ
গ্রেড ১-৯	৪২	৩৩	০৯
গ্রেড ১০	২	২	-
গ্রেড ১১-২০	৪৩	৪২	০১
সর্বমোট:	৮৭	৭৭	১০

শূন্য পদগুলির মধ্যে ৪ টি ১-৯ম গ্রেড ও ১ টি ১৬ গ্রেড ভুক্ত কর্মচারী, যার নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান। এছাড়া, পদোন্নতির জন্য ৫টি ৬ষ্ঠ গ্রেডের পদ সংরক্ষিত আছে।

১.৩। ওয়ারপোর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণঃ

জেলা পর্যায়ে ওয়ারপোর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণীত হয়েছে। জেলা পর্যায়ে চাহিদাকৃত ১০টি ক্যাটাগরিতে ৬৯৩ জন জনবলের প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ৬৩ জেলায় ৭টি ক্যাটাগরিতে ৪৪১_জন জনবলের পদ সৃজনের বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। এছাড়া আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবাগ্রহণ নীতিমালা, ২০১৮ অনুসারে অবশিষ্ট ৩টি ক্যাটাগরিতে ২৫২ জন জনবলের আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে সেবা গ্রহণের বিষয়ে মতামত প্রদান করেছে ।

১.৪। বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়:

সরকারের উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেটের সহায়তায় ওয়ারপোর কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

২০১৮-১৯ সালের উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেট (লক্ষ্য টাকায়)

প্রকল্পের নাম	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ	উৎস
Study on Developing Operational Shadow Prices for Water to Support Informed Policy and Investment Decision making Process	-	জিওবি
পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের অনাপত্তিপত্র অনলাইন প্রক্রিয়াকরণ	-	জিওবি
বেতন ভাতাদি	৫৭৬.৮৫	জিওবি
অন্যান্য	৫৫২.৪৫	জিওবি
উপমোট	১১২৯.৩০	জিওবি
সর্বমোট	১১২৯.৩০	

২। পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এর ২০১৮-২০১৯ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ:

২.১। আইন, বিধিমালা এবং নীতিমালা প্রণয়ন:

২.১.১) বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর কার্যকর প্রয়োগের জন্য বিগত ০৮-০৮-২০১৮ খ্রি: তারিখে বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর গেজেট প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত বিধিমালার উল্লেখযোগ্য কিছু বৈশিষ্ট হলো-

- পানির অধিকার নির্ধারণ;
- প্রতিপালন, অপসারণ ও সুরক্ষা আদেশ প্রদান;
- পানি সম্পদ প্রকল্প ছাড়পত্র প্রদান;
- ভূ-গর্ভস্থ পানির সুরক্ষা, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা;
- গভীর নলকূপের অনাপত্তি প্রদান; এবং
- জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যবস্থাপনা।



চিত্রঃ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর অধীন প্রণীত বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধানাবলী অবহিতকরণের লক্ষ্যে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) কর্তৃক আয়োজিত মতবিনিময় কর্মশালা, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮।

২.১.২) বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধানাবলী অবহিতকরণের জন্য মাঠ পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজনঃ

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা. ২০১৮ এর বিধানাবলী জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে অংশীজনদের অবহিতকরণের লক্ষ্যে একটি বিভাগীয় কর্মশালা বিগত ২৯ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে জেলা প্রশাসক, রাজশাহী এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালাতে জনাব মো: রোকন উদ-দৌলা, অতিরিক্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়; জনাব মো: মাহমুদুল হাসান, মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা; জনাব মো: নূর-উর-রহমান, বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী; জনাব মো: আনওয়ার হোসেন, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক), রাজশাহী; জনাব মীর শফিকুল আলম, বিজ্ঞ সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ, রাজশাহী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ সহ মাঠ পর্যায়ের উর্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।



চিত্রঃ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধানাবলী অবহিতকরণের লক্ষ্যে বিভাগীয় কর্মশালা, জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ, রাজশাহী, ২৯ এপ্রিল, ২০১৯।

২.১.৩) শিল্পখাতে পানি ব্যবহার সংক্রান্ত "Industrial Water Use policy" এর খসড়া প্রণয়নঃ

শিল্পখাতে পানির ব্যবহার বর্তমানে ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। পানির এই বর্ধিত ব্যবহারের কারনে ভবিষ্যতে অন্যান্য খাতগুলো পানির জন্য হুমকির সম্মুখীন হবে। বর্তমানে শিল্পখাতে পানি ব্যবহার সংক্রান্ত কোন নীতিমালা নেই। সে প্রেক্ষিতে সাসটেইনেবল ডেভেলমেন্ট গোল (SDG), বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩, এবং জাতীয় পানি নীতি (১৯৯৯) এর আলোকে বর্তমানে "Industrial Water Use policy" প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো শিল্পখাতে পানির ব্যবহারকে সীমিত করে এবং দূষণ প্রতিরোধের মাধ্যমে বাংলাদেশে Water secured Industrial growth কে উৎসাহিত করা। এ বিষয়ে UNESCAP এবং ওয়ারপো- এর যৌথ ব্যবস্থাপনায় বিগত ৫মে, ২০১৯ তারিখে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে শিল্পখাতে পানি ব্যবহার নীতিমালার ড্রাফট তৈরীর কাজ চলমান রয়েছে।



চিত্র: UNESCAP এবং ওয়ারপো কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত শিল্পখাতে পানি ব্যবহারের নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত কর্মশালা; ৫মে, ২০১৯।

২.১.৪) জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইনের খসড়া প্রণয়ন:

বাংলাদেশ পানি বিধিমালা. ২০১৮ এর ১৭ বিধি অনুযায়ী জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন সমন্বিত **পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গাইডলাইনের খসড়া প্রণয়ন করা** হয়েছে। গাইডলাইন ৩টি পর্যালোচনা ও চূড়ান্তকরণের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন রয়েছে।

২.২। 'জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার' (এনডব্লিউআরডি):

২.২.১) উপাত্ত সরবরাহ (Data Dissemination):

পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ অনুসারে পানি সম্পদ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রচার, জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ অনুসারে জাতীয় 'জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি)' তৈরী, রক্ষণাবেক্ষণ ও হালনাগাদ করার দায়িত্ব ওয়ারপোর উপর ন্যস্ত। এ লক্ষ্যে ২০০১ সালে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) প্রণয়নে সহায়তা প্রদানের জন্য ওয়ারপোতে 'জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি)' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এর অধীনে ২০০৫ সালে 'সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল সম্পদ উপাত্তভান্ডার (আইসিআরডি)' সংযুক্ত হয়েছে।

পানি সম্পদ ও পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট (ভূ-পরিস্থ পানি, ভূ-গর্ভস্থ পানি, পরিবেশ, জলবায়ু, মৃত্তিকা ও কৃষি, বন, মৎস্য এবং আর্থ-সামাজিক সংক্রান্ত) বিষয়ে অদ্যাবধি এনডব্লিউআরডিতে ৫৫৭ টি এবং আইসিআরডি -তে ৫৬৩ টি উপাত্ত সংযোজন করা হয়েছে। সারাদেশের প্রায় ৫০ টি সংস্থার এবং ওয়াপোর নিজস্ব তথ্য-উপাত্ত এই উপাত্তভান্ডারে সংরক্ষিত আছে। এই উপাত্তভান্ডার এনডব্লিউএমপি হালনাগাদকরণ এবং পানি সম্পদ সম্পর্কিত ডিজিটাল উপাত্ত ও তথ্যের একটি কেন্দ্রীয় গুরত্বপূর্ণ উৎস। বিভিন্ন দেশী বিদেশী সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প কর্তৃক পানি সম্পদ পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, গবেষণা, প্রকল্প বাস্তবায়ন, অধ্যয়ন ইত্যাদি কাজে এনডব্লিউআরডি ও আইসিআরডি- এর উপাত্ত ব্যবহৃত হচ্ছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ওয়ারপো কর্তৃক বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইনল্যান্ড ওয়াটার অথোরিটি, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর প্রভৃতি সংস্থাকে এনডব্লিউআরডি ও আইসিআরডি হতে

মোট ১৭ (সতের) বার উপাত্ত সরবরাহ করা হয়েছে এবং এতে ১,১৫,৪৮৭ (এক লক্ষ পনের হাজার চারশত সাতাশি) টাকা আয় হয়েছে ।

২.২.২) উপাত্ত সংগ্রহ:

এনডব্লিউআরডি ও আইসিআরডি এর বিদ্যমান উপাত্তসমূহ হালনাগাদকরণ এবং নতুন নতুন উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং আইডব্লিউএফএম, বুয়েট হতে ডিজিটাল/ হার্ডকপি উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.২.৩) জাতীয় ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) ক্রয় কার্যক্রম:

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ওয়ারপো ই-জিপি এর আওতায় কম্পিউটার সংক্রান্ত ২(দুই) টি ক্রয় কার্য সম্পন্ন করেছে।

২.৩। ক্লিয়ারিং হাউজ হিসেবে ওয়ারপোর দায়িত্ব পালন:

জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি) ২০০১ অনুযায়ী ওয়ারপো বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্প ও কর্মসূচির শুধুমাত্র কারিগরি বিষয় পর্যালোচনা করে পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডিকে সহায়তা করে। এছাড়া জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ এবং বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ (১৬ নং ধারা) অনুযায়ী ওয়ারপো বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চিহ্নিত পানি সম্পদ খাতের অন্তর্ভুক্ত জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ক্লিয়ারিং হাউজ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে এবং প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান করবে। তাছাড়া ওয়ারপো জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ (এনডব্লিউআরসি) এর নির্বাহী কমিটির সচিবালয় হিসেবে পানি সেক্টরের সকল কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় আনয়নে সচেষ্ট থাকে। ক্লিয়ারিং হাউজ কার্যক্রমের মাধ্যমে ওয়ারপো পানি সম্পদ সেক্টরে চিহ্নিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণ, পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক প্রভাব, প্রকল্পের পুনরাবৃত্তি পরিহার, বিভিন্ন টুলস, টেকনিক ও মডেলিং এর ব্যবহার নিশ্চিত করে থাকে। সর্বোপরি বিবেচ্য প্রকল্প এনডব্লিউএমপি এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা যাচাই করে এনডব্লিউআরসি এর নির্বাহী কমিটির নিকট প্রতিবেদন পেশ করে। ২০০৭ সালে এ কার্যক্রম শুরুর পর হতে এ যাবৎ (জুন ২০১৯ পর্যন্ত) এই কর্মসূচীর আওতায় ওয়ারপো বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) এর মোট ২৪০ টি প্রকল্প প্রস্তাবের ছাড়পত্র প্রদান করেছে। বিগত অর্থবছর (২০১৮-২০১৯, জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত) সময়ে ওয়ারপো বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৩০ (ত্রিশ) টি প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনান্তে ছাড়পত্র প্রদান করেছে। বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের কারিগরি দিক পর্যালোচনা এবং পুনরাবৃত্তি পরিহারের জন্য মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন অতীব প্রয়োজন। ওয়ারপো তার ক্ষুদ্র জনবল নিয়ে স্বল্প পরিসরে এ কার্যক্রম শুরু করেছে। উল্লেখ্য যে, ওয়ারপোতে বিদ্যমান "ক্লিয়ারিং হাউজ" প্রক্রিয়া একটি পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা যা আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। তাছাড়া বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ অনুমোদনের ফলে সাম্প্রতিক যে কোন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ছাড়পত্র প্রদানের বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত হয়েছে। সুতরাং আইন অনুযায়ী জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির সচিবালয় হিসেবে ওয়ারপো ক্লিয়ারিং হাউজ কার্যক্রম আরও বলিষ্ঠ ও শক্তিশালীভাবে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে লোকবল বৃদ্ধিসহ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী নেওয়া বর্তমান সময়ের দাবি। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ওয়ারপো কর্তৃক ছাড়কৃত প্রকল্প সমূহের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো:

- কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়);
- কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর উপজেলাধীন সাহেবের চর গ্রাম, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও তদসংলগ্ন এলাকা নদী ভাঙ্গন এবং হোসেনপুর-গফরগাঁও সড়ক সেতু আউট ফ্লাংকিং হতে রক্ষাকল্পে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প;
- ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ উপজেলাধীন শুভঢ্যাখাল পুনঃখনন এবং খালের উভয় পাড়ের উন্নয়ন ও সুরক্ষা প্রকল্প;
- বগুড়া ও গাইবান্ধা জেলায় করতোয়া নদী উন্নয়ন;
- নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ, চাটখিল, সেনবাগ ও সোনাইমুড়ি উপজেলার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও অধিক ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে খাল পুনঃখনন;
- নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলায় চাড়ালকাটা নদী সোজাকরণ এবং বুড়িতিস্তা নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ রক্ষার্থে জলঢাকা উপজেলায় নদী তীর সংরক্ষণ;
- ৬৪ টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়);
- গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলার খাল পুনঃখনন ও নদী তীর সংরক্ষণ;
- মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার আড়িয়াল খাঁ নদী তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প;

- চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলার পাগলা নদী পুনঃখনন;
- যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলাধীন সিংড়াবাড়ী, পাটাগ্রাম ও বাঐখোলা এলাকা সংরক্ষণ;
- সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার ও ছাতক উপজেলার আওতাধীন সুরমা নদীর ডানতীরে অবস্থিত দোয়ারাবাজার উপজেলা পরিষদ কমপেক্স ও অন্যান্য এলাকায় নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প;
- কুমিলা জেলার সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে গোমতি নদী ড্রেজিং প্রকল্প;
- মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন শিবপুর ও ধনিয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প;
- ভোলা জেলার দৌলতখান উপজেলাধীন দৌলতখান পৌরসভা ও চরপাতা ইউনিয়নের চকিঘাট এলাকা মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প;
- পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার মুন্সিগঞ্জ হতে খানপুরা এবং কাজিরহাট হতে রাজধরদিয়া নামক এলাকায় যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ প্রকল্প;
- কুড়িগ্রাম জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত প্রধান প্রধান নদ-নদীসমূহ ড্রেজিং করে বন্যা ও নদীভাঙ্গন রোধ, নাব্যতা বৃদ্ধি এবং ভূমি পুনরুদ্ধার প্রকল্প;
- সিলেট জেলার জকিগঞ্জ উপজেলাধীন সরিফাবাদ ও উত্তর খিলগ্রাম এলাকায় সুরমা নদীর বাম তীর এবং ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলাধীন ভেলকোনা হতে গয়াসী পর্যন্ত এলাকায় কুশিয়ারা নদীর বাম তীর সংরক্ষন প্রকল্প;
- সিলেট জেলার সিলেট সদর ও কানাইঘাট উপজেলায় সুরমা নদীর এবং গোয়াইনঘাট উপজেলায় গোয়াইন নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প;
- সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলার আওতাধীন কালনী নদীর উভয় তীরে অবস্থিত চাপতির হাওরের বৈশাখী ক্লোজার, বরাম হাওরের তুফানখালী ক্লোজার, বোয়ালিয়া ক্লোজার, গরুচড়া ক্লোজার এবং ধল বাজার এলাকায় নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প;
- হাওর এলাকায় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও নৌ-চলাচলের সুবিধার্থে কজওয়ে নির্মাণ প্রকল্প;
- সিলেট জেলার জকিগঞ্জ উপজেলাধীন সীমান্ত নদী (সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর সীমান্ত) অংশে তীর সংরক্ষণ উন্নয়ন প্রকল্প;
- নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় সন্দ্বীপ চ্যানেলের ভাঙ্গন হতে মুসাপুর ক্লোজার, রেগুলেটর এবং সংলগ্ন এলাকা রক্ষার জন্য মুসাপুর রেগুলেটরের ডাইভারসন চ্যানল ও সন্দ্বীপ চ্যানেলের বামতীর প্রতিরক্ষামূলক প্রকল্প;
- Dhaka Environmentally Sustainable Water Supply Project (DWASA);
- দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন দিনাজপুর শহর রক্ষা প্রকল্পের পুনর্বাসন;
- গন্ধর্বখালী পাম্প হাউজে ২টি এবং কমলাপুর পাম্প হাউজে ২টি করে মোট ৪টি পাম্প প্রতিস্থাপন প্রকল্প;
- সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলাধীন ব্রাহ্মণগ্রাম-হাটপাচিল ও তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ এবং বেতিল স্পার-১ ও এনায়েতপুর স্পার-২ শক্তিশালীকরণ কাজ;
- বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন;
- টাঙ্গাইল জেলার সদর উপজেলাধীন ছিলিমপুর ইউনিয়নের কুচিয়ামারী এলাকায় এলানজানী নদী ও সদর/কালিহাতি উপজেলার পুংলি নদীর ডান ও বাম তীরের মহেলা, পাঁচবেতর, ভুক্তা, নওগাঁ ও রানাগাছা এলাকায় বসতবাড়ী ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা পুংলি নদীর ভাঙন হতে রক্ষাকল্পে স্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়ন;
- নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলার ডিংগাপোতা হাওর উপ-প্রকল্পের খাল পুনঃখনন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

৩। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ওয়ারপো কর্তৃক চলমান প্রকল্পঃ

৩.১। চলমান উন্নয়ন প্রকল্প:

৩.১.১) "Study on Developing Operational Shadow Prices for Water to Support Informed Policy and Investment Decision making Process" শীর্ষক প্রকল্পটির কার্যক্রম চলমান আছে। নীতি ও বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানির ছায়ামূল্য নির্ধারণের জন্য এই সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে । ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জন্য বরাদ্দকৃত ১৩ লক্ষ টাকা ছাড়ের অনুমতি পাওয়া গেলেও সময় স্বল্পতার দরুণ অর্থ ছাড় হয়নি। প্রকল্পটির মেয়াদকাল জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত এবং প্রকল্পের ব্যয় ৪৮৯.৯৩ লক্ষ টাকা।

৩.১.২) "পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের অনাপত্তিপত্র অনলাইন প্রক্রিয়াকরণ" শীর্ষক

প্রকল্পটির কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পটির মেয়াদকাল জানুয়ারী ২০১৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত এবং প্রকল্পের ব্যয় ৪৯৬.৩৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্যেসমূহ হলো:

- বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বাস্তবায়নে বিশেষ করে পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র ইস্যুকরণ এবং ফোর্স-মোড (force mode) ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের অনাপত্তি পত্র প্রদান।
- জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি) এর তথ্য প্রদান সহজ ও উন্নততর করা যা বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩ ও বাংলাদেশ পানি বিধিমালা ২০১৮ বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।
- প্রকল্পটি সামগ্রিক ও সমন্বিতভাবে পানি সম্পদের সুরক্ষা ও সংরক্ষণে ওয়ারপোর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অবদান রাখবে।

৩.২। চলমান গবেষণা কার্যক্রম:

৩.২.১) "Research on River bank erosion dynamics using Numerical Modeling and Deep learing Techniques" শীর্ষক প্রকল্পটির কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পটির মেয়াদকাল জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত এবং প্রকল্পের ব্যয় ৯৪.৭০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে Data Analysis এর জন্য Deep learing Techniques ব্যবহার করে Erosion Prediction Tool তৈরি করা। নদীর হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল প্রসেস এনালাইসিসের মাধ্যমে নদীর পাড় ভাঙন পদ্ধতিকে অনুধাবনের মাধ্যমে Erosion Prediction Tool তৈরি করা হবে।



চিত্র: "Research on River bank erosion dynamics using Numerical Modeling and Deep learing Techniques" শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমের Inception Workshop; বুয়েট, ০৪/০৫/২০১৯।

৩.২.২) বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার এন্ড ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট (IWFM) এর সাথে "বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের পলি (Sediment) ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। পলি ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ, বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন একটি পলি ব্যবস্থাপনা কৌশল তৈরি করা যার মাধ্যমে পলি প্রতুল অঞ্চল হতে পলি অপ্রতুল অঞ্চলে সরিয়ে দেওয়া। ১৮ মাস মেয়াদি প্রকল্পটি জুন ২০১৯ হতে শুরু হয়েছে।

৩.৩। প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্প

সমগ্র দেশের ৫৭ টি জেলায় মৌজা পর্যায় পর্যন্ত ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানির প্রাপ্যতা নিরূপণ এর জন্য ২ টি পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প প্রস্তাব বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদের অপেক্ষায় আছে। প্রকল্পটির আওতায় নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করা হবে:

- পানির উৎস চিহ্নিতকরণ।
- খাতওয়ারী পানি ব্যবহারের চাহিদা নিরূপণ।
- ভূ-গর্ভস্থ পানির নিরাপদ আহরণ সীমা নিরূপণ।
- জলাধার সংরক্ষণ।

৪। বিগত বছরের ওয়ারপোর বিবিধ কার্যক্রম সমূহ:

৪.১। সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (SDG) এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ওয়ারপোর কার্যক্রম:

বর্তমানে SDG ৬.৪.১ এবং SDG ৬.৪.২ এর লক্ষমাত্রা অর্জনের জন্য ওয়ারপো কর্তৃক একটি পূর্ণাঙ্গ Proposal for Study Project (PSP) হাতে নেয়া হয়েছে। এছাড়া, ওয়ারপোতে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি অন্তর্ভূক্ত করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৪.২। ওয়ারপোর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA):

মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের মধ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০১৯ সালের জুন মাসের ২০ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিগত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে স্বাক্ষরিত কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহ (১. প্রস্তাবিত প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান। ২. জাতীয় পানি সম্পদ তথ্য উপাত্ত হালনাগাদ ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম) ওয়ারপো শতভাগ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

৪.৩। বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়ন

প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবকে হ্রাস করে জলবায়ু পরিবর্তন বিবেচনায় রেখে কৃষি, পানি সম্পদ, ভূমি, শিল্প, বনায়ন, মৎস্য সম্পদ প্রভৃতিকে গুরত্ব প্রদানপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সুষ্ঠু পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ধাপে ধাপে বাস্তবায়নযোগ্য একটি সমন্বিত দীর্ঘমেয়াদী (৫০ থেকে ১০০ বছর) মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের কর্মকৌশল নির্ধারণের উদ্দেশ্যে নেদারল্যান্ডস সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান- ২১০০ প্রণয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। পানিকেন্দ্রিক উক্ত মহাপরিকল্পনায় দীর্ঘমেয়াদী অর্থাৎ ৫০ ও ১০০ বছরের বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্ব অর্থনীতির দৃশ্যকল্পের ভিত্তিতে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদের কৌশল প্রণয়নের যে নতুন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় স্থাপিত হয়েছে, ওয়ারপো প্রস্তাবিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়নে তা অনুসরণ করা হচ্ছে। জিইডি এবং ওয়ারপো ভবিষ্যৎ দৃশ্যকল্প পরিকল্পনায় উভয়েই একে অপরের সাথে সহযোগিতা করবে। জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনায় বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান- ২১০০ এ বর্ণিত কৌশলগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। অধিকন্তু, বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান- ২১০০ এর investment Plan এ বর্নিত ওয়ারপো সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলো বাছাইপূর্বক অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্প প্রণয়ের প্রস্তাব বর্তমানে চলমান রয়েছে।

৪.৪। বিগত বছরে মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার কার্যক্রম:

৪.৪.১) স্থানীয় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনারে অংশগ্রহণের বাৎসরিক বিবরণী (জুলাই ২০১৮- জুন ২০১৯ মেয়াদে):

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	মেয়াদ	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	"Training of Trainers (ToT) course on "Concept and Practice of Integrated Water Resources Management"	২২-২৭ আগস্ট, ২০১৮	CEGIS	০১
২	"ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম ও আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় "উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৬-১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৮	Planning Commission	০১
৩	উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্স (এসিএডি)	১৯ সেপ্টেম্বর - ১৭ নভেম্বর, ২০১৮	BPATC	০১
৪	নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক পাঁচ দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা	১২-১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	TTC, (A2i), Gazipur	২০

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	মেয়াদ	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
৫	Professional Certificate Course on International Development Cooperation (PCCIDC)	২৪ ফেব্রুয়ারী-০৭ মার্চ, ২০১৯	BIAM Foundation	০১
৬	Fifteenth Training Course on "Oceanography: Principles and Applications"	২৩ ফেব্রুয়ারী- ১৩ জুলাই, ২০১৯	NOAMI, Hatirpul	০১
৭	Two days Residential raining Course on Risk Informed Development	২৯-৩০ মার্চ, ২০১৯	BCDM	০১
৮	"Adaptation of Climate Change into the National and Local Development Planning (ACCNLDP)" এর আওতায় "Integrating Climate Change Adaptation into the Development Planning of Bangladesh"	৩১ মার্চ - ০৪ এপ্রিল, ২০১৯	Planning Commission	০২
৯	Sub-national consultation on Sustainable Land Management in Water Logged and Saline Prone Area	১৩-১৪ মার্চ, ২০১৯	DOE	০১
১০	"সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	৫-৬ মে, ২০১৯	Planning Commission	০১
১১	Integrating Climate Change Adaptation into the Development Planning of Bangladesh	১৯-২৩ মে, ২০১৯	Planning Commission	০২
১২	Training on "Sustainable Development Goals (SDGS) for Bangladesh emphasize Water Sector Targets	১৯-২৩ মে, ২০১৯	WARPO	৩৪
১৩	Training Course on "Risk Informed Development"	২০ জুন-২২ জুন, ২০১৯	BCDM,Savar	০১
১৪	Training Course on "Risk Informed Development"	২৭ জুন-২৯ জুন, ২০১৯	BCDM,Savar	০১
১৫	Introduction to Remote Sensing	০৯-১০ জানুয়ারী, ২০১৯	WARPO	২৯
১৬	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (এপিএএমএস) সফটওয়্যার সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ	০৬-০৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	WARPO	২৪
১৭	Refreshers Training on Principle and Practices of Integrated Water Resources Management in Bangladesh	৩০ এপ্রিল, ২০১৯	WARPO	৩৪
১৮	"সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন,", "এসডিজি ০৬ (নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন)" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	০৫-০৬ মে, ২০১৯	WARPO	০১
১৯	Workshop on "Design and Execution of a Training of Trainers (ToT)"	০৬ ডিসেম্বর, ২০১৮	IWM	০১

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	মেয়াদ	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
২০	Inception Workshop on "Research on River Bank Erosion Dynamics using Numerical Modeling and Deep learning Techniques"	০৪ মে, ২০১৯	BUET	০১
২১	Workshop on "Developing Industrial Water Use Policy in Bangladesh"	০৫ মে, ২০১৯	UNESCAP-WARPO	১৩
২২	"বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধানাবলী অবহিতকরণ" শীর্ষক বিভাগীয় কর্মশালা	২৭ এপ্রিল, ২০১৯	WARPO	০৬

৪.৪.২) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদিঃ

ক্রমিক নং	অংশগ্রহণকারীর নাম	ট্রেনিং/কর্মশালা/ কনফারেন্স/ সেমিনার/মিটিং এর নাম	মেয়াদ	দেশের নাম এবং সংগঠন সংস্থা
১	মোহাম্মদ মাসুদ আলম, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	2018 Seminar on Water Resources Management for Countries under Belt and Road initiative	০১-২১ আগস্ট, ২০১৮	চীন ; Powerchina Zhangnan Engineering Corporation
২	ড. মো: আমিনুল হক মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	Workshop on Technical Standards for Water Conservancy and Hydropower	০২-০৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৮	চীন ; Chinese Government
৩	মো: জামাল হায়দার, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	IWRM, Water Secuirity and Climate Change for Developing Economies	১৫ - ১৬ নভেম্বর ২০১৮	ভারত ; UNESCO, New Delhi Office Chinese Government
৪	বদরুন নাহার, পরিচালক	122nd ACAD at BPATC	২৭ জানুয়ারী ০৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	ভারত ; GoB
৫	মো: আল-আমিন কবির ভূঁইয়া, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	OKP Fellowship Programme - Groundwater Data Collection and Interpretation 2018/2019	১-১৮ এপ্রিল, ২০১৯	নেদারল্যান্ডস; IHE, Delft, Netherlands
৬	মো: মাহমুদুল হাসান, মহাপরিচালক	Training course on storm surge induced inundation on Bay of Bengal and numer-ical prediction technologies of ocean wave hazards for Bangladesh	১৭-৩০ মে, ২০১৯	চীন ; Chinese Government

ক্রমিক নং	অংশগ্রহণকারীর নাম	ট্রেনিং/কর্মশালা/ কনফারেন্স/ সেমিনার/মিটিং এর নাম	মেয়াদ	দেশের নাম এবং সংগঠন সংস্থা
৭	মো: জামাল হায়দার, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	Environmental Assessment for Water Related Policies & Dev elopments	০৮-২৬ জুন, ২০১৯	নেদারল্যান্ডস ; IHE, Delft, Netherlands
৮	বদরুন নাহার, পরিচালক	Professional Certificate Course on International Development Cooperation (PCC-IDC)	২৫-৩০ জুন, ২০১৯	মালোয়েশিয়া; GoB
মোট কোর্স: ৮ টি, অংশগ্রহণকারী: ৮ জন।				

৪.৫। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম:

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোঃ আরিফ আবেদন চীন সরকারের আর্থিক সহায়তায় ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে ৩১ জুলাই, ২০২১ পর্যন্ত Hohai University, China তে চলমান মাস্টার্স প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করছেন।

৪.৬। ওয়ারপোরতে পালিত বিভিন্ন দিবসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

১৭ মার্চ, ২০১৯ তারিখ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার পক্ষ থেকে মহাপরিচালক মোঃ মাহমুদুল হাসান ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে পুষ্প স্তবক অর্পণ করেন। এ সময় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ পুষ্প স্তবক অর্পণে অংশগ্রহণ করেন।



চিত্র: জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৯তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ; ১৭ মার্চ ২০১৯।

২৬ মার্চ ২০১৯ তারিখ, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় কবির বিন আনোয়ার পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এ সময়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।



চিত্র: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় কবির বিন আনোয়ার ও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ; ২৬ মার্চ ২০১৯।



চিত্র: জাতীয় স্মৃতিসৌধে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ; ২৬ মার্চ ২০১৯।

৫। ওয়ারপো'র "ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র":

পানি সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট খাতের এ যাবৎ কালে প্রকাশিত সবচেয়ে বেশি এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভান্ডার নিয়ে গঠিত "ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র" সম্প্রতি নিজস্ব স্থায়ী ভবনে স্থানান্তরিত হয়ে দ্রুততম সময়ে বিভিন্ন ব্যাক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল বই, রিপোর্ট, জার্নাল ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য ও প্রযুক্তির কার্যকর সেবা প্রদান করছে ওয়ারপো'র "ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র"। ১. হার্ড কপি ২. ডিজিটাল কপি ৩. তথ্য ব্যবহারকারীর জন্য কার্যকর সহযোগী পরিবেশ ৪. সহায়ক রিডিং স্পেস ৫. জার্নাল ৬. ফটোকপি ৭. হেল্প ডেস্ক/ইনফরমেশন সেবা ইত্যাদি এর মাধ্যমে নিত্য নতুন বই, রিপোর্ট, জার্নাল এর তথ্য সম্ভারে সমৃদ্ধ হচ্ছে ওয়ারপোর "ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র"। পানি সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দীর্ঘদিনের পুরনো, দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য, মূল্যবান বিভিন্ন স্টাডি/পরিকল্পনা/মহাপরিকল্পনার প্রতিবেদন, জার্নাল এবং বই এর সমৃদ্ধ সমন্বয়ে গঠিত এবং প্রতিনিয়ত হালনাগাদকৃত ওয়ারপো লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র প্রতিনিয়ত ডিজিটাল সমৃদ্ধির পথে অগ্রসরমান। ইতোমধ্যে সব চেয়ে দুর্লভ এবং মূল্যবান ডকুমেন্ট সমূহ ডিজিটাল ফর্মেটে রূপান্তর এর মাধ্যমে লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্রের ডিজিটাল শাখা ক্রমাগত সমৃদ্ধ হচ্ছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে পানি এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৮৭টি নতুন বই ওয়ারপোতে সংযোজিত হয়েছে এবং BUET, IWM, BWDB, Delta Plan, DAP, KUET, UAP, DPHE এর প্রতিনিধি সহ ১৭৩ জন বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার প্রতিনিধি ওয়ারপোর লাইব্রেরী ও তথ্য কেন্দ্র ব্যবহার করেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এছাড়া সংস্থার কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ প্রাত্যহিক দাপ্তরিক কাজ ও বিশেষ পরিকল্পনা কাজে প্রতিনিয়ত লাইব্রেরী ব্যবহার করে থাকেন।

বিগত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ওয়ারপো লাইব্রেরীতে নতুন সংযোজিত উল্লেখযোগ্য রিপোর্ট, বই, নিউজলেটার ও জার্নাল সমূহঃ

১. Impact Assessment of Structural Interventions in Haor Ecosystem and Innovations for Solution, main report, volume I, CEGIS, December 2017.
২. Feasibility Study for Dredging along the Gumti River for Smooth Drainage and Ensuring Dry Season Irrigation Facilities at Daudkandi and Adjacent Areas in Comilla District Using Mathematical Modelling including Environmental and Social Impact Assessment (ESIA), Final report, volume I-Main report, IWM, May 2018.
৩. Feasibility Study for Dredging along the Gumti River for Smooth Drainage and Ensuring Dry Season Irrigation Facilities at Daudkandi and Adjacent Areas in Comilla District Using Mathematical Modelling including Environmental and Social Impact Assessment (ESIA), Final report, volume II-ESIA report, IWM, May 2018.
৪. গেজেট, বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩ প্রণয়ন করিল বাংলাদেশ পানি বিধিমালা ২০১৮, ১৬ আগষ্ট ২০১৮.
৫. Enhancing opportunities for clean and resilient growth in urban Bangladesh, country environmental analysis 2018, The World Bank, September 2018.
৬. সরকারি টেলিফোন, সেলুলার, ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট নীতিমালা, ২০১৮, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়.
৭. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ২০১৮-২০১৯, পরিকল্পনা কমিশন, মে ২০১৮.
৮. সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়.
৯. পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮, ২০১৭.
১০. জলবায়ু পরিবর্তন কৃষিতে অভিযোজন, ড: আবু ওয়ালী রাগিব হাসান.
১১. জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান পরিপেক্ষিত, ড: আবু ওয়ালী রাগিব হাসান.
১২. Plan of action on disaster and climate risk management in agriculture for Department of Agricultural Extention
১৩. A training handbook on implementation of the 7th five year plan, GED.
১৪. Bangladesh disaster related statistics 2015 climate change and natural disaster perspectives, BBS.
১৫. The project for developing training capacity of The Bangladesh Civil Service Administration Academy Organization & Human Resource Management, BCSAA.
16. Bangladesh Delta Plan 2100 Baseline Studies: volume 1- Water Resources Management, Dr. Shamsul Alam, Jaap de Heer, Planning Commission, June 2018.
১৭. Bangladesh Delta Plan 2100 Baseline Studies: volume 2- Disaster and Environmental Management, Dr. Shamsul Alam, Jaap de Heer, Planning Commission, June 2018.
১৮. Bangladesh Delta Plan 2100 Baseline Studies: volume 4- Agriculture Food Security and Nutrition, Dr. Shamsul Alam, Jaap de Heer, Planning Commission, June 2018.
১৯. Bangladesh Delta Plan 2100 Baseline Studies: volume 5- Socio-economic Aspects of the Bangladesh Delta, Dr. Shamsul Alam, Jaap de Heer, Planning Commission, June 2018.
২০. এলজিইডি নিউজলেটার, সংখ্যা ১২৯, এপ্রিল-জুন ২০১৮.
২১. Bangladesh Delta Plan 2100 (Bangladesh in the 21st Century) Abridged Version, Planning Commission, October 2018.
২২. Bangladesh Delta Plan 2100, Baseline Studies, Volume 3- Land Use and Infrastructure, Planning Commission, June 2018.
২৩. Bangladesh Delta Plan 2100, Baseline Studies, Volume 6- Governance and Institutional Development, Planning Commission, June 2018.

২৪. বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০: একুশ শতকের বাংলাদেশ (সংক্ষিপ্ত সার) পরিকল্পনা কমিশন, অক্টোবর ২০১৮.

২৫. Bangladesh Delta Plan 2100 (Bangladesh in the 21st Century) Volume 1-Strategy, Planning Commission, October 2018.

২৬. Bangladesh Delta Plan 2100 (Bangladesh in the 21st Century) Volume 2-Investment Plan, Planning Commission, October 2018.

২৭. Scoping of Integrations of Water logging Risk Reduction into Planning and Budgeting Process, Planning Commission, September 2018.

২৮. Water Governance in Bangladesh: Challenges and Opportunities around policy, institutional function and implementation for a Sustainable Water Future, World Wide Fund/ CRDS, December 2015.

২৯. মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা ২০১৭, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ডিসেম্বর ২০১৭.

৩০. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০১৫ (পরিমার্জিত ২০১৮), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ডিসেম্বর ২০১৮.

৩১. Detailed feasibility study with ESIA for restoration of Water Resources around Baral River Basin, final Report, volume I-Main report, IWM, December 2018.

৩২. Detailed feasibility study with ESIA for restoration of Water Resources around Baral River Basin, final Report, volume II-Environmental and Social Impact Assessment (ESIA), IWM, December 2018.

৩৩. Detailed feasibility study with ESIA for restoration of Water Resources around Baral River Basin, final Report, volume III-Data Collection and Processing, IWM, December 2018.

৩৪. Research on the Morphological processes under Climate Changes, Sea Level Rise and Anthropogenic Intervention in the Coastal Zone, Final report, WARPO/BUET, March 2019.

৩৫. Prediction of Riverbank Erosion along the Jamuna, the Ganges and the Padma Rivers in 2019, CEGIS, April 2019.

৩৬. Study for Upgrading and Rehabilitation of (a) Karnafuly Irrigation Project (Halda & Ichamoti Unit), (b) Fatikchari FCDI Project, (c) Halda Extension Irrigation Project, and (d) Nishchintapur FCDI Project with ESIA in Hathazari, Rauzan, Rangunia and Fatikchari Upazillas in Chittagong District, Final Report: Karnafuly Irrigation Project (Halda Unit), volume I- Main report, volume II- Appendix: B to H, volume III- Fisheries and Agro-Socio-Economic Study, volume IV- Environmental and Social Impact Assessment Study, volume V- Long Profile & Design Section of Embankment of Halda River (Halda Unit), IWM, December 2018.

৩৭. Final Report: Karnafuly Irrigation Project (Ichamoti Unit), volume I- Main report, volume II- Appendix: B to J, volume III- Fisheries and Agro-Socio-Economic Study, volume IV- Environmental and Social Impact Assessment Study, volume V- Detail Design and Drawing of Different Structure and Pump House & Ancillaries for Ichamoti Unit, IWM, December 2018.

৩৮. Final Report: Fatikchari FCDI Project, volume I- Main report, volume II- Appendix: B to H, volume III- Fisheries and Agro-Socio-Economic Study, volume IV- Environmental and Social Impact Assessment Study, volume V- Detail Design and Drawing of Water Retention Structure on Lelang Khal for Fatikchari Unit, IWM, December 2018.

৩৯. Final Report: Halda Extension Irrigation Project, volume I- Main report, volume II- Appendix: B to L, volume III- Fisheries and Agro-Socio-Economic Study, volume IV- Environmental and Social Impact Assessment Study, volume V- Detail Design and Drawing of Different Structure and Pump House for Halda Extension Irrigation Project, IWM, December 2018.

৪০. Final Report: Nishchintapur FCDI Project, volume I- Main report, volume II- Appendix: B to L, volume III- Fisheries and Agro-Socio-Economic Study, volume IV- Environmental and Social Impact Assessment Study, volume V- Detail Design and Drawing of Different Structure and Pump House & Ancillaries for Nishchintapur FCDI Project, IWM, December 2018.
৪১. BANCID Yearly Newsletter, ICID-CIID, 2018.
৪২. Feasibility Study for Flood Control, Drainage and Irrigation System at Gowainghat in Sylhet District, Draft final report, BUET, May 2019.
৪৩. Feasibility Study with ESIA for Resuscitation of Ichamoti River in Pabna District, Draft final report, BUET, May 2019.
৪৪. Southwest Area Integrated Water Resources Planning and Management Project, Monthly Progress Report, February 2019, Royal Haskoning DHV/Devcon, March 2019.
৪৫. Southwest Area Integrated Water Resources Planning and Management Project, Monthly Progress Report, March 2019, Royal Haskoning DHV/Devcon, April 2019.
৪৬. The Ganges River Basin: status and challenges in Water, Environment and Livelihoods, Luna Vharati, CRC Press, 2016.
৪৭. Transboundary Water Governance and International Actors in South Asia: the Ganges-Brahmaputra-Meghna Basin, Paula Hanaz, CRC Press, 2017.
৪৮. Solving the Groundwater Challenges of the 21st Century, Ryan Vogwill, CRC Press, 2016.
৪৯. Urban Storm Water Management, 2nd edition, Hormoz Pazwash, CRC Press, 2016.
৫০. Reverse Osmosis: A guide for the Nonengineering Professional, Frank R. Spellman, CRC Press, 2015.
৫১. Restoration and Management of Lakes and Reservoirs, G. Dennis Cooke, CRC Press, 2005.
৫২. Air Pollution and Freshwater Ecosystems: Sampling, Analysis and Quality Assurence, Timothy J Sukllivan, CRC Press, 2015.
৫৩. Response to Disaster and Climate Change, Michele Companion, CRC Press, 2016.
৫৪. Water Science and Technology: An Introduction, Nicholas Gray, CRC Press, 2017.
৫৫. Fundamentals of Wastewater Treatment and Engineering, Rumana Riffat, CRC Press, 2012.
৫৬. Urban Drainage, David Butler, CRC Press, 2018.
৫৭. Wastewater Treatment and Reuse Theory and Design Examples, volume 2- Post Treatment , Reuse and Disposal, Syed R. Qasim, CRC Press, 2017.
৫৮. Sustainable Water Management, Daniel H. Chen, CRC Press, 2016.
৫৯. Remote Sensing Application for the Urban Environment, George Z. Xian, CRC Press, 2015.
৬০. The Water, Food, Energy and Climate Nexus: Challenges and an agenda for action, Felix Dodds, CRC Press, 2016.
৬১. Revival Ultraviolet Light Water & Wastewater Sanitation, Masschelein, CRC Press, 2002.
৬২. Mathematics Manual for Water and Wastewater Treatment Plant Operators, Frank R. Spellman, CRC Press, 2014.
৬৩. Overcoming Human Poverty Essays on the Millennium Development Goals, Selim Jahan, UPL.
৬৪. Poverty, Intra-Household Distribution and Gender Relations in Bangladesh: Evidence and Policy Implications, Mohammad A. Razzaque, UPL.
৬৫. Bangladesh: Landscapes, Soil Fertility and Climate Change, Hugh Brammer, UPL, 2016.
৬৬. Air, Gas and Water Pollution Control Using Industrial and Agricultural Solid Wastes Adsorbents, Tushar Kanti Sen, CRC Press, 2017.

৬৭. Statistical Year Book of Bangladesh 2017, BBS.
৬৮. PWD Schedule of rates 2018 for civil Works, fifteenth edition, Public Works Department, 2018.
৬৯. Protecting Bangladesh from Natural Disaster, Dr. A. M. Chowdhury, APPL.
৭০. Wetland Management and Valuation: The Sundarbans Perspective for Participatory Forestry, Anjan Kumar Dev Roy, APPL.
৭১. Environmental Consequence of Development Interventions in Rural Areas, Dr. Kamrul Ahsan, APPL.
৭২. Bangladesh Fisheries, Muhammad Shafi, APPL.
৭৩. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮, অর্থ মন্ত্রণালয়.
৭৪. কারাগারের রোজনামচা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান.
৭৫. চাকুরীর বিধিবিধান, আমজাদ হোসেন,
৭৬. সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপীল বিধি, বিচারপতি সিদ্দিকুর রহমান,
৭৭. প্রশাসনিক পরিভাষা ২০১৫, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়,
৭৮. সরকারি চাকুরী জীবিদের আইন ও বিধিমালা, আই এম এম মহসীন
৭৯. ইংলিশ টু বাংলা ডিকশনারী, বাংলা একাডেমী,
৮০. বাংলা টু ইংলিশ ডিকশনারী, বাংলা একাডেমী,
৮১. সরকারি চাকুরীজীবিদের আর্থিক বিধি-বিধান, মোঃ রেজাউল করিম.
৮২. শেখ মুজিবুর রহমান এবং বাংলাদেশের জন্ম, কাজী আহমেদ কামাল, APPL.
৮৩. ৭১ এর যুদ্ধ শিশু অধিদিত ইতিহাস, মোস্তফা চৌধুরী, APPL.
৮৪. পূর্ব বাংলার রেলওয়ের ইতিহাস ১৮৬২-১৯৪৭, দিনাক সোহানী কবির, APPL.
৮৫. প্রমিত বাংলা বানান সমাচার, ড: বেগম জাহান আরা, APPL.
৮৬. ঢাকার প্রাচীন নিদর্শন, স্যার চার্লস ডয়লি, APPL.
৮৭. ঢাকা ইতিহাস ও নগর জীবন ১৮৪০-১৯২১, শরীফ উদ্দিন আহমেদ, APPL.

৬) উত্তম চর্চা:

ওয়ারপোতে অনুশীলনকৃত উত্তম চর্চা সমূহের শিরোনাম:

- বয়োজ্যেষ্ঠ/ প্রতিবন্ধী বান্ধব সিঁড়ি
- বায়োমেট্রিক Fingerprint পদ্ধতির মাধ্যমে যথাসময়ে উপস্থিতি ও প্রস্থান পর্যবেক্ষণ
- Close Circuit Camera পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ
- সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানির (Renewable energy) ব্যবহার উৎসাহিতকরণ
- পরিবেশবান্ধব অফিস কক্ষ
- ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরি ও তথ্যকেন্দ্র
- মহিলা কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পৃথক ওয়াশরুম
- হালনাগাদ ওয়েবসাইট এবং পানি সম্পদ খাতে তথ্য ও উপাত্ত সমৃদ্ধ জাতীয় পানি সম্পদ ডাটাবেইস (এনডব্লিউআরডি)
- আধুনিক ও সমৃদ্ধ আইসিটি প্রশিক্ষণ ল্যাব

শিরোনাম: বয়োজ্যেষ্ঠ/ প্রতিবন্ধী বান্ধব শিরোনাম:

বয়োজ্যেষ্ঠ বা সিনিয়র সিটিজেন ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি রাষ্ট্রের প্রদত্ত সাংবিধানিক ও আইনগত প্রতিশ্রুতি পূরণ সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নৈতিক দায়িত্ব। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) বয়োজ্যেষ্ঠ/প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অবাধ প্রবেশের অধিকার ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সহজে ওয়ারপো ভবনে প্রবেশের জন্য ওয়ারপোর দাপ্তরিক ভবনের প্রধান প্রবেশদ্বারে সাধারণ সিঁড়ির পাশাপাশি বয়স্ক/প্রতিবন্ধী সহায়ক বিশেষ র‍্যাম্পের ব্যবস্থা রয়েছে। এতে করে ওয়ারপো ভবনে প্রতিবন্ধী ও বয়োজ্যেষ্ঠদের অন্যের সহযোগীতা ছাড়া সহজ প্রবেশের সুযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রমাণক (স্থিরচিত্র):



শিরোনাম: বায়োমেট্রিক Fingerprint পদ্ধতির মাধ্যমে যথাসময়ে উপস্থিতি ও প্রস্থান পর্যবেক্ষণ:

প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলার অন্যতম অনুষঙ্গ যথাসময়ে অফিসে আসা এবং নির্দিষ্ট সময়ে অফিস ত্যাগ। ওয়ারপোর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা আনায়নপূর্বক সুস্থ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়ারপো ভবনের নিচ তলায় প্রধান প্রবেশদ্বারে Biometric Fingerprint Machine স্থাপন এর মাধ্যমে যথাসময়ে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অফিসের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ প্রতিদিন অফিসে প্রবেশ ও দাপ্তরিক কাজ শেষে ভবন ত্যাগ করার পূর্বে Fingerprint machine এ এ্যান্ট্রি করেন। এতে করে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসে যথাসময়ে উপস্থিতি ও প্রস্থান পর্যবেক্ষণ করা সহজতর হয়েছে এবং সুন্দর ও সুশৃঙ্খল কর্মপরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রমাণক (স্থিরচিত্র):



শিরোনাম: Close Circuit Camera পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ:

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) পানি সম্পদের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে পরিবেশগত ভারসাম্যপূর্ণ মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য দেশের একমাত্র Apex Planning Organization হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানে রয়েছে দেশের পানি সেক্টরের সবচেয়ে সমৃদ্ধ জাতীয় পানি সম্পদ ডাটাবেস (এনডব্লিউআরডি)। এছাড়াও রয়েছে

পরিকল্পনার কাজে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি ও ইন্সট্রুমেন্ট এবং অফিসে ব্যবহৃত মুল্যবান উপকরণাদি। অফিসভবন এবং এর আনুষঙ্গিক নিরাপত্তা জোরদারকরণের অংশ হিসাবে সার্বক্ষণিক নজরদারির জন্য ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বা সিসি ক্যামেরার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ওয়ারপো ভবনের প্রবেশ পথে এবং প্রত্যেক লেবেলের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পর্যাপ্ত সংখ্যক Close Circuit Camera স্থাপন করা আছে। এতে করে ভবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ডিজিটাল মনিটরিং পদ্ধতি প্রবর্তন হয়েছে যাতে করে যদি কোন অবৈধ কার্যক্রম, চুরি ডাকাতি হলে অপরাধী সনাক্তকরণের কাজ সহজতর হবে, সর্বোপরি সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করবে।

প্রমাণক (স্থিরচিত্র):



শিরোনাম: সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানির (Renewable Energy) ব্যবহার উৎসাহিতকরণ:

বিশ্বব্যাপী পরিবেশ বিপর্যয় ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব নিরসনের লক্ষ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানীর সর্বোচ্চ ব্যবহার উৎসাহিত করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্য নবায়নযোগ্য সবুজ জ্বালানী যেমন "সোলার প্যানেল" স্থাপনের মাধ্যমে দেশব্যাপী বিদ্যুৎ চাহিদার যোগান দেওয়া। ওয়ারপোর দাপ্তরিক কার্যক্রম (ই-নথি ব্যবস্থাপনা, গবেষণা, বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রণয়ন, ই-মেইল, ইত্যাদি) বিদ্যুতের ওপর দারুণভাবে নির্ভরশীল। এছাড়াও, অফিস কক্ষে বিদ্যুৎ সংযোগ দ্বারা ফ্যান, লাইট, কম্পিউটার ইত্যাদি চলে। ওয়ারপোর দাপ্তরিক কাজের জন্য যে বিদ্যুৎ প্রয়োজন তার একটি অংশের চাহিদা পূরণের নিমিত্তে ওয়ারপো ভবনে উপযুক্ত স্থানে উচ্চ শক্তি সম্পন্ন সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে। Solar Panel এর মাধ্যমে ওয়ারপো থেকে সৌরবিদ্যুৎ দ্বারা যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় তা ওয়ারপো ভবনে ব্যবহার এর পাশাপাশি সরাসরি National Grid এ সরবরাহ করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ এর বিকল্প হিসাবে গ্রীণ এনার্জি তথা সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি জাতীয় পর্যায়ে বিদ্যুৎ সাশ্রয় এর পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষায় কার্যকর ভুমিকা পালন করতে পারে।

প্রমাণক (স্থিরচিত্র):



শিরোনাম: পরিবেশবান্ধব (Environmental Friendly) অফিস কক্ষ:

ওয়ারপো ভবন স্থাপত্যগতভাবে একটি পরিবেশ বান্ধব ভবন। ভবনের বিভিন্ন কক্ষের দরজা জানালাসমূহ যথেষ্ট সুপরিসর এবং কাঁচ দ্বারা নির্মিত। অফিস কক্ষসমূহে বড় বড় জানালা থাকায় সহজে আলো ও বাতাস প্রবেশ করতে পারে। ফলে অহেতুক লাইট ও এসির ব্যবহার ন্যূনতম পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখা যায়। পরিবেশের উপাদান সমুহ যেমন আলো, বাতাস, Aesthetics ইত্যাদির সর্বোচ্চ ব্যবহারের ফলে বিদ্যুতের অপচয় যথেষ্ট হ্রাস করার পাশাপাশি আর্থিক সাশ্রয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সর্বপোরি ওয়ারপোতে একটি দূষণমুক্ত প্রকৃতিবান্ধব কর্মপরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রমাণক (স্থিরচিত্র):



শিরোনাম: ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরি ও তথ্যকেন্দ্র

ওয়ারপোর একটি সমৃদ্ধ ওয়াটার সেক্টর ডিজিটাল লাইব্রেরি ও তথ্যকেন্দ্র আছে। এতে পানি সম্পদ সম্পর্কিত পর্যাপ্ত তথ্য উপাত্ত সম্বলিত বই, রিপোর্ট, জার্নাল সহ পানি খাতের মূল্যবান ডকুমেন্ট হার্ডকপি/ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষিত রয়েছে। লাইব্রেরীর তথ্যাদি ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে কোন স্থানে থেকে ব্যবহার যোগ্য। বিভিন্ন ব্যক্তি, সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এই লাইব্রেরী থেকে সেবা গ্রহণ করে থাকে। পানি সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত এই লাইব্রেরি দীর্ঘদিনের পুরনো, দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য মুল্যবান বিভিন্ন স্টাডি/পরিকল্পনা/মহাপরিকল্পনার প্রতিবেদন, জার্নাল ও বইয়ে সমৃদ্ধ এবং প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা হয়।

প্রমাণক (স্থিরচিত্র):



শিরোনাম: মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত আলাদা ওয়াশরুম

ওয়ারপোতে মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত আলাদা ওয়াশরুমের ব্যবস্থা আছে। যার ফলে মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রাইভেসি ও হাইজিন ব্যবস্থাপনা সহজ হয় এবং কর্মস্থলে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। যার ফলে মহিলা কর্মকর্তা ওকর্মচারীগণ সুন্দরভাবে দাপ্তরিক কর্মসম্পাদন করতে পারে।

শিরোনাম: হালনাগাদ ওয়েবসাইট এবং পানি সম্পদ খাতে তথ্য ও উপাত্ত সমৃদ্ধ জাতীয় পানি সম্পদ ডাটাবেইস (এনডব্লিউআরডি):

হালনাগাদ ওয়েবসাইট ও জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করা ওয়ারপোর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ''জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" প্রকল্পের আওতায় ওয়ান স্টপ উপাত্ত সরবরাহের কেন্দ্র হিসাবে ওয়ারপোতে ''জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি)" এবং "সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা' প্রকল্পের আওতায় 'সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদ উপাত্তভান্ডার (আইসিআরডি)' স্থাপিত হয়েছে। মাল্টিডিসিপ্লিনারি এই উপাত্তভান্ডার ভূ-পরিস্থ পানি, ভূ-গর্ভস্থ পানি, মৃত্তিকা ও কৃষি, মৎস্য, বন, আর্থসামাজিক, আবহাওয়া ও পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি হিসাবে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে। এযাবৎ এনডব্লিউআরডিতে এবং আইসিআরডিতে পৃথকভাবে ৫৫০ এর অধিক জিআইএস, টাইমসিরিজ ও টেবুলার উপাত্ত (data layer) ডিজিটাল ফর্মে সংরক্ষণ করা হয়েছে। গবেষণা, উচ্চশিক্ষা ও পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই উপাত্ত-ভান্ডার হতে সেবা গ্রহণ করে উপকৃত হচ্ছেন।

প্রমাণক (স্থিরচিত্র):

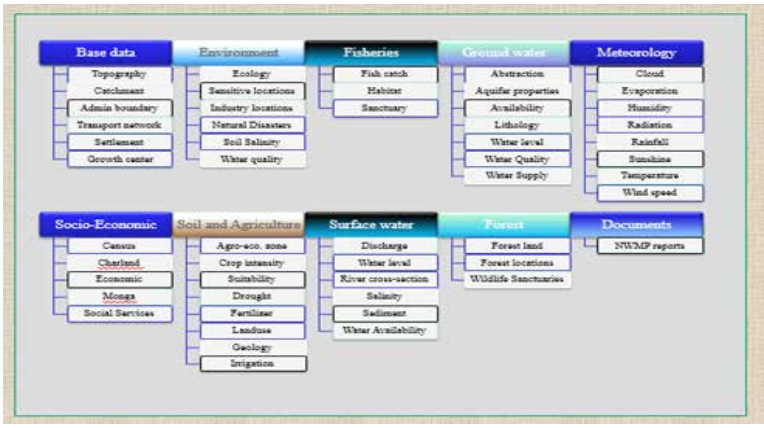

শিরোনাম: আধুনিক ও সমৃদ্ধ আইসিটি প্রশিক্ষণ ল্যাব

বর্তমানে আইসিটি দৈনন্দিন জীবনে অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে এবং আশা করা হয় যে এই প্রবণতা অব্যাহত থাকবে। আইসিটি সাক্ষরতা মানুষের কর্ম, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে একটি অপরিহার্য কার্যকরী প্রয়োজন হিসাবে স্থান করে নিয়েছে। আইসিটি প্রশিক্ষণ আইসিটি সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য কর্মীদের দক্ষতা, ক্ষমতা এবং জ্ঞান বাড়ানোর একটি অন্যতম প্রক্রিয়া। আইসিটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মচারীদের মধ্যে নিত্যনতুন চিন্তাধারা তৈরি করে এবং কর্মদক্ষতা বাড়ানোর মাধ্যমে কর্মচারীদের গুণগত মানের কর্ম সমপাদনে সহায়তা করে। ওয়ারপো তথা পানি সেক্টরে কর্মরত কর্মকর্তাদের মধ্যে আইসিটি জ্ঞান বাড়ানোর লক্ষ্যে ওয়ারপো আইসিটি প্রশিক্ষণ ল্যাব এর মাধ্যমে পানি সম্পদ সেক্টরে জিআইএস, রিমোর্টসেন্সিং, ই-নথি ব্যবস্থাপনা, ই-প্রকিউরমেন্টসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ওয়ারপোসহ পানি সম্পদের স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত আছে।

প্রমাণক (স্থিরচিত্র):



৭. উপসংহার

দেশে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওয়ারপো তার সৃষ্টি লগ্ন থেকেই স্বল্প জনবল নিয়ে পানি সম্পদের সামষ্টিক পরিকল্পনা প্রণয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় পানি নীতি (১৯৯৯), জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০০১), বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩; বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ ইত্যাদি প্রণয়নের মাধ্যমে দেশে পানি খাতে সমন্বয়, শৃংখলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আগামী দিনে পানির বিকেন্দ্রীকরণ সহ পানির প্রাপ্যতা, চাহিদা নিরূপণের মাধ্যমে পানির নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষে ওয়ারপোর সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রয়েছে।



নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট

www.rri.gov.bd

চতুর্থ অধ্যায়: নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট (নগই)

পরিচিতি

নদীমাতৃক আমাদের এই বাংলাদেশ। এটি একটি জটিল পলিভরণকৃত বদ্বীপ। অসংখ্য বিনুনি শাখা - প্রশাখাসহ পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও মেঘনা-এ ৩টি প্রধান ও সুবৃহৎ আন্তর্জাতিক নদী বাহিত পলিতে গঠিত এ দেশ । উত্তরের বন্যা, দক্ষিণের জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড় এ অঞ্চলের জনজীবনকে করে বিপর্যস্ত। নদী ভাঙ্গন একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এমতাবস্থায়, ব্যাপক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তৎকালীন সরকার ১৯৪৮ সালে ঢাকার তেজকুনী পাড়া মৌজায় (বর্তমান গ্রীন রোড) প্রায় ১২ একর জমির উপর হাইড্রলিক রিসার্চ ল্যাবরেটরী নামে একটি গবেষণাগার সেচ পরিদপ্তরের অধীনে স্থাপন করে। ক্রমবর্ধমান পানি সম্পদ উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের নানা রকম সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও হাইড্রলিক সমস্যার ব্যাপক গবেষণার আধুনিক সুবিধাদি হাইড্রলিক রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে সম্পাদন করা সম্ভব না হওয়ায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার উক্ত ল্যাবরেটরীকে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এ রূপান্তর করে এবং ১৯৭৮ সালে বাপাউবোর অধীনে ন্যস্ত করে। নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এর স্বতন্ত্র অফিস স্থাপনের জন্য ফরিদপুর শহর থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে ঢাকা - বরিশাল সড়কের পাশে হারুকান্দি নামক এলাকায় ৮৬ একর জমি অধিগ্রহণ করে ১৯৭৯ সালে ফরিদপুরে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৮৯ সালের জুলাই মাসে ঢাকার গ্রীন রোডে অবস্থিত নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট ফরিদপুরে স্থানান্তর করা হয় এবং ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বাপাউবোর অধীনে কাজ করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বহুমুখী গবেষণা কার্যক্রম উত্তরোত্তর বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে ৫৩ নং আইন বলে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটকে একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ হতে আলাদা করে ১৯৯১ সালে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করে।

নগই'র উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী (১৯৯০ সনের ৫৩ নং আইন অনুযায়ী)

১. নদী প্রশিক্ষণ, নদীভাঙ্গন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ ও পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনে নক্শা প্রণয়নের জন্য মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা;

২. পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য পানি প্রবাহ এবং পানি বিভাজন এলাকা, পানি বিজ্ঞান, ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার এবং পরিবেশগত বিষয়াদি বিশেষতঃ লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং পানির গুণাগুণ সম্পর্কে গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা;

৩. নদী প্রশিক্ষণ, নদীভাঙ্গন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ ও পানি নিষ্কাশনের জন্য নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত উপকরণ পরীক্ষা এবং নির্মাণ কাজের মানের তদন্ত এবং মূল্যায়ন করা;

৪. উপর্যুক্ত বিষয়সমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং তদ্সংশ্লিষ্ট কারিগরি বিষয়ে সাময়িকী ও প্রতিবেদন প্রকাশ করা;

৫. উপর্যুক্ত কোন বিষয় সম্পর্কে সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান করা;

৬. নগই'র কার্যসমূহের মত একই প্রকার কার্যে নিয়োজিত অন্য কোন দেশী বা বিদেশী সংস্থার সাথে সহযোগিতা করা এবং যৌথ কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং

৭. উপর্যুক্ত কার্যসমূহ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

নগই'র সাংগঠনিক কাঠামো

নদী গবেষণা ইনস্টিটউট একটি সংবিধিবদ্ধ বহুমুখী গবেষণামূলক সংস্থা যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করছে। ইনস্টিটিউটের পরিচালনা ও প্রশাসন ১০ (দশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান, মহাপরিচালক নগই পরিচালনা বোর্ডের সদস্য-সচিব এবং ইনস্টিটিউটের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা।

নগই পরিচালনা বোর্ড

বর্তমান পরিচালনা বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিতঃ

(১)	মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়		চেয়ারম্যান
(২)	চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, ফরিদপুর		সদস্য
(৩)	মাননীয় সংসদ সদস্য (সরকার কর্তৃক মনোনীত)		সদস্য
(৪)	সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়		সদস্য
(৫)	সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়		সদস্য
(৬)	উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়		সদস্য
(৭)	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড		সদস্য
(৮)	পানি সম্পদ প্রকৌশলী/ বিজ্ঞানী		সদস্য
(৯)	পানি সম্পদ প্রকৌশলী/ বিজ্ঞানী		সদস্য
(১০)	মহাপরিচালক, নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট		সদস্য-সচিব

নগই'র প্রশাসনিক কাঠামো ও জনবল

নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর সকল কর্মকান্ড যে ৩টি পরিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদিত হয় সেগুলো হলোঃ

১. প্রশাসন ও অর্থ পরিদপ্তর
২. হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর
৩. জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর

ইনস্টিটিউট এর গবেষণাসহ বিভিন্ন কারিগরি কাজ যেমন ভৌত ও গাণিতিক মডেল স্টাডি ও ল্যাবরেটরী টেস্ট যথাক্রমে হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর ও জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। প্রশাসন ও অর্থ দপ্তরের মাধ্যমে নগই'র সার্বিক প্রশাসন পরিচালনাসহ অর্থনৈতিক বিষয়াবলী নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রায় প্রতি বছরই ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও উচ্চশিক্ষার জন্য বিজ্ঞানীদের সুযোগ দেয়া হয়। এ বৎসর দুইজন বিজ্ঞানী বুয়েট ও ডুয়েটে উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হয়েছেন। প্রতি বছর নগই'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ বিভিন্ন মেয়াদে দেশে-বিদেশে সেমিনার/ কর্মশালা/কনফারেন্স/প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। ইনষ্টিটিউটের অনুমোদিত মোট জনবল ২৫৭ জন এবং বর্তমানে কর্মরত জনবল ১৯৮ জন।

নগই'র পরিদপ্তর ভিত্তিক কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

প্রশাসন ও অর্থ পরিদপ্তর

এই পরিদপ্তরের অধীনে ছয়টি শাখা রয়েছে। যথা- লাইব্রেরি, জনসংযোগ ও ফটোগ্রাফি, সম্পত্তি, ভান্ডার, সংস্থাপন এবংনিরীক্ষা ও হিসাব। এই দপ্তরের মাধ্যমে ইনস্টিটিউট এর প্রশাসন, হিসাব ও নিরীক্ষা, গণসংযোগ, সম্পত্তি, জনশক্তি ও মানব সম্পদ উন্নয়নের কাজ করা হয়।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আয়-ব্যয়ের হিসাবের বিবরণ (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	খাত	আয়	ব্যয়	
১	সরকারি অনুদান	১৫৩৯.২০	সংস্থাপনঃ	
			• কর্মকর্তাদের বেতন	২৩২.৯৫
			• কর্মচারীদের বেতন	৩৪৫.৪৯
			• ভাতাদি	৫১২.৯৮
			• পণ্য ও সেবা ব্যবহার	৩৭২.৮৪
			• মূলধন ব্যয়	৩০.০৭
			• অব্যয়িত অর্থ	৪৪.৮৫

ক্রমিক নং	খাত	আয়	ব্যয়	
২	মডেল স্ট্যাডি বাবদ	১৮৬.১১	মডেল স্ট্যাডি বাবদ	১২৬.৬০
৩	মৃত্তিকা নমুনা পরীক্ষার ফি	৪০.৫৪	মৃত্তিকা নমুনা পরীক্ষা	১৮.৪০
৪	অন্যান্য	২৯.২৭	উদ্বৃত্ত	১১০.৯২
	মোট	১৭৯৫.১২	মোট	১৭৯৫.১২

প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (ফেজ-২) প্রকল্প

এছাড়া প্রশাসন ও অর্থ পরিদপ্তরের অধীনে জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১ মেয়াদে "নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (ফেজ-২)" প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৭৬২.২৯ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা

১. নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ল্যাবরোটরী সমূহের আধুনিকায়ন;
২. পুরাতন অকেজো বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ;
৩. হাইড্রলিক্স রিসার্চ সুবিধা উন্নয়ন এবং
৪. নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

উক্ত প্রকল্পের ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ ২৫টি তন্মধ্যে ১৮টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ গুলো হতে CHNS analyzer, RTK survey system with handy GPS, Total Station, Menard Pressure Meter, Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP), Soil and Thermal Resistivity Meter, Dry welding Machine, Pump-motor, Core Cutter Machine ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া উক্ত প্রকল্পের অধীনে নিম্নে বর্ণিত In-House Training অনুষ্ঠিত হয় যেখানে সর্বস্তরের কর্মকর্তাগণ অংশ গ্রহণ করেন।

১. Application of GIS and Remote sensing in Water Resources Engineering
২. Training on River Basin modeling
৩. Hydraulic Modeling using Arc GIS package
৪. Training courses on Geo SWMM model
৫. Physical and Modeling aspects of all the processes in the hydrological cycle
৬. Training on PPR particularly on Goods

নগই'র সুবিধাদি

৭. **উন্মুক্ত মডেল এলাকাঃ** নয়টি কম্পার্টমেন্টের সমন্বয়ে উন্মুক্ত মডেল এলাকা গঠিত। নয়টির মধ্যে তিনটির সাইজ ১২৫ মিটার × ৪০ মিটার এবং বাকী ছয়টির সাইজ ৬০ মিটার × ৪০ মিটার। প্রতিটি কম্পার্টমেন্ট ক্যানেল নেটওর্য়াকের সহিত সংযুক্ত এবং পাম্পিং স্টেশনের মাধ্যমে ক্যানেল নেটওর্য়াকে পানি সরবরাহ করা হয়। পাম্পিং স্টেশনে স্থাপিত পাম্পের ও ক্যানেলের সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতা ৬০০ লিটার/সেকেন্ড।

৮. **ইনডোর মডেল এলাকাঃ** দীর্ঘমেয়াদি গবেষণার জন্য দুটি মডেল শেড রয়েছে, যার প্রতিটির সাইজ ১০০ মিটার × ৩০ মিটার। শেড দুটির একটিতে ওয়েব বেসিন, টিলটিং ফ্লুম সহ ফ্লুম বেড রয়েছে।

৯. **ল্যাবরেটরিঃ** জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কনক্রিট, সেডিমেন্ট টেকনোলজি, হাইড্রো এন্ড জিও - কেমিস্ট্রি ফিল্ডে গবেষণাসহ পরীক্ষা - নিরীক্ষা কাজের জন্য তিনটি ল্যাবরেটরি রয়েছে, যার ফ্লোর এরিয়া ২০০০ বর্গ মিটার এবং বিভিন্ন সাইজের ও মাপের প্রায় ৯১টি যন্ত্রপাতি রয়েছে। এ ছাড়া গাণিতিক মডেল সম্পাদনের জন্য একটি Sophisticated ল্যাবরেটরীও রয়েছে।

১০. **রেস্ট হাউস ঃ** নগইতে উন্নত সুযোগ সুবিধা সম্বলিত দুটি VIP কক্ষ ও ৮টি AC কক্ষ বিশিষ্ট একটি আধুনিক রেষ্ট হাউজ রয়েছে।

১১. **অডিটোরিয়াম/কনফারেন্স ঃ** নগইতে ৩০০ জন লোক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অডিটোরিয়াম আছে। এ ছাড়া ৬০ জন ও ৩০ জন লোক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি কনফারেন্স রুমও আছে।

১২. **জেনারেটর ঃ** নগই REB এর পাওয়ার সাপ্লাই এর সাথে সংযুক্ত। এর অতিরিক্ত নগইতে দুটি পাওয়ার জেনারেটর আছে। নগইতে REB এর পাওয়ার সাপ্লাই না থাকলে এগুলো নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করে।

১৩. **লাইব্রেরীঃ** নগইতে সুবিশাল একটি আধুনিক লাইব্রেরী রয়েছে, যেখানে দেশী বিদেশী সহস্রাধিক বই, জার্নাল ও সাময়িকী রয়েছে।

নগই'র প্রকাশনা

প্রতি বছর একটি করে টেকনিক্যাল জার্নাল প্রকাশিত হয়। ইহা একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিজ্ঞান গবেষণা পেপার, যার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ISSN1606-9277। ২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরে এই জার্নালের ভলিউম ১৪, নং-০১ (২০১৮) প্রকাশিত হয়; এতে নগই ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের প্রণীত ১০ (দশ) টি গবেষণা পত্র স্থান পায়। এছাড়া নগই এর বাৎসরিক কার্যক্রমের উপর প্রতি বৎসর Annual Report প্রকাশিত হয়।

হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর

হাইড্রালিক রিসার্চ পরিদপ্তরের অধীনে ৩টি বিভাগ রয়েছে। সেগুলো হলোঃ

১) **রিভার এন্ড কোষ্টাল হাইড্রলিক বিভাগঃ** এই বিভাগের মাধ্যমে নদী শাসন, নদীভাঙ্গনরোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী পুনরুদ্ধার, নদীর পলল ব্যবস্থাপনা, নদী খনন ও নদীর মোহনা ও উপকূলীয় সমস্যা সম্পর্কিত গবেষণা কাজে ভৌত মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পের অধীনে বিদ্যমান ভৌত মডেল পরিচালনা সুবিধাদি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। কোষ্টাল এলাকার ভৌত মডেল পরিচালনের জন্য টাইড ও ওয়েভ মেকার স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

২) **হাইড্রলিক স্ট্রাকচার এন্ড ইরিগেশন বিভাগঃ** এই বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন হাইড্রলিক অবকাঠামো যেমন ব্রীজ, ব্যারেজ, বাঁধ, কালভার্ট, গ্রোয়েন, রিভেটমেন্ট ইত্যাদির প্রকৃত স্থান ও দৈর্ঘ্য নির্ধারণসহ নকশা প্রণয়ন কাজে প্রয়োজনীয় প্যারামিটার যাচাইয়ের জন্য ভৌত মডেলের মাধ্যমে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয় ।

৩) **ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং বিভাগঃ** এই বিভাগের উপর পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য নদীর পানি প্রবাহ এবং পানি বিভাজন এলাকা, পানি বিজ্ঞান, ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার এবং পরিবেশগত বিষয়াদি বিশেষতঃ লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং পানির গুণাগুণ সম্পর্কে সমীক্ষা পরিচালনা করার দায়িত্ব প্রদান করা আছে। নগই ইতিমধ্যে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের বিভিন্ন ছোট বড় এবং টাইডাল ও নন টাইডাল নদীতে সেতু ও ব্যারেজ নির্মাণ এবং হাওর অঞ্চলে সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের Hydro-morphological study সম্পাদন করেছে



Dry season flow condition at the New Dhaleshwari off-take after implementation of proposed interventions in the form of dredging and off-take structures

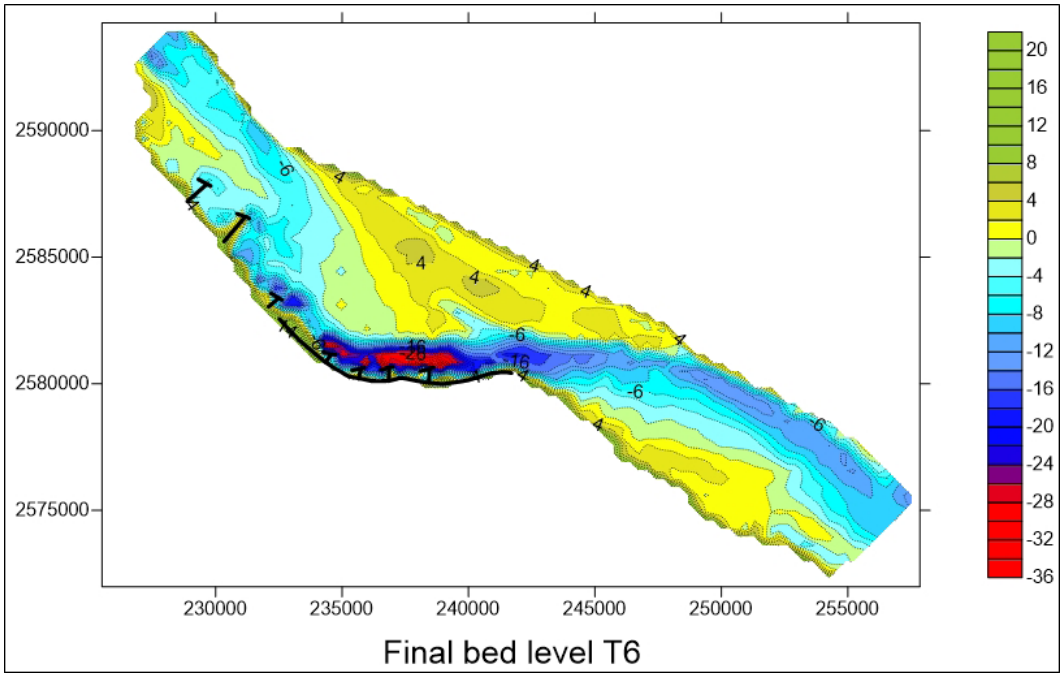

After run bed configuration of the Padma River at Jajira and Naria in response to introduction of series of groynes along the erosion prone bank

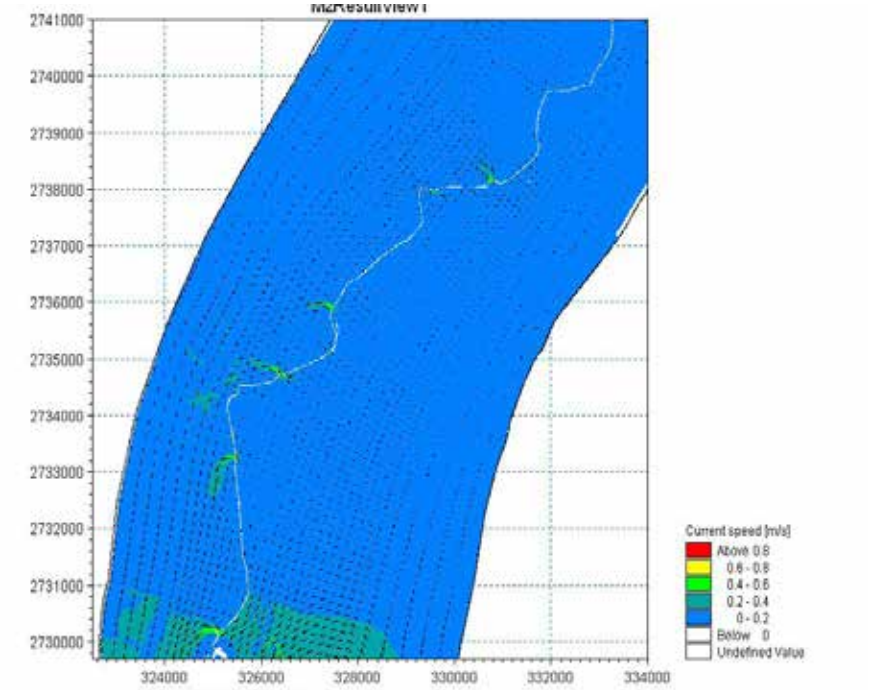

Velocity field around the proposed Dirai-Sullah road link and through structure velocity for an extreme hydrological event

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে হাইড্রলিক রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলোঃ

১. ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং এর মাধ্যমে জামালপুর জেলার ঝিনাই নদী, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ, জিঞ্জিরাম নদী ও দশানী নদীর ভাঙ্গন হতে দেওয়ানগঞ্জ বকসীগঞ্জ উপজেলা এবং পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ এর ভাঙ্গন হতে শেরপুর জেলার শেরপুর সদর উপজেলায় নদী তীর সংরক্ষণ পাইলট প্রকল্পের কাজ বর্তমান অর্থ বছরে (২০১৮-১৯) শেষ হয়েছে।

২. ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং এর মাধ্যমে জামালপুর জেলার পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ ও দশানী নদীর ভাঙ্গন হতে ইসলামপুর উপজেলা এবং পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ এর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে মেলান্দহ ও জামালপুর সদর উপজেলায় নদী তীর সংরক্ষণ পাইলট প্রকল্পের কাজ বর্তমান অর্থ বছরে (২০১৮-১৯) শেষ হয়েছে।

৩. "Physical Model study for Supporting Design of the Proposed Bangabandhu Railway Bridge upstream of Existing Bangabandhu Multipurpose Bridge over the River Jamuna "শীর্ষক মডেল স্ট্যাডির কাজ সম্পাদন করা হয়েছে এবং গত ২৭ শে মার্চ ২০১৮ খ্রি: Final Report ক্লায়েন্ট বরাবর দাখিল করা হয়েছে। পরবর্তীতে কাজটি বর্ধিত করা হয় যা ২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরে চলমান রয়েছে।

৪. সুনামগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন মদনপুর-দিরাই-শাল্লা সড়কের alignment ও road opening **নির্ধারণের জন্য** Topographical, Hydrological and Morphological Study কাজটির Draft Final Report ২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরে দাখিল করা হয়েছে।

৫. "Physical Model Investigation for sustainability of the Buriganga River RestorationProject" শীর্ষক স্ট্যাডি কাজের খসড়া চুড়ান্ত রিপোর্ট ২০১৮-১৯ অর্থ বৎসরে দাখিল করা হয়েছে।

৬. "Hydro-morphological study of the Mahananda River in Bangladesh with Focus on problems and probable solution of dry season flow scarcity" শীর্ষক গবেষণা কাজটি শেষ হয়েছে।

৭. ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং এর মাধ্যমে জামালপুর জেলার অন্তর্গত জামালপুর সদর, ইসলামপুর ও মেলান্দাহ উপজেলার পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও দশানী নদীর ভাঙ্গন রোধ শীর্ষক পাইলট প্রকেল্পের কাজ শেষ হয়েছে। কাজটি ২০১৬-১৭ অর্থ বৎসরে শুরু হয়। মোট ১৩ টি প্যাকেজের কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্পটির সম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত করা হয়। প্রকল্পের মোট ব্যয় প্রায় ১৩৭৩ লক্ষ টাকা।

জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর

জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তরের অধীনে ৩টি বিভাগ রয়েছে। সেগুলো হলোঃ

১. **সয়েল মেকানিক্স এন্ড গ্রাউন্ড ওয়াটার বিভাগঃ** এই বিভাগের মাধ্যমে মাটির প্রকৌশলগত গুণাগুণ নির্ণয়কল্পে পরীক্ষার কাজ সম্পাদন করা হয়।

২. **ম্যাটেরিয়াল টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগঃ** এই বিভাগের মাধ্যমে বালি, সিমেন্ট ও নির্মাণ সামগ্রীর গুণাগুণ নির্ণয়কল্পে পরীক্ষার কাজ সম্পাদন করা হয়।

৩. **সেডিমেন্ট, কেমিক্যাল এন্ড ওয়াটার পলুশান বিভাগঃ** এই বিভাগের মাধ্যমে নদীর পলির পরিমাণ এবং গুণাগুণ নির্ণয়সহ পানির রাসায়নিক বিশ্লেষণের কাজ সম্পাদন করা হয়।

জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ অন্যান্য সংস্থার জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণকল্পে পরিকল্পনা ও ডিজাইনের নিমিত্তে সংগৃহীত মৃত্তিকা, কংক্রীট ও নির্মাণ উপকরণ সামগ্রী, পলি এবং পানির নমুনা পরীক্ষা করে থাকে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন প্রকল্পের মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পরীক্ষা কাজের জন্য এ দপ্তর হতে প্রয়োজন অনুযায়ী অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান প্রেষণে স্থাপন করা হয়।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে নগই'র জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণ

১. সয়েল মেকানিক্স এন্ড গ্রাউন্ড ওয়াটার বিভাগে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও অন্যান্য সংস্থা হতে সংগৃহীত মৃত্তিকা নমুনার ৫০৭২টি প্রকৌশলগত গুণাগুণ পরীক্ষা করা হয় এবং যথারীতি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পরীক্ষিত নমুনার ফলাফলসহ প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।

২. ম্যাটেরিয়াল টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগে বাপাউবোসহ অন্যান্য সংস্থা হতে সংগৃহীত বালি, পাথর, সিমেন্ট ও কংক্রীট নমুনা ৬৩টি ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষান্তে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে ।

৩. সেডিমেন্ট, কেমিক্যাল এন্ড ওয়াটার পলুউশন বিভাগে বাপাউবো হতে সংগৃহীত ৩৮৩টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। পলল রসায়ন ও পানি দূষণ বিভাগের পরীক্ষাগারে পরীক্ষা শেষে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে চাহিদা মোতাবেক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।

৪. তাছাড়া নগই এর গবেষণা এবং ভৌত ও গাণিতিক মডেল কাজ সংশ্লিষ্ট মৃত্তিকা নমুনার ১০৩০টি পানির নমুনা ১৫টি পরীক্ষা করা হয়েছে।



Atomic Absorption Spectrometer to detect heavy metals



Triaxial Shear Test Apparatus used for determining Shearing strength of soil.



Universal Testing Machine (UTM)used for testing of MS rod, flat bar, concrete, block etc.



ক্ষতিগ্রহস্ত এলাকা-দৌলতদিয়া সাইড



পর্যবেক্ষণ এলাকা-দৌলতদিয়া ও পাটুরিয়া সাইড



পর্যবেক্ষণ এলাকা-দৌলতদিয়া ও পাটুরিয়া সাইড
আফসারশেখের চর

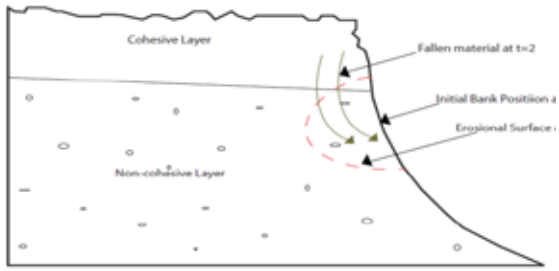

প্রাপ্ত ফলাফল- আফসারশেখের চর

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে নগই'র জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণা কাজ

১) বাংলাদেশের পদ্মা নদীর দৌলতদিয়া ও পাটুরিয়া তীরে ভাঙ্গনের জিওটেকনিক্যাল কারণসমূহ অনুসন্ধান।

উদ্দেশ্য:

- গবেষণা এলাকার মাটির গুণাগুণ নির্ণয়।
- নদীর তীর কেন ভাঙ্গে তার জিওটেকনিক্যাল কারণ নির্ণয়।
- প্রচলিত নদী তীর রক্ষার উন্নতিকরণ/সদ্ব্যবহার।
- নদী তীর রক্ষার সাথে জিওটেকনিক্যাল সান্নিধ্য (Approch) খুঁজে বের করা।

গবেষণা তথ্য

সময়কাল: দুই (২) বছর (অক্টোবর/২০১৭ থেকে জুন/২০১৯)
মোট মূল্য : ১৭,২০,০০০.০০ (২০১৮-১৯)
খরচ: ১৪,৭০,৫৯৩.০০ (২০১৮-১৯)
তহবিল : নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা তহবিল (GoB)

প্রাপ্ত ফলাফল :

পাটুরিয়া সাইড

- (০-৯) মিটার গভীর পর্যন্ত cohesive soil এর স্তর পর্যবেক্ষণ করা হয়।
- ঐ স্তরের পরের গভীরতা non-cohesive soil প্রধান স্তর।
- Slope খাড়া নয়।
- মৃত্তিকা সর্ব্বোচ্চ ১১৯.৬৩ কিলোনিউটন/বর্গমিটার পর্যন্ত পীড়ন (stress) নিতে পারে।
- পর্যবেক্ষণ এলাকার নদী তীর ভাঙন কম যদিও non-cohesive soil এর স্তর এখানে প্রধান ।
- ট্রাফিক লোডিং ও আনলোডিং এর মত অধিক চাপের কারণে পাটুরিয়া সাইডের নদীর তীর ভাঙ্গে।

দৌলতদিয়া সাইড

- (০-১২.৫) মিটার গভীর পর্যন্ত cohesive soil ও non-cohesive soil স্তর পর্যবেক্ষণ করা হয় তবে আফসারশেখের চরে শুধুমাত্র (০-২) মিটার পর্যন্ত cohesive soil এর স্তর পর্যবেক্ষণ করা হয়।
- ঐ স্তরের পরের গভীরতা non-cohesive soil প্রধান স্তর।
- পাড় খাড়া। অর্থাৎ (১:০.৫-১:১)
- মৃত্তিকার ভেদ্যতা (permeability) বেশি হওয়ায় Seepage বেশি।
- Seepage রেখা নদীর তীরকে প্রভাবিত করে।
- non-cohesive soil প্রধান স্তর থাকায় তরলীকরণ (liquefaction) এর কারণে নদীর তীর ভাঙ্গে।
- বর্ষার মৌসুমে নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে ভূ-গর্ভস্থ পানির ওঠা-নামা (fluctuation) এর কারণে নদীর তীর ভাঙ্গে ।
- নদীর পানি নেমে যাওয়ার সময় মৃত্তিকার বিভিন্ন গুণাগুণের কারণে ভূ-গর্ভস্থ পানি সেই হারে নামতে না পারার কারণে নদীর তীর ভাঙ্গে।
- নদীর পানি নেমে যাওয়ার সময় নদীর তীরে বদ্ধ চাপ (confining pressure) না থাকায় নদীর তীর ভাঙ্গে।
- পর্যবেক্ষণ এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানির ওঠা-নামার নতিমাত্রা (gradient) ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় শুকনো মৌসুমে Seepage এর কারণে নদীর তীর ভাঙ্গে।

সুপারিশঃ

- যে কোন নদীর তীর রক্ষা কাজ করার আগে জিওটেকনিক্যাল কারণসমূহ অনুসন্ধান অপরিহার্য।
- Wave action বিবেচনা করে ফেরি ঘাটের রক্ষা কাজ করা প্রয়োজন।
- পর্যবেক্ষণ এলাকার মৃত্তিকা গুণাগুণ প্রয়োজনীয় মৃত্তিকা শক্তির ইঙ্গিত দেয়।
- নদীর তীর রক্ষার জন্য sand drain পানির নিচু স্তর পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা উচিত।
- নদীর তীরের ঢাল আনুভূমিক ৩ এবং উলম্ব ১ হওয়া উচিত।
- পর্যবেক্ষণ এলাকায় নদীর পানি ওঠা-নামা বেশি হওয়ায় সেখানের তীর রক্ষা কাজের ডিজাইনে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।
- নদীর তীরের মৃত্তিকা স্তর ও হাইড্রোলজি জানার জন্য অনুসন্ধান প্রয়োজন।
- নদীর তীর ভাঙ্গনের যথাযথ কারণ বের করার জন্য একটানা গবেষণা প্রয়োজন।

2) Development of Suitable Technologies for Removal of Manganese from Ground Water in Household, Community and Municipal Levels

মানুষ ও প্রাণী উভয়ের সঠিক ক্রিয়াকলাপের জন্য ম্যাঙ্গানিজ একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। তবে অতিরিক্ত ঘনত্বের ম্যাঙ্গানিজ স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক । পেশাগত এক্সপোজার থেকে প্রমাণগুলি ইঙ্গিত দেয় যে ম্যাঙ্গানিজ স্নায়ুবিক ক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। স্নায়ুজনিত ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিএইচও) এর পানিতে ম্যাঙ্গানিজের জন্য ০.৪ মিলিগ্রাম / লি. এর অস্থায়ী স্বাস্থ্য ভিত্তিক গাইডলাইন মান রয়েছে। গ্রাহক গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনা থেকে ম্যাঙ্গানিজের জন্য ডব্লিএইচও নির্দেশিকা মান ০.১০মিলিগ্রাম / লি. । পানিতে ম্যাঙ্গানিজের জন্য বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডটিও ০.১০মিলিগ্রাম/লি. ।

ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আয়রন এবং ম্যাঙ্গানিজের উপস্থিতির কারণে রং তিক্ত স্বাদ, কাপড়ে কঠিন দাগ পড়া, প্লাম্বিং মরিচা পড়া, ইত্যাদি সমস্যার সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, আর্সেনিক যদিও aesthetic problem তৈরি করে না তবে এটি যদি ঘনত্ব নির্দেশিকার মানের চেয়ে বেশি হয় তবে তা স্বাস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ। ভূ-গর্ভস্থ পানিতে ম্যাঙ্গানিজের উচ্চ ঘনত্বসনাক্ত করণ ইতিমধ্যে নিরাপদ পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। যাহোক, ম্যাঙ্গানিজ ইস্যু তুলনামূলকভাবে কম মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, আংশিক কারণ উচ্চ ঘনত্ব ম্যাঙ্গানিজ সমৃদ্ধ পানিতে প্রায়শি উচ্চ ঘনত্ব এর আয়রন বেশি দেখা যায় এবং উভয়ই একই ধরণের ধাতব স্বাদের ফলস্বরূপ।

আয়রনের সমস্যাটি বাংলাদেশে দীর্ঘকাল ধরে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং Household, Community and Municipal পর্যায়ে আয়রন অপসারণের জন্য অনেক প্রযুক্তি তৈরি করা হয়েছে। ১৯৮০ এর দশকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশে প্রথম পৌর আয়রন

রিমুভাল প্লান্ট (আইআরপি) ইনস্টল করা হয়েছিল। ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক সনাক্তকরণের পরে এখন অনেকগুলি পৌর আইআরপি লোহা এবং আর্সেনিক উভয়ই অপসারণের জন্য ডিজাইন করা হচ্ছে। দেশের অনেক অঞ্চলে আর্সেনিক আবিষ্কারের পটভূমিতে, আর্সেনিক এবং আয়রন উভয়ই অপসারণের জন্য ডিজাইন করা কমিউনিটি ট্রিটমেন্ট ইউনিট জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। অনেক এনজিও এখন বিভিন্ন ধরণের কমিউনিটি আয়রন/আর্সেনিক অপসারণ কেন্দ্র স্থাপন করছে। তবে বেশিরভাগ plants ডিজাইন প্যারামিটার অনুসরণ না করেই নির্মিত হয়েছে। আর্সেনিক এবং আয়রন ছাড়াও ভূগর্ভস্থ পানিতে ম্যাঙ্গানিজের উপস্থিতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো জরুরি। ম্যাঙ্গানিজের অগ্রহণযোগ্য স্তরগুলি চিহ্নিত করা এবং সেইঅনুযায়ী Water Treatment Technology Develop করাও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

গবেষণাটির উদ্দেশ্যঃ

বর্তমান কাজের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হল Household, Community and Municipal পর্যায়ে ভূ-গর্ভস্থ পানি থেকে ম্যাঙ্গানিজ অপসারণের জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি বের করা এবং সে অনুযায়ী ডিজাইনের modification করা। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

১) ল্যাবরেটরি ভিত্তিক experiment এর মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি থেকে ম্যাঙ্গানিজ অপসারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন এজরবেন্ট এর তুলনামূলক performance পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা।

২) ম্যাঙ্গানিজ অপসারণের ক্ষেত্রে ল্যাবরেটরি ভিত্তিক experiment এর মাধ্যমে পানিতে naturally present constituents, water quality parameters and process variables এর প্রভাব অনুসন্ধান করা।

৩) পানি থেকে ম্যাঙ্গানিজ অপসারণের জন্য আপ-ফ্লো এবং ডাউন-ফ্লো রাফিং ফিল্টার এর মাধ্যমে ল্যাবরেটরি ভিত্তিক extensive মডেল স্টাডি পরিচালনা করা ফিল্ড লেভেলে তা বাস্তবায়ন করা।

৪) বিভিন্ন absorbent এর উপর জমাকৃত সলিডগুলি চিহ্নিতকরণ করা এবং Household, Community and Municipal পর্যায়ে ভূ-গর্ভস্থ পানি থেকে ম্যাঙ্গানিজ অপসারণের জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তিবের করা।

বর্তমান অবস্থাঃ

এই গবেষণামূলক কাজের জন্য রাসায়নিক রিজেন্টস, ফিল্টারিং উপকরণ, পরীক্ষাগার সেটআপ এর জন্য উপকরণ এবং প্রয়োজনীয় দ্রবাদি সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে। contact oxidation method দ্বারা ম্যাঙ্গানিজ অপসারণ শুরু করা হয়েছে। পানি থেকে ম্যাঙ্গানিজ অপসারণের জন্য আপ-ফ্লো এবং ডাউন-ফ্লো রাফিং ফিল্টার তৈরি করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় Equipment ও অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। গত ২৫/০৬/২০১৯ খ্রি. তারিখে গবেষণাটির উপর একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী জুন/২০২০ নাগাদ গবেষণাটি সমাপ্ত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা যাচ্ছে



চিত্রঃ contact oxidation method দ্বারা ম্যাঙ্গানিজ অপসারণ

পাইলট প্রকল্প ও গবেষণা

এছাড়া জিওটেকনিক্যাল রিসার্চ পরিদপ্তরে "ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং এর মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার নদীর তীর ভাঙ্গন রোধ, ভূমি পুন:রুদ্ধার ও নাব্যতা বৃদ্ধি" শীর্ষক পাইলট প্রকল্পের কাজ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ হতে শুরু হয়েছে। ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং এর মাধ্যমে স্বল্প খরচে নদীর তীর ভাঙ্গন রোধ, নদীর তলদেশে পলি জমার পরিমাণ হ্রাস, নদীর পানির নিষ্কাশন ক্ষমতা বৃদ্ধি, নদী ভাঙন রোধের মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক বিপর্যয় রোধ, নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, ভূমি পুনরুদ্ধার এবং ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং কোন

ধরণের নদীর কোন গভীরতা পর্যন্ত কার্যকর সে সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ ও ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং এর মাধ্যমে নদী শাসনের একটি ম্যানুয়াল তৈরি করণের জন্য ২৩৮৪.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়ছে। প্রকল্পটির কাজ ৫ টি সার্ভে এবং ২০ টি ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং এর প্যাকেজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় গবেষণাসহ প্রকল্পটি জুন/২০২১ এ সমাপ্তের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ০৭ টি প্যাকেজের মাধ্যমে ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং Construction করা হয়। এবং একই সাথে ০৪ টি সার্ভের মাধ্যমে ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং এর ফলাফল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

নিম্নের ছকে যে সকল ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং এর কাজ শুরু হয়েছে তার বর্ণণা দেওয়া হলো।

ক্রমিক নং	স্থান	প্যাকেজ নং	ব্যাম্বো ব্যান্ডেলের ডিপিপি অনুমোদন কি.মি.
১	নারুয়া বাজার, বালিয়াকান্দী, রাজবাড়ী	RRI/HR/Raj-1	১.৫ কি.মি.
২	কামারখালী বাজার, মধুখালী, ফরিদপুর	RRI/HR/F-1	৩.০ কি.মি.
৩	চন্দ্রপাড়া, সদরপুর, ফরিদপুর	RRI/HR/F-2	৩.০ কি.মি.
৪	দোয়ারিকা ব্রীজ, বাবুগঞ্জ, বরিশাল	RRI/HR/Ba-2	২.৫ কি.মি.
৫	পূর্বধলা, নেত্রকোণা	RRI/HR/N-3	২.০ কি.মি.
৬	পূর্বধলা, নেত্রকোণা	RRI/HR/N-4	১.৫ কি.মি.
৭	পূর্বধলা, নেত্রকোণা	RRI/HR/N-5	১.৫ কি.মি.

উপরোক্ত ছকে বর্ণিত ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং এর কাজ করায় নদীর তীর রক্ষার উদ্দেশ্য শতভাগ সফল হয়েছে। অনেক স্থানে পলি পড়ে ভাঙন স্থল সুরক্ষিত হয়েছে। পরবর্তী বছরে ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং এর প্রভাবে ভূমি পুনরুদ্ধার ও নৌ-পথ সুগমের বিষয়টি সু-স্পষ্ট হবে বলে আশা করা যায়। তাছাড়া, নদীর তীরে ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং স্থাপনের পাশাপাশি ল্যাবরেটরীতে গবেষণার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার মাটি ও পানির নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং পরীক্ষার কাজ চলছে। পরিবেশের উপর ব্যান্ডেলিং নির্ধারণের জন্য পানির Biological পরীক্ষার কাজও চলছে।



চিত্রঃ মধুমতি নদীতে নির্মিত ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং, কামারখালী বাজার, মধুখালী, ফরিদপুর



চিত্রঃ সন্ধ্যা নদীতে নির্মিত ব্যাম্বো ব্যান্ডেলিং, দোয়ারিকা, বাবুগঞ্জ, বরিশাল

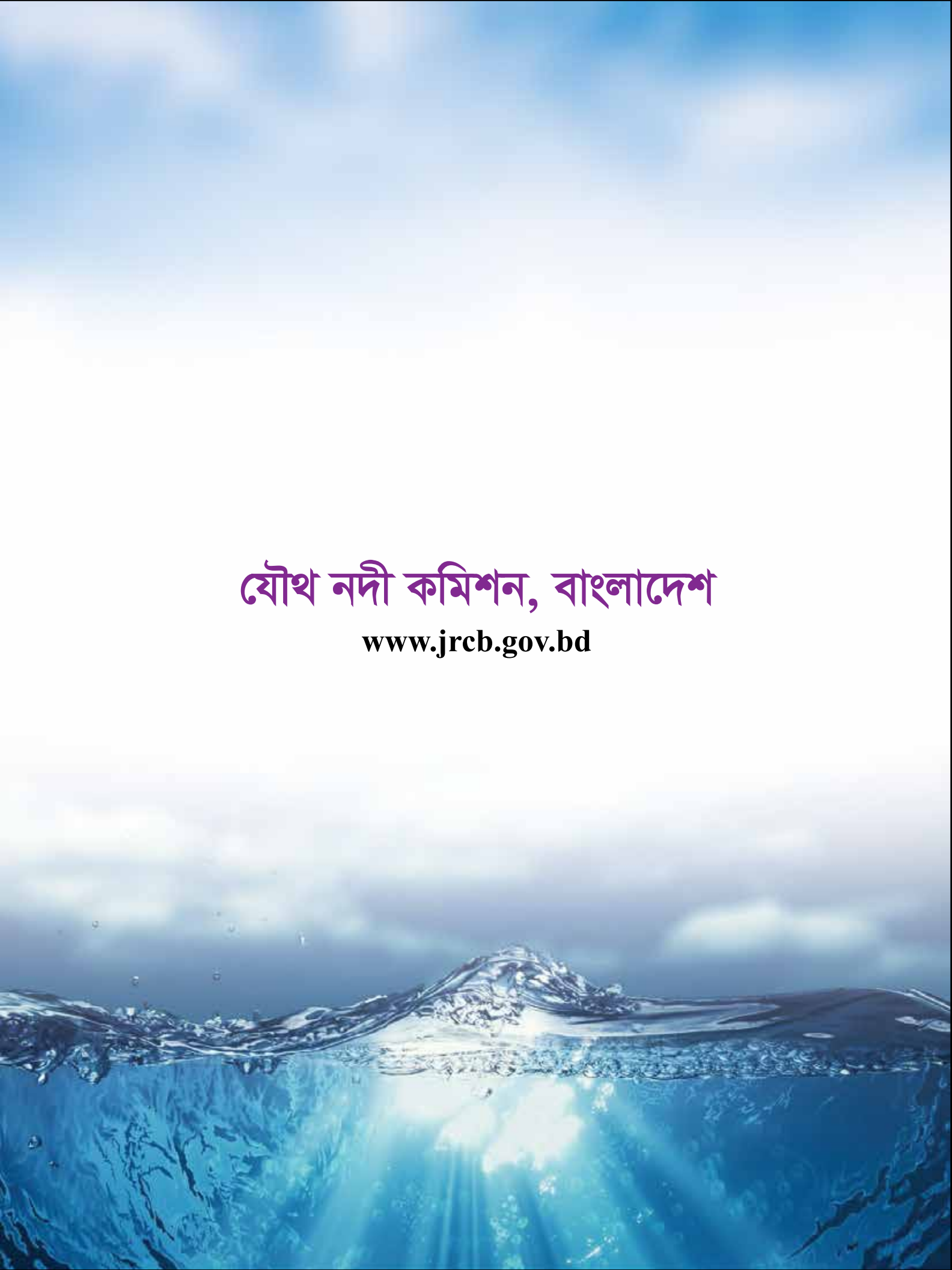

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ

www.jrcb.gov.bd

পঞ্চম অধ্যায়: যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ
www.jrcb.gov.bd

ভূমিকা

আবহমানকাল ধরে নদীমাতৃক বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা আবর্তিত হচ্ছে পানিকে ঘিরে। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রায় ৪০৫টি নদী প্রবাহিত হচ্ছে। এ নদীগুলোর মধ্যে ৫৭টি হচ্ছে আন্তঃসীমান্ত নদী। ৫৭টি আন্তঃসীমান্ত নদীর মধ্যে ৫৪টি নদী ভারত হতে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং ৩টি এসেছে মায়ানমার থেকে। ৫৪টির মধ্যে ৫১টি নদী বস্তুতঃপক্ষে তিনটি বৃহৎ নদী গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনার অববাহিকাভুক্ত। এ তিনটি নদী অববাহিকার মোট আয়তন ১.৭২ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার, যার মাত্র ৭ শতাংশ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত। বর্ষা মৌসুমে পানির অতি আধিক্য এবং শুকনো মৌসুমে পানির নিদারুণ দুষ্প্রাপ্যতা আমাদের দেশের পানি সম্পদ ক্ষেত্রে এক রূঢ় বাস্তবতা। পানি সম্পদ সংক্রান্ত সকল পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন বহুলাংশে নির্ভর করে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অভিন্ন ৫৪টি আন্তঃসীমান্ত নদীর পানির যথাযথ বণ্টন ও ব্যবস্থাপনার উপর।

গঠন ও জনবল

১৯৭২ সালের মার্চ মাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে যৌথ ঘোষণার মাধ্যমে দু'দেশের বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে অভিন্ন নদীর ব্যাপক জরিপ কার্যক্রম পরিচালন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য স্থায়ী ভিত্তিতে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন গঠিত হয়। এছাড়া, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণের বিস্তারিত প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রধান প্রধান নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের উপর সমীক্ষা পরিচালন, উভয় দেশের জনগণের পারস্পরিক সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে এতদ্‌াঞ্চলের পানি সম্পদের ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার এবং বাংলাদেশের সাথে ভারত সংলগ্ন এলাকায় পাওয়ার গ্রীড সংযোজনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য দু'দেশের বিশেষজ্ঞদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের স্ট্যাটিউট (Statute) স্বাক্ষরিত হয়। মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ পক্ষের চেয়ারম্যান।

স্ট্যাটিউটে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন বিশেষভাবে নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পাদন করবে বলে উল্লেখ রয়েছেঃ

ক. অংশগ্রহণকারী দু'দেশের মধ্যে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে সর্বাধিক যৌথ ফলপ্রসূ প্রচেষ্টার মাধ্যমে অভিন্ন নদীসমূহ থেকে সর্বোচ্চ সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;
খ. বন্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজ উদ্ভাবন ও যৌথ প্রকল্প বাস্তবায়নের সুপারিশকরণ;
গ. আগাম বন্যা সতর্কীকরণ, বন্যা পূর্বাভাস ও ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রস্তাব প্রণয়ন;
ঘ. দু'দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের সমীক্ষা পরিচালন যাতে করে উভয় দেশের জনসাধারণের পারস্পরিক সুফল আনয়নে আঞ্চলিক পানি সম্পদ সমতার ভিত্তিতে ব্যবহার করা যায়;
ঙ. উভয় দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ সমস্যার উপর সমন্বিত গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রকল্প প্রণয়ন।

ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের বাংলাদেশ পক্ষের কার্যাবলীসহ আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি বণ্টন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সরকার যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর ৪৮ জনবল বিশিষ্ট একটি সেট আপ অনুমোদন করেছে। সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

আন্তঃসীমান্ত নদীসমূহের পানি সম্পদের উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও বণ্টন বিষয়ে ভারত ছাড়াও একই অববাহিকাভুক্ত অন্যান্য দেশ যথাঃ চীন ও নেপালের সঙ্গে যৌথ নদী কমিশনের আনুষ্ঠানিক সমঝোতা রয়েছে এবং উপরোক্ত দেশসমূহের পানি সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিদ্যমান আছে।
যৌথ নদী কমিশন গঠনের পর থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি বণ্টন, বন্যা পূর্বাভাস সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, আন্তঃসীমান্ত নদীর সীমান্ত এলাকায় তীর সংরক্ষণমূলক কাজ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার জন্য কমিশনের মোট ৩৭টি সভা পর্যায়ক্রমে ঢাকা ও দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিশনের সর্বশেষ (৩৭তম) সভা মার্চ, ২০১০ মাসে নতুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো

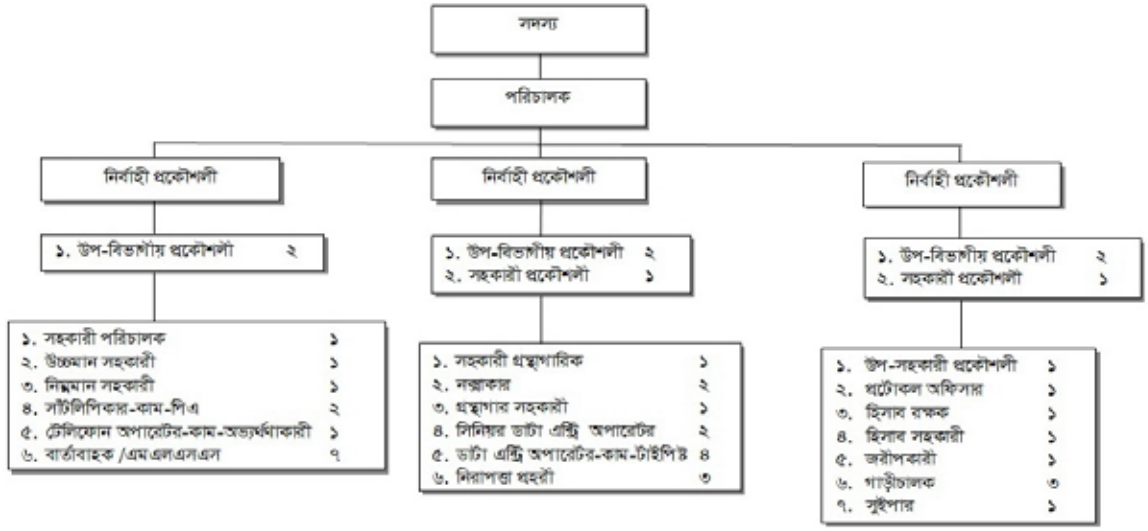

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর জনবলের বিবরণ (জুন, ২০১৯ অনুযায়ী)

গ্রেড	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
সরকার কর্তৃক নিজ বেতনক্রমে নিয়োগযোগ্য	১	১	০
৪র্থ	১	১	০
৫ম	৩	৩	০
৬ষ্ঠ	৬	৩	৩
৯ম	৩	০	৩
১০ম	২	১	১
১১তম	৩	১	২
১৩তম	৩	১	২
১৫তম	৫	০	৫
১৬তম	১০	৫	৫
২০তম	৭	১	৬
চুক্তি ভিত্তিক	৪	৪	০
মোট	**৪৮**	**২১**	**২৭**

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর অনুমোদিত যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদির বিবরণ (টিওএন্ডই)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা
১।	কার	১টি
২।	মাইক্রোবাস	২টি
৩।	মটর সাইকেল	১টি
৪।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র	৮টি

ক্রমিক নং	অনুমোদিত যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা
৫।	পাবলিক এড্রেস সিস্টেম	১টি
৬।	কম্পিউটার	২৩টি
৭।	ল্যাপটপ	২টি
৮।	স্ক্যানার	১টি
৯।	প্রিন্টার	৮টি
১০।	ফ্যাক্স মেসিন	১টি
১১।	ফটোকপিয়ার	২টি
১২।	মাল্টিমিডিয়া	১টি
১৩।	শ্রেডার মেশিন	২টি
১৪।	প্ল্যানিমিটার	২টি
১৫।	রোটোমিটার	২টি
১৬।	আইপিএস	২টি
১৭।	রেফ্রিজারেটর	১টি
১৮।	হ্যান্ড হেল্ড জিপিএস	১টি
১৯।	মাইক্রোওভেন	১টি
২০।	ক্যামেরা	১টি

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কার্যাবলী

১. আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি বণ্টন, যৌথ ব্যবস্থাপনা, বন্যা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত বিনিময়, ভারতীয় এলাকায় প্রবাহ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম এবং সীমান্তবর্তী এলাকার বাঁধ ও নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনার লক্ষ্যে ভারতের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠান ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

২. ১৯৯৬ সালের গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির আওতায় প্রতি বছর ১লা জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত সময়কালে ভারতের ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর যৌথ প্রবাহ পর্যবেক্ষণ ও পানি বণ্টন এবং বাংলাদেশের হার্ডিঞ্জ সেতুর নিকট যৌথ প্রবাহ পর্যবেক্ষণ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম তত্ত্বাবধান;

৩. আন্তঃসীমান্ত নদী অববাহিকায় যৌথভাবে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি প্রশমন, পানি সম্পদের আহরণ ও উন্নয়ন, নেপালে প্রবাহ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম এবং গবেষণা ও কারিগরি সংক্রান্ত বিষয়ে নেপালের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠান ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

৪. পানি সম্পদ ক্ষেত্রে সহযোগিতা, আন্তঃসীমান্ত নদী অববাহিকায় চীন কর্তৃক প্রবাহ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম, ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় বন্যা পূর্বাভাসের তথ্য-উপাত্ত বিনিময় ও সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ে আলোচনার জন্য চীনের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠান ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং

৫. যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ নিম্নলিখিত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের বাংলাদেশের সচিবালয়/ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করেঃ

- আন্তর্জাতিক সেচ ও নিষ্কাশন কমিশন (ICID) এর বাংলাদেশ সচিবালয়;
- ইন্টার-ইসলামিক নেটওয়ার্ক ফর ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট (INWRDAM) এর জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট ও
- পানি সম্পদ সম্পর্কিত ওআইসি (OIC) এর জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত কর্মকান্ডের বিবরণ

গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি

ভারত সত্তর দশকের প্রথম দিকে কোলকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষাকল্পে গঙ্গার পানি প্রত্যাহারের লক্ষ্যে ফারাক্কা নামক স্থানে একটি ব্যারেজ নির্মাণ করে। এ প্রেক্ষিতে ফিডার ক্যানেল চালুর জন্য ১৯৭৫ সালের ২১ এপ্রিল থেকে ৩১ মে (৪১ দিন) সময়কালে বিভিন্ন ১০ দিনে ফারাক্কা পয়েন্ট থেকে ১১০০০ হতে ১৬০০০ কিউসেক পানি ভাগিরথী-হুগলী নদী দিয়ে প্রত্যাহারের নিমিত্ত ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ১৯৭৫ সালের ১৮ এপ্রিল একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীকালে দু'দেশের মধ্যে কোন সমঝোতা না হওয়ায় ১৯৭৬ সালের শুকনো মৌসুম থেকে ভারত একতরফাভাবে ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহার শুরু করে। ফলে ভারতের সাথে গঙ্গা নদীর পানি বণ্টনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

এরই প্রেক্ষিতে বিস্তারিত আলোচনার পর ৫ নভেম্বর, ১৯৭৭ সালে ভারতের সাথে শুকনো মৌসুমে (০১ জানুয়ারি-৩১ মে) ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন বিষয়ে পাঁচ বছরের স্বল্প মেয়াদি একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির মেয়াদান্তে ১৯৮২ ও ১৯৮৫ সালে গঙ্গার পানি বণ্টন বিষয়ে দু'টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৮৯ হতে ১৯৯৬ সালে শুকনো মৌসুম পর্যন্ত গঙ্গার পানি বণ্টন বিষয়ে কোন চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক ছিল না।

১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও ফলপ্রসূ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার মাত্র ৬ মাসের মধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের মধ্যে ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর শুকনো মৌসুমের (০১ জানুয়ারি-৩১ মে) প্রবাহ বণ্টনের লক্ষ্যে ত্রিশ বছর মেয়াদি একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী ১৯৯৭ হতে প্রতিবছর শুকনো মৌসুমে ০১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত সময়কালে ফারাক্কায় লব্ধ গঙ্গার পানি দু'দেশ বণ্টন করছে।

গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী ২০১৮ সালের শুকনো মৌসুমের পানি বণ্টন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে গঠিত বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমিটি কর্তৃক ২০১৮ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন সেপ্টেম্বর, ২০১৮ মাসে অনুষ্ঠিত কমিটির ৭০তম সভায় চূড়ান্ত করা হয়েছে। এ বার্ষিক প্রতিবেদন ইতোমধ্যে সরকারের নিকট পেশ করা হয়েছে।

২০১৯ সালের শুকনো মৌসুমেও (০১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে) চুক্তি অনুযায়ী ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমিটি কর্তৃক ২০১৯ সালের শুকনো মৌসুমে ফারাক্কায় যৌথ প্রবাহ পরিমাপের সাইট পরিদর্শন ও ৭১তম সভা ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ মাসে কোলকাতায় এবং হার্ডিঞ্জ সেতুর নিকট যৌথ প্রবাহ পরিমাপের সাইট পরিদর্শন ও ৭২তম সভা এপ্রিল, ২০১৯ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।



১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমিটির ৭০তম বৈঠকে গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন সংক্রান্ত ২০১৮ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন স্বাক্ষর।



১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমিটির প্রতিনিধিদল কর্তৃক ৭১তম বৈঠকের পূর্বে ভারতের ফারাক্কা ব্যারেজের ফিডার ক্যানেলের প্রবাহ পরিমাপ সাইট পরিদর্শন।



১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমিটির ৭১তম বৈঠক।



২৯ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমিটির ৭২তম বৈঠক শেষে বৈঠকের সম্মত কার্যবিবরণী স্বাক্ষর।

তিস্তা নদীর পানি বণ্টন

গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির অনুচ্ছেদ ৯ এর আলোকে তিস্তা নদীর পানি বণ্টনকে অগ্রাধিকার প্রদান করে তিস্তা, ধরলা, দুধকুমার, মনু, মুহুরী, খোয়াই ও গোমতী নদীর পানি দু'দেশের মধ্যে বণ্টনের জন্য স্থায়ী/দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩২তম সভায় দু'দেশের পানি সম্পদ সচিবদ্বয়ের নেতৃত্বে যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়।

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর তিস্তাকে অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক অন্যান্য অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে, ইতোমধ্যেই তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তির ফ্রেমওয়ার্ক চূড়ান্ত করা হয়েছে।

গত সেপ্টেম্বর, ২০১১ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে দু'দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ন্যায়ানুগতা ও সমতার ভিত্তিতে তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনে নীতি ও পদ্ধতি প্রণয়নের অগ্রগতিকে স্বাগত জানিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় দু'দেশের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অতিশীঘ্র চুক্তিটি সম্পাদনে কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করেন।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে প্রকাশিত যৌথ ঘোষণায় উল্লেখ রয়েছে যে, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ২০১১ সালে দু'দেশের মধ্যে সম্মত রূপরেখা অনুযায়ী অনতিবিলম্বে তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের অনুরোধ জানান। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে অবহিত করেন যে, যথাশীঘ্র তিস্তা ও ফেণী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলোচনা চলছে।

গত ০৮ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে উল্লেখ রয়েছে যে, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ২০১১ সালে দু'দেশের মধ্যে সম্মত রূপরেখা অনুযায়ী তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের অনুরোধ জানান। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে পুনঃউল্লেখ করেন যে, তাঁর সরকার শীঘ্র চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে ভারতের সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে কাজ করছে।

বর্তমানে দু'দেশের মধ্যে তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ফেণী, মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বণ্টন

বাংলাদেশ ও ভারতের পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ে ১৯৯৭ সালে গঠিত যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির বৈঠকসহ বিভিন্ন বৈঠকে উপরোক্ত নদীসমূহের পানি বণ্টন বিষয়ে আলোচনা হয়।

গত ১০ জানুয়ারি, ২০১১ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দু'দেশের পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠকে শুকনো মৌসুমে ফেণী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে চুক্তির একটি Framework চূড়ান্ত করা হয়েছে।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে প্রকাশিত যৌথ ঘোষণায় উল্লেখ রয়েছে যে, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ২০১১ সালে দু'দেশের মধ্যে সম্মত রূপরেখা অনুযায়ী অনতিবিলম্বে তিস্তার অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের অনুরোধ জানান। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে অবহিত করেন যে, যথাশীঘ্র তিস্তা ও ফেণী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলোচনা চলছে। বর্তমানে দু'দেশের মধ্যে ফেণী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

জানুয়ারি, ২০১০ মাসে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের পর প্রকাশিত যৌথ ইশতেহারে দু'দেশের পানি সম্পদ মন্ত্রীকে যৌথ নদী কমিশনের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বণ্টনের বিষয়ে আলোচনা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

গত সেপ্টেম্বর, ২০১১ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে উল্লেখ রয়েছে যে, মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বণ্টনের বিভিন্ন বিষয়ে যৌথ নদী কমিশন, সচিব পর্যায় ও কারিগরি পর্যায়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে বলে দু'দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অবহিত হয়েছেন।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশসফর কালে প্রকাশিত যৌথ ঘোষণায় অন্যান্যের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে, মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বণ্টনের লক্ষে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যৌথ নদী কমিশনের

কারিগরি পর্যায়ের বৈঠকে আলোচনা অব্যাহত আছে মর্মে দুই প্রধানমন্ত্রী অবগত হয়ে দ্রুত এ সকল নদীর পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দু'দেশের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ প্রদান করেছেন।

গত ০৮ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে উল্লেখ রয়েছে যে, দু'দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ফেণী, মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা এবং দুধকুমার নদীর পানি বণ্টনের লক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠানের নির্দেশ প্রদান করেছেন।

উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহের প্রেক্ষিতে মে, ২০১১ হতে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত সময়কালে যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি পর্যায়ের বিভিন্ন বৈঠকে মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তির Framework প্রস্তুতের জন্য কিছু তথ্য-উপাত্ত বিনিময় করা হয়েছে।

আন্তঃসীমান্ত নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ

২০০৩-০৪ অর্থ বছর হতে ২০০৮-০৯ অর্থবছর পর্যন্ত পারস্পরিক সমঝোতার অভাবে বাংলাদেশ ও ভারতের আন্তঃসীমান্ত নদীর সীমান্ত এলাকায় নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

জানুয়ারি, ২০১০ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠকে দীর্ঘদিন যাবত বন্ধ থাকা আন্তঃসীমান্ত নদীর সীমান্ত এলাকায় নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের বিষয়ে দু'পক্ষ একমত হয়।

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে ১২ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে নতুন দিল্লীতে প্রকাশিত যৌথ ইশতেহারের (Joint Communique) ২৮.বি. অনুচ্ছেদে উভয় দেশের মহানন্দা, করতোয়া, নাগর, কুলিক, আত্রাই, ধরলা এবং ফেণী নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রবাহিত বিভিন্ন আন্তঃসীমান্ত নদীর সীমান্ত এলাকায় মূল্যবান ভূ-খন্ড, স্থাপনা ও বিওপি রক্ষাকল্পে নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ দু'দেশ কর্তৃক যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি পর্যায়ের বিভিন্ন বৈঠকে বিনিময়কৃত তালিকা অনুযায়ী ২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে শুরু হয়ে অদ্যাবধি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন চলমান আছে।

গত সেপ্টেম্বর, ২০১১ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে উল্লেখ রয়েছে যে, মহানন্দা, করতোয়া, নাগর, কুলিক, আত্রাই, ধরলা, পুনর্ভবা, ফেণী, খোয়াই, সুরমা ইত্যাদি নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে তা অবহিত হয়ে দু'দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

গত ১৮ মে, ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি পর্যায়ের বৈঠকে পূর্ববর্তী বৈঠকসমূহে বিনিময়কৃত আন্তঃসীমান্ত নদীর সীমান্ত এলাকায় ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের জন্য দু'দেশের বাস্তবায়নাধীন/ পরিকল্পনাধীন তীর সংরক্ষণমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। বৈঠকে বাংলাদেশ পক্ষ ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য পরিকল্পনাধীন আন্তঃসীমান্ত নদীর সীমান্ত এলাকায় নদীতীর সংক্ষণমূলক কাজের তালিকা বিনিময় করে। বৈঠকে দু'দেশের স্থানীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলীকে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে নিজ নিজ দেশের তীর সংরক্ষণমূলক কাজ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের অনুরোধ জানানো হয়।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতা

ভারত থেকে আন্তঃসীমান্ত নদীর বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত প্রেরণের বিষয়ে ১৯৭২ সাল থেকে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে। উক্ত ব্যবস্থার আওতায় বর্ষা মৌসুমে ভারত ১৫ মে হতে ১৫ অক্টোবর সময়কালে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকার বিভিন্ন নদীর কিছু কিছু স্টেশনের বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহ করে। এছাড়া ভারত কয়েকটি খরস্রোতা নদীর উপাত্ত ১ এপ্রিল থেকে সরবরাহ করে। ভারত থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন স্টেশনের বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে সর্বোচ্চ ১২০ ঘণ্টার বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করছে। বাংলাদেশ বর্তমানে ভারত থেকে বিভিন্ন নদীর বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বিরতিহীনভাবে পাচ্ছে যা বাংলাদেশে ফলপ্রসূ বন্যা পূর্বাভাস প্রদানে সহায়তা করছে। এর ফলে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে। জানমালের ক্ষয়ক্ষতি আরো হ্রাসের নিমিত্ত বন্যা পূর্বাভাসের সময় বৃদ্ধিকল্পে ভারতে অবস্থিত বিভিন্ন নদীর আরো উজানের স্টেশনের তথ্য-উপাত্তের জন্য আলোচনা অব্যাহত আছে।

ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত টিপাইমুখ ড্যাম প্রকল্প

বাংলাদেশে প্রবাহিত সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর উজানের স্রোতধারা ভারতে বরাক নদী হিসেবে পরিচিত। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের অমলশীদ নামক স্থান হতে প্রায় ২০০ কিলোমিটার উজানে ভারত বরাক নদীতে টিপাইমুখ নামক স্থানে ড্যাম নির্মাণ করে বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে মর্মে জানা যায়।

উল্লেখ্য, ভারত ২০০৯ সালের মে মাসে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জানায় যে, টিপাইমুখ ড্যাম প্রকল্পে কোন সেচ কম্পোনেন্ট নেই এবং বরাক নদী হতে কোন পানি প্রত্যাহার করা হবে না। এছাড়া অদ্যাবধি উক্ত প্রকল্পের কাজ শুরু হয়নি বলেও ভারত সরকার জানিয়েছে।

জাতীয় সংসদের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতির নেতৃত্বে একটি বাংলাদেশ সংসদীয় প্রতিনিধিদল গত ২৯ জুলাই হতে ০৪ আগস্ট, ২০০৯ সময় পর্যন্ত ভারতের প্রস্তাবিত টিপাইমুখ বহুমুখী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে ভারতের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও বিদ্যুৎ মন্ত্রীর সাথে প্রতিনিধিদল পৃথকভাবে আলোচনায় মিলিত হন। আলোচনাকালে ভারতের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী পুনঃনিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, উক্ত প্রকল্পের আওতায় কোন সেচ কম্পোনেন্ট নেই এবং ড্যামের ভাটিতে ফুলেরতল বা অন্য কোন স্থানে ব্যারাজ বা অন্য কোন পানি প্রত্যাহারমূলক অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে না। পরিদর্শন শেষে প্রতিনিধিদল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট এবং জাতীয় সংসদে এতদ্সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করে।

জানুয়ারি, ২০১০ মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুনরায় আশ্বাস প্রদান করেছেন যে, ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ প্রকল্পে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না যাতে বাংলাদেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

মার্চ, ২০১০ মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩৭তম বৈঠকে ভারতীয় পক্ষ পুনরায় উল্লেখ করে যে, প্রস্তাবিত টিপাইমুখ ড্যাম জলবিদ্যুৎ তৈরি ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পানি প্রত্যাহারের জন্য নয়। বরং শুকনো মৌসুমে এর মাধ্যমে বরাক/মেঘনা নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া ভারত পুনরায় আশ্বাস প্রদান করে যে, ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ প্রকল্পে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না যাতে বাংলাদেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

সেপ্টেম্বর, ২০১১ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরকালে পুনরায় আশ্বাস প্রদান করেছেন যে, ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ প্রকল্পে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না যাতে বাংলাদেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে।

সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে সফল আলোচনার ফলশ্রুতিতে, ভারতের পরিকল্পিত টিপাইমুখ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বিষয়ে গঠিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের অধীনস্থ সাবগ্রুপের আওতায় যৌথ সমীক্ষা পরিচালিত হচ্ছে। ভারত কর্তৃক সরবরাহকৃত সীমিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে অদ্যাবধি Mathematical Modelling ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে Impact Assessment এর বিষয়ে ২য় Interim Report প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া Mathematical Modelling এর Draft Final Report প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ভারত হতে প্রয়োজনীয় আরো অতিরিক্ত তথ্য উপাত্ত প্রাপ্ত হলে তা ব্যবহার করে Mathematical Model এর নির্ভরযোগ্য ফলাফল পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য, ভারত সাব গ্রুপের ৩য় বৈঠকে (জানুয়ারি, ২০১৫) টিপাইমুখ প্রকল্পের আঙ্গিক পরিবর্তন হবে মর্মে অবহিত করেছে এবং পরিবর্তিত তথ্য উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহ করবে মর্মেও জানিয়েছে।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরকালে উল্লেখ করেন যে, সংবিধিবদ্ধ প্রয়োজনে টিপাইমুখ প্রকল্পের কাজ বর্তমান আঙ্গিকে এখন এগিয়ে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না এবং এ বিষয়ে ভারত এককভাবে এমন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না যাতে বাংলাদেশে বিরূপ প্রভাব পরে মর্মে অবহিত করেছেন।

যৌথ সমীক্ষা সম্পন্ন করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত তথ্য উপাত্ত বা পরিবর্তিত তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করতে ভারতীয় পক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প

ভারত ৩৭টি নদীর ৩০টি সংযোগের মাধ্যমে আন্তঃবেসিন পানি স্থানান্তরের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলে জানা যায়। এ ৩০ টি সংযোগের মধ্যে ১৪ টি হিমালয়ান নদী ও ১৬ টি পেনিনসুলার নদীর সংযোগ অন্তর্ভূক্ত আছে।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের বৈঠক ও আলোচনায় ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের আওতায়

হিমালয় নির্ভর নদী হতে পানি স্থানান্তর করা হলে বাংলাদেশের বিরূপ প্রভাব পড়বে মর্মে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং ভারত যেন হিমালয় নির্ভর নদী হতে পানি স্থানান্তর না করে সেজন্য বাংলাদেশের পক্ষ হতে ভারতকে অনুরোধ জানানো হয়।

গত মার্চ, ২০১০ মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩৭তম বৈঠকে ভারতীয় পক্ষ পূর্বের ন্যায় অভিমত ব্যক্ত করে যে, ভারত একক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নদী আন্তঃসংযোগ প্রকল্পের আওতায় হিমালয় নির্ভর নদীর পানি প্রত্যাহার করবে না যা বাংলাদেশের জন্য ক্ষতির কারণ হয়।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরকালে পুনঃব্যক্ত করেন যে, তারা আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের আওতায় হিমালয় হতে উৎসরিত নদীর পানি স্থানান্তরের বিষয়ে কোন একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না যা বাংলাদেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার বিষয়ে সহযোগিতা

১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালের দুটি প্রলয়ংকরী বন্যার পর দু'দেশের শীর্ষ পর্যায়ের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ-নেপাল যৌথ স্টাডি টিম বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রণয়নপূর্বক নিজ নিজ সরকারের নিকট পেশ করে যা দু'দেশের সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। উক্ত রিপোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতে নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়। বিগত ডিসেম্বর, ২০০১ সনে অনুষ্ঠিত নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, নেপালী পক্ষ নেপালে অবস্থিত নদীসমূহের বন্যা সংক্রান্ত উপাত্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রে প্রেরণ করবে। এখানে উল্লেখ্য যে, নেপাল ২০০২ সালের বর্ষা মৌসুম হতে তাদের কোসি ও নারায়ণি নদীর পানির লেভেল ও বৃষ্টিপাত সংক্রান্ত উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহ করে আসছে।

উল্লেখ্য, দু'দেশের মধ্যে পানি সম্পদের আহরণ এবং বন্যা ও বন্যার ক্ষয়ক্ষতির প্রকোপ প্রশমনে যৌথ অনুসন্ধান, গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে উভয় দেশ কর্তৃক বিভিন্ন বিভাগসমূহ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ কারিগরি সমীক্ষা দল (JTST) গঠিত হয়েছে। উপরোক্ত সমীক্ষা পরিচালনার নিমিত্ত নেপালের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের বিষয়ে সহযোগিতা

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদ ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি সমঝোতা বিদ্যমান আছে। সমঝোতা অনুযায়ী উভয় পক্ষ পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত নীতিমালা এবং প্রবিধান, গবেষণা এবং উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সহায়তা করতে সম্মত হয় যার উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপঃ

- আন্তর্জাতিক পানি ফোরামে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সমন্বয় সাধন;
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি ঘটিত দুর্যোগ হ্রাস, নদী শাসন, পানি সম্পদের ব্যবহার এবং উন্নয়ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা;
- ইয়ালুং জাংবো/ব্রহ্মপুত্র নদের বন্যা সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত বিনিময়ের মাধ্যমে বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি;
- সমতা এবং ন্যায়ানুগতার ভিত্তিতে অত্র অঞ্চলের সীমান্ত নদীসমূহের পানি সম্পদের ব্যবহার এবং সংরক্ষণ করা।

উল্লিখিত সমঝোতার আলোকে বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র নদের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে চীন তার ভূ-খন্ডে অবস্থিত ইয়ালুং জাংবো/ব্রহ্মপুত্র নদের তিনটি স্টেশন যথা Nuxia, Nugesha ও Yangcun এর বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত জুন, ২০০৬ মাস থেকে বাংলাদেশকে সরবরাহ করছে।

আনুষ্ঠানিকভাবে বন্যার তথ্য-উপাত্ত প্রেরণের নিমিত্ত সেপ্টেম্বর, ২০০৮ মাসে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে ৫ বছর মেয়াদী একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সমঝোতা স্মারকটি জুন, ২০১৪ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দু'দেশের পানি সম্পদ সচিব/ভাইস মিনিস্টার পর্যায়ের বৈঠকে ৫ বছরের জন্য নবায়ন করা হয়। এ সমঝোতা স্মারকের আলোকে তথ্য উপাত্ত প্রেরণ সংক্রান্ত Implementation Plan গত মার্চ, ২০১৫ মাসে চীনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও চীনের সচিব/ভাইস-মিনিস্টার পর্যায়ের বৈঠকে স্বাক্ষরিত হয়েছে।

চীনের সাথে বিদ্যমান সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে পানি সম্পদ ক্ষেত্রে পারস্পারিক সহযোগিতার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। গত বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশে আগাম বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে বন্যা সংক্রান্ত তথা উপাত্ত বাংলাদেশকে চীন সরবরাহ করেছে।

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদ ক্ষেত্রে সহযোগিতার লক্ষ্যে এপ্রিল, ২০১৭ মাসে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রী পর্যায়ের সভায় দু'দেশের পানি সম্পদ ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধিকরণের নিমিত্ত বন্যা প্রতিরোধ, খরা মোকাবিলা ও প্রতিরোধ এবং ভূমি ক্ষয় প্রতিরোধ বিষয়ে দু'পক্ষ সম্মত হয়।

অববাহিকাভিত্তিক সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ ও ভারত হিমালয় হতে উৎপন্ন তিনটি আন্তর্জাতিক বৃহৎ নদী যথা-গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও বরাক/মেঘনার একই অববাহিকাভূক্ত দেশ। নদী তিনটির অন্যান্য অববাহিকাভূক্ত দেশ হচ্ছে- নেপাল, ভূটান ও চীন। এ অঞ্চলের কোটি কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা আবর্তিত হচ্ছে পানিকে ঘিরে। বর্ষা মৌসুমে পানির অতি আধিক্য ও শুকনো মৌসুমে পানির নিদারুণ দুষ্প্রাপ্যতা এতদাঞ্চলের পানি সম্পদ ক্ষেত্রের একটি রূঢ় বাস্তবতা। এতদাঞ্চলের পানি সম্পদ ক্ষেত্রে পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে অববাহিকাভিত্তিক সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর। বিষয়টি যথার্থতা উপলব্ধি করে গত সেপ্টেম্বর, ২০১১ সময়ে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশ ও ভারত সরকার একটি যুগান্তকারী Framework Agreement on Cooperation for Development স্বাক্ষর করেছে।

উক্ত Framework Agreement এর ২নং অনুচ্ছেদে বিধৃত আছে যে, অভিন্ন নদীর পানি বণ্টনের মাধ্যমে পারস্পরিক সুফল অর্জনের লক্ষ্যে উভয় দেশ অববাহিকাভিত্তিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সম্ভাবনা ক্ষতিয়ে দেখবে।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে প্রকাশিত যৌথ ঘোষণায় উভয় প্রধানমন্ত্রী Framework Agreement এর ২নং অনুচ্ছেদের আলোকে যৌথ অববাহিকা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অভিন্ন নদীর পানি বণ্টনসহ সার্বিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ইস্যুসমূহ নিয়ে আলোচনা করার অঙ্গীকার পুনঃব্যক্ত করেন। এ প্রেক্ষিতে অববাহিকাভিত্তিক সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর মধ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কার্যক্রমসমূহের লক্ষ্যমাত্রা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্যে অন্তর্ভূক্ত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন এর অধীনস্থ বিভিন্ন কমিটির ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals)

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা Sustainable Development Goals (SDG) বাস্তবায়নে আন্তঃসীমান্ত নদীর অববাহিকাভিত্তিক সমন্বিত পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

প্রশিক্ষণ

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি

ক্রমিক সংখ্যা	সময়কাল	কর্মসূচীর সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২০১৮-২০১৯	০২	০১

এছাড়া, কমিশনের কর্মকর্তাগণ গত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন স্থানীয় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করেছেন।

স্থানীয় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি

ক্রমিক সংখ্যা	সময়কাল	কর্মসূচীর সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২০১৮-২০১৯	১৪	১১

অন্যান্য কার্যক্রম

এতদাঞ্চলের পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নানাবিধ কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া, কমিশন International Commission on Irrigation & Drainage (ICID) - এর বাংলাদেশ জাতীয় কমিটির সচিবালয় এবং Inter-Islamic Network on Water Resources Development and Management (INWRDAM) ও Organisation of Islamic Cooperation (OIC) পানি সম্পর্কিত এর জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

গত ১৭ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ICID এর বাংলাদেশ জাতীয় কমিটি কর্তৃক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ব পানি দিবস ২০১৯ এর প্রতিপাদ্য অনুযায়ী সেমিনারের আলোচ্য বিষয় ছিল 'কোন লোক কে পেছনে ফেলে রাখা যাবেনা' ('Leaving no one behind') ।



পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ও বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিটি অব আইসিআইডি (BANCID) এর আয়োজনে এবং BWDB, IWM ও CEGIS এর সহযোগিতায় ১৭ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনার।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

বাজেটের প্রকৃতি	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ (সংশোধিত)	জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয়	মন্তব্য
অনুন্নয়ন বাজেট	৪১৪.৩০ লক্ষ টাকা	৩১৩.২১ লক্ষ টাকা	অবমুক্তকৃত অর্থের মধ্যে পরিকল্পনা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সভা অনুষ্ঠিত না হওয়ায় এবং বেতন ও ভাতাদিসহ অন্যান্য খরচ কম হওয়ায় অব্যয়িত ১০১.০৯ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা করা হয়েছে।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ দপ্তরের উত্তম চর্চাসমূহের তথ্যাদি

- ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে প্রায় ৫৫% নথি নিষ্পন্ন করা হচ্ছে।
- ১৯৯৬ সালে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি অনুযায়ী প্রতিবছর ভারতের ফারাক্কায় এবং বাংলাদেশের পাবনা জেলার হার্ডিঞ্জ সেতুর নিকট প্রাপ্ত ১০ দিনের গড় প্রবাহ (১ জানুয়ারি হতে ৩১ মে সময়কালের) সম্বলিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রতি ১০ দিন অন্তর যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।
- অত্র কমিশনের লাইব্রেরীকে Interactive Library Information System with Local Area Networking এর মাধ্যমে ডিজিটাল লাইব্রেরীতে রূপান্তর করা হয়েছে। এর ফলে মূল্যবান, অতিপুরনো ডকুমেন্ট/রিপোর্টসমূহ স্ক্যান কপি করার মাধ্যমে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের পাশাপাশি লাইব্রেরীতে রাখা বিভিন্ন বই, রিপোর্ট, জার্নাল ইত্যাদির দ্রুত অনুসন্ধান করাও সম্ভব হচ্ছে।
- Electronic Attendance System ব্যবহার করা হচ্ছে।
- দপ্তরের ওয়েবসাইট সবসময় হালনাগাদ রাখা হচ্ছে।

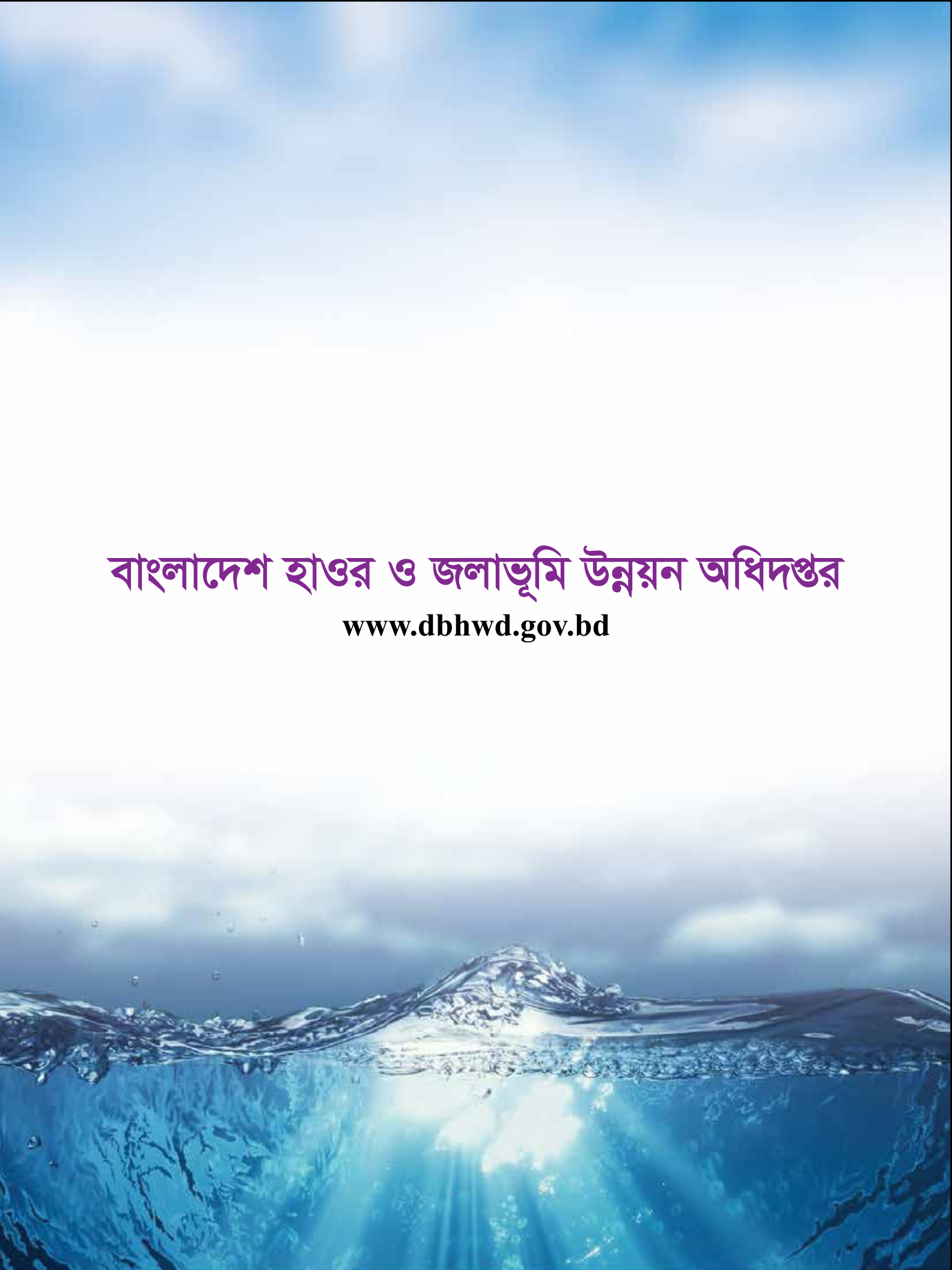

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

www.dbhwd.gov.bd

ষষ্ঠ অধ্যায়: বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর

ভূমিকা

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাংশে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট নিম্নভূমি নিয়ে হাওরাঞ্চল গঠিত। বর্ষাকালে ঢলের পানি জমে সহজেই এ নিম্নভূমি পাবিত হয়ে বন্যার রূপ নেয়। তাই প্রতিকূল অবস্থার কারণে হাওর জেলাগুলো উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে পিছিয়ে আছে। উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে দেশের সকল অঞ্চলের সুষম উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পিছিয়ে পড়া এ অঞ্চলের উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে "বাংলাদেশ হাওর উন্নয়ন বোর্ড" গঠনের নির্দেশ দেন। তৎকালীন সরকার ১৯৭৭ সালে এ বোর্ড গঠন করলেও ১৯৮২ সালে তা বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অভিপ্রায় অনুযায়ী ১১ সেপ্টেম্বর ২০০০ সালে একটি রিজুলিউশনের মাধ্যমে "বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড" গঠন করা হয়। ১৭ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখ মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ বোর্ডকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ২৪ জুলাই, ২০১৬ তারিখে "বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর" প্রতিষ্ঠার প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। যা ২৫ আগষ্ট ২০১৬ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।

অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরে প্রধান কার্যালয়ের জন্য ৭৩ এবং আঞ্চলিক কার্যালয়ের জন্য ৪৫ সর্বমোট ১১৮টি পদ সৃজন ও অনুমোদন করা হয়েছে। বর্তমানে এ অধিদপ্তরের নিয়োগ বিধিমালা (কর্মকর্তা/কর্মচারী) ২০১৯ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতামতের জন্য কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে একজন অতিরিক্ত সচিব কর্মরত আছেন। তাছাড়া দুইজন যুগ্ম সচিব পরিচালক হিসেবে এবং দুইজন উপ-পরিচালক প্রেষণে কর্মরত আছেন। তাছাড়া তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ২৯ জন কর্মচারী অস্থায়ী ভাবে অধিদপ্তরে কর্মরত রয়েছেন।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর এর অনুমোদিত জনবল, বর্তমান অবস্থা, শূন্য পদের বিবরণ:

ক্রমিক নং	পদের নাম	গ্রেড	পদের সংখ্যা	বর্তমান অবস্থা		মন্তব্য
				পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ	
১	মহাপরিচালক	-	০১	০১ (প্রেষণে নিয়োজিত)	-	নিয়োগ বিধিমালা (কর্মকর্তা/কর্মচারী) ২০১৯ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতামতের জন্য কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে
২	পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	৪	০১	০১ (প্রেষণে নিয়োজিত)	-	
	পরিচালক (কৃষি, পানি ও পরিবেশ)	৫	০১	০১ (প্রেষণে নিয়োজিত)	-	
	পরিচালক (পরিকল্পনা ও আইসিটি)	৫	০১	-	০১	
৩	নির্বাহী প্রকৌশলী (প্রকৌশল বিভাগ)	৫	০১	-	০১	
৪	উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	৬	০১	০১ (প্রেষণে নিয়োজিত)	-	
	উপ-পরিচালক (কৃষি, পানি ও পরিবেশ)	৬	০১	০১ (প্রেষণে নিয়োজিত)	-	
	উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও আইসিটি)	৬	০১	-	০১	
	উপ-পরিচালক (সুনামগঞ্জ)	৬	০১	-	০১	
	উপ-পরিচালক (কিশোরগঞ্জ)	৬	০১	-	০১	
	উপ-পরিচালক (নেত্রকোনা)	৬	০১	-	০১	
৫	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী	৬	০১	-	০১	
৬	প্রোগ্রামার	৯	০১	-	০১	
৭	সহকারী প্রোগ্রামার	৯	০১	-	০১	
৮	সহকারী পরিচালক	৯	০৭	-	০৭	
৯	সহকারী মেন্টেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	৯	০১	-	০১	
১০	সহকারী প্রকৌশলী	৯	০২	-	০২	
১১	সহকারী গ্রন্থাগারিক	১০	০১	-	০১	
১২	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	৯	০১	-	০১	
১৩	হাইড্রো মরফোলজিস্ট	৯	০১	-	০১	

ক্রমিক নং	পদের নাম	গ্রেড	পদের সংখ্যা	বর্তমান অবস্থা		মন্তব্য
				পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ	
১৪	হাইড্রোলজিস্ট	৯	০১	-	০১	
১৫	উপ-সহকারী পরিচালক (কৃষি/মৎস্য)	১০	০২	-	০২	
১৬	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	১০	০৩	-	০৩	
১৭	মাঠ কর্মকর্তা	১০	০৪	-	০৪	
১৮	ডাটা কালেক্টর	১৪	০২	-	০২	
১৯	সার্ভেয়ার	১৬	০৪	-	০৪	
২০	হিসাবরক্ষক	১৪	০১	-	০১	
২১	ড্রাফটসম্যান	১৩	০১	-	০১	
২২	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৬	০৯	০৩টি পদ অস্থায়ীভাবে পূরণকৃত	০৬	
২৩	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১৬	০৩	০৩টি পদ অস্থায়ীভাবে পূরণকৃত	-	
২৪	ব্যক্তিগত সহকারী	১৬	০৪	০৩টি পদ অস্থায়ীভাবে পূরণকৃত	০১	
২৫	হিসাব সহকারী	১৬	০৩	০২টি পদ অস্থায়ীভাবে পূরণকৃত	০১	
২৬	স্টোর কিপার	১৬	০১	-	০১	
২৭	গাড়ী চালক	১৯	০৬	০৪টি পদ অস্থায়ীভাবে পূরণকৃত	০২	
২৮	স্পীড বোট চালক	২০	০৩	-	০৩	
২৯	ইঞ্জিন বোট চালক	২০	০৩	-	০৩	
৩০	ইলেক্ট্রিশিয়ান	২০	০১	-	০১	
৩১	মেকানিক	১১	০১	-	০১	
৩২	বার্তাবাহক	২০	০৪	০৩টি পদ অস্থায়ীভাবে পূরণকৃত	০১	
৩৩	অফিস সহায়ক	২০	২৫	০৯টি পদ অস্থায়ীভাবে পূরণকৃত	১৬	
৩৪	নিরাপত্তা প্রহরী	২০	০৫	০২টি পদ অস্থায়ীভাবে পূরণকৃত	০৩	
৩৫	পরিচ্ছন্নকর্মী	২০	০৫	-	০৫	
মোট			১১৮	৩৪	৮৪	

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

অর্থবছর	বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)		অর্থ বছরের জুন পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	
	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন	অনুন্নয়ন	উন্নয়ন
২০১৮-২০১৯	৪০০.০০	১৯৫১.০০	২২৮.৩৪	১৫৩২.৬৬

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের সদ্য সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প ঃ

২০১৬, ২০১৭-২০১৮ এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থ বৎসরে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরে নিম্নবর্ণিত ৪টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে ঃ-

১। Classification of Wetlands of Bangladesh শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৬৪ জেলায় অবস্থিত সকল জলাভূমির শ্রেণীবিন্যাস, জলাভূমির মাটির প্রকৃতি সনাক্তকরণ, জলজ Fauna ও Flora চিহ্নিত করে তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। জুলাই ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৬ মেয়াদে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে এবং চুড়ান্ত প্রতিবেদন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

২। Model Validation on Hydro-Morphological Process of the River System in the Subsiding Sylhet Haor Basin শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের নদীর গতি প্রকৃতির একটি Conceptual মডেল যাচাই করা হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৭। প্রকল্পটির চুড়ান্ত প্রতিবেদন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

৩। Impact Assessment of Structural Intervention in Haor Ecosystem and Innovation for Solution. এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের হাওর অঞ্চলে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক যে সব অবকাঠামো তৈয়ার করা হয়েছে, পরিবেশের ওপর তাদের প্রভাব নিরূপণ করা হয়েছে এবং সম্ভাব্য সমাধানের সুপারিশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জানুয়ারী, ২০১৬-ডিসেম্বর, ২০১৭। প্রকল্পটির চূড়ান্ত প্রতিবেদন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

৪। Study for Investigation of Groundwater and Surface Water Irrigation in Habiganj, Maulavibazar, Sylhet, Sunamganj, Netrokona and Kishorganj District এ ০৬টি জেলার হাওর এলাকার ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির বর্তমান অবস্থা নিরূপণ এবং গাণিতিক মডেল প্রস্তুত করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিকৃত এলাকায় প্রাকৃতিক পানির যুক্তিযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হবে। প্রস্তাবিত কর্মসূচীর বাস্তবায়নকাল ডিসেম্বর, ২০১৫-জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ।

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের চলমান উন্নয়ন প্রকল্প ঃ

সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের অধীনে দেশের হাওর ও জলাভূমি অঞ্চলে নিম্নবর্ণিত দুইটি সমীক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে ঃ-

১। Study of Interaction Between Haor and River Ecosystem Including Development of Wetland Inventory and Wetland Management Framework এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সকল জলাভূমির একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত এবং জলাভূমি ব্যবস্থাপনার রূপরেখা তৈরী করা হচ্ছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০১৫-জুন, ২০২০ পর্যন্ত। অগ্রগতি ৮৫%।

২। ৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্পের আওতায় ‘‘Comprehensive indepth study for sustainable Restoration and Protection of Wetlands (Haor, baor, beel and connected rivers etc.) and Development of a Dynamic Tool to Assess Temporal Variations of Wetlands in Different Hydrological Regions of Bangladesh’’ শিরোনামে কার্যক্রমের মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি/মাছ চাষ করার উদ্দেশ্যে দেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয় হতে উৎপত্তিকৃত নদী সনাক্তকরণ, নদী সংরক্ষণ ও পূনরুদ্ধারকরণ, জলাশয়ের পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, জলজ পরিবেশ ও প্রতিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও আনুষাঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করা এবং জলাশয় সংরক্ষণ ও এর সঠিক ব্যবহার পদ্ধতির ওপর সুপারিশমালা তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

হাওর মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা এ ৭টি জেলার ২.০ কোটি জনগণের উন্নয়ন চাহিদার ভিত্তিতে প্রণীত হাওর মহাপরিকল্পনায় ১৭টি সেক্টরে ১৫৪টি উন্নয়ন প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকারের ১৬টি মন্ত্রণালয়ের ৩৮টি সরকারি এজেন্সী/বিভাগ উক্ত মহাপরিকল্পনায় বর্ণিত প্রকল্পগুলো স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করছে। উক্ত মহাপরিকল্পনার আলোকে ইতোমধ্যে ৪০টি সংস্থা ১১০টিরও অধিক প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করেছে।

উন্নয়ন ক্ষেত্র/সেক্টরভিত্তিক হাওর মহাপরিকল্পনা (২০১২-২০৩২) বাস্তবায়ন অগ্রগতি

উন্নয়ন ক্ষেত্র, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প শিরোনাম, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি
উন্নয়ন ক্ষেত্র ১: পানি সম্পদ, মোট প্রকল্পসংখ্যা : ১৬ **১। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড**		
প্রকল্পের নাম: হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প, (JICA অর্থায়নে, বাপাউবো অংশ), বাস্তবায়নকাল : ২০১৪-২০২২, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৯৯৩৩৭ লক্ষ টাকা ।	কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলার ২৯ টি হাওরে (১৫ টি পুনর্বাসন হাওর ও ১৪ টি নুতন হাওর) বন্যা ব্যবস্থাপনা ও কৃষিসহ বিভিন্নভাবে আয় বর্ধক কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নয়ন এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।	ভৌত অগ্রগতি: ৩২%
প্রকল্পের নাম: কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, বাস্তবায়নকাল: ২০১৪-জুন ২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৭৪২৪৭৩ লক্ষ টাকা।	নদী ড্রেজিং এর মাধ্যমে পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ	ভৌত অগ্রগতি: ১৬.৭৫% আর্থিক : ৪৯৯২.৫০ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের নাম: হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল:২০১১-২০১৯, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫৮৭২৯ লক্ষ টাকা	সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলার ২৯টি উপজেলায় ৫২ টি হাওরে আগাম বন্যা নিয়ন্ত্রণে বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত করার ফলে ২,৮৯,৯১১ হে. জমির বোরো ফসল আগাম বন্যার কবল হতে রক্ষা পাবে। ৫২ টি হাওরের ডুবন্ত বেড়ীবাঁধ পুনঃনির্মাণের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হচ্ছে।	ভৌত ৭১.৫০% আর্থিক : ৩৫৫৬৮.৮৬ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের নাম: পানিবিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ। বাস্তবায়নকাল: ২০১৬-২০২১, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৪০৬৫ লক্ষ টাকা।	ক) হাইড্রোলজিক্যাল মনিটরিং নেটওয়ার্ক আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ খ) বিভিন্ন আধুনিক হাইড্রোলজিক্যাল যন্ত্রপাতি ক্রয় গ) সমগ্র দেশের বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থার উন্নয়নসহ নদীবাহিত বন্যা, আকস্মিক বন্যা, বৃষ্টিপাত জনিত বন্যা এবং সাইক্লোন ও জলোচ্ছাস এর বিষয়ে আগাম সতর্কতা প্রদান ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘ) পানি সম্পর্কিত অন্যান্য দুর্যোগের পূর্বাভাস/আগাম সতর্কতা প্রদান ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং ঘ)হাইড্রোলজিক্যাল যন্ত্রপাতির ব্যবহার, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	ভৌত অগ্রগতি: ৭% আর্থিক ১৪২৭.৩৫ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের নাম: নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলাধীন হাইজদাবাদের ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহ শক্তিশালীকরণ। বাস্তবায়নকাল: ২০১৭-২০১৯, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৬৯৯ লক্ষ টাকা।	বন্যা প্রতিরোধের মাধ্যমে মোহনগঞ্জ জেলার ফসল রক্ষা	
প্রকল্পের নাম: ৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়), বাস্তবায়নকাল: ২০১৮-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয় : ২২০০০০০ লক্ষ টাকা	দেশের ৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখননের মাধ্যমে দেশের জলাধার সংরক্ষণ এবং পরিবেশের বিরূপ প্রভাব নিরসন।	-

উন্নয়ন ক্ষেত্র, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প শিরোনাম, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি
২। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম: কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প, বাস্তবায়নকাল : ২০১৬-২০২১, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৪০৬৫ লক্ষ টাকা	মূল উদ্দেশ্য হলো: আবহাওয়া এবং নদ নদীর সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কিত উন্নতমানের এবং যুগপোয়োগী তথ্যাদি কৃষকগণের নিকট পৌছানো এবং এ সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের উন্নত উৎস ব্যবহার বিষয়ে ডিএইর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	প্রশিক্ষণ-১৪৪১ ব্যাচ, জাতীয় কর্মশালা ৫টি, আঞ্চলিক কর্মশালা ৭০টি, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও এক্সপোজার ভিজিট ১১০জন। আর্থিক অগ্রগতি: ২৮২১ লক্ষ টাকা
৩। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম: বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডকে মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত অধিদপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করণ	নূতন জনবল নিয়োগের জন্য নিয়োগ বিধি-২০১৮ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের প্রক্রিয়াকরণ	ভৌত অগ্রগতি: ৬০% (প্রায়)
প্রকল্পের নাম : Study for Investigation of Groundwater and Surface water Irrigation in Habiganj, Maulvibazar, Sylhet, Sunamganj, Netrokona and Kishorganj Districts. বাস্তবায়নকাল: ডিসেম্বর ২০১৫- জুন, ২০১৯ প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৪৮১.৯০ লক্ষ টাকা	এ ০৬টি জেলার হাওর এলাকার ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির বর্তমান অবস্থা নিরূপণ এবং গাণিতিক মডেল প্রস্তুতকরণ। এ প্রকল্পের ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশকৃত এলাকায় প্রাকৃতিক পানির যুক্তিযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হবে।	ভৌত অগ্রগতি: ১০০% আর্থিক : ১০০ %
প্রকল্পের নাম : Study of Interaction between Haor and River Ecosystem including Development of Wetland Inventory and Sustainable Wetland Management Framework. বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৫- জুন ২০২০ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫৪৪০.৭০ লক্ষ টাকা	দেশের সকল জলাভূমির একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত এবং জলাভূমির ব্যবস্থাপনার রূপরেখা তৈরী করা হবে।	ভৌত ও আর্থিক ৭১%।
প্রকল্পের নাম: Comprehensive Feasibility study for sustainable Restoration and protection of wetlands in different hydrological regions of Bangladesh শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল: ২০১৮-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৯৯৮ লক্ষ টাকা	এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের নির্দিষ্ট ৮১ টি জলাভূমির খনন ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে সম্ভাব্যতা যাচাই করা।	আর এফপি তৈয়ার/জারি করা হয়েছে
৪। যৌথ নদী কমিশন		
প্রকল্পের নাম : Joint Study on Indian Proposed Tipaimukh Hydro-electric (multipurpose) Project বাস্তবায়নকাল : ২০১২-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৮৫ লক্ষ টাকা	ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী সমীক্ষা কার্যক্রম।	ভারত-বাংলাদেশ যৌথ Study Group এর ৩টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৫। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন		
প্রকল্পের নাম : Detailed Study on 48 Rivers for building Database and Conservation of Rivers from Population Illegal Occupation and other abused of rivers (1st Phase) Project বাস্তবায়নকাল : ২০১৭-২০২১ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩০২৮ লক্ষ টাকা	৪৮ টি নদীর তথ্য সংগ্রহ ও ডাটাবেস তৈরী, অবৈধ দখল থেকে নদী রক্ষা।	অগ্রগতির প্রতিবেদন চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে

উন্নয়ন ক্ষেত্র, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প শিরোনাম, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি
৬। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম : Haor Infrastructure & Livelihood Improvement Project (HILIP),	ঢেউয়ের কবল থেকে গ্রাম রক্ষা, Component of HILIP project	ভৌত -৭৬% আর্থিক -৭১.৩৬%
প্রকল্পের নাম : Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project, (JICA Funded. LGED Part), বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৪- জুন ২০২২ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৮৫৮২৬ লক্ষ টাকা (জিওবি ৩২১৭৬ লক্ষ টাকা+ প্রকল্প সাহায্য ৫৩৬৪৯ লক্ষ টাকা)	উদ্দেশ্য : বন্যার কবল হতে ফসলের ক্ষতি হ্রাস, যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি এবং মৎস্য সম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের জনগণের জীবনমান উন্নয়ন। কার্যক্রম: ১২০ কি:মি. উপজেলা সড়ক, ৯৮ কি:মি. ইউনিয়ন সড়ক, ১৯৮কি:মি. গ্রামীণ সড়ক, ৮৮৭ মি. ব্রীজ, ৮৯০ মি. কালভার্ট নির্মাণ, ২০০ কি:মি. অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, ২০০ কি:মি. নির্মাণকালীন গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, ২২টি হাট নির্মাণ, ও ২৪টি ল্যান্ডিং ঘাট নির্মাণ করা হবে। এছাড়াও মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন এর আওতায় ১৫০ টি বিলের উন্নয়ন কাজ (অভয়াশ্রম ও জলজ উদ্ভিদ রক্ষা) এবং ২১০ কি:মি. বিল সংযোগ খাল খনন করা হবে।	ভৌত ৪৬.০%, উপজেলা সড়ক-৫৫ কি.মি. ইউনিয়ন সড়ক-৭২ কি.মি. গ্রাম সড়ক-৭৫.২০ কি.মি. অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ-৭৪ কি.মি. খাল পুনঃখনন-৪০ কি.মি. বিল খনন-২২টি হাট-৭টি ও ল্যান্ডিং ঘাট-৭টি। আর্থিক ৪০.১৪%
৭। আবহাওয়া অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম: আবহাওয়ার তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কবাণী পদ্ধতি জোরদারকরণ (কম্পোনেন্ট এ), বাস্তবায়ন কাল : ২০১৭-২০২১, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫২০১৫ লক্ষ টাকা	আগাম বন্যা প্রতিরোধে অগ্রিম সতর্কবাণী পদ্ধতি উদ্ভাবন	অগ্রগতির প্রতিবেদন চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে
উন্নয়ন ক্ষেত্র ২: কৃষি, মোট প্রকল্প সংখ্যা ১৮ **৮। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর**		
প্রকল্পের নাম: খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৩ - জুন, ২০১৮ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৩৯৪৩.৯৬ লক্ষ টাকা	ক) কৃষিকাজে প্রাণিশক্তি ও শ্রমিকের মারাত্মক সংকটের কারণে কৃষক পর্যায়ে খামার যন্ত্রপাতি সরবরাহের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নয়ন টেকসই করা। খামার পর্যায়ে লাগসই কৃষি যন্ত্রপাতি সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন খরচ হ্রাস, শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি ও শস্য অপচয় কমিয়ে আনা। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার সক্ষমতা বৃদ্ধি	৭০% উন্নয়ন সহায়তা (ভর্তুকি) জুলাই ২০১৩ থেকে ৩০ এপ্রিল/২০১৯ পর্যন্ত হাওর এলাকায় উন্নয়ন সহায়তায় যন্ত্রপাতি বিতরণ: ক) পাওয়ার টিলার ১৫০৮টি রাইস ট্রান্সপ্লান্টার ৩৫টি পাওয়ার থ্রেসার ১৭৫৯টি কম্বাইন্ড হারভেস্টার ৫৩৩টি, রিপার ১৬৪৫টি সিডার ৮৬টি ফুট পাম্প ১৫টি। খ) প্রর্দশনী ও মাঠ দিবস। আর্থিক: ৩১৬২৫ লক্ষ টাকা

উন্নয়ন ক্ষেত্র, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প শিরোনাম, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি
প্রকল্পের নাম: সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্ট, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচী, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৫৭৯৯.১৩ বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৩- ডিসেম্বর ২০১৮। নতুন phase এর জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।	প্রধান উদ্দেশ্য: কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষি পরিবারের পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। বিশেষ উদ্দেশ্য: ১) কৃষক মাঠ স্কুলে কৃষকদের প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা কৌশল বিষয়ে হাতে-কলমে শেখানো। ২) কৃষক সংগঠন তৈরি এবং সেবা প্রদানকারী সংস্থা, ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী সংস্থা ও বাজার নিয়ন্ত্রকগণের সাথে সংযোগ স্থাপন। ৩। কৃষক নির্ভর সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ের সংলাপকে জোরদার করা ।	ভৌত: কৃষক মাঠ স্কুল স্থাপন -১৭১০০ টি, কৃষক সংগঠন তৈরী ৮৫৩টি, কৃষক/ কৃষক সংগঠনের নেতা প্রশিক্ষণ: ১৪৭ জন, কৃষক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ -৮৮৪৮৫৫ জন, ওরিয়েন্টেশন ৬৯টি আর্থিক: ৩৪৩৪২ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের নাম: সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরন প্রকল্প প্রাক্কলিত ব্যয়: ৭৩০০.০০ (লক্ষ টাকা) বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৪- জুন ২০২০।	উদ্দেশ্য: ১) কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা ও শস্যের নিবিড়তা ১৫-২০% বৃদ্ধি করা। ২) কৃষি যান্ত্রিককরণের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন, কৃষক গ্রুপ গঠন ও গ্রুপের কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং বিদ্যমান শস্য বিন্যাসের মধ্যে উচ্চমূল্যের ফসল ও স্বল্প পানি চাহিদার মাধ্যমে বহুমূখী শস্য আবাদ এলাকা বৃদ্ধি করা। ৩) বসতবাড়ী ও বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ফল, সবজি বাগান স্থাপন, মহিলা, ছাত্র ছাত্রী এবং জনসাধারণের মধ্যে পুষ্টি সচেতনা বৃদ্ধি করা । ৪) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে চর, হাওর ও দারিদ্র প্রবণ এলাকায় খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ।	ভৌত: প্রদর্শনী- ২৬০৫টি, কৃষক-কৃষাণী, এসএএও প্রশিক্ষণ ৩০২ ব্যাচ, কৃষক গ্রুপ গঠন ১১৮টি, কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ৬ ব্যাচ, কৃষি মেলা ৫টি, পাওয়ার টিলার বিতরণ ১১৮টি, হ্যান্ড স্প্রেয়ার বিতরণ ৭০৮টি, ফুট পাম্প ১১৮টি, এলএলপি বিতরণ ১৬৮টি, পাওয়ার স্প্রেয়ার ২৬টি, পাওয়ার থ্রেসার ১১৮টি। আর্থিক: ৫৮২ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের নাম: হাওর এলাকায় পাট চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৭০০.০০(লক্ষ টাকা) বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৭- জুন ২০২০	১) হাওর এলাকায় পাটের আবাদ ৫% বৃদ্ধি। ২) উচ্চ ফলনশীল ও খাটো জাতের পাট চাষে উন্নত প্রযুক্তির বিস্তার। ৩) প্রকল্প এলাকায় পাট চাষে দক্ষ জনবল সৃষ্টি।	ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন।
প্রকল্পের নাম: বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৯৫০০.৬২ লক্ষ টাকা, বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০১৫- জুন ২০২১।	১) দেশের তিনটি পাহাড়ী জেলাসহ উপকূলীয় ও অন্যান্য অঞ্চলের অব্যবহৃত জমি ও বসতবাড়ীর পাশের জমিকে আধুনিক চাষাবাদের আওতায় এনে উদ্যান ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ সমতল ভূমিতে অন্যান্য মাঠ ফসলের উৎপাদনের সুযোগ অক্ষুণ্ন রাখা। ২) দেশীয় ও রপ্তানীযোগ্য ফসলে ক্লাস্টার/ ক্লাবভিত্তিক উৎপাদন। বিদ্যমান হর্টিকালচার সেন্টারসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন এবং নতুন হর্টিকালচার স্থাপনের মাধ্যমে মানসম্পন্ন চারা কলম উৎপাদন বৃদ্ধি। ৩) উদ্যান ফসলের প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ৪) নারীর ক্ষমতায়ন, আয় বৃদ্ধি এবং উদ্যান বিষয়ে কাজের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন।	প্রদর্শনী ৮৩১৫০টি, প্রশিক্ষণ ৯৬২৪ ব্যাচ, শিক্ষা সফর ৯৮ ব্যাচ, ভূমি ও অবকাঠামো উন্নয়ন, ইত্যাদি। আর্থিক: ১৯৮৩৬ লক্ষ টাকা

উন্নয়ন ক্ষেত্র, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প শিরোনাম, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি
প্রকল্পের নাম : সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নকাল: মার্চ- ২০১৫-জুন ২০১৯ প্রকল্প ব্যয়: ৭৪৮৫.০০ লক্ষ টাকা।	১) টেকসই কৃষি প্রযুক্তি অভিযোজনের মাধ্যমে অনাবাদী কৃষি জমি কাজে লাগিয়ে শস্যের নিবিড়তা ও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন। ২) দক্ষ ব্যবস্থাপনা কৌশল সম্প্রসারণের মাধ্যমে সবজি ও উদ্যান ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি। ৩) উন্নত জাত, মান সম্পন্ন বীজ, বালাই ব্যবস্থাপনা ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি।	ভৌত: কৃষক প্রশিক্ষণ ২৪৫০ ব্যাচ, সুফলভোগী কৃষক প্রশিক্ষণ ২০০০ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ ৪০ ব্যাচ প্রদর্শনী স্থাপন ১৩৭৭৬টি। মাঠ দিবস ৫০০ টি। উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ১৭০টি, কৃষি মেলা ১০০টি, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ৪ ব্যাচ, এ ক্সপোজার ভিজিট ৬ ব্যাচ, কর্মশালা ২৫টি। আর্থিক: ৫০২৬ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের নাম: ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প (সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অংশ), বাস্তবায়নকাল: ২০১৭- ২০২২ প্রকল্প ব্যয়: ২৬৪৫ লক্ষ টাকা	বর্ষাকালে ছোট নদীর কিনারে, জলাশয় ও জলাবদ্ধ এলাকায় কচুরিপানা, আগাছা ইত্যাদি দ্বারা তৈরীকৃত ভাসমান বেডে বীজতলা, শাকসব্জী চাষাবাদ সম্প্রসারণ করা।	কৃষক প্রশিক্ষণ ৭০ ব্যাচ, সুফলভোগী কৃষক প্রশিক্ষণ ১৬৩ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ ৬ ব্যাচ, প্রদর্শনী স্থাপন ২৪৭৩টি। আর্থিক: ৫৯৭.১৮ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের নাম: সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প	সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাঠ ফসল ও গুদামে খাদ্য শস্য রক্ষা করা বিষয়ে প্রশিক্ষিত জনবল তৈরী করা।	ভৌত অগ্রগতি : ৮৫%, আর্থিক: ৮৮%
প্রকল্পের নাম: চাষি পর্যায়ে উন্নত মানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি কল্পে স্থানীয় পর্যায়ে উন্নত মানের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী খামার স্থাপন।	ভৌত অগ্রগতি: ১০০%, আর্থিক ১০০%
প্রকল্পের নাম: খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প। জুলাই ২০১৩-জুন ২০২০।	উন্নত পদ্ধিতে পানি ব্যস্থপনার মাধ্যমে কৃষিতে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি, সেচ এলাকা বৃদ্ধি ও খরচ কমানো, ইত্যাদি।	আর্থিক অগ্রগতি: ৬০৬.৮৫ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের নাম: Citrus Development Project	মাল্টা, কমলা, বাতাবী লেবু ও অন্যান্য জাতীয় ফল উৎপাদনের জন্য কৃষক উদ্বুদ্ধকরণ, আবাদ বৃদ্ধি করা আমদানি কমানো এবং ভিটামিন সি এর চাহিদা পূরণ ইত্যাদি।	ভৌত অগ্রগতি: ১০০%, আর্থিক ১০০%
৯। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বি.এ.আর.আই)		
প্রকল্পের নাম: ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প (গবেষণা অংশ), বাস্তবায়নকাল: ২০১৭- ২০২২, প্রকল্প ব্যয়: ৩৬৫১ লক্ষ টাকা	গবেষণার মাধ্যমে ভাসমান বেডে বীজতলা, শাকসব্জী চাষাবাদের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা।	ভৌত ১০%, আর্থিক ১৫%

উন্নয়ন ক্ষেত্র, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প শিরোনাম, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি
১০। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন		
প্রকল্পের নাম: সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল:২০১৪-২০১৯, প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৫৬৯৩ (লক্ষ টাকা)।	সেচ অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ/ভূ-উপরিস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার করে অতিরিক্ত ১৪,৩৭৫ হে. জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণপূর্বক প্রতি বছর প্রায় ৮৬,২৫১ মে. টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদন এবং সেচযন্ত্রের ২০০ জন মালিক/ ম্যানেজার/চালক ফিল্ডম্যান ও ৪০০ জন কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক দক্ষ জনশক্তি তৈরীর মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র দূরীকরণ।	ভৌত অগ্রগতি: ৯২% আর্থিক ১৪৪৯৮.২৩ লক্ষ টাকা
প্রকল্পের নাম: কিশোরগঞ্জ জেলা ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারী ২০১৯- জুন ২০২৪, প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৯২৮৬ লক্ষ টাকা।	ক) খাল খনন/পুন:খনন, ফসল রক্ষা বাধ নির্মাণ এবং সেচযন্ত্র ক্ষেত্রায়নের মাধমে ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে ১৬৬২৫ হে. জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান ও আগাম বন্যা হতে ফসল রক্ষা এবং ৪৯৮৭৫ মে.টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য ও শাকসবজি উৎপাদন করা। খ) আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ করে সেচের পানির সাশ্রয়ী ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি। গ) যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করে কমদক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে বিদ্যমান আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ও বৈষম্য দূরীকরণ এবং দারিদ্র বিমোচন করা।	ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য প্রক্রিয়াধীন।
প্রকল্পের নাম: ডাবল লিফটিং এর মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সম্প্রসারণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প বাস্তবায়নকাল: ২০১৫- ২০২০ প্রকল্প ব্যয়: ১৩৫৩৭.২৪ (লক্ষ টাকা)। প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৩৫৩৭ লক্ষ টাকা।	৩১০০ মিটার ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা (২৫ কিউসেক ১০টি, ১২.৩ কিউসেক ১০টি, ১০টি, ১০ কিউসেক ১০টি এবং ৫০ কিউসেক ৫টি ফ্লোটিং পাম্প) তৈরীকরণ: ৩০টি হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ, ১৩৩টি বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	ভৌত অগ্রগতি: ৮৭% আর্থিক: ১০৪৯১ লক্ষ টাকা
১১। কৃষি বিপনন অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম: ইমপ্রুভমেন্ট অব স্টোরেজ ফ্যাসিলিটিজ এন্ড এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সিস্টেম ইন হাওর এরিয়া	কৃষকের উৎপদিত শস্য/ফসল পচন থেকে রক্ষা করা, বিক্রয়ের জন্য সংরক্ষণ করা।	ডিপিপি সংস্থা পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন।
উন্নয়ন ক্ষেত্র ৩ : পরিবহন, মোট প্রকল্প সংখ্যা : ১৮		
১২। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম : উজানচর-বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম সড়ক উন্নয়ন (বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম অংশ) প্রকল্প। বাস্তবায়নকাল:২০১১-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৮১৭৩.২৫ লক্ষ টাকা।	এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে অষ্টগ্রাম উপজেলার সাথে কিশোরগঞ্জ জেলার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। সড়কের দৈর্ঘ্য: ২১ কি:মি: ।	ভৌত অগ্রগতি: ৯২.২৫% আর্থিক ৯০.৫৬%
প্রকল্পের নাম: বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)	আজমিরীগঞ্জ উপজেলাকে হবিগঞ্জ জেলার সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে ঢাকা ও সিলেটসহ দেশের অন্যান্য জেলার সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা।	অগ্রগতির প্রতিবেদন চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে

উন্নয়ন ক্ষেত্র, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প শিরোনাম, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি
প্রকল্পের নাম : কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট-মিঠামইন সড়ক (চামড়াঘাট - মিঠামইন অংশ) সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, বাস্তবায়নকাল: ২০১১-২০১৯, প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৩২৫২.৫৭ লক্ষ টাকা। মোট ১৭ কি:মি: রাস্তা।	এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মিঠামইন উপজেলার সাথে কিশোরগঞ্জ জেলার সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। প্রকল্প সংশোধন করে ব্রীজ বাড়ানো হয়েছে। জুন/২০১৯ এ মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে।	ভৌত অগ্রগতি: ৮৮.২০% আর্থিক ৮৬.৭৮%
প্রকল্পের নাম: নেত্রকোণা-বিশিউড়া-ঈশ্বরগঞ্জ সড়ক (জেড-৩৭১০) উন্নয়ন। বাস্তবায়নকাল: ২০১৭-২০১৯, প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৬১১৯ লক্ষ টাকা।	নেত্রকোণা জেলাসদরের সাথে আন্তঃউপজেলা সংযোগ সড়ক নির্মাণ।	ভৌত অগ্রগতি: ৫২.৫০% আর্থিক ৪৭.৮৫%
প্রকল্পের নাম : ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম সড়ক নির্মাণ প্রকল্প, বাস্তবায়নকাল: ২০১৫-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৩৮৩৪.৭৪ লক্ষ টাকা।	ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম উপজেলায় আন্ত:সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। সড়কের দৈঘ্য: ২৯.১৫ কি:মি:, ১৮ কি.মি. সম্পন্ন হয়েছে। ডিপিপি সংশোধন প্রয়োজন হবে।	ভৌত ৯০.১১% আর্থিক ৯০.১১%
প্রকল্পের নাম : মদন-খালিয়াজুরি সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ এবং নেত্রকোণা-মদন-খালিয়াজুড়ি সড়কের ৩৭তম কিলোমিটারে বালাই নদীর উপর পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ, বাস্তবায়নকাল: ২০১৪-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয়: ৯২৯৮.৬৪ লক্ষ টাকা।	মদন ও খালিয়াজুরি উপজেলা দুইটি নেত্রকোণা জেলা সদরের সাথে সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। ৪.৮ কি:মি: রাস্তা ও অবশিষ্ট ব্রীজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ফেরী ঘাট তৈরি হবে। সময় বাড়ানো প্রয়োজন।	ভৌত অগ্রগতি: ৯৮.৭৫% আর্থিক ৯৬.৭৩%
প্রকল্পের নাম : দিরাই-শাল্লা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকাল : জুন ২০১০- জুলাই ২০১৭খ্রিঃ। প্রাক্কলিত ব্যয়: ১১৯৯০ লক্ষ টাকা।	এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দিরাই উপজেলার সাথে শাল্লা উপজেলার সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। হাওরের উন্নয়নের সাথে সাংঘর্ষিক বিধায় সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে এবং ফিস পাস, বোট পাস ইত্যাদির ব্যবস্থা রেখে নতুনভাবে প্রকল্প প্রস্তুত করা হচ্ছে।	ভৌত অগ্রগতি: ৭৬% আর্থিক: ৭৪.১২% নতুনভাবে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।
প্রকল্পের নাম: নেত্রকোণা (ঠাকুরাকোণা-কলমাকান্দা) জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন। বাস্তবায়নকাল: ২০১৮- ২০২১ প্রকল্পব্যয়: ৩১০০৬ লক্ষ টাকা।	নেত্রকোণা (ঠাকুরাকোণা-কলমাকান্দা) জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।	ভৌত অগ্রগতি: ৭.০% আর্থিক ৬.৪৫%
১৩। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ পরিবহণ কর্তৃপক্ষ		
প্রকল্পের নাম : অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের ৫৩ টি রুটে ক্যাপিটাল ড্রেজিং (১ম পর্যায় : ২৪টি নৌপথ)। বাস্তবায়নকাল : ২০১২- ২০১৯ প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৯২৩০০ লক্ষ টাকা।	নদী খনন এবং নৌ-চলাচল নির্বিঘ্ন করা	আর্থিক অগ্রগতি: ৫৮% ভৌত অগ্রগতি: নৌপথের খনন অগ্রগতি- সুরমা (ভৈরব-ছাতক ৯০%), কংস (পাগলাজোড়-মোহনগঞ্জ ৭৬%), রক্তি (লাওয়ারগড়-দূর্লভপুর ৮৫%), মগড়া (নিকলি-নেত্রকোণা ৪৫%)
প্রকল্পের নাম : ১০টি ড্রেজার, ক্রেন বোট, টাগ বোট, অফিসার্স হাউজ বোট ও ক্রু হাউজ বোটসহ অন্যান্য সহায়ক সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি সংগ্রহ। বাস্তবায়নকাল : ২০১৬- ২০১৮ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৭৪৫৬০ লক্ষ টাকা	নৌচলাচলপথে লঞ্চের নিরাপদ চলাচলের জন্য যথাযথ সামগ্রী, সংকেত প্রদান চিহ্ন ইত্যাদি স্থাপন।	সদ্য সমাপ্ত

উন্নয়ন ক্ষেত্র, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প শিরোনাম, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি
প্রকল্পের নাম : হাওর অঞ্চলের ক্যাপিটাল ড্রেজিং দ্বারা নাব্যতা বৃদ্ধি, নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি, পর্যটন, জলাভূমি ইকোসিস্টেম, সেচ এবং ল্যান্ডিং সুবিধাদি সমন্বিত সমীক্ষা প্রকল্প।	ক) নদী খনন এবং নৌ-চলাচল নিবিঘ্ন করা; খ) যাত্রীদের জন্য উন্নত অপেক্ষাগার, পায়খানা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি এবং ঝড় পূর্বাভাস সংকেত প্রদানের ব্যবস্থা করা। গ) কার্গো লোডিং ও আনলোডিং এর সুবিধা, যানজট দূরীকরণ, নিরাপত্তা বিধান ঘ) হাওর অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ নদীসমূহের হাইড্রোগ্রাফিক জরিপকরণ ঙ) নৌচলাচল সহায়ক যন্ত্রপাতি স্থাপন	ডিপিপি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে
প্রকল্পের নাম : হাওর অঞ্চলের ক্যাপিটাল ড্রেজিং দ্বারা নাব্যতা বৃদ্ধি, নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি, পর্যটন, জলাভূমি ইকোসিস্টেম, সেচ এবং ল্যান্ডিং সুবিধাদি সমন্বিত ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।	ক) নদী খনন এবং নৌ-চলাচল নির্বিঘ্ন করা; খ) যাত্রীদের জন্য উন্নত অপেক্ষাগার, পায়খানা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি এবং ঝড় পূর্বাভাস সংকেত প্রদানের ব্যবস্থা করা। গ) কার্গো লোডিং ও আনলোডিং এর সুবিধা, যানজট দূরীকরণ, নিরাপত্তা বিধান ঘ) হাওর অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ নদীসমূহের হাইড্রোগ্রাফিক জরিপকরণ ঙ) নৌচলাচল সহায়ক যন্ত্রপাতি স্থাপন	ডিপিপি অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
প্রকল্পের নাম : হাওর অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ নদীসমূহে সারাবৎসরের জন্য নাব্যতা উন্নয়ন, পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ ছাড়াও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি, পর্যটন, হাওর ইকোসিস্টেম, সেচ এবং ল্যান্ডিং সুবিধাদি সমন্বিত ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।	যাত্রীদের জন্য উন্নত অপেক্ষাগার, পায়খানা, পানীয়জলের ব্যবস্থা, রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি এবং ঝড় পূর্বাভাস সংকেত প্রদানের ব্যবস্থা করা।	ডিপিপি অনুমোদনের জন্য কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
১৪। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম : পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর ঢাকা, টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা। বাস্তবায়ন কাল ২০১১-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫৭৬৩৪ লক্ষ টাকা।	বৃহত্তর ঢাকা, টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলার পল্লী অঞ্চরে রাস্তা ও বাজারঘাট উন্নয়ন	-
প্রকল্পের নাম : সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার হাওর অঞ্চলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত রাস্তা ও সেতু নির্মাণ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। বাস্তবায়ন কাল ২০১৭-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৩৩৮ লক্ষ টাকা।	সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার হাওর অঞ্চলে রাস্তা ও সেতু নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা নির্ণয়ের সমীক্ষা।	
প্রকল্পের নাম : সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন	গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন	অগ্রগতির প্রতিবেদন চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে
উন্নয়ন ক্ষেত্র ৪ : মৎস্য, মোট প্রকল্প সংখ্যা : ০৫ **১৫। মৎস্য অধিদপ্তর**		
প্রকল্পের নাম: বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প	স্থানীয় মৎস্য সম্পদকে কাজে লাগিয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি	আর্থিক অগ্রগতি : ৭৩.৯৯%
প্রকল্পের নাম: মাছের অভয়াশ্রম তৈরী	মাছের বৃদ্ধিতে সহায়তা, ডিম ওয়ালা মাছ রক্ষা ইত্যাদি	রুটিন কাজ হিসেবে বাস্তবায়ন হচ্ছে।

উন্নয়ন ক্ষেত্র, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প শিরোনাম, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি
প্রকল্পের নাম: উন্মুক্ত জলাশয়ে বিল নার্সারী স্থাপন প্রকল্প	১. বিল নার্সারী স্থাপনের মাধ্যমে উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা; ২. পোনা উন্মুক্ত করনের মাধ্যমে জলাশয়ের মাছের মজুদ বৃদ্ধি করা; ৩. দরিদ্র মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন; ৪. উন্মুক্ত জলাশয়ের ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠিকে এর স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। কার্যক্রম: বিল নার্সারী স্থাপন; পোনা মাছ অবমুক্ত করণ; মৎস্যচাষী ও মৎস্যজীবীদের প্রশিক্ষণ প্রদান; সিবিও (সুফল ভোগী) দল গঠন;	ভৌত অগ্রগতি: ৭৮% আর্থিক : ৫৯.৫৫%
প্রকল্পের নাম: ইউনিয়ন পর্যায়ে মাছ চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়), বাস্তবায়ন কাল : ২০১৫-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৫৪০৪ লক্ষ টাকা।	ইউনিয়ন পর্যায়ে মাছ চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও আমিষের চাহিদা পূরণ।	-
প্রকল্পের নাম: জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, বাস্তবায়ন কাল : ২০১৫-২০১৯, প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৫৪০৪ লক্ষ টাকা।	সংস্কারের মাধ্যমে দেশের জলাশয় সংরক্ষণ ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জনগণের আমিষের চাহিদা পূরণ।	-
১৬। বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশন		
প্রকল্পের নাম: হাওর অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন, বাস্তবায়ন কাল : এপ্রিল ২০১৪- মার্চ ২০১৯, (প্রস্তাবিত জুন ২০২০) প্রাক্কলিত ব্যয় : ৬৫৫৮.০ লক্ষ টাকা	নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব ও সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায় আধুনিক সুবিধাসহ মোট ৩টি মৎস্য অবতরণকেন্দ্র স্থাপন। (মোহনগঞ্জ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রটি গত ০২/১১/২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুভ উদ্বোধন করেছেন)।	ভৌত অগ্রগতি: ৬০% আর্থিক: ৪৭%
উন্নয়ন ক্ষেত্র ৫ : মুক্তা চাষ, প্রকল্প সংখ্যা : ০১ **১৭। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট, ময়মনসিংহ**		
প্রকল্পের নাম: মুক্তা চাষ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (২য় সংশোধিত), জুলাই ২০১২-জুন ২০১৯	মুক্তা চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও চাষী পর্যায়ের সম্প্রসারণ	অগ্রগতির প্রতিবেদন চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে
উন্নয়ন ক্ষেত্র ৬: প্রানিসম্পদ, মোট প্রকল্প সংখ্যা : ০২ **১৮। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর (ডি.এল.এস)**		
প্রকল্পের নাম: বাংলাদেশ ভেটেনারী পরিসেবাসমূহ সুদৃঢ়করণ এবং নতুন অবির্ভাবযোগ্য সংক্রামক রোগসমূহ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, বাস্তবায়ন কাল : ২০১৬-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয় : ১০৯৭৬ লক্ষ টাকা	প্রাণিস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, মরণরোধ, ও উৎপাদন বৃদ্ধি	অগ্রগতির প্রতিবেদন চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে
প্রকল্পের নাম: কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রুণ স্থানান্তর প্রযুক্তি (৩য় পর্যায়), বাস্তবায়ন কাল : ২০১৬-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৬৫৪৩ লক্ষ টাকা	কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্পসারণের মাধ্যমে দেশের স্থানীয় গবাদি পশুর জাতের উন্নয়ন	অগ্রগতির প্রতিবেদন চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে

উন্নয়ন ক্ষেত্র, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প শিরোনাম, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি
১৯। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম: দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (২য় পর্যায়), (১ম সংশোধিত) বাস্তবায়ন কাল : ২০১৪-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৬২১৯ লক্ষ টাকা	দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে যুব সম্পদের উন্নয়ন	অগ্রগতির প্রতিবেদন চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে
উন্নয়ন ক্ষেত্র ৭: শিক্ষা, মোট প্রকল্প সংখ্যা : ১২ **২০। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর**		
প্রকল্পের নাম: দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি (১ম সংশোধিত), বাস্তবায়ন কাল : ২০১০-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয় : ১০২৫৪৯ লক্ষ টাকা	হাওর অঞ্চলের চরমদারিদ্র অধিবাসীদের শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া বন্ধ করা	অগ্রগতির প্রতিবেদন চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে
প্রকল্পের নাম: চাহিদা ভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন (১ম পর্যায়), বাস্তবায়ন কাল : ২০১৬-২০২১, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৯১২৩৮৫ লক্ষ টাকা	হাওর অঞ্চলের জনগনের জন্য প্রথিমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা	অগ্রগতির প্রতিবেদন চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে
২১। মৎস্য অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম: Establishment of Fisheries Diploma Institute at Gopalganj, Kishoreganj and Sirajganj District.	শিক্ষিত ও দক্ষ জনবল তৈরীতে সাহায্য করবে।	তথ্য সংগ্রহে যোগাযোগ করা হচ্ছে।
২২। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো		
প্রকল্পের নাম: মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা), বাস্তবায়ন কাল : ২০১৪-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৫২৫৯ লক্ষ টাকা	দুর্গম ও চরম দারিদ্র অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য প্রি প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।	অগ্রগতির প্রতিবেদন চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে
২৩। বাংলাদেশ শিক্ষা ও তথ্য পরিসংখ্যান ব্যুরো		
প্রকল্পের নাম: Establishment of 160 Upazila ICT Training and Research Center for Education ব্যানবেইন, এমওইডিইউ (২য় পর্যায়), বাস্তবায়ন কাল : ২০১৭-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৮৪৫৪৩লক্ষ টাকা জিওবি: ২৫২৯৮ লক্ষ টাকা প্রকল্প সাহায্য : ৫৯২৯৮ লক্ষ টাকা	১) ১৬০টি উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার স্থাপনের জন্য ৪ তলা ফাউন্ডেশনসহ ২ তলা ভবন নির্মাণ করা ২) প্রাথমিকোত্তর স্তরের শিক্ষকদের আইসিটি শিক্ষায় প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তৃণমূলে ই-সেবা নিশ্চিত করা। ৩) ভবনে ৩য় ও ৪র্থ তলায় যথাক্রমে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক রিসোর্স সেন্টার এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ই-লাইব্রেরী নির্মাণ/স্থাপন করা হবে।	আর্থিক অগ্রগতি: জিওবি: ৭০.৩৭% পিএ : ২৯.১৯%
২৪। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম: সুনামগঞ্জ জেলার তিনটি বেসরকারি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন, বাস্তবায়ন কাল : ২০১৬-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৮৪৭ লক্ষ টাকা।	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন	অগ্রগতির প্রতিবেদন চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে
২৫। তথ্য মন্ত্রণালয় (ইউনিসেফ)		
প্রকল্পের নাম: শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম (৫ম পর্যায়), বাস্তবায়ন কাল : ২০১৭-২০২১, প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৩৯৬২ লক্ষ টাকা।	প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে লিঙ্গসমতা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি।	অগ্রগতির প্রতিবেদন চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর		

উন্নয়ন ক্ষেত্র, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প শিরোনাম, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি
প্রকল্পের নাম: ৬৪ জেলার তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি, বাস্তবায়ন কাল : ২০১৬-২০১৯, প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৭৫০ লক্ষ টাকা।	দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা	অগ্রগতির প্রতিবেদন চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে
বস্ত্র অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম: সুনামগঞ্জ জেলায় টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন, বাস্তবায়ন কাল : ২০১৭-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৯৭২২ লক্ষ টাকা।	দক্ষ জনশক্তির উন্নয়ন	অগ্রগতির প্রতিবেদন চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে
২৬। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর (ডি.ও আই.সি.টি)		
প্রকল্পের নাম: সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন (২য় সংশোধিত), বাস্তবায়ন কাল : ২০১৫-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৯৭৭৮ লক্ষ টাকা।	দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন	অগ্রগতির প্রতিবেদন চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে
২৭। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (বৈদেশিক কর্মসংস্থান)		
প্রকল্পের নাম: বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (৩য় সংশোধিত), বাস্তবায়ন কাল : ২০১০-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৮২৫৭২ লক্ষ টাকা	দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা	অগ্রগতির প্রতিবেদন চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে
প্রকল্পের নাম: ৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন, বাস্তবায়ন কাল : ২০১৬-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৩৩১৩০ লক্ষ টাকা।	দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা	অগ্রগতির প্রতিবেদন চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে
উন্নয়ন ক্ষেত্র ৮: পর্যটন **২৮। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন**		
প্রকল্পের নাম : সুনামগঞ্জের টাংগুয়া হাওরে স্থায়িত্বশীল পর্যটন প্রবর্তন। বাস্তবায়নকাল: জুলাই,২০১৬- জুন, ২০১৭ প্রকল্পব্যয়: ১০০.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করা হয়েছে।	স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন।	ভৌত অগ্রগতি: ১০% আর্থিক: ১৩% IUCN এর মাধ্যমে সি সি টি এফ এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
প্রকল্পের নাম: পর্যটন বর্ষ উপলক্ষে দেশের কতিপয় পর্যটন আর্কষণীয় এলাকার পর্যটন সুবিধাদির উন্নয়ন। বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারী ২০১৭- জুন ২০২০, প্রকল্পব্যয়: ৪৯৬৮ লক্ষ টাকা।	পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের পরিচিতি বাড়ানো এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উন্নয়ন।	ভৌত অগ্রগতি: ২৫% আর্থিক: ৫৭%
২৯ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়		
প্রকল্পের নাম: সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত), বাস্তবায়ন কাল : ২০১০-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৫২৬৭ লক্ষ টাকা	জেলা পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষণ, মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের অসহায় পরিবারের সদস্যদের যথাযথ সম্মান প্রদানে ব্যবস্থা গ্রহণ।	অগ্রগতির প্রতিবেদন চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে
প্রকল্পের নাম: উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত), বাস্তবায়ন কাল : ২০১২-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয় : ১২২৬৫৪ লক্ষ টাকা	উপজেলা পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষণ, মুক্তি যোদ্ধা ও তাদের অসহায় পরিবারের সদস্যদের যথ াযথ সম্মান প্রদানে ব্যবস্থা গ্রহন।	অগ্রগতির প্রতিবেদন চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে

উন্নয়ন ক্ষেত্র, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প শিরোনাম, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি
উন্নয়ন ক্ষেত্র ৯ : শিল্প, মোট প্রকল্প সংখ্যা : ০২ **৩০। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)**		
প্রকল্পের নাম: হাওর অঞ্চলের দুস্থ গরীব মহিলাদের ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্পের মাধ্যমে উন্নয়ন।	হাওর অঞ্চলের নারী ক্ষমতায়ন ও কর্মক্ষেত্র উন্নয়ন	ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে
প্রকল্পের নাম: বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন, শ্রীমঙ্গল (১ম সংশোধিত), বাস্তবায়ন কাল : ২০১২-২০১৯, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৯১৪ লক্ষ টাকা	কাজের ক্ষেত্র সৃষ্টি ও দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি	আর্থিক অগ্রগতি ৯৫%
উন্নয়ন ক্ষেত্র ১০: সামাজিক সেবা, মোট প্রকল্প সংখ্যা : ১৪ **৩১। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর**		
প্রকল্পের নাম : Haor Infrastructure & Livelihood Improvement Project (HILIP), বাস্তবায়ন কাল : ২০১২-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয় : ১০১,৬৯৫.৬৮ লক্ষ টাকা।	সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও নেত্রকোণা জেলার ২৮টি উপজেলায় ডুবন্ত সড়ক উন্নয়ন, ব্রীজ/কালভার্ট, বাজার উন্নয়ন, বিল উন্নয়ন, ঢেউয়ের কবল থেকে গ্রাম রক্ষা, খাল খনন ইত্যাদি। Flash flood Early warning System Development, বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য পণ্য প্রস্তুত (বাঁশজাত, পাটজাত, ব্লক বাটিক, নকশীকাথা, প্যাকেজিং) বিষয়ক প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন ট্রেডে ভকেশনাল প্রশিক্ষণ প্রদান করে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সনদায়ন এবং বিআরটিসি এর কেন্দ্রীয় প্রশিকণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান পূর্বক লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থাকরণ।	ভৌত অগ্রগতি: ৭৬.৭৬%
প্রকল্পের নাম : সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন	অগ্রগতির প্রতিবেদন চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে
প্রকল্পের নাম : কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন। বাস্তবায়ন কাল : ২০১৮-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৮৯৫ লক্ষ টাকা।	কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার পল্লী অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।	অগ্রগতির প্রতিবেদন চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে
প্রকল্পের নাম : দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন, বাস্তবায়ন কাল : ২০১৭-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৭৩০০০ লক্ষ টাকা।	দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দেশীয় পণ্যের বাজারজাত করণের সুবিধা সৃষ্টি।	অগ্রগতির প্রতিবেদন চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে
প্রকল্পের নাম : নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন, বাস্তবায়ন কাল : ২০১৮-২০১৯, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৪৮০ লক্ষ টাকা	নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভার জনগণের উন্নয়ন।	অগ্রগতির প্রতিবেদন চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে
প্রকল্পের নাম : পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা। বাস্তবায়ন কাল : ২০১৬-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৫৬৯ লক্ষ টাকা।	সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।	অগ্রগতির প্রতিবেদন চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে

উন্নয়ন ক্ষেত্র, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প শিরোনাম, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি
প্রকল্পের নাম : জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন। বাস্তবায়ন কাল : ২০১৭-২০২১, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪১৮৪৮ লক্ষ টাকা।	জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন।	অগ্রগতির প্রতিবেদন চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে
৩২। খাদ্য অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম : Construction of 1.05 lakh M.T Capacity New Food Godowns. (1st Revised) প্রকল্প। বাস্তবায়ন কাল : ২০১৩-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪০০৯১ লক্ষ টাকা।	খাদ্য গুদাম নির্মাণ ও খাদ্য উপকরণ সংরক্ষণ। ৪২ টি গোডাউন তৈরি করা হবে।	ভৌত অগ্রগতি: ৩৬%
৩৩। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন		
প্রকল্পের নাম: প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন। বাস্তবায়ন কাল : ২০১৭-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৮৭২২০ লক্ষ টাকা।	ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে সহযোগিতা প্রদান।	অগ্রগতির প্রতিবেদন চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে
প্রকল্পের নাম: মসজিদ ভিত্তিক পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ, দ্বিতীয় পর্যায়। বাস্তবায়ন কাল : ২০১৭-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৯৯৬ লক্ষ টাকা।	মসজিদ ভিত্তিক পাঠাগার সম্প্রসারণের ধর্মীয় জ্ঞান বিস্তারের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি।	অগ্রগতির প্রতিবেদন চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে
প্রকল্পের নাম: মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম ৫ম পর্যায়। বাস্তবায়ন কাল : ২০১৭-২০২০, প্রাক্কলিত ব্যয় : ২১৬৫২ লক্ষ টাকা	মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা সম্প্রসারণের ধর্মীয় জ্ঞান বিস্তারের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি।	অগ্রগতির প্রতিবেদন চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে
৩৪। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ		
প্রকল্পের নাম: কিশোরগঞ্জ জেলার সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্টেডিয়ামের উন্নয়ন এবং ভৈরব উপজেলায় শহীদ আইভি রহমান স্টেডিয়াম নির্মাণ (সংশোধিত), বাস্তবায়ন কাল : ২০১৫-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৬৫৮ লক্ষ টাকা।	কিশোরগঞ্জ জেলায় জনগণের খেলাধুলায় উৎসাহিতকরণ ও উন্নয়ন।	অগ্রগতির প্রতিবেদন চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে
প্রকল্পের নাম: উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ (১ম পর্যায় ১৩১ টি) বাস্তবায়ন কাল : ২০১৬-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫৫৬৪ লক্ষ টাকা।	সংশ্লিষ্ট উপজেলার জনগণের খেলাধুলায় উৎসাহিতকরণ ও সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি।	অগ্রগতির প্রতিবেদন চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে

উন্নয়ন ক্ষেত্র, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প শিরোনাম, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি
৩৫। পুলিশ অধিদপ্তর		
প্রকল্পের নাম: বরিশাল ও সিলেট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন) এবং রেঞ্জ রিজার্ভ ফোর্স (আর.আর.এফ) পুলিশ লাইন্স নির্মাণ। বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারী/১৭ হতে মার্চ/২০২০ ব্যয়ঃ ২৩১৬৫.৪৩ লক্ষ টাকা।	বরিশাল ও সিলেট এপিবিএন ও আর.আর. এফ এর জন্য- ১. প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সুবিধা নিশ্চিত করা। ২. প্রয়োজনীয় অফিস ভবন নির্মাণ ৩. অফিসার এবং ফোর্সদের জন্য পর্যাপ্ত আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করা। ৪. প্যারেড এবং ভৌত প্রশিক্ষণ সুবিধা নিশ্চিত করা।	প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতিঃ সিলেট এপিবিএন ও আর. আর.এফ মহাপরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন, ম্যাগজিন, মাল্টিপারপাস ও প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান। মসজিদের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ১০০০ বর্গফুট কোয়ার্টারের দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন। আর্থিক অগ্রগতিঃ এপ্রিল/১৯ পর্যন্ত ব্যয়- ৩৫৪৫.৮৯ লক্ষ টাকা।
উন্নয়ন ক্ষেত্র ১১: বিদ্যুৎ শক্তি, মোট প্রকল্প সংখ্যা : ০৩ **৩৬। বিদ্যুৎ বিভাগ**		
প্রকল্পের নাম: টেকনিক্যাল এ্যাসসিটেন্স প্রজেক্ট ফর ডেভেলপমেন্ট অব সাসটেইনেবল রিনিউএবল এনার্জি পাওয়ার জেনারেশন (এসআরইপি জেন)	টেকসই বিদ্যুত ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	অগ্রগতির প্রতিবেদন চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে
প্রকল্পের নাম: Rural Electrification Expansion in Chittagong & Sylhet Division, Program 02	টেকসই বিদ্যুত ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	অগ্রগতির প্রতিবেদন চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে
প্রকল্পের নাম: Power Distirbution System Development Project in Sylhet Division	টেকসই বিদ্যুত ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	অগ্রগতির প্রতিবেদন চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে
উন্নয়ন ক্ষেত্র ১২ : জ্বালানী ও খনিজসম্পদ		
৩৭। জ্বালানী ও খনিজসম্পদ বিভাগ		
প্রকল্পের নাম: Rural Electrification Expansion in Chittagong & Sylhet Division, Program 02	২৭০০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় 3D সিসমিক সার্ভে	ভৌত অগ্রগতি: ৭০%
উন্নয়ন ক্ষেত্র ১৩: জীববৈচিত্র্য ও জলাভূমি ব্যবস্থাপনা মোট প্রকল্প সংখ্যা : ০২		
৩৮। পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়		
প্রকল্পের নাম: কমিউনিটি বেজড সাসটেইনেবল ম্যানেজমেন্ট অব টাঙ্গুয়ার হাওড় (ব্রিজিং পর্যায়, বাস্তবায়ন কাল : ২০১৬-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৪৭ লক্ষ টাকা	টাঙ্গুয়ার হাওরের স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন	অগ্রগতির প্রতিবেদন চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে
প্রকল্পের নাম: প্রমোশন অব ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিট ইন কো-অর্ডিনেটিং দ্য বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি এন্ড এ্যাকশন প্যান (বিসিসিএসএপি), বাস্তবায়ন কাল : ২০১৩-২০১৮, প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৩০০ লক্ষ টাকা	জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব নিরসন।	অগ্রগতির প্রতিবেদন চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে

উন্নয়ন ক্ষেত্র, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প শিরোনাম, বাস্তবায়নকাল, প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য/কার্যক্রম	ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি
উন্নয়ন ক্ষেত্র ১৪: স্বাস্থ্য		
৩৯। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ		
জামালগঞ্জ উপজেলায় ৩১ শয্যা হাসপাতালকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ প্রকল্প	৩১ শয্যা হাসপাতালকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ	২০১৭-২০২২ সালের অপারেশন প্ল্যানের অন্তর্ভূক্ত আছে।
শাল্লা উপজেলায় ৩১ শয্যা হাসপাতালকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ প্রকল্প	৩১ শয্যা হাসপাতালকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ	টেন্ডার শেষ হয়েছে। কাজ শুরুর অনুমতি পাওয়া গেছে।
৪০। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর		
অল্টারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার (এএমসি)	A. Overall objective: To Scale up unani throughout the country along with the Allopathic treatment to ensure quality & equitable health services for all citizens of Bangladesh and develop of Unani, Ayurvedic & Homoeopathic education system. B. Specific Objectives of Haor region: 1. To Provide OPD Services in Upazilla health Complex & District Hospital in the haor area by AMC Doctor. 2. Awareness buildup about Alternative Medical Services to reduce the unsound practices (Quackary treatment) in Haor area. 3. To build up herbal Garden in the haor Area for Capacity build up about use the herbs avilable in the Haor area. 4. To manage ARI, leucorrhoea, skin disease, Asthma hypertension, Helminthiasis and Diarrhoea by Unani, Ayurvedic & Homeopathic system of Medicine.	ভৌত অগ্রগতি: ৭০% আর্থিক: ১৪.৯৮%
৪১। Health Engineering Department (HED), PFD Operational Plan		
Upgrading of Upazila Health Complex (UHC). GoB & DPs	Sunamganj District : 11 Upazila Habiganj District: 8 Upazila Netrokona District: 10 Upazila Kishoreganj District: 13 Upazila Sylhet District: 12 Upazila	অগ্রগতির প্রতিবেদন চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে
Community Health Care: Establishment of Community Clinics (CC). GoB & DPs	Sunamganj: 11 Upazilla Habigonj: 8 Upazilla Netrokona: 10 Upazilla Kishoregonj: 13 Upazilla Sylhet: 12 Upazilla	অগ্রগতির প্রতিবেদন চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের ২০১৮-২০১৯ অর্থ বৎসরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২৪ জুন, ২০১৮ তারিখ এ সম্পাদিত হয়। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী অধিদপ্তরের কার্যাবলীর সন্তোষজনক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সার্বিক মূল্যায়ন অনুযায়ী প্রাপ্ত স্কোর ৯০.৩৪।

ই-সেবা কার্যক্রম

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটের (www.dbhwd.gov.bd) মাধ্যমে অধিদপ্তরের কার্যাবলী, সিটিজেন চার্টার, হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা, উন্নয়ন প্রকল্পের প্রতিবেদন ইত্যাদি জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা হচ্ছে। অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে হাওর অঞ্চলের কৃষি, মৎস্য, আবহাওয়া-জলবায়ুসহ বিভিন্ন রকমের তথ্য সম্বলিত একটি Database আগ্রহী ব্যক্তিগণের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত আছে।

জিআইএস ল্যাবরেটরি স্থাপন

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে একটি আধুনিক জিআইএস ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে।

জলাভূমি সংক্রান্ত তথ্য ভান্ডার উন্নয়ন ও হালনাগাদ করণ

হাওর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা প্রস্তুত এবং হাওর অঞ্চলের জন্য ডাটাবেস প্রণয়ন সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের হাওর সমূহের তথ্যভান্ডার তৈরি করা হয়েছে। উহা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। দেশের সমগ্র জলাভূমির তথ্যভান্ডার প্রস্তুতকরণে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিশ্ব জলাভূমি দিবস ২০১৯ উদযাপন

বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর ২ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ বিশ্ব জলাভূমি দিবস উদযাপন করেছে। এ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ব্যানার, ফেষ্টুন, লিফলেট, পোষ্টার ইত্যাদি প্রকাশ ও প্রচার করা হয়েছে।

জলাভূমি সংক্রান্ত সচেতনতামূলক তথ্যচিত্র প্রকাশ ও প্রচার

জলাভূমি সুরক্ষা ও সর্বোত্তম ব্যবহার বিষয়ে জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে হাওর ও জলাভূমি বিষয়ে নির্মিত ডকুমেন্টারী বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার ও সভা সমাবেশে প্রদর্শন করা হয়েছে।

ছবিতে বাংলাদেশ হাওর জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের উন্নয়ন কার্যক্রম, ২০১৮-২০১৯ ঃ



চিত্র- ১: হাওর মহাপরিকল্পনার কার্যক্রম মনিটর করার জন্য জনাব কবির বিন আনোয়ার, সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে ২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ তারিখে WARPO সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সভা।



চিত্র-২: বাহাজউঅ এর অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীগণ



চিত্র-৩: বিশ্ব পানি দিবস ২০১৯ বাহাজউঅ এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ বর্ণাঢ্য র‍্যালীতে অংশ গ্রহণ করেন।



চিত্র-৪: Study of Interaction Between Haor and River Ecosystem Including Development of Wetland Inventory and Wetland Management Framework সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় কৃষি বিষয়ক এফজিডি পরিচালনা।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ট্রাস্টসমূহ

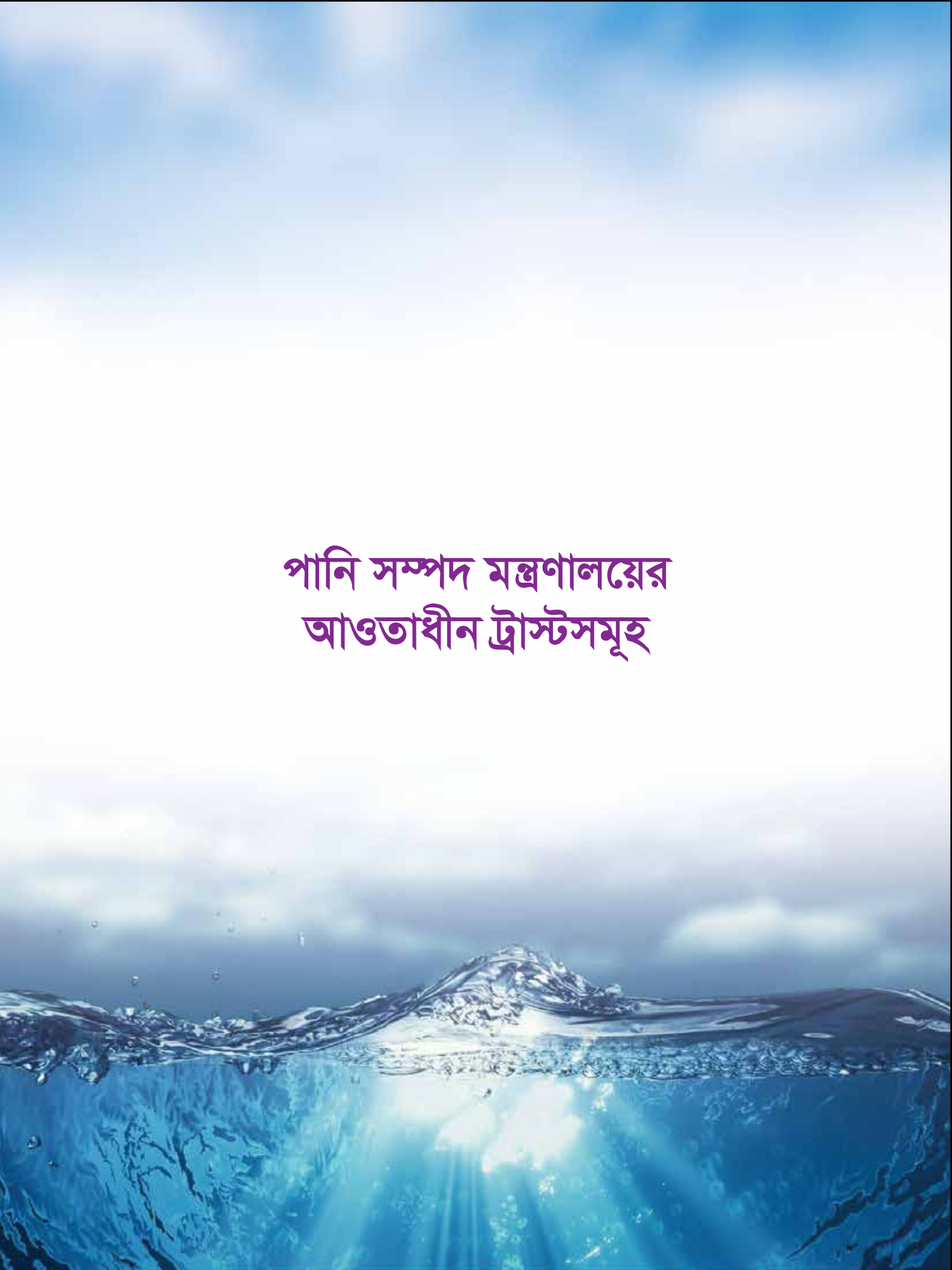

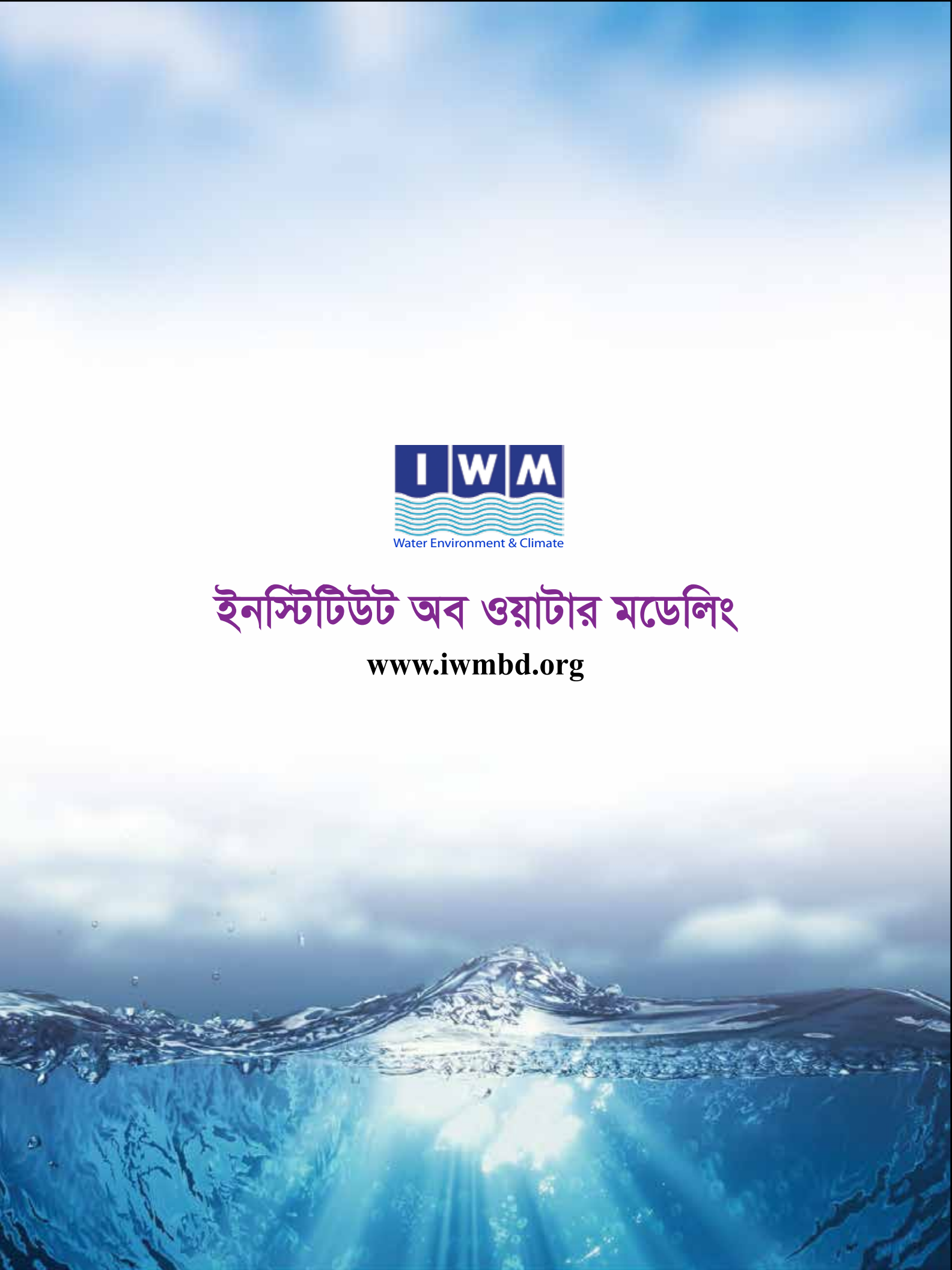

ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং

www.iwmbd.org

সপ্তম অধ্যায়: ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (IWM)

ভূমিকা

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে পানিতাত্ত্বিক মডেলিং, কম্পিউটেশনাল হাইড্রলিক্স এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্বমানের সেবা প্রদান করে আসছে আইডব্লিউএম। সামগ্রিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন পানি বিষয়ক সমস্যার সমাধান সম্ভব। ১৯৮৬ সালে UNDP এর কারিগরি সহায়তা প্রকল্প হিসেবে IWM-এর যাত্রা শুরু হয়। তখন এর নাম ছিলো Surface Water Simulation Modelling Programme (SWSMP) । ১৯৯৬ সালের শেষের দিকে এটি Surface Water Modelling Centre (SWMC) নামে বাংলাদেশ সরকার Cabinet এর অনুমতিক্রমে একটি ট্রাস্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। ২০০২ সালের ১ আগস্ট থেকে এই প্রতিষ্ঠানের নতুন নামকরণ হয় Institute of Water Modelling (IWM)। আইডব্লিউএম গাণিতিক মডেলিং প্রযুক্তিতে উৎকর্ষের প্রতীক হিসেবে কাজ করছে এবং পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়কে সামগ্রিক বিবেচনায় এনে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে গুণগতমান উন্নয়নে পরামর্শ সেবা প্রদান নিশ্চিত করছে।

ট্রাস্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা

সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার আলোকে গাণিতিক মডেলের সার্বজনীন ব্যবহার ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (IWM) এর প্রতিষ্ঠা পানি সম্পদ খাতে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ১৮৮২ সালের ট্রাস্ট এক্ট এর আওতায় ট্রাস্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও নিবন্ধিত হয়।

প্রতিষ্ঠানটি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব-এর সভাপতিত্বে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড অব ট্রাস্টিজ দ্বারা পরিচালিত। অন্যান্য ট্রাস্টিগণের মধ্যে রয়েছেন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড; প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর; মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা; প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর; যুগ্ম সচিব (ব্যাংকিং পলিসি) অর্থ মন্ত্রণালয়; যুগ্ম সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ড্যানিশ হাইড্রলিক ইন্সটিটিউট, ডেনমার্ক; প্রেসিডেন্ট, ইন্সটিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ; বিভাগীয় প্রধান, পানি সম্পদ কৌশল বিভাগ, বুয়েট (ট্রেজারার), একটি খ্যাতনামা সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী; একটি খ্যাতনামা এনজিও প্রধান এবং সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আইডব্লিউএম এর নির্বাহী পরিচালক।

Deed of Trust অনুসারে IWM Trust এর মূল উদ্দেশ্য সমূহ ঃ

১) SWSMP এর তিনটি ফেজ এর সময়ে অর্জিত আইডব্লিউএম এর সমস্ত হস্তান্তর ও অহস্তান্তরযোগ্য সম্পদ, দায় এবং সুযোগ-সুবিধা নিয়ে ওয়াটার মডেলিং, কম্পিউটেশনাল হাইড্রলিক্স ও সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানে একটি উৎকর্ষ গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইডব্লিউএম গঠন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা ও এর বর্তমান কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ট্রাস্টের সিদ্ধান্তক্রমে জাতীয় উন্নয়নের জন্য নতুন প্রকল্প হাতে নেয়া।

২) চলমান কর্মসূচী এবং প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা

৩) আইডব্লিউএম এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ও কর্মসূচী সমূহের ত্বরায়ন, প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা, অক্ষুণ্ন রাখা, অর্থায়নে সহযোগিতা, এবং ওয়াটার মডেলিং প্রোগ্রামসমূহের জন্য সহায়তা প্রদান ও উল্লিখিত বিষয়ে সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা।

৪) পানিবিজ্ঞান ও ওয়াটার মডেলিং কার্যক্রমের সংগে সংশিষ্টদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৫) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উচ্চতর সেবা প্রদানের জন্য ওয়াটার মডেলিং বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও সহযোগিতা প্রদান।

৬) উক্ত ট্রাস্টের লক্ষ্যসমূহ অর্জন করতে উচ্চতর গবেষণা কর্ম পরিচালনা করা।

৭) সম্ভাব্য উপর্যুক্ত ক্ষেত্রে উক্ত ট্রাস্টের কার্যক্রম ও সেবা দেশের বাইরে সম্প্রসারণ করা।

৮) আইডব্লিউএম এর মূল কার্যক্রমের সাথে সংগতিপূর্ণ যে কোন বিষয়ে কার্যক্রম এবং প্রকল্প গ্রহণ করা।

অধিক্ষেত্র

ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং বাংলাদেশের একমাত্র স্বীকৃত গাণিতিক মডেলিং সেবাদানকারী বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান। সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন মডেলিং, জলাভূমি ব্যবস্থাপনা, কৃষি ও সেচ ব্যবস্থাপনা ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা নগর পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা, পানির গুণগত মান ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ফ্লুভিয়াল হাইড্রলিক্স এবং নদী, নদী প্রকৌশল, বন্যা ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা, উপকূলীয় হাইড্রলিক্স এবং মরফোলোজি, বন্দর এবং অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা, মোহনা এবং মেরিন সিস্টেম ব্যবস্থাপনা, পানি সম্পদ পরিকল্পনা, সফটওয়ার ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য প্রযুক্তিগত সমাধান, জিআইএস এবং রিমোট সেন্সিং, হাইড্রজিওলজিক্যাল অনুসন্ধান, টপোগ্রাফিক এবং হাইড্রগ্রাফিক জরিপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আইডব্লিউএম এর কর্মকান্ড বিস্তৃত। আইডব্লিউএম সমীক্ষা শুধু বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ নয়। মালয়েশিয়া, নেপাল, তাজিকিস্তান, ভারত, শ্রীলংকা, ফিলিপাইন, কম্বোডিয়া ইত্যাদি দেশেও আইডব্লিউএম সাফল্যের সাথে সমীক্ষা পরিচালনা করেছে।

আইডব্লিউএম এর জনবল

আইডব্লিউএম-এর বর্তমান জনবল প্রায় ৩১০ জন, যার মধ্যে ৬৫% ই দেশ ও বিদেশ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উঁচুমানের বিশেষজ্ঞ।

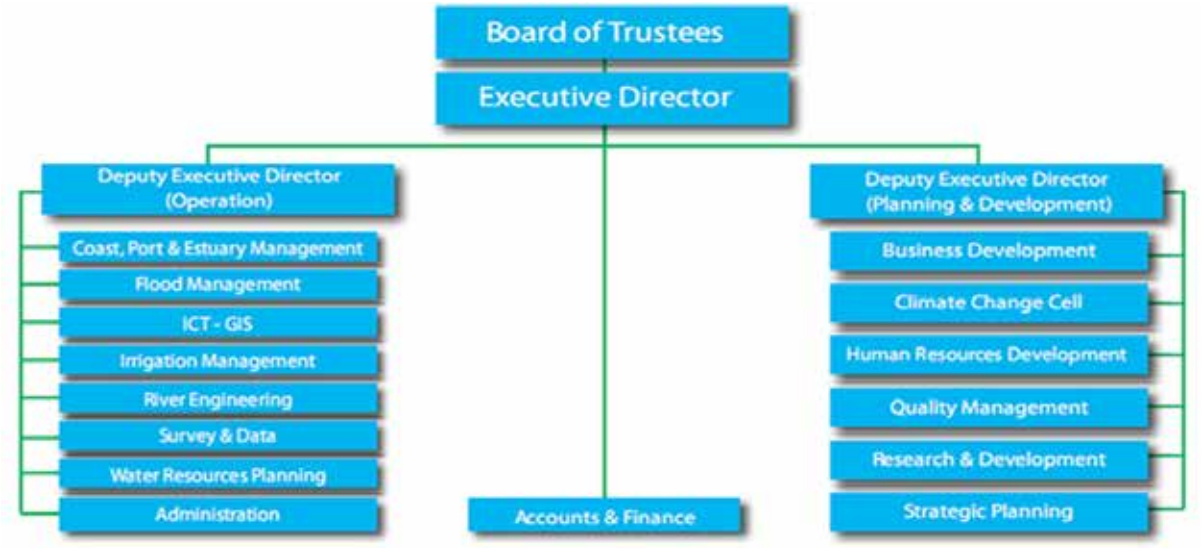

ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং এর জনবল সংখ্যা ঃ

শ্রেণী	বর্তমানে কর্মরত
বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা	১৮৫
সাধারণ কর্মকর্তা ও সাপোর্ট স্টাফ	৭৫
সার্ভেয়ার/ ডিইও	৫০
মোট	**৩১০**

কাজের পরিসর

গাণিতিক মডেলিং	DSS/ জরিপ
• সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ; • রিভার মরফোলোজি; • লবণাক্ততা ও পলি প্রবাহ; • জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব; • কোস্টাল হাইড্রলিক্স ও মরফোলোজি; • উপকূল, বন্দর এবং মোহনা ব্যবস্থাপনা; • পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নিরূপণ; • সেতু হাইড্রলিক্স ও সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো উন্নয়ন; • নগর পানি ব্যবস্থাপনা; • সেচ, জলবায়ু ব্যবস্থাপনা ; • ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা ; • ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানির সমন্বিত ব্যবস্থাপনা; • বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থাপনা; • সমন্বিত কোস্টাল জোন ব্যবস্থাপনা ; • জলাভূমি ও লেক ব্যবস্থাপনা;	• GIS ভিত্তিক DSS; • GIS ভিত্তিক IIS; • ডাটাবেইজ প্রয়োগ ; • সার্ভে, RS ইমেজ ও মডেল ডাটা থেকে মানচিত্র প্রণয়ন; • টোপোগ্রাফিক সার্ভে ; • হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে ; • পানি প্রবাহ পরিমাপ ; • পলি ও পানির গুণগত মান ; • হাইড্রো-জিওলোজিক্যাল অনুসন্ধান;

আইডব্লিউএম কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ চলমান প্রকল্পসমূহের তালিকা

SL#	Project Name	Status
1	Management Support to the Mathematical Modelling Centre (MMC) for Water Resources Research & Development under Water Resources Department, Government of Bihar, India	Ongoing
2	Water Resources Vulnerability and Security Assessment of the Yarlung Tsangpo-Brahmaputra Transboundary River Basin	Ongoing
3	Mathematical Modeling & Survey Support for HFM&LIP during 2018 & 2019	Ongoing
4	Data collection and updating of Regional Models for 2017	Ongoing
5	MIKE HYDRO Basin Model Updating for Water Allocation Plan Study for Selangor State, Malaysia	Ongoing
6	Regional Models Updating and Validation for 2018	Ongoing
7	Water Management Knowledge and Innovation Program (WMKIP)	Ongoing
8	Long Term Monitoring, Research and Analysis of Bangladesh Coastal Zone	Ongoing
9	River Modelling Study for Assessing the Impact of Slipway and Planning of Mitigation Measures	Ongoing
10	Feasibility Study for Establishing the Linkage of the Upper Bhairab River with Mathabanga River for Restoration of Dry Season Flow	Ongoing
11	Feasibility study for construction of walkway, Eco-park and others on the foreshore land of the river Buriganga, Turag, Balu and Sitalakhya	Ongoing
12	Feasibility Study of Hilly Rivers for Integrated Solutions	Ongoing
13	Supervision and Monitoring the Performance of Dredging, Morphological and Environmental Impacts, Detailed Design and Assessment of Effectiveness of Dredging	Ongoing

SL#	Project Name	Status
14	Mathematical Model Study for Integrated Development and Sustainable Water Management of Tentulia River	Ongoing
15	Mathematical Model Study for Integrated Development and Sustainable Management Plan of Lower Meghna River Along Bhola Island	Ongoing
16	Joint Cooperation Programme for Bangladesh	Ongoing
17	Water Management Knowledge and Innovation Program (WMKIP)	Ongoing
18	Improving Dry Season Water Use in the Eastern Gangetic Plains	Ongoing
19	Study of Interaction between Haor and River Ecosystem including Development of Wetland Inventory and Sustainable Wetland Management Framework 78.18)	Ongoing
20	Hydrological Observation and Thematic Study on Storm Tide Influence	Ongoing
21	Aquifer Mapping and Groundwater Resource Assessment using Mathematical Modelling Technique, BADC	Ongoing
22	Groundwater-Surface Water Interaction Modelling and Hydrogeological Investigation for Conversion of 150 MW Sylhet GT to 225 MW CCPP Project	Ongoing
23	Bhanga to Payra Port Rail Line Construction - Hydro-morphological Study	Ongoing
24	Hydro-morphological Modelling and Survey of the Jamuna River for the Proposed Bangabandhu Rail Bridge	Ongoing
25	Munshirhat Bridge on the Kirtinasha River - Hydro-morphological Study	Ongoing
26	Monitoring of the Jamuna River for the Safety of RTWs of Bangabandhu Bridge during 2018 to 2022	Ongoing
27	Bahadurpur and Kernal Khal Bridges - Hydro-morphological Study	Ongoing
28	Hydro-morphological Modelling for the Buriganga & Meghna Rivers - Container Terminals at Pangaon and Ashuganj	Ongoing
29	Extension and rehabilitation of GW monitoring system in Dhaka City, DWASA (7.92)	Ongoing
30	Shifting of utility lines for Dhaka elevated expressway	Ongoing
31	Design of Water Distribution System in Zilmil Project Area, RAJUK	Ongoing
32	Water Availability & Demand Assessment of MICITY	Ongoing
33	Sewerage master plan and detail design of priority works in Sylhet City	Ongoing
34	Land use Master Plan for DSCC New Unions	Ongoing
35	Design and supervisn of drainage system in Zone 1 & 2 in Dhaka city	Ongoing
36	Drainage Study of Chinese Economic Zone	Ongoing
37	Training, GIS Data Preparation & Mapping, Prepare Survey Report, Modelling and Detailed Design for the Contract Package ICB 02.9 of DWSNIP	Ongoing
38	Pagla STP Supervision Project	Ongoing
39	Integrated WRM in Bangladesh - TA	Ongoing
40	Sabrang/ Naf tourism park water assessment	Ongoing

SL#	Project Name	Status
41	Plan Design & Supervision of Maritime University	Ongoing
42	Project Pre-feasibility study of Netrokona EZ	Ongoing
43	Consultancy Services for pre-work and post-work survey and analysis of 5-khals under Dhaka WASA	Ongoing
44	Pre and Post-work Measurement for Sludge Removal of 11 khals in Dhaka city	Ongoing
45	Bathymetric Survey for Gorai River Dredging and Bank Protection	Ongoing
46	Development of Upazila Land Suitability Assessment and Crop Zoning System of Bangladesh	Ongoing

আইডব্লিউএম কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা

SL#	Project Name	Status
1	Flash Flood Forecasting & Dissemination (IFAD), BWDB	Completed
2	Data Collection and Regional Models Updating 2016-2018	Completed
3	Prediction of Vulnerable Reaches of Submersible Embankment for Erosion due to Wave in 14 no new Haor subprojects	Completed
4	Flood Management Planning in Bangladesh: Cooperation on Mathematical Model of Hydrology and Sediment	Completed
5	Promoting Resilience through Flood Index Insurance in Bangladesh	Completed
6	Modelling Study and Statistical Analysis for Determination of Hydrological Parameters at Selected Locations on the Rivers	Completed
7	Carryout Morphological Study including Mathematical Modelling, EIA & SIA Studies and Monitoring of Dredging of the Twelve Navigation Routes, BIWTA	Completed
8	Hydraulic and Morphological Modelling Study to Aid "Technical Feasibility Studies & detailed Design for Coastal Embankment Improvement Project (CEIP)	Completed
9	Feasibility Study for Restoration of Bhadra and Salta river along with adjacent polders (25, 26, 27/1, 27/2, 28/1 & 29) for removal of Drainage Congestion of Khulna District including ESIA)	Completed
10	FS of port facilities for Khulna, Narsingdi, Barguna , Galachipa, Mongla, Meghna, Sunamganj, Tekerhat, Ghorashal, Kanchpur port, Mojuchowdhuryhat, Daudkandi-Bausia River Port	Completed
11	Technical Feasibility Study of Embankment-cum-road and Water Management Systems for Economic Zone-4 at Sonadia-Ghotibhanga Islands, Moheskhali, Cox's Bazar	Completed
12	Payra Port Capital Dredging - Technical Consultancy Support Services	Completed
13	Technical FS of Boro Char in the Meghna River at Ikhlaspur Union under Matlab North Upazila in Chandpur District	Completed
14	Integrated Water Resources Management for Baral Basin, BWDB	Completed
15	Study for Investigation of GW Irrigation in Habiganj, Moulavibazar and Sylhet Districts	Completed

16	Karnufuli and Boalkhali Irrigation Projects	Completed
17	Blue Gold: Innovation and Action Research - Water Management	Completed
18	Hydrological Observation and Thematic Study on Storm Tide Influence	Completed
19	Monitoring of Hydraulic and Morphological Conditions of Jamuna River for the Safety of the River Training Works of Bangabandhu Multipurpose Bridge during the Period 2013-2017 (Five years)	Completed
20	Four Large Road Bridges in the SW Region of Bangladesh - Hydro-morphological Study	Completed
21	Dhaka-Chittagong High-speed Railway Line - Hydro-morphological Study	Completed
22	Feasibility Study of Development of Safe Water Supply System in the newly added 16 unions of DNCC and DSCC	Completed
23	Research Partnership for Cities and Climate Change Project	Completed
24	Feasibility Study of Barapukuria Coal Mine Project 2	Completed
25	Water Resource Potential Assessment of Ukhia and Teknaf Upazila Area, Cox's Bazar, Bangladesh	Completed
26	Consultancy Services for Preparation of Environmental Impact Assessment (EIA) and Environmental Management Framework (EMF) (Package No.: S-3)	Completed
27	Preparation of Detail Design with BOQ of 17 Bridges in Demra, Dakhingaon, Nasirabad & Manda Union of DSCC	Completed
28	FS of Collection System of Dasherkandi STP	Completed
29	Consultancy Services for Pre and Post-work Measurement after Sludge Removal and Re-excavation of Selected Khals in Dhaka City	Completed
30	TA for Detailed Design, Development of Service Option & Modality and Preparation of Detailed Project Report (DPR) of Water Supply Scheme to Implement in Thirty Towns of Bangladesh	Completed

গবেষণা ও উন্নয়ন

বিভিন্ন ইনস্টিটিউট ও এজেন্সির সঙ্গে একযোগে আইডব্লিউএম উচ্চতর গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। আইডব্লিউএম এর গবেষণা ইউনিট অল্প সময়ের মধ্যেই জাতীয় পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও ডিজাইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক টুলস উন্নয়নে উৎকর্ষতার স্বাক্ষর রেখেছে। এই গবেষণা ও উন্নয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ

- জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহে সমস্যার সমাধানে বিশ্লেষণধর্মী সহায়তা প্রদান।
- নতুন প্রযুক্তি কিংবা টুলস্ প্রয়োগের পদ্ধতি উন্নয়ন।
- পেশাগত সভা, কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন/অংশগ্রহণ।
- এমএসসি ও পিএইচডি গবেষণায় কার্যকর সহায়তা প্রদান।
- পেশাগত জার্নাল ও প্রসিডিংস-এর প্রকাশনা।
- দেশ ও বিদেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দক্ষ কর্মী বিনিময়।

কতিপয় উল্লেখযোগ্য চলমান ও সদ্যসমাপ্ত গবেষণা সমীক্ষা ঃ

1) Assessment of suitability of sediment predictor of the major rivers of Bangladesh (Phase-I);
2) Determination of Hydro-geological Parameter for Different Regions of Bangladesh: Phase-III; North Central and North East Region;
3) Assessment of Effectiveness of Bank Protection Works/ River Training Works Suggested by

BWDB through Mathematical Modelling of the Padma River at Naria of Shariatpur District to Combat Bank Erosion;

4) Research on Two-Stage Hydro-Meteorological Pre-Monsoon Flash Flood Forecast Over North-East Haor Region of Bangladesh;

ভারতের বিহার রাজ্য সরকারের পানি সম্পদ অধিদপ্তরের পানি সম্পদ উন্নয়ন, গবেষণা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা কল্পে Mathematical Modelling Centre (MMC), বিহার তৈরিতে পরামর্শক সেবা প্রদান।

বিহার সরকারের পানি সম্পদ অধিদপ্তর "Bihar Kosi Basin Development Project (BKBDP)"; এর আওতায় প্রকল্প এলাকাকে বন্যা মুক্ত, মানুষের যান মালকে অবাঞ্চিত বন্যার কবল থেকে রক্ষা, বন্যা পূর্বাভাস সহ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তারই আওতায় বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় Mathematical Modelling Center (MMC), বিহার, ভারত তৈরীর জন্য বাংলাদেশ সরকারের ট্রাষ্ট প্রতিষ্ঠান Institute of Water Modelling (IWM), Bangladesh ও Center for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS), Bangladesh এবং LEA Associates South Asia Private Limited (LASA) India, "Flood Management Improvement Support Centre (FMISC), Bihar, India" এর সাথে একটি যৌথ চুক্তি স্বাক্ষর করে।

বিহার রাজ্য সরকারের মূখ্য মন্ত্রী শ্রী নিতেশ কুমার ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ইং তারিখে উপরে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের Professionals দেরকে সাথে নিয়ে (Mathematical Modelling Center (MMC) বিহার, ভারত'এর শুভ উদ্বেধন করেন।

এ প্রকল্পের মূল উদ্যেশ্য হলো ঃ

- পানি সম্পদ উন্নয়ণ, বন্যা প্রবন এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পলি ব্যবস্থাপনা, গঙ্গা অববাহিকায় নদী ভঙ্গন, বিশেষ করে উত্তর বিহারের নদী কুশি, বাগমতি, মহানন্দা এবং গন্ধক এসব নদীর তীর ভাঙ্গনের ফলে মূল্যবান ফসল এবং জনপদ রক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কল্পে গাণিতিক মডেলকে স্বাধীন এবং টেকসইভাবে পরিচালিত করতে পারে এমন পেশাদারী দক্ষ জনবল তৈরী করা।

IWM এর দক্ষ জনবল বিহার রাজ্যের অববাহিকায় বন্যা পুর্বাভাস সতর্কীকরণ মডেল তৈরী, দক্ষ জনবল তৈরীতে হাতে কলমে পশিক্ষণ এবং এর প্রয়োগ সংক্রান্ত সকল রকম কারিগরি সহযোগিতা দিয়ে আসছে।



Professioals of IWM & CEGIS present in the inauguration of MMC by the Chief Minister, Bihar, India on 10 February 2018

ঢাকা-চট্টগ্রাম ভায়া কুমিল্লা-লাকসাম দ্রুতগতি রেলওয়ের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও পূর্ণাঙ্গ নকশা সম্পর্কিত হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ এবং হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল গাণিতিক মডেল সমীক্ষা

বর্তমান ঢাকা-চট্টগ্রাম রেললাইনটি বহু পুরাতন পথ দিয়ে গেছে; ঢাকা থেকে শুরু করে প্রাথমিকভাবে ঢাকা শহরের উত্তরাংশ দিয়ে ক্রমান্বয়ে পূর্ব এবং পরে দক্ষিণ দিক দিয়ে কয়েকটি অঞ্চল যেমন টঙ্গি, নরসিংদী, ভৈরব, কুমিল্লা, ফেনী ছুঁয়ে ৩২০ কিঃমিঃ দূরত্ব অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত এটি চট্টগ্রাম পৌঁছে। যেহেতু রেল ইঞ্জিন সর্বোচ্চ ১০০ কিঃমিঃ গতিতে চলে, এই পথের গড় যাত্রা সময় ৬ থেকে ৭ ঘণ্টা।

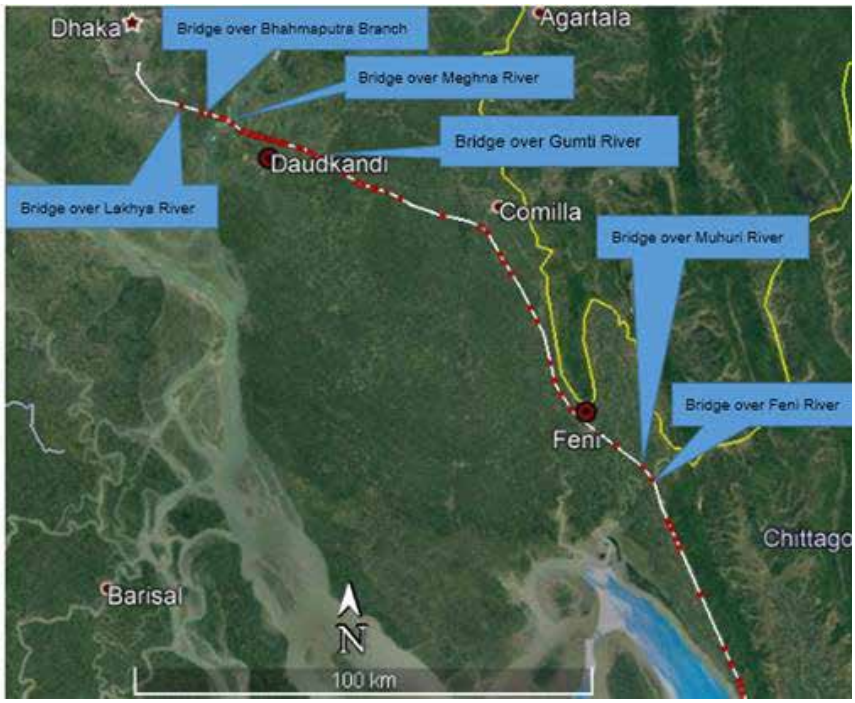

ঢাকা-চট্টগ্রাম ভায়া কুমিল্লা-লাকসাম দ্রুতগতি রেলওয়ের যাত্রাপথ

বাংলাদেশের দুটি গুরুত্বপূর্ণ শহরের মধ্যে এই যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে বাংলাদেশ রেলওয়ে নতুন রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে। যেখানে ঢাকা থেকে কুমিল্লা ও লাকসাম হয়ে চট্টগ্রামে ২৩০ কিঃমিঃ সংক্ষিপ্ত দূরত্বে ৩০০ কিঃমিঃ এর অধিক সর্বোচ্চ গতিবেগে ট্রেন চলাচল করবে।

এই প্রকল্পের প্রধান পরামর্শক সংস্থা (সিআরডিসি-এমই যৌথ উদ্যোগ) এবং আইডব্লিওএম এর মধ্যে ১৯ শে আগস্ট ২০১৮ ইং তারিখে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিমতে আইডব্লিওএম পাঁচটি বড় নদীর হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ ও গাণিতিক মডেলিং কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে।

ইন্টারেক্টিভ জিআইএস মানচিত্রের মাধ্যমে আইসিটি কানেক্টিভিটি ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম

বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষে "ভিশন ২০২১" ঘোষণা করেছে। যেখানে একটি প্রধান চালিকা শক্তি হবে ইনফরমেশন সংস্থাগুলির জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) এবং অনুকূল ব্যবসায়ের পরিবেশ বিকাশ। আর সে জন্য আইসিটি একটি থ্রাস্ট খাত হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।

"ভিশন ২০২১" এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে টেলিযোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন (a2i) অনলাইন ইন্টারেক্টিভ জিআইএস ভিত্তিক সিস্টেমের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে টিলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করার জন্য একটি কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। a2i ওপেন সোর্স ডেভলাপমেন্ট সরঞ্জামাদি ব্যবহার করে স্কেলাবিলিটি এবং ইন্টারঅপারিবিলিটি বিবেচনা করে জাতীয় নেটওয়ার্কের জন্য ইউজার ফ্রেন্ডলী একটি জিআইএস ভিত্তিক ইন্টারেকটিভ ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরীর জন্য আইডব্লিউএম'কে নিয়োগ দেয়। সুতরাং ডিএনসিসি (ঘরোয়া নেটওয়ার্ক সমন্বয় কমিটি) সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই সাপোর্ট সিস্টেমটির (tiis.btrc.gov.bd) অধীনে বিটিআরসির সার্ভারে আপলোড করে দেয়া হয়। কেবলমাত্র বিটিআরসির অনুমোদিত ব্যবহারকারীগণই সরাসরি এ সিস্টেমে প্রবেশাধিকার রাখেন।

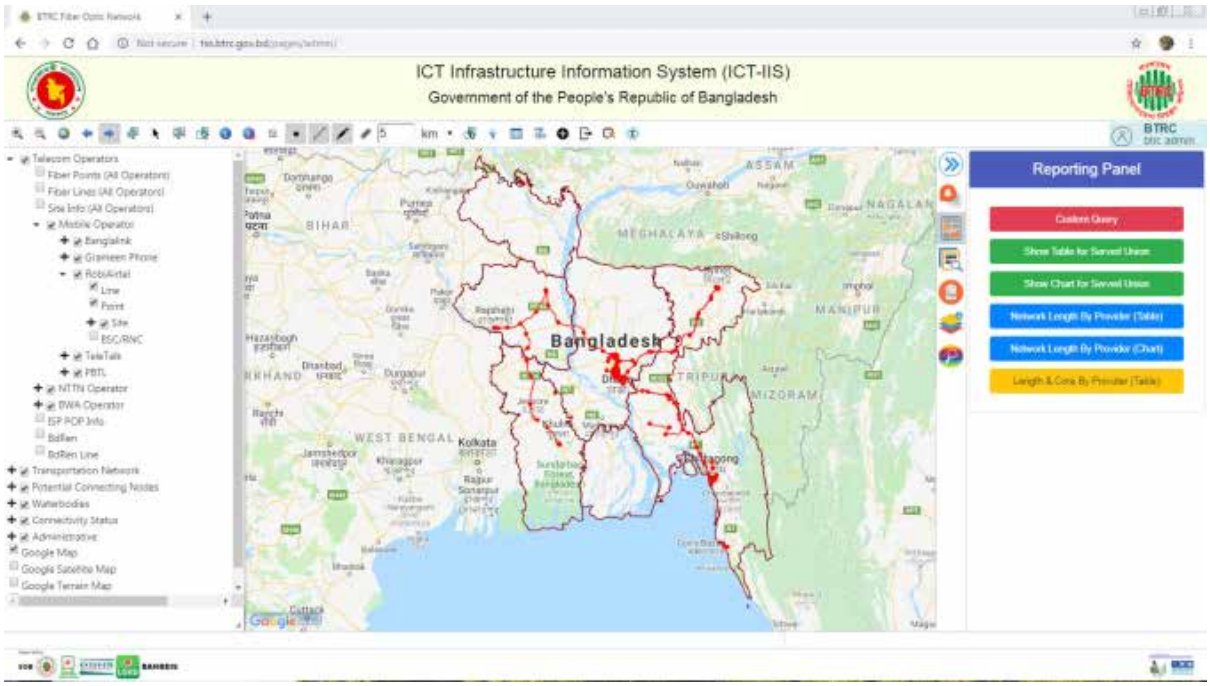

এ প্রকল্পের মূল বৈশিষ্ট্যঃ

- ফাইবার লাইন/ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্রগুলির সাথে সম্পর্কিত একটি জোন ম্যাপ তৈরী করতে পারে (বাফার দূরত্ব সহ)
- ফাইবার অপটিক লাইন ব্যবহার করে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্র, উচ্চ বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি নির্বাচন করতে পারবে।
- নির্বাচিত স্কুল, ইউনিয়ন কেন্দ্র, সরকারি অফিস ছাড়াও ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট অবস্থানের কাছাকাছি অঞ্চলের ফাইবার লাইনগুলি খুঁজে পাওয়া যাবে।
- যে ইউনিয়ন/মৌজাগুলি ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্কের আওতায় আছে সে অঞ্চলের জনসংখ্যার পরিসংখ্যান তৈরী করা যাবে।
- নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত সকল ইউনিয়ন/মৌজার জনসংখ্যার তথ্য পাওয়া যাবে।
- ১০০ এর বেশি তথ্য-উপাত্ত স্তর নিয়ে ইন্টারেক্টিভভাবে মূল্যবান তথ্য ভিজ্যুয়ালাইজ করতে পারে।
- সংযুক্ত এবং সংযুক্ত নয় এমন end points গুলো ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে দেখানো যায়।
- Attribute data অনলাইনে আপডেট করা যায়।
- টেলিকমিউনিকেশন স্তরগুলোতে কাস্টম কোয়ারী সহ বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন তৈরী করা যায়।
- Advance search এর মাধ্যমে প্রশাসনিক, টেলিকমিনিকেশন অপারেটর, গোগল সার্চ, গোগল স্ট্রীট ব্যাকগ্রাউন্ডে ভিউ করে রাখা যায়। Web Map থেকে interactively দূরত্ব এবং এরিয়া নির্ণয় করে সরাসরি প্রিন্ট করা ও পিডিএফ ফাইল তৈরী করা যায়।

Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS), Malaysia এর সাথে Jurutera Perunding Zaaba Sdn. Bhd. Malaysia ও Institute of Water Modelling (IWM) পরামর্শক সেবা প্রদানের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর

"National Water Balance Management System (NAWABS) bagi Lembangan Sungai Muda" প্রকল্পে পরামর্শক সেবা প্রদানের জন্য Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS), Malaysia এর সাথে Jurutera Perunding Zaaba Sdn. Bhd. Malaysia ও Institute of Water Modelling (IWM), Bangladesh একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে।

প্রকল্পটি মালয়েশিয়ার Kedah State এর Muda Basin কে কেন্দ্র করে নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্যগুলো হলো ঃ

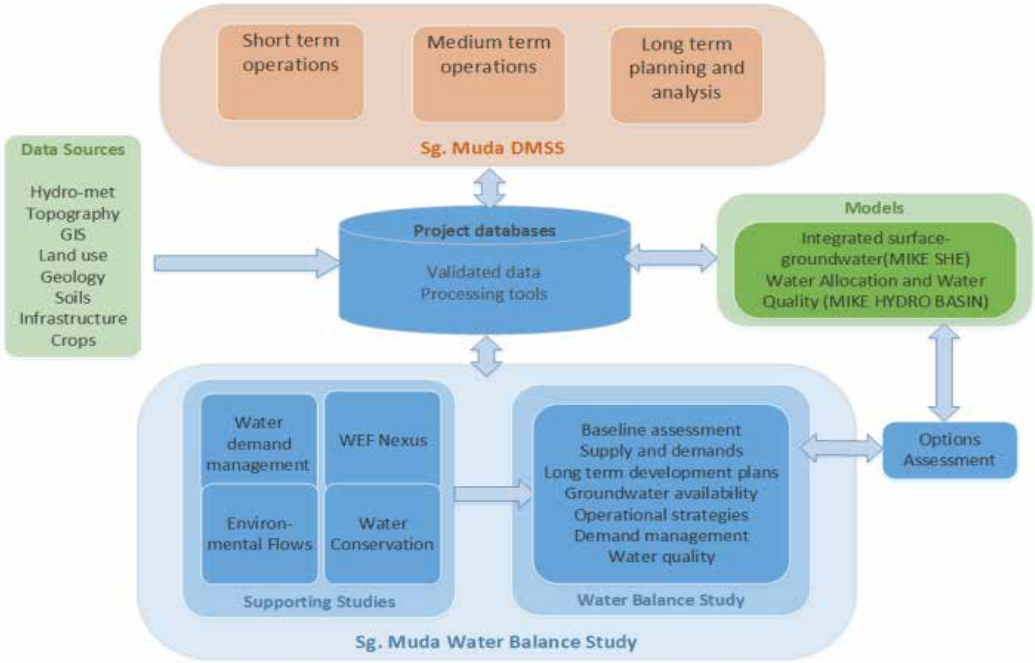

- পানি সম্পদ পরিমাণ ও প্রাপ্যতা নির্ণয়
- অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পানির চাহিদা নিরূপণ এবং ব্যবস্থাপনা
- প্রাপ্যতা স্বাপেক্ষে পানির সুষ্ঠু বন্টন ও গুণাগুণ সংরক্ষণ
- শুষ্ক মৌসুমের জন্য পানি সংরক্ষণ ও বন্টন ব্যবস্থাপনা
- Water Resources Index & Drought Index
- পানি নিরীক্ষণ পদ্ধতি উদ্ভাবন ও পরিচালন

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

উত্তরোত্তর মানব উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পর্কিত সংস্থা ও প্রজেক্টের কর্মশালা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজনের মাধ্যমে দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি প্রয়াসে আইডব্লিউএম সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত। এ বিষয়ে আইডব্লিউএম এর সেবামূলক পদক্ষেপ সমূহের মধ্যে এই উদ্যোগ একটি অন্যতম প্রয়াস। যে সমস্ত প্রশিক্ষণ এই সংস্থা হতে প্রদান করা হয় তা সংক্ষেপে বর্ণিত হলো।

- পানি ও পরিবেশ সংক্রান্ত জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশের নিমিত্তে কর্মশালার উদ্যোগ।
- সেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিশেষে প্রকল্প সমূহ সম্পর্কে অবহিত করণ ও তথ্য প্রদানের জন্য সেমিনার আয়োজন করা।
- আইডব্লিউএম এর নিজস্ব স্টাফদের উন্নয়নে মডেলিং ও পরিকল্পনা প্রণয়নে দেশীয় প্রশিক্ষণ।

- সহযোগী সংস্থা সমূহের বিভিন্ন গোষ্ঠীগত উদ্যোগে জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন।
- বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি কলেজ সমূহের শেষ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের Industrial training প্রদান।
- আইডব্লিউএম এর নিজস্ব স্টাফদের বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ, ডিগ্রী ও গবেষণা সাপোর্ট প্রদান।
- বিদেশী ছাত্র ছাত্রীদের মার্স্টার্স, পি এইচ ডি পর্যায়ের ডিগ্রী লাভে গবেষণা সাপোর্ট প্রদান।
- NAHRIM, Malaysia কে Training দেয়া
- Client Base Technology Transfer Training

প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

আইডব্লিউএম তার বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী ও অন্যান্য কর্মকর্তাদেরকে নিয়মিত প্রশিক্ষণদানের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও হালনাগাদ করার জন্য সবসময় সচেষ্ট থাকে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন নিয়মিত কাজের একটি অংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আইডব্লিউএম এর নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রায় ৩৩টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করে এবং তাতে দুই শতাধিক প্রকৌশলী ও অন্যান্য কর্মকর্তা এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।



এছাড়াও ২০১৮-১৯ সালে নিম্নোক্ত প্রশিক্ষণ/কর্মশালাসমূহ বিদেশে অনুষ্ঠিত হয় যেখানে আইডব্লিউএম এর মনোনীত প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

ক্রম	প্রশিক্ষণর নাম	যে দেশে অনুষ্ঠিত
০১	Teledyne Marine Technology Workshop.	ফ্রান্স
০২	Training course on "IWRM, Water Security and Climate Change for Developing Economies"	ভারত
০৩	Training programme on "Metamodel in Delft"	নেদারল্যান্ডস
০৪	'Cropping system intensification in the salt-affected coastal zone of Bangladesh and West Bengal.	ভারত
০৫	Australia Awards Programme Southeast Asia, Water Cooperation.	অস্ট্রেলিয়া/ নেপাল

নিজস্ব জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচী ছাড়াও আইডব্লিউএম তার সেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/প্রকৌশলীদের জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নিম্নোক্ত প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করে।

ক্রম	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	যে প্রতিষ্ঠানের জন্য আয়োজন করা হয়
০১	Training on Basic ArcGIS	০২	বেপজা
০২	Topographical, Morphological & Hydrometric Data Collection	১০	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
০৩	Hands on Training on Installation and Operation of Hydrological Equipment for BWDB staff.	২৪	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

ক্রম	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	যে প্রতিষ্ঠানের জন্য আয়োজন করা হয়
০৪	Training on DMA Management, Production Well Construction Procedure And Development Techniques, and Installation Procedure of HDPE Pipes for DWASA	৩২	ঢাকা ওয়াসা

আন্তর্জাতিক সেমিনার/কর্মশালায় অংশগ্রহণ

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে আইডব্লিউএম-এর বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীগণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে Water Management/Modelling-এর উপর আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করে। দেশগুলের মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অষ্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, চীন, স্পেন, গ্রীস, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, নেপাল, মালয়েশিয়া, নেদারল্যান্ড, ভারত, ইত্যাদি।



সাংহাই ইনস্টিটিউটস ফর ইন্টারন্যশনাল স্টাডিজ (এসআইআইএস), চীন কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক সেমিনার এ অংশ নেয়া আইডব্লিউএম এর নির্বাহী পরিচালক, প্রফেসর ড. এম মনোয়ার হোসেন এর সাথে ড. অনামিকা বড়ুয়া, আইআইটি, গৌহাটি, ভারত, প্রফেসর ড. ইয়ান ফেঙ ও ড. ওয়েনলিং ওয়াং, ইউনান ইউনিভারসিটি, চীন।

আইডব্লিউএম এর নির্বাহী পরিচালকের বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন



Executive Director, IWM visited Flood affected Project Area of Haor Region with Director General and other senior officials of DBHWD



Executive Director, IWM is monitoring Bathymetric Data Collection Process at Survey Vessel, Kutubdia Channel

IWM এ Climate Change Cell এর যাত্রা শুরু

বিশ্বজুড়ে এখন এটি স্বীকৃত যে জলবায়ু পরিবর্তন একটি বাস্তবতা এবং আমাদের অস্তিত্বের জন্য এখনই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা উচিত। এটিও স্বীকৃত যে এর ভৌগোলিক অবস্থান এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে বাংলাদেশ পরিবর্তিত জলবায়ুর মুখোমুখি বিশ্বের অন্যতম ঝুঁকির দেশ হয়ে উঠবে। IWM বিভিন্ন সরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে বিভিন্ন প্রকল্পে জলবায়ু পরিস্থিতি নিয়ে কাজ করেছে। পুরোপুরি জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত গবেষণার জন্য একটি পূর্ণ সেল গঠন করার ধারণাটি দীর্ঘকাল ধরে IWM এর পরিকল্পনা ছিল। বাংলাদেশ সরকার তার সমস্ত পরিকল্পনা এবং বিনিয়োগ প্রকল্পের বাস্তবায়নে জলবায়ু পরিবর্তন বিবেচনা করে "বাংলাদেশ ডেল্টা পরিকল্পনা 2100" প্রণয়ন করেছে। উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে এবং IWM BOT এর ৮৮তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে আইডব্লিউএম সম্প্রতি জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব মূল্যায়নের শীর্ষস্থানীয় মৌলিক গবেষণা পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে একটি পৃথক জলবায়ু পরিবর্তন সেল (Climate Change Cell) প্রতিষ্ঠা করেছে।

ছবি: নেপালের কাঠমুন্ডুতে আঞ্চলিক কর্মশালায় Climate Change Cell



এটির মূল লক্ষ্যগুলি হলো ঃ

- জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে প্রাথমিক গবেষণা, জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব মূল্যায়ন
- প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি
- স্থানীয় স্তরের জলবায়ু পরিবর্তন মডেল বিকাশ এবং বাংলাদেশের পরিস্থিতির সাথে মিল রেখে জলবায়ু পরিবর্তন সহায়তা প্রদান
- বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বহু স্তরের সহযোগিতা দাতা সংস্থা এর সংঙ্গে সম্পর্ক নির্মান

Climate Change Cell এর vision হচ্ছে ঃ

- জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির উন্নত ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে, অভিযোজন ও প্রশমন পরিকল্পনা করা
- বিজ্ঞান ভিত্তিক জলবায়ু সম্পর্কিত তথ্য পরিকল্পনা দেয়া
- নীতি ও policy এর ক্ষেত্রে Climate Change অন্তর্ভুক্ত করা
- বৈশ্বিক, আঞ্চলিক এবং জাতীয় স্কেল এ জলবায়ু পরিবর্তন এর বিদ্যা সম্প্রসারণ করা ইত্যাদি।

সেলটি মো: তরিকুল ইসলাম (Climate Change Cell এর head) এবং কয়েকজন তরুন গবেষককে নিয়ে সম্প্রতি যাত্রা শুরু করেছে।

সম্প্রতি Climate Change Cell নেপালের কাঠমুন্ডুর ICIMOD এ ভবিষ্যতের জলবায়ু পূর্বাভাস দেয়া এর উপর আঞ্চলিক কর্মশালায় অংশ নিয়েছে। কর্মশালায় জলবায়ু পরিবর্তন ও সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে নতুন ও উদ্ভাবনী জ্ঞান বিকাশে আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল।

অস্ট্রেলিয়া এওয়ার্ড প্রোগ্রামে আইডব্লিউএম (IWM) এর অংশগ্রহণ

অস্ট্রেলিয়া সরকারের সম্মানজনক অস্ট্রেলিয়া অ্যাওয়ার্ডস প্রোগ্রাম এর আওতায় Queensland University of Technology (QUT) তে "দক্ষিণ এশিয়া পানি সম্পদ নিরাপত্তা নিশ্চত করন ও সহযোগিতা রুপরেখা প্রনয়ন" শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৮ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রোগ্রামে বাংলাদেশের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, যৌথ নদী কমিশন, WARPO এবং IWM থেকে ৬ জন পানি সম্পদ কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। আইড-ব্লিউএম এর পক্ষ থেকে জনাব সামিউন নবী, ব্যবস্থাপক বিজনেস অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ ছাড়াও ৬ টি দেশ; ভুটান, ভারত, কাজাকিস্তান, নেপাল, পাকিস্তান ও তাজাকিস্তান এর ২৬ জন কর্মকর্তা উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ থেকে অনান্য অংশগ্রহণকারীরা হলেন; শামিম আরা খাতুন, যুগ্ম-সচিব (পরিকল্পনা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, জনাব এ. এম. আমিনুল হক, অ-তিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, জনাব মোঃ মাহমুদুর রহমান, পরিচালক, যৌথ নদী কমিশন (JRC), জনাব মোহাম্মদ তৌফিকুল ইসলাম, পরিচালক (কারিগরী), WARPO|



ফটোগ্রাফ : অস্ট্রেলিয়া এওয়ার্ড প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী ৭ টি দেশের ২৬ জন পানি সম্পদ কর্মকর্তা

এই প্রোগ্রাম এর লক্ষ্য ছিল মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং পরিবেশগত স্থায়িত্বকে সমর্থন করে এমন অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পানি ব্যবস্থাপনা কার্যকর করা ও ন্যায় সঙ্গত পরিচালনার জন্য অন্ত-সীমানা জুড়ে সমবায় ভিত্তিক পানি প্রশাসন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সক্ষম করা।

অংশগ্রহণকারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল কর্মক্ষেত্রের ইতিবাচক অভিজ্ঞতা শেয়ার করা এবং তাদের ভবিষ্যতের কর্মপরিধি নেটওয়ার্কটি উন্নত করা। কুইন্সল্যান্ড ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি (QUT) এর সার্বিক তত্তাবধানে অস্ট্রেলিয়ার একাধিক পানি প্রশাসন এবং পানি ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা এই পাঠক্রমটি পরিচালনা করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল Murray-Darling Basin Authority, CSIRO ইত্যাদি। সিস্টেম থিংকিং পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রকল্পের উপযোগিতা বৃদ্ধির রুপকল্প সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের সর্বিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রোগ্রামের আওতায় অংশগ্রহণকারীরা Brisbane, Canberra, Adelaide এর বিভিন্ন পানি সম্পদ প্রকল্প পরিদর্শন করেন।



ফটোগ্রাফ: অস্ট্রেলিয়া এওয়ার্ড প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশের পানি সম্পদ কর্মকর্তাবৃন্দ

এ কোর্সটির বিশেষ আর একটি উদ্যেশ্য ছিল আন্তসীমান্ত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রত্যক্ষ প্রয়োগের সাথে সাথে সেই ক্ষেত্রগুলিতে অংশগ্রহণকারীদের তাদের দক্ষতা এবং জ্ঞানের পরিধি বিকাশ। কোর্সটি অংশগ্রহণকারীদের কয়েকটি বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ সহায়তা করেছে। যেমন ঃ

(i) IWRM এর মূলনীতি মেনে টেকসই পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা। (ii) আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক পানি সহযোগিতা চুক্তি/চুক্তির কেন্দ্রীয় উপাদানসমূহ সম্পর্কে ধারনা পাওয়া। (iii) টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে (এসডিজি ৬) অবদান রাখার জন্য হাই লেভেল প্যানেল অফ ওয়াটারের পদক্ষেপ সমূহের দিক নির্দেশনা মেনে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

"কক্সবাজার বেসামরিক বিমান বন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা" প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান আইডব্লিউএম কর্তৃক আয়োজিত প্রকল্পের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন জাতীয় কর্মশালা



আইডব্লিউএম কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য প্রকল্প স্বাক্ষর এবং সেমিনার



আইডব্লিউএম এবং ইসাবেলা ফাউন্ডেশন এর মধ্যে MOU চুক্তি সম্পাদন, আগষ্ট ২০১৮



DeltaCap External Advisory Board (EAB) Members Meeting at CIRDAP International Conference Center

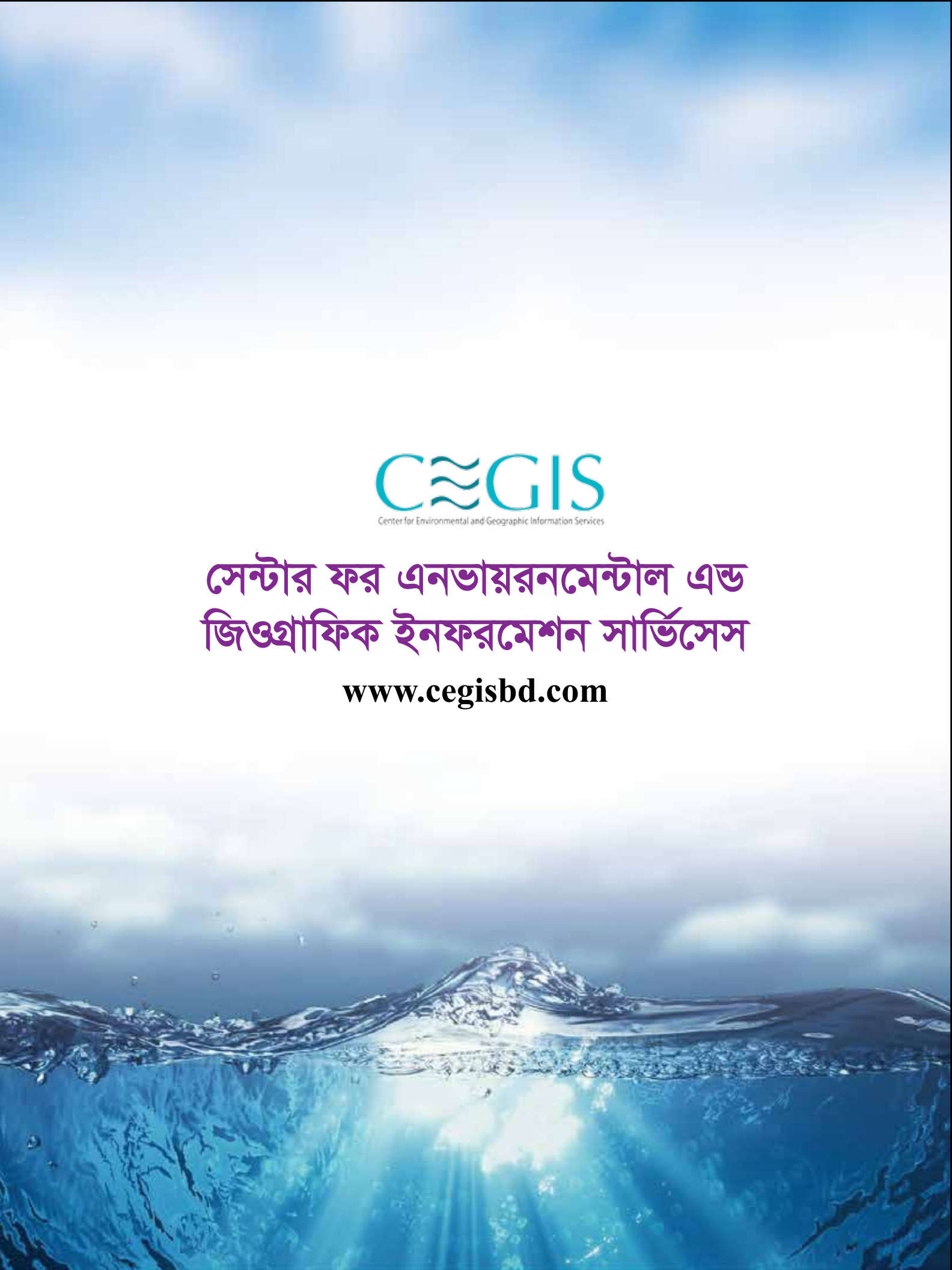
CEGIS
Center for Environmental and Geographic Information Services
সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড
জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস
www.cegisbd.com

অষ্টম অধ্যায়: সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস

পটভূমি

১৯৮৭ এবং ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ ও দীর্ঘস্থায়ী বন্যার পর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২৬টি বন্যা কর্মপরিকল্পনা (ফ্লাড অ্যাকশান প্লান/ফ্যাপ) সমীক্ষা প্রণয়নের কার্যক্রম হাতে নেয়। এদের মধ্যে ইউএসএআইডি এর কারিগরি সহায়তায় ১৯৯১-১৯৯৫ সময়ব্যাপী পরিবেশগত সমীক্ষা (ফ্যাপ ১৬) এবং ভৌগোলিক তথ্য পদ্ধতি (জিআইএস) সমীক্ষা (ফ্যাপ ১৯) সম্পাদিত হয়। এর পর ফ্যাপ ১৬ ও ফ্যাপ ১৯ একত্রিত করে "দি এনভায়রনমেন্ট এন্ড জিআইএস সাপোর্ট ফর ওয়াটার সেক্টর প্ল্যানিং প্রজেক্ট (ইজিআইএস)" হাতে নেয়া হয়। উক্ত সমীক্ষা দুটি থেকে লব্ধ ফলাফল এবং জ্ঞান সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে নেদারল্যান্ড সরকার ১৯৯৬ সাল হতে ইজিআইএস প্রকল্পে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। পরবর্তীতে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ দক্ষ ও কার্যকরভাবে ব্যবস্থাপনায় বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা প্রদানের স্বার্থে ইজিআইএস প্রকল্পকে সরকার ২০০২ সালে একটি জাতীয় সম্পদ হিসেবে সিইজিআইএস ট্রাস্ট এ রূপান্তরিত করে।

পাবলিক ট্রাস্ট হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০০২ সালের মে মাসে সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস) নামক পাবলিক ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা পানি সম্পদ খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের "দি এনভায়রনমেন্ট এন্ড জিআইএস সাপোর্ট ফর ওয়াটার সেক্টর প্ল্যানিং প্রজেক্ট"- কে একটি স্থায়ী সংস্থায় রূপান্তরের জন্য সরকারের অনুমোদনক্রমে "দি ট্রাস্টস এ্যাক্ট ১৮৮২"-এর আওতায় পাবলিক ট্রাস্ট হিসেবে সিইজিআইএস পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিবন্ধিত হয়। সিইজিআইএস পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে এবং ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি অছি পরিষদ (বোর্ড অব ট্রাস্টিজ) কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব অছি পরিষদের সভাপতি এবং এর ট্রাস্টিগণ হলেন- মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড; মহাপরিচালক, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা; মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর; মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর; প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর; চেয়ারম্যান, মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন সংস্থা; চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ; চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ; বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পরিবেশ এবং পানি সম্পদ বিশেষজ্ঞ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের একজন বিশেষজ্ঞ; আইইউসিএন-এর বাংলাদেশ কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ এবং সরকার কর্তৃক মনোনীত একটি এনজিও। এছাড়া, সিইজিআইএস বাংলাদেশ সরকারের জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য এবং আইইউসিএন বাংলাদেশের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। সর্বোপরি, সিইজিআইএস-এর বর্তমান নির্বাহী পরিচালক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

অধিক্ষেত্র

সিইজিআইএস বৈজ্ঞানিকভাবে বাংলাদেশের একমাত্র মৌলিক সংস্থা যা ভৌগোলিক তথ্য পদ্ধতি (জিআইএস), দূর অনুধাবন (আরএস) উপাত্ত (স্যাটেলাইট চিত্র), তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) এবং উপাত্তভান্ডার (ডাটাবেইস) ব্যবহার করে পানি, ভূমি, বায়ু, গ্যাস, খনিজ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ এবং কৃষি, মৎস্য, সড়ক ও নৌ-পরিবহন, প্রকৌশল, বন, পরিবেশ, সামাজিক ইত্যাদি খাতের সমন্বিত পরিবেশগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে কৌশলগত পরিবেশ সমীক্ষা (এসইএ), প্রাথমিক পরিবেশগত যাচাই (আইইই), পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ), সামাজিক প্রভাব নিরূপণ (এসআইএ), ট্রাফিক চলাচলের প্রভাব সমীক্ষা (টিআইএ), পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি), পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএমএফ), পরিবেশগত এবং সামাজিক পরিবীক্ষণ সমীক্ষা, ভূমি অধিগ্রহণ কর্মপরিকল্পনা, পূনর্বসতি (রিসেটেলমেন্ট) কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি সম্পাদন করে থাকে। এছাড়াও সিইজিআইএস সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার জন্য বিশ্লেষণমূলক ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুত; জিআইএস এবং আরএস ব্যবহার করে বন্যা ও বন সম্পদের পরিবীক্ষণ; খরা নিরূপণ এবং পরিবীক্ষণ; নদীর প্ল্যানফর্ম পরিবর্তন, নদী ভাঙ্গন এবং ভূমি ক্ষয় নিরূপণ; বন্যার ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ; ভূমি ব্যবহার এবং নগর পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য ভূ-তলীয় বিশ্লেষণ ইত্যাদি সম্পাদন করে থাকে। পানি সম্পদ খাতের প্রকল্পসমূহের পরিকল্পনা, ডিজাইন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণের জন্য এ সংস্থাটি বৃহৎ উপাত্তভান্ডার যেমনঃ মেটাডাটাবেসসহ জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্তভান্ডার (এনডব্লিউআরডি), সমন্বিত উপকূলীয় সম্পদ উপাত্তভান্ডার (আইসিআরডি), ওয়েবভিত্তিক ভূ-তলীয় উপাত্ত ভান্ডার, ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি (এমআইএস) এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহায়ক পদ্ধতি (ডিএসএস) প্রস্তুত করে থাকে।

কাজের পরিসর

সিইজিআইএস-এর কারিগরি, বিশেষজ্ঞ বিষয়ক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজসমূহ নিম্নরূপঃ

প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ	জিআইএস ও আরএস	ডাটাবেস ও আইটি
• মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন • প্রাক-সম্ভাব্যতা ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা • পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ • প্রতিবেশগত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন • পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব পরিবীক্ষণ • পূনর্বসতি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন • সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন • আর্থ-সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সমীক্ষা • নদীর মরফোলজি, কৃষি, মৎস্য, বন, বিদ্যুৎ ও পানিসম্পদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষায়িত সেবা প্রদান • প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা/ সমীক্ষা • জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব নিরূপণ ও অভিযোজন পরিকল্পনা প্রণয়ন • জলবায়ু টেকসই ও জলবায়ু সহিষ্ণু সমীক্ষা • পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	• ম্যাপিং ও ইমেজ প্রক্রিয়াকরণ • ডিজিপিএস ও জিপিএস জরিপ • স্প্যাশাল মডেলিং • দুর্যোগ পরিবীক্ষণ ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ • প্রাকৃতিক সম্পদ নিরূপণ ও ভূমি ব্যবহার পরিবীক্ষণ • ভূমি অধিগ্রহণ পরিকল্পনা প্রণয়ন • জিআইএস ও আরএস বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	• ডাটাবেস ও এমআইএস ডিজাইন ও উন্নয়ন • Web-enabled GIS-based MIS ও ডাটাবেস প্রস্তুতকরণ • ডাটা রিপোজিটরি প্রস্তুতকরণ • আইটি সমাধান; সফটওয়্যার ডিজাইন, তৈরি ও বাস্তবায়ন • WEB পোর্টাল উন্নয়ন • উপাত্তের মান প্রমিতকরণ ও নির্দেশমালা প্রস্তুতকরণ • ডাটাবেস ও আইটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান

এছাড়া সিইজিআইএস যৌথভাবে গবেষণা পরিচালনার জন্য স্বনামধন্য দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সম্পাদন করেছে। সিইজিআইএস কর্তৃক পরিচালিত এরূপ গবেষণার ফলশ্রুতিতে এ পর্যন্ত দুইটি পিএইচডি ডিগ্রী অর্জিত হয়েছে।

জনবল

বর্তমানে সিইজিআইএস-এর সর্বমোট জনবল ২৪৪ জন। এদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী ২১২ জন বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা এবং ৩২ জন সাপোর্ট ও অন্যান্য স্টাফ রয়েছেন। সিইজিআইএস-এর রয়েছে পানিবিজ্ঞান, পানি সম্পদ পরিকল্পনা, পানি সম্পদ কৌশল, পুরকৌশল, তড়িৎকৌশল, প্রাণীবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, ভূগোল, জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ, প্রতিবেশ, নদী গঠনপ্রকৃতি ও প্ল্যানফর্ম, ভূ-গর্ভস্থ ও পরিস্থ পানি, অর্থনীতি, কৃষি, মৎস্য, সমাজবিজ্ঞান, মৃত্তিকাবিজ্ঞান, পানির গুণগতমান, প্রতিষ্ঠান, পরিবেশ আইন, বিজনেস স্ট্যাডিজ, গণিত, পরিসংখ্যান, জিআইএস, আরএস, ডাটাবেজ, প্রোগ্রামিং ইত্যাদি প্রায় ৩৫টি বিভিন্ন পেশা ও বিষয়ভিত্তিক বিজ্ঞানী এবং প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ কারিগরি বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে গঠিত দল। অত্যাধুনিক কম্পিউটার এবং জিআইএস ও আরএস সফটওয়্যার এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞগণ নিয়মিত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

CEGIS - এর কারিগরি দক্ষতাসমূহ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবস্থা

সর্বাধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ উন্নত Computer Hardware ও Software সমৃদ্ধ একটি আধুনিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে CEGIS এ উচ্চগতি সম্পন্ন Local Area Network (LAN) দ্বারা প্রায় ৩০০টি Desktop/Workstation পরস্পর সংযুক্ত হয়ে যুগোপযোগী সেবা দিয়ে যাচ্ছে। উন্নত মানসম্পন্ন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রিন্টার, প্লটার, স্ক্যানার, ডিজিটাইজার, ল্যাপটপ ও ডেস্কটপ ম্যাশিন LAN এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত সর্বাধুনিক Server System দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত হয়ে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন Output/Product তৈরীতে অবদান রাখছে। একাধিক Backup Sever এর সাহায্যে নিয়মিত ভাবে সকল Output/Product এর Backup সংরক্ষণ করা হচ্ছে। একটি গধরষ Server System এর মাধ্যমে CEGIS এর অভ্যন্তরীন

ও বহিঃস্থ যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব Domain হলঃ www.cegisbd.com যা High-speed Broadband Internet connection দ্বারা যুক্ত। বিগত ১৭ বছরে Oracle, SQL Server, MS Access, MSQL ও PostgreSQL এর সর্বশেষ Version ব্যবহার করে বেশ কিছু Geo-Spatial Database তৈরী করা হয়েছে এবং নিয়মিত ভাবে তা হালনাগাদ করা হচ্ছে।



GIS ও RS Server System এর সাহায্যে বিপুল আকারের GIS-RS Data/Information কে সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করে বিভিন্ন সমীক্ষার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। Windows 10 Professional এবং Windows Server 2008/2012/2019 Enterprise Edition, Operating System হিসেবে Desktop/Workstation ও Server সমূহ ব্যবহার করা হচ্ছে। লাইসেন্সকৃত ArcGIS, ArcView, ERDAS Imagine, ArcIMS ইত্যাদি সর্বাধুনিক Software এর সর্বশেষ Verson বিভিন্ন সমীক্ষার প্রয়োজনে ব্যবহার করা হচ্ছে। এসকল Data, Server এবং Software সমূহ যুগোপযোগী Antivirus Software দ্বারা সুরক্ষিত। সামগ্রিকভাবে CEGIS এর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সুদক্ষ জনবলের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। তাছাড়া CEGIS-এ Archway Metal Detector Gate, Polycon Video Conferencing System, Biometric Access Control System, CCTV Camera System, Web based Library Management System, Web based Vehicle Requisition System, Web based Asset Management System, Digital Office Management System (OMS) বিগত কয়েক বছর যাবৎ ব্যবহৃত হচ্ছে।

এনভায়রনমেন্টাল ল্যাবরেটরি ও মাঠপর্যায়ে ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিসমূহ

সিইজিআইএস তার গবেষণা কাজের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের নিমিত্তে বিভিন্ন ধরণের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটির এনভায়রনমেন্টাল ল্যাবরেটরি নানা ধরণের আধুনিক যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে গঠিত। এ সমস্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিগুলো প্রধানত তিন ধরণের পরিবেশগত গুণাবলী তথাঃ ১) পানির গুণগত মান পর্যবেক্ষণ ২) বায়ুর গুণগত মান পর্যবেক্ষণ ও ৩) কোন স্থাপনার সমীক্ষা কাজে শব্দ এবং কম্পনের মাত্রা পর্যবেক্ষণ/পরিমাপ কাজে ব্যবহৃত হয়।












পানির গুণগত মান পর্যবেক্ষণের জন্য সিইজিআইএস এনভায়রনমেন্টাল ল্যাবরেটরি যেসব যন্ত্রপাতি নিয়ে সুসজ্জিত তার মধ্যে অন্যতম হলোঃ UV-1800 Spectrophotometer, Multi parameter water quality tester (Edge pH and DO) meter, EC/TDS/NaCl/TEMP meter, Multi parameter Water Quality Checker (HORIBA), DO Meter, pH Meter, Salinity Meter, Electrical Conductivity Meter, TDS Meter, Turbidity Meter, এই সমস্ত যন্ত্রপাতি দ্বারা পানির ১৩ টি গুণগত মান নির্ণয় করা হয় যেমনঃ Nitrate (NO_3), Sulphate (SO_4), Iron (Fe), Phosphate (PO_4), Ammonium (NH_4), Silica (SiO_2), Electric Conductivlity (EC), Total Dissolved Solid (TDS), Turbidity, Dissolved Oxygen (DO), Salinity, pH এবং Temperature। এছাড়া Echo Sounder Machine, River ray ADCP, Current Meter যন্ত্রপাতি দ্বারা নদীর পানির গভীরতা, পানি প্রবাহের গতিবেগ এবং পানি প্রবাহের ডিসচার্জ পরিমাপ করা হয়। Soil Salinity meter দ্বারা মাটির Electric Conductivlity (EC), আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়। Microscope দ্বারা পানির অনুজীব চিহ্নিতকরণ ও পরিচিতির পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। বায়ুর গুণাগুন নির্ণয়ের জন্য এখানে Portable Weather Station ও Dust Trak Aerosol Monitor (8533 EP) রয়েছে। এসব যন্ত্রপাতি দ্বারা বায়ুর তাপমাত্রা, গতিবেগ, আর্দ্রতা, Particulate Matters (PM_1, $PM_{2.5}$, PM_{10}, Respirable and PM Total) এর পরিমাণ নির্ণয় করা হয়ে থাকে। সিইজিআইএস এর মাঠ পর্যায়ের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য অনেকগুলো Portable Equipment আছে। যার মধ্যে Noise Meter, Vibration Meter ও Electromagnetic Flow Meter (EMF) বেশ আধুনিক ও যুগোপযোগী। বন সম্প্রসারণ ও এর গুণাবলী পর্যবেক্ষণের জন্য Canopy Meter, Light Meter, Laser Range Finder ইত্যাদি যন্ত্রপাতি ব্যবহার হচ্ছে। এছাড়া সিইজিআইএস তার বিভিন্ন গবেষণা কাজে দূরবীক্ষণ যন্ত্র, ক্যামেরা ও বিভিন্ন ধরণের পরিবেশ বিষয়ক মাননির্ণয়ক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকে।

CEGIS- এর উদ্ভাবনী কার্যক্রমসমূহ

CEGIS পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সর্বকনিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। ট্রাস্ট হিসেবে এর বয়স মাত্র ১৭ বছর হলেও এর যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৯১ সালে ৪ (চার) টি Flood Action Plan (FAP) এর সমীক্ষা কার্য পরিচালনার মাধ্যমে। Flood Response Study (FAP-14), Environmental Study (FAP-16), GIS Study (FAP-19) Ges Flood Proofing Study (FAP-23) এর ফলাফল ও জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে এবং ১৯৯৬-২০০১ সময়কালে পরিচালিত EGIS-I ও EGIS-II প্রকল্পের অভিজ্ঞতাসমূহকে ভিত্তি করে ২০০২ থেকে CEGIS ট্রাস্ট এ যাবৎ অনেক যুগান্তকারী ও উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রম সম্পাদন করেছে। সাম্প্রতিক (২০১৮-১৯) কয়েকটি কার্যক্রম এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলঃ

অধোগামী হাওর অববাহিকায় নদীর বিবর্তন: সিলেট অঞ্চল

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল প্রায় ৮,০০০ বর্গ কি:মি: আয়তনের হাওর অঞ্চল, যা প্রতি বছর ১-২ মি:মি: মাটির সংযোগের সাথে ৩-৬ মি:মি: হারে অধোগামী হচ্ছে। ২০০ বছর পূর্বে, ব্রহ্মপুত্র নদীর দিক পরিবর্তনের পর এ অঞ্চল পলির ঘাটতিতে ভুগছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে এ অঞ্চলের নদীগুলোর জল-গঠনশৈলীরও পরিবর্তন হয়েছে। এ অঞ্চলের যে কোনো উন্নয়নের আগে এখানকার পরিবর্তনের ভৌত প্রক্রিয়াটি বোঝা প্রয়োজন। হাওর অঞ্চলের নদীর বিবর্তনের প্রক্রিয়াগুলো বোঝার জন্য ঐতিহাসিক মানচিত্র, ডিজিটাল এলিভেশন মডেল (DEM) এবং লভ্য ভূ-উপগ্রহ চিত্রগুলো বিশ্লেষণ করা হয়। DEM বিশ্লেষণ করে CEGIS সিলেট অববাহিকাকে দুটি অঞ্চলে ভাগ করে- সিলেট ঢালু বেসিন ও বেসিনের তলদেশ।

একসময় ব্রহ্মপুত্র বাহিত পলি এ অঞ্চলের পলির ভারসাম্য বজায় রাখতো। কিন্তু ব্রহ্মপুত্র নদীর দিক পরিবর্তনের পর এই অঞ্চল মেঘালয়ের পাহাড়ি ও সুরমা-কুশিয়ারা নদীগুলো থেকে খুব সামান্যই পলি পায়। তাই এখন ভূমির অধোগমন এই অঞ্চলের মূল প্রক্রিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে।

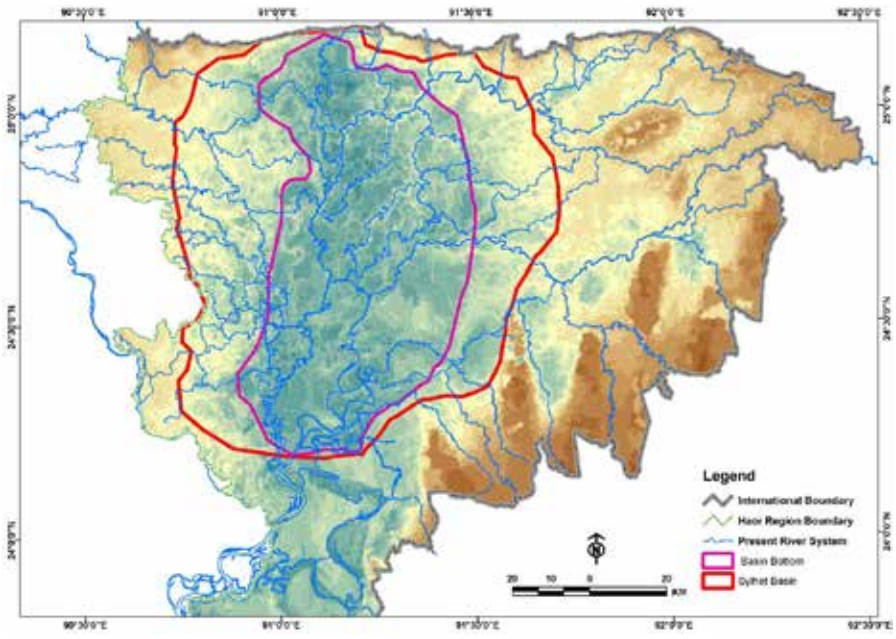

নদীর বর্তমান দিকের সাথে পূর্ববর্তী দিকগুলোর তুলনামূলক চিত্র হলো - পূর্ব ও পশ্চিম দিক হতে বয়ে আসা নদীগুলো দক্ষিণে প্রবাহিত হবার সময় সিলেট ঢালু বেসিনে এসে উত্তর দিকে অগ্রসর হয় যেখানে সবচেয়ে বেশি গভীরতা পরিলক্ষিত হয় এবং যখন নদীগুলো সিলেট বেসিনের তলদেশ এলাকায় প্রবেশ করে তখন দক্ষিণে প্রবাহিত হয়।

এ অঞ্চলে নদীর দিক পরিবর্তনের দুটি প্রধান প্রক্রিয়া হলো - পুরো বেসিনের জল-গঠনশৈলীর পরিবর্তন এবং স্থানীয় বন্যা। উচ্চ হারের অধোগমনের ফলে বা উঁচু তীর স্থাপনের জন্য সুরমা, কুশিয়ারা বা কংশ নদীর দিক উত্তরের গভীরতম স্থানের দিকে অগ্রসর হয়। নদী তীর একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় উঠলে, বন্যা অববাহিকার মধ্য দিয়ে একটি নতুন গতিপথের (চ্যানেল) সৃষ্টি করে। এই প্রক্রিয়াটি বন্যা অববাহিকার চ্যানেল বিবর্তনের জন্য এবং সিলেট অববাহিকার বৃহৎ নদীগুলোর জন্য প্রযোজ্য। কয়েক বছর থেকে দশকের ব্যবধানে বন্যা অববাহিকাটি নতুন চ্যানেল দ্বারা বিভক্ত হয়। অনেক সময় এই নতুন নদীগুলো বড় বড় নদীর গতিপথের নতুন প্যাসেজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই এলাকার এমন বৈশিষ্ট্য অদ্বিতীয়।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় ঢাকা ও চারপাশের জিআইএস ভিত্তিক ভূমির তথ্য অনুসন্ধান পদ্ধতি



গবেষণাটি বৃহত্তর ঢাকা বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্পের বরাদ্দকৃত জমির অবৈধ দখল পুনরুদ্ধার ও অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে প্রকৃত নথি, খতিয়ান ও অবস্থান খুঁজে বের করার জন্য একটি তথ্য অনুসন্ধান পদ্ধতি (ল্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম - এলআইএস) নির্মাণের পরীক্ষামূলক উদ্যোগ। এই গবেষণায় ডিজিটাল ম্যাপ সম্বলিত একটি ইনফরমেশন সিস্টেম প্রস্তুত করা হয়েছে যা অবৈধ দখলকৃত জমির পুনরুদ্ধার, ভূমি সম্পদ রক্ষার জন্য জমির ডিজিটাল রেকর্ড প্রস্তুতকরণে সহায়তা তথা বাংলাদেশের টেকসই পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় সহায়তার লক্ষ্যে বিডব্লিউডিবি-র জমির নথি ডিজিটালিকরণ যা পরবর্তীতে সমগ্র দেশের জন্য প্রতিলিপিত হবে। প্রথম ধাপে এলআইএস সিস্টেম উদ্ভাবনের জন্য তুরাগ নদী তীর সংলগ্ন আব্দুল্লাহপুর থেকে গাবতলী পর্যন্ত আনুমানিক ২০ কি.মি. দৈর্ঘ্য ও ১,১৭৩.৪২ একর বেষ্টিত পরীক্ষামূলক এলাকা নেয়া হয়েছে যা ৫৫০.৫ একর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধ ৬.৯৫ একর জুড়ে ৪ টি স্লুইচ গেট ও ৬৩০.৯৭ একর জলাশয় অন্তর্ভুক্ত করে। এই পরীক্ষামূলক গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে ৪৩৭.১৫২২ একর জমি সরকারি নথিতে বিডব্লিউডিবি-এর আওতাধীন রেকর্ড করা হয়েছে। অপরপক্ষে, বাঁধ এলাকার ৬৮,৩৪৭৮ একর জমি বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগত ভূমি মালিক কর্তৃক দখল রয়েছে, যার ২৫.৭৬ একর অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠন কর্তৃক এবং ৪২.৫৮৭৮ একর ব্যক্তিগত ভূমি মালিক কর্তৃক দখল হয়েছে। ৬৩০.৯৭ একর জলাশয় অঞ্চলের মধ্যে ৫৭৭.৫৫৪৪ একর জমি বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ও ব্যক্তিগত ভূমি মালিক কর্তৃক দখল হয়েছ।

২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক দেশীয় / আন্তর্জাতিক পরিসরে সম্পাদিত / চলমান সমীক্ষাসমূহ

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত দেশীয় সমীক্ষাসমূহ

ক্রমিক নং	সমীক্ষার নাম
১	এল.জি.ই.ডি কর্তৃক বাস্তবায়িত CCRIP প্রকল্পের জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা ডকুমেন্টেশন রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ
২	বাগেরহাটের রামপালে নির্মাণাধীন ২X৬৬০ মেঃওঃ মৈত্রী সুপার থারমাল পাওয়ার প্রজেক্টের পরিবেশগত স্থিতিম্যাপ এবং নির্মাণকালীন পরিবেশগত ব্যাবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ (২০১৮ হতে ২০১৯ পর্যন্ত)
৩	কাপ্তাই সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টের জমি উন্নয়নের জন্য কাপ্তাই বাঁধের নিকটস্থ কর্ণফুলী নদীতে ড্রেজিং এর সম্ভাব্যতা যাচাই
৪	পটুয়াখালী (পায়রা)-গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন নির্ধারণের জন্য সন্ধ্যা, সুগন্ধা, বুড়িশ্বর এবং পটুয়াখালী নদীর মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা
৫	কুচুয়া-গজারিয়া ২৩০ কেভি ফোর সার্কিট সঞ্চালন লাইন নির্ধারণের জন্য মেঘনা (গোমতী) নদীর মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা
৬	হাটহাজারী-শিকলবাহা ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্ধারণের জন্য কর্ণফুলী নদীর মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা
৭	গোপালগঞ্জ-মংলা ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন নির্ধারণের জন্য মধুমতী নদীর মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা
৮	ব্রহ্মপুত্র (যমুনা), গঙ্গা ও পদ্মা নদীসমূহের নদীভাঙ্গন পূর্বাভাস প্রদান
৯	সংরক্ষণ খনন কার্যক্রম ২০১৮-১৯ (যমুনা, পদ্মা, মেঘনা, আড়িয়াল খাঁ, তেঁতুলিয়া, খাগদন সহ বিভিন্ন নদী এবং ঢাকা-বরিশাল এরং পাটুরিয়া-বাঘাবাড়ি নৌপথ সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফেরি ঘাট)
১০	আত্রাই ও ভোগাই-কংশ নদীর প্রি টপোগ্রাফিক ও হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে (ADJ)
১১	দক্ষিণবঙ্গে সুবিধাজনক স্থানে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্থান নির্ধারণ
১২	প্রাণি সম্পদ উন্নয়ন-ভিত্তিক দুগ্ধ বিপণন ও মাংস উৎপাদন প্রকল্পের সমীক্ষা
১৩	জিটুজি (G2G) অর্থায়নে ডিপিডিসি এরিয়ায় বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন বর্ধিত ও শক্তিশালীকরণ
১৪	সোনাদিয়া-ঘটিভাঙ্গায় ইকো-টুরিজম-এর পরিবেশগত সমীক্ষা
১৫	হাওর অঞ্চলে ক্যাপিটাল ড্রেজিং দ্বারা নাব্যতা বৃদ্ধি, নিস্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি, পর্যটন, জলাভূমি ইকোসিস্টেম, সেচ এবং ল্যান্ডিং সুবিধাদী সমন্বিত নদী ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই
১৬	জিও স্পেশাল টেকনলজি নির্ভর পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণের জন্য পানি দূষণ ও মডেলিং
১৭	পরিবেশিত প্রভাব মূল্যায়ন (EIA) (রূপসা ৮০০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড/সাইকেল বিদ্যুৎ প্রকল্প)
১৮	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রোজেক্ট
১৯	বগুড়া-চাপাইনবাবগঞ্জ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন- এর ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ ও সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা
২০	ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সুনামগঞ্জ জেলার হাওর অঞ্চলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত রাস্তা উন্নয়নে এলজিইডির আওতাধীন ১০ টি রাস্তার (প্যাকেজ-২) হাইড্রো-মরফোলজিক্যাল স্টাডি ও টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভেসহ পরিবেশ ও সামাজিক অবস্থার প্রভাব নিরূপণসহ সম্ভাব্যতা যাচাই
২১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সুনামগঞ্জ জেলার হাওর অঞ্চলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত রাস্তা উন্নয়নে এলজিইডির আওতাধীন ৯টি রাস্তার (প্যাকেজ-১) হাইড্রো-মরফোলজিক্যাল স্টাডি ও টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভেসহ পরিবেশ ও সামাজিক অবস্থার প্রভাব নিরূপণসহ সম্ভাব্যতা যাচাই

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে চলমান দেশীয় সমীক্ষাসমূহ

ক্রমিক নং	সমীক্ষার নাম
১	নির্মাণাধীন পাঁচটি ১৩২/৩৩/১১ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, ডেসকো এরিয়া
২	কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় মায়ানমার হতে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত আশ্রয়প্রার্থী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ করার লক্ষ্যে গভীর নলকূপ নির্মাণে পরিবেশগত প্রভাব নির্ণয় সমীক্ষা
৩	ডেসকো অঞ্চলে বিতরণ ব্যবস্থা বৃদ্ধি ও পুনর্বাসন প্রকল্পের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন
৪	বাগেরহাটের রামপালে নির্মাণাধীন ২X৬৬০ মেঃওঃ মৈত্রী সুপার থারমাল পাওয়ার প্রজেক্টের পরিবেশগত স্থিতিম্যাপ এবং নির্মাণকালীন পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ
৫	টোকিও পাওয়ার গ্রীড কোম্পানীর পরামর্শে পরিচালিত, ডেসকোর আওতাধীন, ঢাকার গুলশান এলাকায় প্রস্তাবিত ভূ-গর্ভস্থ সাবস্টেশন নির্মাণ প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক বিষয়ের পরামর্শ পরিসেবা প্রদান
৬	পিজিসিবি কর্তৃক বাস্তবায়িত বাংলাদেশ (রোহানপুর) - ভারত (ঝাড়খণ্ড) ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট ট্রান্সমিশন লাইন প্রকল্পের (বাংলাদেশ অংশ) সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ এবং আই.ই.ই রিপোর্ট প্রস্তুতকরণে পরামর্শ সেবা প্রদান
৭	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর বাস্তবায়নাধীন দশ প্রকল্পের প্রকল্প পরবর্তী মূল্যায়ন এবং প্রভাব নিরূপণ
৮	আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো-ইরিগেশন প্রকল্প (৫ম পর্যায়)
৯	আমিনবাজার-গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন নির্ধারণের জন্য আড়িয়াল খাঁ, ধলেশ্বরী এবং ইছামতি নদীর মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা
১০	স্বর্ণদ্বীপ ২০০ মেগাওয়াট সৌর-ফটোভল্টিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, প্রাথমিক পরিবেশগত দিক যাচাই, পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা, দূর্যোগ প্রভাব নিরূপণ সমীক্ষা, পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তাবনা, রুট সার্ভে, টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে এবং ব্যাথিমেট্রিক সার্ভে সমীক্ষা
১১	বন্যা ও নদীভাঙ্গন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিনিয়োগ প্রোগ্রাম (FRERMIP)-এর আওতায় প্রকল্প পরিচালনা ও প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করণের জন্য পরামর্শ প্রদান
১২	২৪টি নেভিগেশন রুট প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপন সমীক্ষা
১৩	আত্রাই ও ভোগাই-কংশ নদীর পোষ্ট হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে (ADJ)
১৪	পদ্মা নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তনের পরিবীক্ষণ ও পূর্বানুমাণ সমীক্ষা
১৫	দক্ষিণ অঞ্চলের গ্রীড নেটওয়ার্ক উন্নয়ন এর ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ ও সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা
১৬	সংরক্ষণ ড্রেজিং ২০১৮-১৯
১৭	মংলা থেকে পাকশী (ভায়া চাঁদপুর-মাওয়া-গোয়ালন্দ) নৌপথের নাব্যতা উন্নয়নের লক্ষ্যে মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা, পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ এবং নদী খনন পর্যবেক্ষণ
১৮	ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরীপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটালাইজেশন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় "ক্ষুদ্রসেচে ব্যবহৃত সেচযন্ত্রের ডাটাবেইজ প্রণয়ন ও সফটওয়্যার প্রস্তুতকরণ"
১৯	অভ্যন্তরীণ ৫৩ নৌপথের ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্প (১ম পর্বঃ ২৪ নৌপথ)
২০	চট্রগ্রাম নগরের জলাবদ্ধতা নিরসনে খাল পুনঃখনন, পুনর্বিন্যাস ও উন্নয়ন প্রকল্প
২১	খুলনা বিভাগের নদীপথগুলোর নাব্যতা, জলাভূমির বাস্তুসংস্থান, সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধা এবং অবতরণ সুবিধা উন্নয়নের নিমিত্তে ক্যাপিটাল ও রক্ষণাবেক্ষণ খননের মাধ্যমে নদী ব্যবস্থাপনার সম্ভাব্যতা সমীক্ষা
২২	মংলা বন্দরের পশুর চ্যানেলের বাইরের এলাকায় ড্রেজিংয়ের কার্যক্ষমতা পযবেক্ষণ এবং ড্রেজিংয়ের কার্যকারিতা মূল্যায়ন
২৩	জিআইএস এবং রিমোট সেনসিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভূমি কভার মানচিত্র এবং ভূমি কভারের পরিবর্তন চিহ্নিত করা

ক্রমিক নং	সমীক্ষার নাম
২৪	বিপিডিবি-র বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাপনায় জিআইএস ভিত্তিক টেকনলজি প্রচলন এবং তা বাস্তবায়নে জিওডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ, হার্ডওয়্যার ও সফটওয়ার সরবরাহকরণ এবং বিপিডিবি-র জন্য ২৫ বছরের মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুত করা
২৫	সেন্ট মার্টিন দ্বীপের প্রতিবেশ ভিত্তিক উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের প্রাকৃতিক জরীপ

দেশের অভ্যন্তরে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসহ উন্নয়ন সহযোগীদের জন্য কৃষি, মৎস্য, বন, বিদ্যুৎ ও পানিসম্পদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সিইজিআইএস-তাদের উদ্ভাবিত কৌশলসমূহ প্রয়োগ করতঃ অসংখ্য প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রণয়ন, মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন, রুট সার্ভে, টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে, আইইই, ইআইএ এবং আরএপি প্রণয়ন ও এসকল কাজের প্রতিবেদন প্রণয়ন করে দেশ-বিদেশে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছে। এরই প্রেক্ষিতে সিইজিআইএস-কে বর্তমানে বিভিন্ন দেশ থেকে তাদের প্রকল্পসমূহে পরামর্শ প্রদানসহ তাদের সাথে যৌথ উদ্যোগে সেসকল দেশের ও অন্যান্য দেশের প্রকল্পসমূহে পরামর্শ সেবা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে। সিইজিআইএস ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দেশের বাইরে নিম্নবর্ণিত পরামর্শ সেবা প্রদান করছে ঃ

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত আন্তর্জাতিক সমীক্ষাসমূহ

ক্রমিক নং	সমীক্ষার নাম
১	ভুটানের তিনটি নদীতে জলবায়ু সহিষ্ণু আগাম বন্যা প্রশমনে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত সমীক্ষা
২	বাংলাদেশে বন্যা ব্যবস্থাপনার কারিগরি সহায়তার পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ
৩	বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন সমন্বয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে চলমান আন্তর্জাতিক সমীক্ষাসমূহ

ক্রমিক নং	সমীক্ষার নাম
১	পাটনা, বিহার সরকারের পানি সম্পদ অধিদপ্তরের অধীন গাণিতিক মডেলিং কেন্দ্র স্থাপন ও উন্নয়ন
২	ভারত-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপ লাইন প্রকল্প
৩	জয়েন্ট কো-অপারেশন প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন

সিইজিআইএস কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে চলমান গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সমীক্ষা/গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

পাটুরিয়া -দৌলতদিয়া ফেরিঘাট এলাকায় হাইড্রো মর্ফোলজিক্যাল সমীক্ষা এবং ফেরিঘাট ও টার্মিনাল ভবনের পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়ন

গঙ্গা ও যমুনা নদীর সংযোগস্থলে অবস্থিত পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া ফেরিপথ জাতীয় বাণিজ্য ও বাণিজ্যের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তীর ভাঙ্গনের ঘটনা এবং নদীভাঙ্গন গঙ্গা ও যমুনা নদীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য। সুতরাং এ স্থানে যে কোনো হস্তক্ষেপকে টেকসই করতে খুব সাবধানতার সাথে ডিজাইন করতে হবে। এমতাবস্থায় নদীর গঠনচর্চা বুঝে এর ভবিষ্যত পরিবর্তন নির্ধারণ সাপেক্ষে ফেরিঘাট ও টার্মিনাল ভবনের পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়নকল্পে CEGIS অত্র এলাকায় একটি হাইড্রো মর্ফোলজিক্যাল সমীক্ষা করেছে।

যমুনা নদী একটি বেনুনীযুক্ত এবং গঙ্গা একটি সর্পিলাকার নদী। যমুনা নদী গঙ্গার চেয়ে বেশি শক্তিশালী। জ্যামিতিক ও নদীতীরের মাটির বৈশিষ্ট্যের কারণে এ বড় দুটি নদীর সংযোগের পরে অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল হয়। ডাইভার্জেন্স ও কনভার্জেন্স এর মাধ্যমে গঙ্গা নদী তার বৈশিষ্ট্য নিরুপণ করে। নদী দুটি সংযোগের পর নূন্যতম প্রস্থ প্রদর্শন করে এবং পরবর্তীতে ডাইভার্জেন্স দেখায়। যদি নদীদ্বয়ের সংযোগ বর্তমান ফেরিপথটির উপরে ঘটে, তাহলে ফেরিপথটি ডাইভার্জেন্স এলাকায় পরবে; যেখানে নদী তীরবর্তী মাটির উপাদানের উপর ভিত্তি করে প্রচুর পরিমাণে নদীভাঙ্গন কাম্য।

অন্যদিকে যমুনা একটি বেনুনীযুক্ত নদী, যার একাধিক চ্যানেল আছে। গঙ্গা নদীর সাথে সংযোগের পূর্বে, যমুনার দুইটি চ্যানেল

আছে, যাদেরকে anabraches বলে। ডান anabranch টি গঙ্গার সাথে মিলে প্রথম সংযোগস্থল এবং বাম anabranch টি গঙ্গার সাথে পরবর্তীতে মিলে দ্বিতীয় সংযোগস্থল তৈরী করে। তাই সর্বাধিক একত্রীকরণের ক্ষেত্রটি দ্বিতীয় সংযোগস্থলের নিম্ন প্রবাহে পাওয়া যাবে। আরও নিম্ন প্রবাহে আবার divergence এলাকা তৈরী হবে, যেখানে প্রচুর নদীভাঙ্গন হবে। অতএব বোঝা যায় যে, পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া এলাকার নদীতীর ভাঙ্গন নির্ভর করে নদীদ্বয়ের সংযোগস্থানের উপর।

যদি ফেরিপথটি সংযোগস্থলের নিম্নে divergence এলাকায় হয়, তাহলে নদীভাঙ্গন হবে এবং তুলনামূলকভাবে বেশি ড্রেজিং লাগবে। পাটুরিয়া এলাকার মাটি আঠালো হওয়াতে এখানে কম নদীভাঙ্গন হয়, যেখানে দৌলতদিয়া এলাকার মাটি আলগা হওয়ায় এখানে নদীভাঙ্গন বেশি হয়।

এ প্রকল্পটির জন্য টোপোগ্রাফিক সার্ভে, হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে ও ট্রাফিক সার্ভে করা হয়েছে। অধিকন্তু, ফেরিঘাটগুলোর ঝোঁক ও বিন্যাস পরিকল্পনা এবং এর সাথে সম্পর্কিত উপকূলের সুবিধা ও পরিসেবা পরিকল্পনার জন্য সর্বোত্তম বিকল্প ব্যবস্থার জন্য প্রাথমিক পরিবেশ পরীক্ষা করা হয়েছে। অর্থনৈতিক অধ্যয়নের ফলাফলগুলো ইঙ্গিত দেয় যে, CEGIS দ্বারা প্রণয়নকৃত পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া এলাকায় ফেরিঘাট ও টার্মিনাল ভবনের পরিকল্পনা ও নকশা প্রযুক্তিগতভাবে সম্ভব যা অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর, সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য, এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই।

বুড়িগঙ্গা ও ধলেশ্বরী নদী তীরবর্তী এলাকায় হাজারীবাগ ও সাভার ট্যানারি শিল্প নগরীর পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে চামড়াশিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। তবে, চামড়া শিল্পের তরল ও কঠিনবর্জ্য কোনো প্রকার পরিশোধন ছাড়াই পার্শ্ববর্তী নিম্নভূমিতে (নদী, নালা, খাল-বিল এবং অন্যান্য জলাভূমি) পতিত হওয়ার ফলে মারাত্মক পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এসকল সমস্যা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০০৯ সাল থেকে হাজারীবাগ ট্যানারি শিল্প নগরীকে 'সাভার ট্যানারি শিল্পনগরী'তে স্থানান্তর করা শুরু করে এবং ২০১৭ সাল থেকে এ ট্যানারি নগরী তার কার্যক্রম আংশিকভাবে শুরু করে।

সম্প্রতি, ১৫৫টি ট্যানারি শিল্পের মধ্যে ১১১টি ট্যানারি শিল্প, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য উৎপাদন শুরু করেছে। কিন্তু, এরই মধ্যে সাভার ট্যানারি শিল্পনগরী থেকে নির্গত বর্জ্যের ক্ষতিকর প্রভাব পরিবেশ ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হচ্ছে।

হাজারীবাগ ট্যানারি শিল্প সাভারে স্থানান্তরের ফলে, ঐ এলাকার পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলছে তা নিরূপণ এবং বিশ্লেষনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর, সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস) কে দায়িত্ব প্রদান করে। এ সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল, হাজারীবাগ ও সাভার ট্যানারি শিল্পনগরীর পরিবেশ ও প্রতিবেশের সার্বিক অবস্থা নিরূপণ করা এবং এ শিল্প নগরীতে পরিবেশ বান্ধব ব্যবস্থাপনাসমূহের সঠিক বাস্তবায়নের অভাবে যেসকল ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে তা বিশ্লষণ করা এবং উদ্ভূত সমস্যাগুলোর সমাধান খুঁজে বের করা।

সিইজিআইএস কর্তৃক সম্পাদিত এ সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, বুড়িগঙ্গা নদী ও হাজারীবাগ সংলগ্ন এলাকায় ট্যানারি শিল্পনগরী স্থানান্তরের পরেও দূষণের ছাপ বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ ও পানির স্বচ্ছতা যেকোন ধরনের জলজপ্রাণী ও নদীর সামগ্রিক বাস্তুসংস্থানের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার পথে বড় অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে। ঐ এলাকার মাটি ও বুড়িগঙ্গা নদীর পলিতে সঞ্চিত ধাতব পদার্থ বিশেষত ক্ষতিকর ক্রোমিয়াম এর মাত্রা যদিও আগের তুলনায় নিম্নগামী পরিলক্ষিত হয়েছে কিন্তু তা নদীতে দ্রবীভূত ক্রোমিয়ামের যে কোন স্বাভাবিক মানমাত্রার থেকে এখনো অনেকগুন বেশি।

অন্যদিকে, সার ট্যানারি শিল্পনগরীর বর্জ্য ও এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কিত সমীক্ষা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ধলেশ্বরী নদীর সামগ্রিক অবস্থা স্বাভাবিক মনে হলেও কঠিন এবং তরলবর্জ্য নিষ্কাশনের ফলে শুষ্ক মৌসুমে এই নদীর পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ ব্যাহত হচ্ছে। বিশেষ করে, পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন ও পানির স্বচ্ছতার স্বাভাবিক মানমাত্রার অবনমন ঘটছে। যা ধলেশ্বরী নদীর সামগ্রিক বাস্তুসংস্থানের জন্য ঝুঁকি হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে। এছাড়াও, এ ট্যানারি শিল্পনগরীতে ব্যবহৃত ক্রোমিয়াম শিল্পনগরীর নিকটবর্তী এলাকার মাটি ও পানিকে দূষিত করছে।



সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যমতে, কঠিনবর্জ্য নিষ্কাশন ও অপসানের ফলে ঐ স্থানের মাটি ও পানিতে ক্রোমিয়াম এর মানমাত্রা স্বাভাবিক এর থেকে অনেকগুন বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে। এর পাশাপাশি, চামড়ার উৎকট গন্ধ পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি বৃদ্ধি করছে। ধলেশ্বরী নদীতে মাছের পরিমাণও ক্রমান্বয়ে কমতে শুরু করেছে। এ পানি ব্যবহারকারী স্থানীয় কৃষক ও জেলেরা বিভিন্ন চর্মরোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

উপরে বর্ণীত সমস্যাসমূহের সমাধানকল্পে সিইজিআইএস যেসকল পদক্ষেপসমূহের উপর গুরত্বারোপ করেছে তা হলোঃ (ক) কেন্দ্রীয় তরলবর্জ্য পরিশোধনাগারের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, (খ) পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রদান (গ) আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের উপর গুরুত্ব প্রদান (ঘ) পরিবেশগত ও সামাজিক কমপ্লায়েন্সসমূহের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও ননকমপ্লায়েন্সস বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করার জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং (ঙ) কমপ্লায়েন্সসমূহের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও ননকমপ্লায়েন্স বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করার জন্য ইনস্টিটিউশনাল ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুতকরণ।

জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিযোজনকে বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে অন্তর্ভুক্তিকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

'জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিযোজনকে বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে অন্তর্ভুক্তিকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পরিকল্পনা কমিশন সিইজিআইএস এবং সিথ্রিইআর-ব্রাক ইউনিভার্সিটি-কে যৌথভাবে একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দায়িত্ব দিয়েছে যেখানে জার্মান উন্নয়ন সংস্থা (জিআইজেড) আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রয়োজনীয় অভিযোজনকে বাংলাদেশের সরকারি কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একটি পদ্ধতিগত নীতিমালা তৈরী করা। প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি নভেম্বর, ২০১৮ তে আরম্ভ হয়ে জুন, ২০১৯ এ সম্পন্ন হয় যেখানে পরিকল্পনা কমিশনসহ অন্যান্য বিভাগ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের প্রায় ৩০০ জন কর্মকর্তাকে অংশগ্রহণের জন্য মনোনীত করা হয়। এর মধ্যে ২২৭ জন প্রশিক্ষণার্থী ১২টি ব্যাচে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণার্থীরা আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণটি অংশগ্রহণমূলক এবং দৃষ্টান্তমূলক নমুনা অর্ন্তভুক্ত ছিল। এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সিইজিআইএস এবং সিথ্রিইআর, ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দল 'জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন ও সম্পাদনা করে।

মূল ১১টি মডিউল থেকে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে পাঁচটি মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা হয়ঃ

- মডিউল ১ ঃ জলবায়ু পরিবর্তনের মূলনীতি (জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ)
- মডিউল ৪ ঃ ঝুঁকি মূল্যায়ন
- মডিউল ৫ ঃ বিকল্প অভিযোজন ব্যবস্থা চিহ্নিতকরণ
- মডিউল ৮ ঃ অভিযোজনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা
- মডিউল ১১ ঃ অভিযোজনকে সরকারি কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তকরণ

পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাদের জন্য দ্যা প্যানেল লাক্সারী হোটেল, হবিগঞ্জ এ প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। ড. সামসুল আলম, মেম্বার (সিনিয়র সচিব), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানদ্বয়ে সভাপতিত্ব করেন মোঃ মফিদুল ইসলাম, প্রধান, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ।

এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন ড. আইনুন নিশাত, প্রফেসর এমিরেটাস, সিথ্রিইআর-ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়; ড. আসাদুজ্জামান, প্রাক্তন গবেষণা পরিচালক, বিআইডিএস এবং মালিক ফিদা আব্দুল্লাহ খান, নির্বাহী পরিচালক, সিইজিআইএস।

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের জন্য সম্ভাব্য স্থান নির্বাচন

পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন কর্তৃক প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ১৪টি স্থান হতে সম্ভাব্য স্থান নির্বাচন। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, বাংলাদেশ পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ এবং আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা দ্বারা নির্বাচিত স্ক্রিনিংয়ের মানদন্ডগুলি সাইট স্ক্রিনিং এবং র‍্যাঙ্কিংয়ের জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, বাংলাদেশ পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ এবং আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা স্ক্রিনিংয়ের মানদন্ডকে দুটি বিস্তৃত গোষ্ঠীতে শ্রেণীবদ্ধ করেছে, যেমন প্রকৃতি প্ররোচিত ইভেন্ট (যেমন-সিসমিসিটি, টেকটোনিক্স, মরফোলজির উপর ভিত্তি করে স্থল স্থিতি এবং সুরক্ষিত অঞ্চল ইত্যাদি) এবং মানব প্ররোচিত ইভেন্ট (অর্থাৎ সামরিক ইনস্টলেশন, ফায়ারিং ব্যাপ্তি, বিমানবন্দর, প্রত্নতাত্ত্বিক স্মৃতিসৌধ এবং বিস্ফোরক সংগ্রহস্থল ইত্যাদি)। সেই সম্ভাব্য স্থানগুলি, যা স্ক্রিনিংয়ের মানদন্ডে যোগ্যতা অর্জন করে না,

তাদের র‍্যাঙ্কিং বিশ্লেষণের জন্য বাদ দেওয়া হয়েছে। ১৪টি এর মধ্যে ০৬টি সম্ভাব্য সাইট, যা স্ক্রিনিং পরীক্ষাটি অতিক্রম করেছে, সে স্থানগুলো হলো নিশানবাড়ি (পূর্ব ও পশ্চিম), বরগুনা; চর মুমতাজ, পটুয়াখালী; কুমিরমারা, বরগুনা; মৌদমি, পটুয়াখালী ও মগধারা, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম। তবে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের জন্য ছয়টি পছন্দনীয় সাইট থেকে সেরা সাইটটি বাছাই করার আগে সাইট নির্দিষ্ট বিশদ ভূ-প্রযুক্তিগত, ভূ-প্রাকৃতিক, হাইড্রোলজিক্যাল এবং মানব সুরক্ষা সম্পর্কিত গবেষণা প্রয়োজন।

ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী পাইপলাইন শীর্ষক প্রকল্প

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল থেকে পরিবাহিত ডিজেলের উপর নির্ভরতা হ্রাস করতে সরকার নুমালিগড়, শিলিগুড়ি, ভারত তেল শোধনাগার থেকে পাইপলাইনের মাধ্যমে প্রতিবছর (প্রাথমিকভাবে) প্রায় এক লক্ষ (১০০,০০০) টন তেল আমদানির উদ্যোগ নিয়েছে যা পার্বতীপুর তেল ডিপো, দিনাজপুরে পৌঁছাবে। পাইপলাইনের মোট দৈর্ঘ্য হবে ১২৯.৫০ কি.মি যার মধ্যে ভারতে ৫.১৫ কি.মি এবং বাকি ১২৪.৩৫ কি.মি বাংলাদেশে। অধিগ্রহণের মাধ্যমে তেল পাইপলাইন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ ১২৪.৮ হেক্টর। নির্মাণ কাজ শুরু আগে যথাযথ ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা দরকার। এটি লক্ষণীয় যে, ভোজনপুর থেকে বাংলাবান্ধা পাইপলাইন প্রকল্প অঞ্চলে বসবাসরত মানুষের অন্যতম প্রধান জীবিকা হল জমি থেকে বালু, নুড়ি, পাথর উত্তোলন। এ জীবিকা নির্বাহের কার্যক্রমটি সঠিকভাবে নির্ধারণ করা এবং যা না হলে পাইপলাইনের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হতে পারে।

জিআইএস এবং রিমোট সেন্সিং টেকনোলজি ব্যবহার করে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি কভার ম্যাপিং এবং ল্যান্ড কভার পরিবর্তন সনাক্তকরণ সমীক্ষা

Rapid Eye (৫ মিটার) স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহার করে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ২০১০ ও ২০১৮ সালের ভূমি কভার মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে। এই ভূমি কভার মানচিত্র থেকে ২০১০ ও ২০১৮ সালের মধ্যকার ভূমিকভারের যে সকল পরিবর্তন হয়েছে তা চিহ্নিত করা হয়েছে।

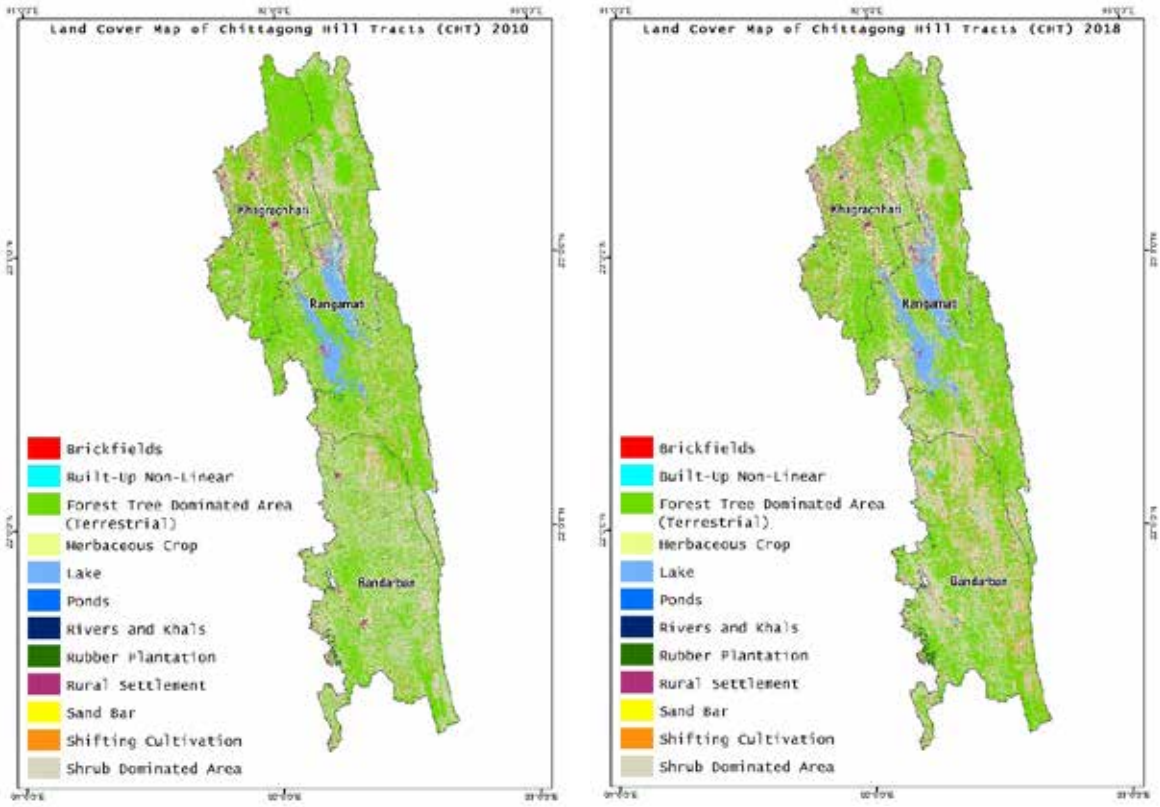

Second Chattogram Hill Tracts Rural Development Project (CHTRDP-II) এর আওতায় বান্দরবান, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলায় জিপিএস (GPS) প্রযুক্তির মাধ্যমে ৬৪৩টি পাড়ার বিভিন্ন অবকাঠামোর সমীক্ষা করা হয়েছে। উক্ত সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহের মাধ্যমে একটি ওয়েব জিআইএস (WebGIS) তৈরি করা হয়েছে।

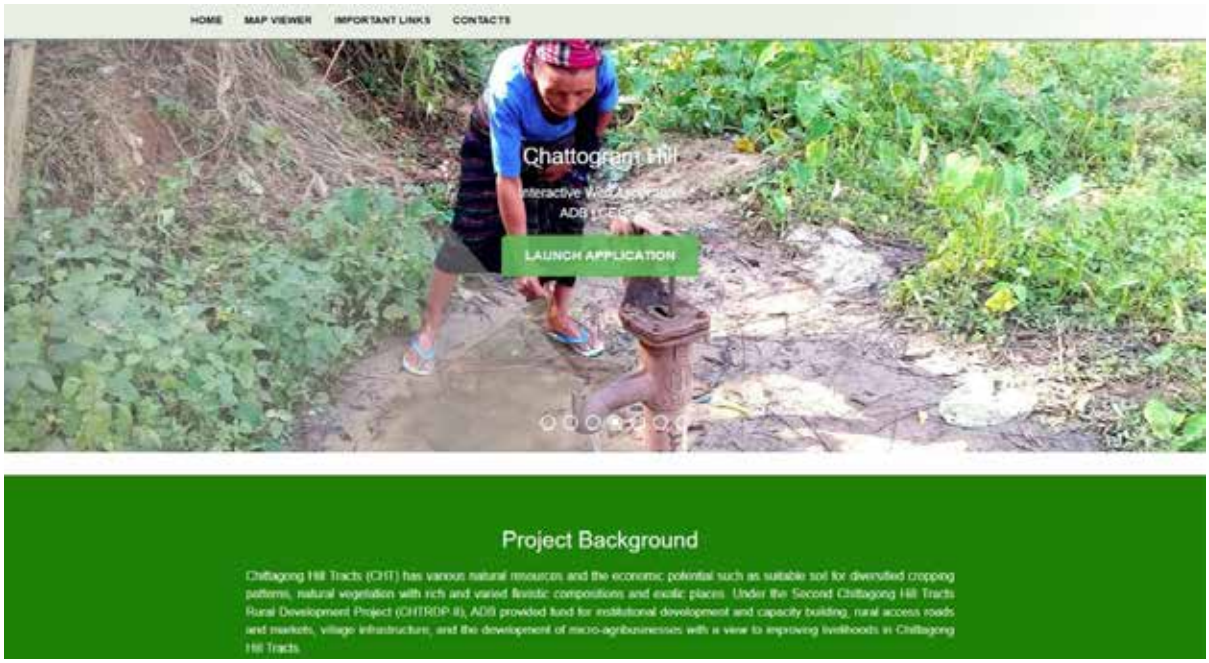

২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণের জন্য জিআইএস ভিত্তিক Delimation Tool প্রস্তুতকরণ এবং ডেটাবেজ আপডেট

জাতীয় সংসদের নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের অন্যতম প্রাক-নির্বাচন কার্যক্রম। ১৯৭৬ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী সর্বশেষ আদমশুমারির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জাতীয় সংসদের সীমানা নির্ধারণ প্রয়োজন। অধ্যাদেশে আরও দুটি বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যথা: প্রশাসনিক সুবিধা এবং আঞ্চলিক অখন্ডতা। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন প্রশাসনিক অঞ্চল, জনসংখ্যা, ভোটার সম্পর্কিত তথ্য এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করে Delimation Tool আপডেট করার জন্য সিইজিআইএসকে নিযুক্ত করে।

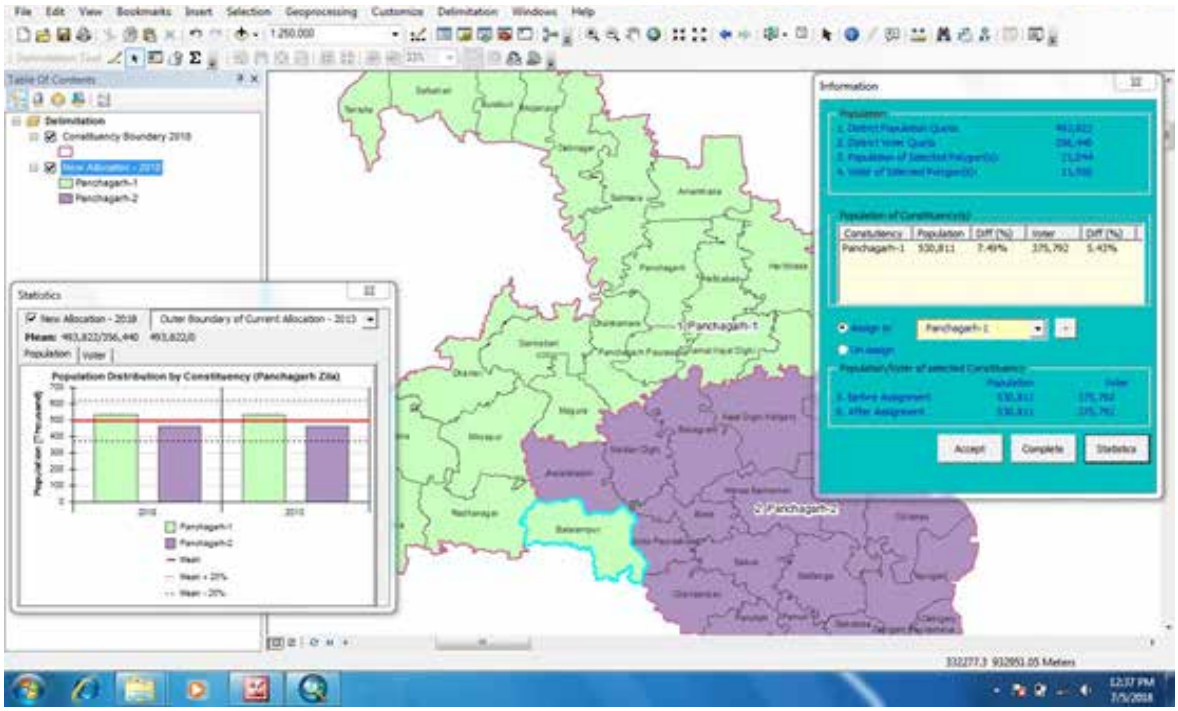

জাতীয় সংসদের নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ (২০১৮ এর জন্য), নির্বাচন কমিশন নিম্নোক্ত বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করেছেঃ

১) প্রতিটি জেলার ২০১৩ সালে নির্ধারিত মোট আসন সংখ্যা অপরিবর্তিত রাখা;
২) প্রশাসনিক ইউনিট বিশেষ করে উপজেলা এবং সিটি কর্পোরেশন ওয়ার্ডের যথাসম্ভব অখণ্ডতা বজায় রাখা;
৩) ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌর এলাকার ওয়ার্ড একাধিক সংসদীয় আসনে বিভাজন না করা;
৪) যে সকল নতুন প্রশাসনিক এলাকা সৃষ্টি বা সম্প্রসারণ বা বিলুপ্ত হয়েছে তা অন্তর্ভুক্ত করা;
৫) ২০১৩ সালে সীমানা নির্ধারণের পর বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ছিটমহল বিনিময়ের কারণে ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশী ছিটমহল ভারতের নিকট এবং বাংলাদেশস্থ ভারতীয় ছিটমহল বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত করায় তা অন্তর্ভুক্ত করা; এবং
৬) ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা যথাযথ বিবেচনায় রাখা।

সিইজিআইএস বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের জন্য একটি জিআইএস ভিত্তিক Delimation Tool তৈরি করেছে। এ টুলটি ArcGIS ডেস্কটপ প্ল্যাটফর্মে তৈরী করা হয়েছে। এ টুলটি মূলত নির্দিষ্ট নির্বাচনী সীমানা নির্ধারণের জন্য ইউনিয়ন/ পৌরসভা/ সিটি ওয়ার্ডের মত একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক ইউনিটকে অন্য নির্বাচনী এলাকায় যুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। নির্বাচনী এলাকার জনসংখ্যা, ভোটার এবং ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে ভৌগলিক ইউনিট পুনঃনির্ধারণের প্রভাবগুলি তাৎক্ষণিকভাবে কম্পিউটারের স্ক্রিনে মানচিত্রে প্রদর্শিত হয় এবং স্বয়ংক্রিয় ভাবে ডাটাবেজ আপডেট হয়। এ Delimation Tool এর সাহায্যে নির্বাচনী সীমানার বর্তমান এবং প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ভৌগলিক এবং জনসংখ্যার প্রভাব বিশ্লেষণ যায় এবং মানচিত্র ও প্রতিবেদন তৈরি করা যায়।

কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলায় সোনাদিয়া-ঘটিভঙ্গা দ্বীপপুঞ্জে বেজা অর্থনৈতিক অঞ্চল-৪ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত বাঁধসহ সড়ক ও পানি ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ণ সমীক্ষা

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য মহেশখালী উপজেলার সোনাদিয়া দ্বীপ অঞ্চল উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছে। প্রস্তাব করা হয়েছে যে, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) প্রাকৃতিক দূর্যোগের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অঞ্চল-৪ রক্ষার জন্য সঠিক তথা বাঁধের জন্য পোল্ডার সহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও পদক্ষেপ নেবে।


চামচ-ঠুঁটো বাটান

সোনাদিয়া দ্বীপ একটি জীববৈচিত্র্যের হটস্পট যা বর্তমানে উন্নয়ন এবং পর্যটন যেমন নৃতাত্ত্বিক প্রভাব থেকে মুক্ত। বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৯ এর অধীনে দ্বীপটিকে ইকোলজিক্যাল ক্রিটিক্যাল এরিয়া (ইসিএ) বা বাস্তুসঙ্কটাপন্ন অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করেছিল। দ্বীপের কিছু অংশকে আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমি হিসাবেও বিবেচনা করা হয়; যেহেতু এটি কিছু বিপন্ন প্রবাসী পাখি প্রজাতির যাত্রাবিরতির একটি স্থান।

বাংলাদেশের সোনাদিয়া দ্বীপ পাঁচটি এশীয় অস্ট্রেলাসিয়ান ফ্লাইওয়ে সাইট নেটওয়ার্কগুলির মধ্যে একটি এবং এটি বিশ্বব্যাপী বিপন্ন পাখিগুলির তিনটি প্রজাতির চামচ-ঠুঁটো বাটান, গ্রেট নট এবং স্পটেড গ্রেনশ্যাঙ্ককে সমর্থন করে; দুই প্রজাতির বিপন্ন ডলফিন ইরাবতী ডলফিন এবং ইন্দো-প্যাসিফিক ফিনলেস পোরপাইজ; দুই প্রজাতির বিপন্ন সামুদ্রিক কচ্ছপ অলিভ রিডলি সি টার্টল ও গ্রিন সি টার্টল এবং এক প্রজাতির বিপন্ন মাছ ধরার ছোট বিড়াল।


ইসাবেলা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান সোনাদিয়া বীচে কচ্ছপের বাচ্চা অবমুক্ত করছেন

মাননীয় সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ২৯ জুলাই ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে, সোনাদিয়া দ্বীপটি বাংলাদেশের একটি অনন্য স্থান এবং বহু বিপন্ন প্রজাতি সহ বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতে সমৃদ্ধ তাই এ অঞ্চলটিকে অবশ্যই যে কোন প্রকার কার্যকলাপ থেকে নির্বিঘ্ন করতে হবে যা এর প্রাকৃতিক সম্পদ ক্ষতি করতে পারে। সভায় পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে, সোনাদিয়া-ঘোটিভাঙ্গা দ্বীপকে কোনও ভারী নির্মাণ ছাড়াই পরিবেশ-পর্যটন স্পট হিসাবে গড়ে তোলা যেতে পারে। সভায় আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ঘোটিভাঙ্গা দ্বীপটি পরিবেশগত দিক থেকে কম সমৃদ্ধ অঞ্চল হওয়ায় এই অঞ্চলটি ইকোট্যুরিজম এর জন্য হোটেল/মোটেল ইত্যাদির মতো উন্নয়নের কাজে বাছাই করা যেতে পারে।

তবে সোনাদিয়া দ্বীপটির বেশিরভাগই অক্ষত রাখতে হবে।



ইনস্টিটিউট অফ ওয়াটার মডেলিং (আইডব্লিউএম) দ্বারা পরিচালিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় সোনাদিয়া-ঘোটিভাঙ্গা দ্বীপে ইকো-ট্যুরিজম বিকাশের প্রস্তাব করা হয়েছে যার মধ্যে নদী ও সমুদ্র ক্রুজ, হোটেল/মোটেল/রেস্তোরাঁ নির্মাণ, প্রকৃতির ওয়াক ট্রেইল, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পুকুর, সৌর শক্তি, গল্ফ কোর্স, পার্ক এবং টেনিস কোর্ট ও অন্যান্য।

সমীক্ষা এলাকাটি ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এবং বাস্তুসঙ্কটাপন্ন অঞ্চল (ইসিএ) এর একটি অংশ, আশঙ্কা করা হয় যে পর্যটকদের ক্রমাগত আগমন কেবল ইসিএ সম্পদকে হ্রাস করবে না, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় মানুষের হতাহতেরও কারণ হতে পারে। সুতরাং বিকল্পভাবে, এটি সুপারিশ করা হয় যে (ক) রাত্রিযাপনের জন্য কোনও পর্যটক প্রবেশের অনুমতি পাবে না; (খ) কক্সবাজারের পর্যটকদের একটি ছোট গ্রুপের সাথে কেবলমাত্র দিনের বেলায় ট্যুরিজমে উৎসাহিত করা যেতে পারে -পেশাদার প্রশিক্ষিত গাইড এর তত্ত্বাবধায়নে নির্দিষ্ট স্পটগুলিতে অনুমতি দেওয়া হবে। তারা এ দ্বীপে রাত্রিযাপন করবে না; সুতরাং, হোটেল/মোটেল নির্মাণের প্রয়োজন হবে না এবং সেবা সংক্রান্ত অবকাঠামোগুলি ন্যূনতম হবে যেমন, কেবলমাত্র দিনের বেলা খাবার পরিষেবা, বিশ্রামের জায়গা, পার্কিং, জরুরি চিকিৎসা সহায়তা এবং টয়লেট সুবিধাসহ ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকবে।

অন্যান্য সাধারণ প্রকল্পের তুলনায় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাকে (ইএমপি) আরও কঠোর এবং শক্তিশালী করার পাশাপাশি বলা হয়েছে যে - যদি না প্রশমন ব্যবস্থার পাশাপাশি পর্যবেক্ষণের কাজগুলি কঠোর ও যথাযথভাবে করা হয় (কোনও আপত্তি বা অবহেলা ছাড়াই), প্রকল্প ব্যর্থ হবে এবং ইসিএ অপরিবর্তনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করবে; যদি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই জাতীয় অঙ্গীকার কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুধাবনযোগ্য না হয় **সেক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নে এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।**

টেকনাফ, কক্সবাজার, ছাতক, ফরিদপুর এবং নোয়াপাড়া নদীবন্দর এলাকায় টারমিনালসহ আনুসাঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ সারাদেশে মোট ১৩টি জেটি, ফেরিঘাট ও নদী বন্দর স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। মোট ১৩টির মধ্যে ৪টি জেটি (ছনুয়া, বড়খোপ, সাত্তারউদ্দিন, সেন্ট মার্টিন); ৪টি ফেরিঘাট (আরিচা, নরদা, কক্সবাজার, মহেশখালী) এবং ৫টি নদী বন্দর (টেকনাফ, কক্সবাজার, ছাতক, ফরিদপুর নওয়াপাড়া) স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। সিইজিআইএস এসব স্থাপনার পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (Environmental and Social impact Assessment) এবং সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibility Study) সম্পন্ন করেছে।



পানিপথের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সহজতর করে নিরাপদে পানিপথের মালামাল বোঝাইকরণ ও খালাস করার ক্ষেত্রে এই সমীক্ষা, উন্নয়ন ব্যয়কে ফলপ্রসূ ও পরিবেশবান্ধব করবে যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে এবং দেশে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাবে।

এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে রাজধানী ঢাকার সাথে নদীপথে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং স্বল্প সময়ে অল্প খরচে সাধারণ মানুষ যাতায়াত করতে

পারবে। এছাড়া সড়ক পথে মানুষের যাতায়াতের উপর অধিক নির্ভরশীলতা অনেকাংশে কমবে। কর্মক্ষেত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রেও এ প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সর্বোপরি, নদীপথে সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে যাতায়াত বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে এ প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া সার প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন

বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য টেকসই রাসায়নিক সার কারখানা (ইউরিয়া)। বর্তমানে চাহিদার মাত্র ৩১% দেশে উৎপাদিত হয়। বর্তমানে বিসিআইসি এর অধীনে ৬ টি কারখানার ধারণক্ষমতা ২.৮০ মিলিয়ন মেট্রিক টন। ইউরিয়ার বার্ষিক উৎপাদন মাত্র ০.৭৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন, যেখানে চাহিদা ২.৪৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন। এ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক একটি অত্যাধুনিক, উন্নত কার্যক্ষমতা সম্পন্ন সার কারখানা প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যার ধারণক্ষমতা প্রতিদিন ২৮০০ মে. টন। পলাশ সার কারখানা বন্ধ হয়ে গেলেও আশুগঞ্জ সার কারখানা বর্তমানে চালু আছে যার উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিদিন ৯০০ মে. টন। প্রস্তাবিত ঘোড়াশাল সার কারখানা শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলায় অবস্থিত।

প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রধান উপাদানগুলো হলঃ

১. অ্যামোনিয়া প্ল্যান্ট
২. ইউরিয়া মল্ট প্ল্যান্ট
৩. ইউরিয়া গ্রানুলেশন প্ল্যান্ট।
৪. কার্বন-ডাই-অক্সাইড রিকভারী প্ল্যান্ট এবং জেটি ও অন্যান্য সুবিধাদি।

এই প্রকল্পে বিভিন্ন দূষণ হ্রাস ব্যবস্থা, বর্জ্য নিষ্কাশন/শোধন ব্যবস্থা এবং ইটিপি রয়েছে। এই প্রকল্পে দক্ষ, অদক্ষ, টেকনিক্যালসহ বহু কর্মী প্রাথমিক নির্মানাধীন এবং অপারেশন পর্যায়ে যুক্ত থাকবে। এই প্রকল্পের প্রধান সুবিধাগুলি হল:

- জাতীয়ভাবে সারের ঘাটতিপূরণ
- ইউরিয়া আমদানীতে নির্ভরতা হ্রাস
- বহুসংখ্যক কর্মীর সরাসরি কাজের সুযোগের ব্যবস্থা
- বৈদেশিক মুদ্রা ও ভর্তুকিতে সাশ্রয়
- ১০ শতাংশের বেশি দানাদার ইউরিয়া উৎপাদন করতে সহায়তা করবে
- প্রকল্প বাস্তবায়ন করার ফলে স্থানীয় ক্রেতাদের সারের চাহিদা মিটবে
- প্রকল্পটি বাংলাদেশের জন্য পরিবেশবান্ধব হবে এবং গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমনকেও হ্রাস করে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণসমূহের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	কোর্সের সময়	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০১	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকাররর পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগনের জন্য সিইজিআইএস কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত "GIS Based Industrial Database and MIS" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৮	১৪
০২	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের জন্য সিইজিআইএস কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত "Geospatial Technology Based Water Quality Monitoring System" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮	১৪
০৩	BWDB, LGED, DOF, BARI, BRRI, BWP, BPDB, DoE, DU, BIWTA, WARPO, DAE, DWASA, Water-Aid BD, BCAS, BMDA, DBHWD, BWWN, RRI, BADC, UTTARAN-এর কর্মকর্তাগনের জন্য আয়োজিত Training of Trainers (ToT) Course on "Concept and Practice of Integrated Water Resources Management" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২২-২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮	২৫

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	কোর্সের সময়	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০৪	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাগণের জন্য "Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) for Practitioner's" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩০ সেপ্টেম্বর-৪ অক্টোবর, ২০১৮	১৫
০৫	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এলজিইডি কর্মকর্তাগণের জন্য সিইজিআইএস কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত "Introduction to Land Acquisition and Resettlement Management" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫-৯ জানুয়ারী, ২০১৯	১৫
০৬	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নির্বাচন কমিশন-এর কর্মকর্তাগনের জন্য সিইজিআইএস কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত "Application of GIS based delimitation tool for constituency boundary delimitation" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৮ জানুয়ারী, ২০১৯	৫
০৭	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণের জন্য সিইজিআইএস কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত "Land Acquisition Planning and Resettlement Action Planning" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৪-২৬ অগাস্ট, ২০১৯	২০
০৮	অনুশীলনকারীদের জন্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ	৩০ সেপ্টেম্বর- ৪ অক্টোবর, ২০১৮	১৫
০৯	ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থাপনা	৫ - ৯ জানুয়ারি, ২০১৯	১৫
১০	জিআইএস ভিত্তিক ভোটার সীমানা নির্ধারণ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ	৬ - ৮ এপ্রিল, ২০১৯	৫

জিআইএস ভিত্তিক ভোটার সীমানা নির্ধারণ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ

CEGIS বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের জন্য জিআইএস ভিত্তিক ভোটার সীমানা নির্ধারণের টুল তৈরী করেছে। টুলটি বাস্তবিক ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য সিইজিআইএস ৬ থেকে ৮ এপ্রিল, ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। প্রশিক্ষণের কার্যক্রম সিইজিআইএস এর নিজস্ব আঙ্গিনায় পরিচালিত হয়।

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ

Bangladesh Water Partnership (BWP) এর সাথে সমন্বিতভাবে সিইজিআইএস "সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা" এর উপর প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। প্রশিক্ষণটি ২২ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত সিইজিআইএস ভবনে পরিচালিত হয়।

প্রশিক্ষণটি ২ভাগে বিভক্ত ছিল- একটি সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার তত্ত্বীয় দিক এবং অপরটি মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম। প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষকদের সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অবহিত করা এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা, যেন তারা তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদেরকে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে পারে।

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ২৩টি প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ২৬ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে।

Bangladesh Water Partnership (BWP) এর ভাইস প্রেসিডেন্ট হোসেন শহিদ মোজাদ্দাদ ফারুক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এবং ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ এর বিদায়ী অনুষ্ঠানে BWP এর প্রেসিডেন্ট ড. কে আজহারুল হক সম্মানিত প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

Environmental and Social Impact Assessment for Practitioners

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের জন্য Flood and Riverbank Erosion Risk Management Investment Program এর অধীনে সিইজিআইএস ৫দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ছিল "Environmental

and Social Impact Assessment for Practitioners".

প্রশিক্ষণটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ থেকে ৪ অক্টোবর, ২০১৮ পর্যন্ত পরিচালিত হয় এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহন করেন। প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা যেন তারা পরিবেশ ও সামাজিক পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব সঠিকভাবে মোকাবিলা করতে পারে।

ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থাপনা



বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের জন্য Flood and Riverbank Erosion Risk Management Investment Program এর অধীনে সিইজিআইএস ৫দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ছিল "Land Acquisition and Resettlement Management"

প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান করা যেন কর্মকর্তাগণ আরো ভালোভাবে ভূমি মালিকদের অধিকার এবং প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে এবং একই সাথে ভূমি মালিকদের সাথে পারস্পারিক যোগাযোগের মাধ্যমে কার্যকরভাবে কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম হন। প্রশিক্ষণটি ৫ থেকে ৯ জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত পরিচালিত হয় এতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে দেশে আয়োজিত প্রশিক্ষণে সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাগনের অংশগহণের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ কোর্স ও আয়োজক সংস্থার নাম	কোর্সের সময়	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০১	ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়-এর C3ER প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত "Write-shop on Developing of Climate Change proposal for GCF" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৯-৩১ আগস্ট ২০১৮	১
০২	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত "Community-based Integrated Flood Risk and Water Resource Management for disaster risk reduction (DRR)" বিষয়ক আর্ন্তজাতিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮	২
০৩	Bangladesh Centre for Advanced Studies (BCAS) কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত "Climate Resilient Water supply and Sanitation Technology" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৭-১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮	১
০৪	ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়-এর C3ER প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত Certificate Course on "Introduction to Climate Change" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২১-২৫ অক্টোবর, ২০১৮	১
০৫	বাংলাদেশ ইন্সটিটিল উট অব ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত "PPR 2008 and Annual Procurement Planning" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২১-২৫ অক্টোবর, ২০১৮	২
০৬	DeltaCAP, নেদারল্যান্ডস, IWFM and IWM, Dhaka কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত "Design and Execution of ToT" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৬ ডিসেম্বর, ২০১৮	৩
০৭	বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত "World Bank/IFC Performance Standards for Environment and Social Risk Management (ESRM): OP 4.03 IN Investment Promotion and Financing Facility II (IPFF II) Project" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৮-৯ এপ্রিল, ২০১৯	২
০৮	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত "নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৫-০৬ মে, ২০১৯	২

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাগনের বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের বিবরণ

দেশীয় প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাগণকে নিয়মিত বিদেশে প্রেরণ করা হয়। বৈদেশিক প্রশিক্ষণ শেষে কর্মকর্তাগণ প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার আলোকে সিইজিআইএস-এর সমীক্ষাসহ অন্যান্য কর্মকান্ডকে আরো সমৃদ্ধ করেন। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সিইজিআইএস কর্তৃক বৈদেশিক প্রশিক্ষণসমূহে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের বিবরণ নিচে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক্রমিক নং	বৈদেশিক প্রশিক্ষণের বিষয়	দেশের নাম	সময়	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০১	Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam), Netherlands কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত "Touch Table application using Phoenix software and basics of open source GIS software" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	নেদারল্যান্ডস্	২৫-৩১ জুলাই ২০১৮	৩
০২	National Institute of Hydrology, India কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত "IWRM, Water Security and Climate Change for Developing Economics" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ইন্ডিয়া	১৫-১৬ নভেম্বর, ২০১৮	২
০৩	Nepal Water Conservation Foundation (NWCF), Nepal কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত "Fifth South Asian Conference on Integrated Water Resources Management (IWRM)" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	নেপাল	০৫-০৯ ডিসেম্বর, ২০১৮	১
০৪	Deltares, Netherlands কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত "Formulation of the Bangladesh Meta Model for Delta Planning" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	নেদারল্যান্ডস্	১০-২৬ মে, ২০১৯	৫

বাংলাদেশ মেটামডেল উন্নয়ন শীর্ষক আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ

মেটামডেল হল এমন একটি ব্যবস্থাপনা যা "Support to Implement Bangladesh Delta Plan 2100" এর অধীনে প্রস্তাবিত বিভিন্ন প্রজেক্ট ও প্রোগ্রাম প্রণয়ন, বিকল্প বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নে সহায়তা করবে। বাংলাদেশ মেটামডেল সফল ভাবে উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের জন্যই Deltares দুই সপ্তাহ ব্যাপী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। প্রশিক্ষণটি ১৩ মে ২০১৯ থেকে ২৫ মে ২০১৯ পর্যন্ত নেদারল্যান্ডস এর Delft এ অনুষ্ঠিত হয়।



প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে মোট ১১ জন (৫ জন সিইজিআইএস থেকে, ৫ জন আইডব্লিএম থেকে এবং ১ জন SIBDP থেকে) অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য ছিল মেটামডেলের কাজে সংযুক্ত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেন তারা মেটামডেলের উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাগন কর্তৃক বিদেশে আয়োজিত ও বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণের বিবরণ

ক্রমিক নং	বিদেশ প্রশিক্ষণ	দেশের নাম	সময়	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০১	Department of Engineering Service (DES), Ministry of Works and Human Settlement (MoWHS), APCES Consultant and JICA, Bhutan-এর কর্মকর্তাগণের জন্য বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে সিইজিআইএস-এর "Training on Hydrological and Hydrodynamic Software at Bhutan" প্রকল্পের অর্ন্তভুক্ত "Hydrological and hydrodynamic software: SWAT and HERCRAS" বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ভুটান	২৩ অক্টোবর-২ নভেম্বর ২০১৮	১২

কর্মশালা

দেশীয় কর্মশালা, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজনের পাশাপাশি সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাগণ বৈদেশিক কর্মশালা, সেমিনার, Conference, Knowledge Sharing Scientific Meeting, Summit সমূহেও নিয়মিত অংশগ্রহণ করে থাকেন। বৈদেশিক এ সকল কর্মসূচী থেকে লব্ধ জ্ঞানসমূহের আলোকে সিইজিআইএস-এর সমীক্ষাসহ অন্যান্য কর্মকান্ডকে আরো সমৃদ্ধ করে থাকেন। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সিইজিআইএস-এর ম্যানেজমেন্ট এবং কর্মকর্তাগণ কর্তৃক বৈদেশিক Workshop, Seminar, Conference, Knowledge Sharing Scientific Meeting, Summit সমূহে অংশ গ্রহণের একটি তালিকা নিচে উপস্থাপন করা হলোঃ

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সিইজিআইএস-এর ম্যানেজমেন্ট এবং কর্মকর্তাগনের বৈদেশিক Workshop, Seminar, Conference, Knowledge Sharing Meeting and Summit-এ অংশ গ্রহণের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	প্রোগামের নাম	প্রোগামের স্থান ও সময়	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
০১	United Nation Conference Cente (UNCC), Thailand কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত "ESCAP Asia and the Pacific Regional Expert Workshop on Ocean Accounting" বিষয়ক কর্মশালা	থাইল্যান্ড ১-৩ আগস্ট, ২০১৮	১
০২	হাঙ্গেরীস্থ বুদাপেস্ট কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত 7th ASEM Sustainable Development Dialogue on "Sustainable and Integrated Water Management in the 21st Century-addressing imminent challenges" বিষয়ক কর্মশালা	হাঙ্গেরী ১১-১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৮	১
০৩	Global Water Partnership (GWP), South Korea কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত "Technical Workshop on Project Preparation for Climate Resilience Water Projects in Asia" বিষয়ক কর্মশালা	১৫-১৬ অক্টোবর, ২০১৮	১
০৪	বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে সিইজিআইএস-এর প্রকল্পের অর্ন্তভুক্ত "Flood Management Improvement Support Center (FMISC)-কে Technical input	ভারত ৯-১৪ ডিসেম্বর, ২০১৮	১

সপ্তম "আন্তর্জাতিক পানি এবং বন্যা ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক কর্মশালা

CEGIS, IWFM, BUET- এর সঙ্গে যৌথভাবে সপ্তম "আর্ন্তজাতিক Water and Flood Management" বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন ও বাস্তবায়ন করে। "Water Security under a Changing Climate" বিষয়টি এই আর্ন্তজাতিক কর্মশালার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। ২ থেকে ৪ মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত তিন দিন ব্যাপী এই আর্ন্তজাতিক কর্মশালায় সিইজিআইএস-এর কর্মকর্তাগন কর্তৃক সর্বমোট ১৩টি ঃ technical paper দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল। তন্মধ্যে climate change, water resource management, environmental and social infrastructure development, Bangladesh Delta Plan 2100 and SDG, sediment balance and morphological evolution of the river and estuary in Bangladesh, climate change effect on marginal farmers at severe drought prone area of Bangladesh, Lighting Trend in Haor area in Bangladesh, Flood Vulnerability Assessment and Hazard Mapping of rivers in Bhutan for different Climate Change Scenarios using Hec-Ras 2d, Development of 2D Hydrodynamic Model for Bay of Bengal (BoBM) using Delft3d Flexible Mesh, Eco-friendly and climate resilient water management project উল্লেখযোগ্য।

CEGIS এর CSR কার্যক্রম

Corporate Social Responsibility (CSR) হিসাবে CEGIS বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। CEGIS-এর Corporate স্লোগান হচ্ছে "Conserve Nature Save Environment". CSR-এর অংশ হিসাবে CEGIS LEADS (Livelihood Education and Development Services) নামক একটি নিবন্ধিত ফাউন্ডেশনের সাথে যৌথ ভাবে "Our Environment Our Resources" বিষয়ক চলমান সচেতনতা কর্মসূচীতে আর্থিক সহায়তা সহ কারিগরী সহযোগিতা প্রদান করেছে। ঢাকাস্থ ২৫টি সরকারি-বেসরকারি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পরিবেশ সচেতনতা তৈরি এবং তাদের প্রাত্যহিক জীবনে পরিবেশবান্ধব অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রথমিক পদক্ষেপ হিসাবে উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা বৃন্দকে নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এ কর্মশালা থেকে উঠে আসা সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমগুলি উক্ত বিদ্যালয়সমূহে প্রতিষ্ঠিত "পরিবেশ ক্লাব"-এর সদস্য তথা ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে প্রচার ও চর্চার ব্যবস্থা করা হয়। গত ৪ আগষ্ট ২০১৮ ধানমন্ডি, ঢাকাস্থ আম্বালা ইন কনভেনশন সেন্টারে CEGIS ও LEADS-এর কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে উক্ত কর্মশালায় ২৭ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেন।



দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পানি বিষয়ক কর্মশালা, ২০১৮

স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (এলজিআরডি) এবং সিইএমএস গ্লোবাল, বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত ও বাস্তবায়িত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পানি বিষয়ক কর্মশালায় প্রদর্শনী ২৫ থেকে ২৭ অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি বসুন্ধরা (আইসিসিবি), ঢাকা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালীন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী তিন দিন ব্যাপী এই পানি-প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মশালা প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। বিগত বছরগুলির মতো এ ইভেন্টে সিইজিআইএস পানি বিষয়ক নিজস্ব গবেষণা ও নব্য উদ্ভাবনসমূহ সাধারন জনগনকে অবহিত করার জন্য "Moving towards a Water-wise Bangladesh" বিষয়ক সেমিনারের



আয়োজন করে। CEGIS, CEMS Global, BUET, UNDP and RDA-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই সেমিনারের থিম ছিল "Practical application of the new knowledge and technologies about water". সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে ডাঃ শামসুল আলম, সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে জনাব খুরশেদ আলম, সহকারী কান্ট্রি ডিরেক্টর, ইউএনডিপি বাংলাদেশ উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন সংস্থার বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, গবেষক, এনজিও ব্যক্তিত্ব এবং অন্যান্য বিশিষ্টজনরা তাদের মূল্যবান মন্তব্য এবং পরামর্শ মুক্ত আলোচনায় শেয়ার করেন যাতে সিইজিআইএস-এর উন্নত গবেষণা পরিচালনার অনুশীলনের পথ প্রশস্ত করার বিষয়টি বিবেচিত হয়।

চতুর্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা ২০১৮



রাজধানীসহ বাংলাদেশের সকল জেলা ও উপজেলা সদর দফতরে "৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা ২০১৮" অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৪-৬ অক্টোবর, ২০১৮। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারাদেশে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নিজ বাসভবন (গনভবন) থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ১১:০০ টায় এই "চতুর্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা ২০১৮" উদ্বোধন করেছেন ৪ অক্টোবর ২০১৮। আগারগাঁও এলাকার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার স্থানে তিন দিন ব্যাপী উন্নয়ন মেলার আয়োজন করা হয়েছিল। এবারের শ্লোগান ছিল "Indomitable Bangladesh on March Towards Development" পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে সিইজিআইএস-ও এ মেলায় অংশগ্রহন করে। মেলার মূল লক্ষ্য ছিল জনগণকে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম, তার সাফল্য এবং চলমান উন্নয়ন কর্মসূচি/ প্রকল্পসমূহ সম্পর্কে বর্তমান জনগণকে অবহিত করা। সিইজিআইএস সমসাময়িক বিভিন্ন গবেষণার রিপোর্ট, মানচিত্র, নিউজ লেটার, ফ্লায়ার, ব্রসিয়র ইত্যাদি প্রদর্শনের মাধ্যমে সংস্থার তথা মন্ত্রণালয়ের ভাবমূর্তি উপস্থাপন করে। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে সর্বস্তরের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করাও ছিল মেলার উদ্দেশ্য। তিন দিনের কর্মসূচির মধ্যে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ডকুমেন্টারি শো এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বিজয়ী / অভিনয়কারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ। মেলায় সর্বস্তরের মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়।

পরিশিষ্ট-১



পরিশিষ্ট-১

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের ৩০-০৬-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৮-১৯ আরএডিপি/ উপযোজিত বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রঃ নং আরএডিপি নং
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা								
১	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১-০৭-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০১১ প্রকল্প এলাকাঃ টাঙ্গাইল, গাজীপুর, ঢাকা	মোট	১১২৫৫৯.৩৩	৩১৩৭১.৬৩	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৭৪৯৯.২০	৩৮৮৭০.৮৩	১
		স্থানীয়	১১২৫৫৯.৩৩	৩১৩৭১.৬৩	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৭৪৯৯.২০	৩৮৮৭০.৮৩	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		২৭.৯০	৮.৮৮		৮.০০	৩৫.৯০	
		আর্থিক %		২৭.৮৭	৬.৬৬		৬.৬৬	৩৪.৫৩	
২	ঢাকা জেলার দোহার উপজেলায় আওরঙ্গবাদ হতে ব্রাহাবাজার ঘাট পর্যন্ত পদ্মা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ **জুন, ২০১৯ তে সমাপ্ত**	মোট	২১৭৬২.০০	৭২৬৪.২২	১২৪৫৬.০০	১২৪৫৫.৫০	১১৫৩৫.৫৫	১৮৭৯৯.৭৭	১৮
		স্থানীয়	২১৭৬২.০০	৭২৬৪.২২	১২৪৫৬.০০	১২৪৫৫.৫০	১১৫৩৫.৫৫	১৮৭৯৯.৭৭	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		৩৫.৯০	৬৪.১০		৬২.১০	৯৮.০০	
		আর্থিক %		৩৩.৩৮	৫৭.২৪		৫৩.০১	৮৬.৩৯	
৩	ঢাকা জেলার দোহার উপজেলাধীন মাঝিরচর থেকে নারিশাবাজার হয়ে মোকসেদপুর পর্যন্ত পদ্মা নদীর ড্রেজিং ও বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ এপ্রিল, ২০১৯ **২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী**	মোট	১৪৮৩২৫.৫৩	০.০০	৪০০০.০০	৪০০০.০০	৪০০০.০০	৪০০০.০০	৭৩
একনেক ৩০-০৮-২০১৮		স্থানীয়	১৪৮৩২৫.৫৩	০.০০	৪০০০.০০	৪০০০.০০	৪০০০.০০	৪০০০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		০.০০	৪.০০		৪.১৯	৪.১৯	
		আর্থিক %		০.০০	২.৭০		২.৭০	২.৭০	
৪	পানি ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৯) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুলাই, ২০১৪ **জুন, ২০১৯ তে সমাপ্ত**	মোট	২৬০৮২.০০	১৮৪৪০.৪৩	৭৬৪১.০০	৭৬৪১.০০	৭৬৪১.০০	২৬০৮১.৪৩	৬
		স্থানীয়	২৬০৮২.০০	১৮৪৪০.৪৩	৭৬৪১.০০	৭৬৪১.০০	৭৬৪১.০০	২৬০৮১.৪৩	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		৭১.৫২	২৮.৪৮		২৮.৪৮	১০০.০০	
		আর্থিক %		৭০.৭০	২৯.৩০		২৯.৩০	১০০.০০	
৫	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ **অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী**	মোট	৫৫৮২০.০০	১৯৫৬৮.৪৯	১৮০০০.০০	১৭৯৯৫.০০	১৭৮৬৮.০০	৩৭৪৩৬.৪৯	৩২
		স্থানীয়	৫৫৮২০.০০	১৯৫৬৮.৪৯	১৮০০০.০০	১৭৯৯৫.০০	১৭৮৬৮.০০	৩৭৪৩৬.৪৯	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		বাস্তব %		৩৫.০৬	২৬.৮৭		২২.১৫	৫৭.২১	
		আর্থিক %		৩৫.০৬	৩২.২৫		৩২.০১	৬৭.০৭	
৬	নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (১ম	মোট	৫০২৩.০০	২৬২৬.৪৪	১৬৯৩.০০	১৬৯৩.০০	১০৭৩.৮৮	৩৭০০.৩২	১৩১
		স্থানীয়	৫০২৩.০০	২৬২৬.৪৪	১৬৯৩.০০	১৬৯৩.০০	১০৭৩.৮৮	৩৭০০.৩২	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৮-১৯ আরএডিপি/ উপযোজিত বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রঃ নং আরএডিপি নং
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ **জুন, ২০১৯ তে সমাপ্ত**	বাস্তব %		৫৮.০০	৪২.০০		২৩.০৪	৮১.০৪
		আর্থিক %		৫২.২৯	৩৩.৭০		২১.৩৮	৭৩.৬৭
৭	নরসিংদী জেলার অন্তর্ভুক্ত আড়িয়াল খাঁ নদী, হাড়িদোয়া নদী, ব্রহ্মপুত্র নদ, পাহাড়িয়া নদী, মেঘনা শাখা নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র শাখা নদ পুনঃখনন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০১৮ **অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী**	মোট	৫০০২৮.১৮	৭৫০০.০০	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০	২০০০০.০০
৩৯		স্থানীয়	৫০০২৮.১৮	৭৫০০.০০	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০	২০০০০.০০
একনেক ১১-০৭-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫.২০	৩৫.০০		৩৯.৩০	৪৪.৫০
		আর্থিক %		১৪.৯৯	২৪.৯৯		২৪.৯৯	৩৯.৯৮
৮	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (০১-০৪-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৯) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ এপ্রিল, ২০১১ **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১০-১১-২০১০জুন, ২০১৯ তে সমাপ্ত**	মোট	৪২৪৭৩.০৭	২০৮৩৯.০৩	১৬৬০০.০০	১৬৬০০.০০	১৫১০৯.৭১	৩৫৯৪৮.৭৪
৩		স্থানীয়	৪২৪৭৩.০৭	২০৮৩৯.০৩	১৬৬০০.০০	১৬৬০০.০০	১৫১০৯.৭১	৩৫৯৪৮.৭৪
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬০.০০	৪০.০০		৩০.৮০	৯০.৮০
		আর্থিক %		৪৯.০৬	৩৯.০৮		৩৫.৫৭	৮৪.৬৪
৯	কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন নির্মিতব্য মিঠামইন সেনা স্থাপনার ভূমি সমতল উঁচুকরণ, ওয়েভ প্রোটেকশন ও তীর প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ আরম্ভ হয়নি। **২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প**	মোট	৩০৪৯৫.০০	০.০০	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০
৭৪		স্থানীয়	৩০৪৯৫.০০	০.০০	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০
একনেক ০৯-১০-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.৩৩		০.০০	০.০০
		আর্থিক %		০.০০	০.৩৩		০.০০	০.০০
১০	টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর ও ভূঞাপুর উপজেলাধীন যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী কাউলীবাড়ী ব্রীজ হতে শাখারিয়া (ভরুয়া-বটতলা) পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (মার্চ, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৮ **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ৩০-০৬-২০১২**	মোট	২১৫৩৪.৫৩	৩.০০	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	৫৪১৭.৭৬	৫৪২০.৭৬
৪১		স্থানীয়	২১৫৩৪.৫৩	৩.০০	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	৫৪১৭.৭৬	৫৪২০.৭৬
একনেক ০১-০৮-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০১	৩২.৪১		২৭.৪০	২৭.৪১
		আর্থিক %		০.০১	২৫.৫৪		২৫.১৬	২৫.১৭
১১	টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর বাম তীরবর্তী গাছ-কুমুল্লী বারপানিয়া এবং নাগরপুর উপজেলার ঘোনাপাড়াসহ বাবুপুর-লাউহাটি প্রকল্প এলাকায় নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০) **প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মে, ২০১৮**	মোট	১২৪৮৯.০৫	৪৯.৫০	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	৫৪৮৮.৯০	৫৫৩৮.৪০
৪৯		স্থানীয়	১২৪৮৯.০৫	৪৯.৫০	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	৫৪৮৮.৯০	৫৫৩৮.৪০
একনেক ২৯-০৮-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১.২২	৪৪.০৪		৪৯.০০	৫০.২২
		আর্থিক %		০.৪০	৪৪.০৪		৪৩.৯৫	৪৪.৩৫
১২	টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলার অর্জুনা নামক এলাকাকে যমুনা নদীর	মোট	২৮১৫৭.১৫	৪০০.০০	৪৭০০.০০	৪৭০০.০০	৪৬৮৫.২৯	৫০৮৫.২৯
৫১		স্থানীয়	২৮১৫৭.১৫	৪০০.০০	৪৭০০.০০	৪৭০০.০০	৪৬৮৫.২৯	৫০৮৫.২৯

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৮-১৯ আরএডিপি/ উপযোজিত বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রঃ নং আরএডিপি নং
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
একনেক ০৭-১১-২০১৭	ভাঙ্গন হতে রক্ষার্থে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মে, ২০১৮	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২.২৫	১৬.৬৯		১৭.০৭	১৯.৩২
		আর্থিক %		১.৪২	১৬.৬৯		১৬.৬৪	১৮.০৬
১৩	জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ি উপজেলাধীন যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে ভূয়াপুর-তারাকান্দি সড়ক রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৮ **অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী**	মোট	২০৩৭০.২০	৪.২৫	৯৭১২.০০	৯৭১২.০০	৯৭১২.০০	৯৭১৬.২৫
৪৬		স্থানীয়	২০৩৭০.২০	৪.২৫	৯৭১২.০০	৯৭১২.০০	৯৭১২.০০	৯৭১৬.২৫
একনেক ০৯-০৮-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০২	৫০.০০		৬৮.৪৭	৬৮.৪৯
		আর্থিক %		০.০২	৪৭.৬৮		৪৭.৬৮	৪৭.৭০
১৪	জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় অবস্থিত কুলকান্দি ও গুঠাইল হার্ডপয়েন্টের মধ্যবর্তী বেলগাছা এলাকাটি যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৮ **অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী**	মোট	৩৮৪০৪.০৬	৩.৭৫	৭০০০.০০	৭০০০.০০	৭০০০.০০	৭০০৩.৭৫
৪৫		স্থানীয়	৩৮৪০৪.০৬	৩.৭৫	৭০০০.০০	৭০০০.০০	৭০০০.০০	৭০০৩.৭৫
একনেক ০৯-০৮-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০১	৩৫.০০		৩৮.৯৮	৩৮.৯৯
		আর্থিক %		০.০১	১৮.২৩		১৮.২৩	১৮.২৪
১৫	জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় যমুনা নদীর বামতীর রক্ষাকল্পে হারগিলা নামক স্থানে ক্রসড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৮	মোট	৩৫৪৮.৯১	০.০০	১২০৭.০০	১২০৭.০০	১১৯৭.৭২	১১৯৭.৭২
৬৮		স্থানীয়	৩৫৪৮.৯১	০.০০	১২০৭.০০	১২০৭.০০	১১৯৭.৭২	১১৯৭.৭২
পরিঃ মন্ত্রী -০৪-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৩৫.০০		৪১.০০	৪১.০০
		আর্থিক %		০.০০	৩৪.০১		৩৩.৭৫	৩৩.৭৫
১৬	নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলাধীন হাইজদা বাঁধের ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (মার্চ, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০) **প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৮**	মোট	৪৬৯৯.৪১	৩.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৩৪০.৭০	১৩৪৩.৭০
৫০		স্থানীয়	৪৬৯৯.৪১	৩.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৩৪০.৭০	১৩৪৩.৭০
পরিঃ মন্ত্রী ২২-১০-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০৩	৬৪.০০		৪৭.৫০	৪৭.৫৩
		আর্থিক %		০.০৬	৩১.৯২		২৮.৫৩	২৮.৫৯
উপ-মোট ঃ কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা		মোট	৬২১৭৭১.৪২	১০৮০৭৩.৭৪	১১৫৬০৯.০০	১১৫৬০৩.৫০	১১২০৬৯.৭১	২২০১৪৩.৪৫
		স্থানীয়	৬২১৭৭১.৪২	১০৮০৭৩.৭৪	১১৫৬০৯.০০	১১৫৬০৩.৫০	১১২০৬৯.৭১	২২০১৪৩.৪৫
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				১০০.০০	৯৬.৯৪	
পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা								
১৭	সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে কুমিল্লা জেলার কার্জন খাল ও তৎসংলগ্ন শাখা খালসমূহ পুনঃখনন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯)	মোট	১৫১৪.০০	৫৫২.২৩	৩০০.০০	৩০০.০০	২৯৯.১১	৮৫১.৩৪
১৩২		স্থানীয়	১৫১৪.০০	৫৫২.২৩	৩০০.০০	৩০০.০০	২৯৯.১১	৮৫১.৩৪
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪৮.৫০	৫১.৫০		১৯.৫০	৬৮.০০

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৮-১৯ আরএডিপি/ উপযোজিত বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রঃ নং আরএডিপি নং
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০১৬ জুন, ২০১৯ তে সমাপ্ত	আর্থিক %		৩৬.৪৭	১৯.৮২		১৯.৭৬	৫৬.২৩
১৮	কুমিল্লা জেলার পুরাতন ডাকাতিয়া-নতুন ডাকাতিয়া নদী সেচ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০১৮	মোট	৪৯৮৯.৪৬	৪৬.০৮	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৪২৩.৪৯	১৪৬৯.৫৭
১৪২		স্থানীয়	৪৯৮৯.৪৬	৪৬.০৮	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৪২৩.৪৯	১৪৬৯.৫৭
পরিঃ মন্ত্রী ২৬-১২-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১.০০	৩৫.০০		৩৫.০০	৩৬.০০
		আর্থিক %		০.৯২	৩০.০৬		২৮.৫৩	২৯.৪৫
১৯	ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০১৭ **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১২-০৫-২০১০** **ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ**	মোট	১৫৫৮৮.১৬	২৩৩৮.৩৮	৩২০০.০০	৩১৯৬.২৫	৩১৮৯.৪৭	৫৫২৭.৮৫
১৬		স্থানীয়	১৫৫৮৮.১৬	২৩৩৮.৩৮	৩২০০.০০	৩১৯৬.২৫	৩১৮৯.৪৭	৫৫২৭.৮৫
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২০.৭১	৩০.০০		৩৩.২৯	৫৪.০০
		আর্থিক %		১৫.০০	২০.৫৩		২০.৪৬	৩৫.৪৬
২০	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলায় রাজাপুর নামক স্থানে মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ আরম্ভ হয়নি। **২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প**	মোট	৩৯৩২.০০	০.০০	৫.০০	৫.০০	৩.৮৮	৩.৮৮
৭৫		স্থানীয়	৩৯৩২.০০	০.০০	৫.০০	৫.০০	৩.৮৮	৩.৮৮
পরিঃ মন্ত্রী ০১-১০-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.১৩		০.১০	০.১০
		আর্থিক %		০.০০	০.১৩		০.১০	০.১০
২১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার জয়ধরকান্দি ও তেলিকান্দি এলাকায় বাঁধ নির্মাণ ও স্লোপ সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ আরম্ভ হয়নি। **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১২-০৫-২০১০** **২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প**	মোট	২৬৮৯.০০	০.০০	৫.০০	৫.০০	২.৯৮	২.৯৮
৭৬		স্থানীয়	২৬৮৯.০০	০.০০	৫.০০	৫.০০	২.৯৮	২.৯৮
পরিঃ মন্ত্রী ০১-১০-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.১৯		০.১১	০.১১
		আর্থিক %		০.০০	০.১৯		০.১১	০.১১
২২	লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে প্রতিরোধ (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০১৫ ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ	মোট	২৪৫১৮.৯০	১৭৩৪৮.২০	৫০০.০০	২৫০.০০	৮১.৫০	১৭৪২৯.৭০
৯		স্থানীয়	২৪৫১৮.৯০	১৭৩৪৮.২০	৫০০.০০	২৫০.০০	৮১.৫০	১৭৪২৯.৭০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৮৯.৯৯	২.০০		০.০০	৮৯.৯৯
		আর্থিক %		৭০.৭৫	২.০৪		০.৩৩	৭১.০৯
২৩	লক্ষীপুর জেলার সদর উপজেলায় রহমতখালী খাল এবং রায়পুর উপজেলায় ডাকাতিয়া নদীর ভাঙ্গন	মোট	৩৮৩৬.৮১	০.০০	৫.০০	৩.৩০	১.৫৫	১.৫৫
৭৭		স্থানীয়	৩৮৩৬.৮১	০.০০	৫.০০	৩.৩০	১.৫৫	১.৫৫
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৮-১৯ আরএডিপি/ উপযোজিত বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রঃ নং আরএডিপি নং
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
পরিঃ মন্ত্রী ২৬-০৯-২০১৮	রক্ষাকল্পে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ আরম্ভ হয়নি। ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.১৩		০.০০	০.০০
		আর্থিক %		০.০০	০.১৩		০.০৪	০.০৪
২৪	নোয়াখালী এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০১৮ অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	মোট	৩২৪৯৮.৮৫	৯২১৬.৯২	১১৪৬২.০০	১১৪৫২.০০	১১৪৫২.০০	২০৬৬৮.৯২
১৩৮		স্থানীয়	৩২৪৯৮.৮৫	৯২১৬.৯২	১১৪৬২.০০	১১৪৫২.০০	১১৪৫২.০০	২০৬৬৮.৯২
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১০.০৬	৩০.৭৭		২০.২৫	৩০.৩১
		আর্থিক %		২৮.৩৬	৩৫.২৭		৩৫.২৪	৬৩.৬০
২৫	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও সুবর্ণচর উপজেলাধীন স্বর্ণদ্বীপ (জাহাজ্যার চর) এ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে জিওব্যাগ দ্বারা নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ এপ্রিল, ২০১৯ অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	মোট	৮৮৬২.৩৬	০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০
৬৭		স্থানীয়	৮৮৬২.৩৬	০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০
একনেক ২০-০৩-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৫.৬৪		১.০০	১.০০
		আর্থিক %		০.০০	৫.৬৪		৫.৬৪	৫.৬৪
২৬	ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া ও ফুলগাজী উপজেলাধীন দক্ষিণ সতর নদীর কূল ও মনিপুর এলাকা মুণ্ডরী নদীর বাম তীর ভাঙ্গন রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০১৯) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ **জুন, ২০১৯ তে সমাপ্ত**	মোট	১৯৩৩.৭৫	০.০০	১৪৮৫.০০	১৪৮৫.০০	১৪৮১.৮৯	১৪৮১.৮৯
৬৩		স্থানীয়	১৯৩৩.৭৫	০.০০	১৪৮৫.০০	১৪৮৫.০০	১৪৮১.৮৯	১৪৮১.৮৯
পরিঃ মন্ত্রী ১২-০২-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১০০.০০		১০০.০০	১০০.০০
		আর্থিক %		০.০০	৭৬.৭৯		৭৬.৬৩	৭৬.৬৩
২৭	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর জেলার হরিণা ফেরীঘাট এলাকা এবং চরভৈরবী এলাকার কাটাখাল বাজার রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৮	মোট	১৯০৭৭.০৬	২৯.০৯	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৪৯৪.০০	২৫২৩.০৯
৪৩		স্থানীয়	১৯০৭৭.০৬	২৯.০৯	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৪৯৪.০০	২৫২৩.০৯
একনেক ০১-০৮-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.৫০	২০.০০		২০.০০	২০.৫০
		আর্থিক %		০.১৫	১৩.১০		১৩.০৭	১৩.২৩
২৮	চাঁদপুর সেচ প্রকল্পের চর বাগাদী পাম্প হাউস ও হাজিমারা রেগুলেটর পুনর্বাসন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ আরম্ভ হয়নি। ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট	১১৭৪৬.০১	০.০০	৭০.০০	৬৮.০০	০.০০	০.০০
১৪৪		স্থানীয়	১১৭৪৬.০১	০.০০	৭০.০০	৬৮.০০	০.০০	০.০০
একনেক ২৩-১০-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.৬০		০.০০	০.০০
		আর্থিক %		০.০০	০.৬০		০.০০	০.০০
উপ-মোট ঃ পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা		মোট	১৩১১৮৬.৩৬	২৯৫৩০.৯০	২১৫৩২.০০	২১২৬৪.৫৫	২০৯২৯.৮৭	৫০৪৬০.৭৭
		স্থানীয়	১৩১১৮৬.৩৬	২৯৫৩০.৯০	২১৫৩২.০০	২১২৬৪.৫৫	২০৯২৯.৮৭	৫০৪৬০.৭৭
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৮-১৯ আরএডিপি/ উপযোজিত বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রঃ নং আরএডিপি নং
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
		আর্থিক %				৯৮.৭৬	৯৭.২০	
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট								
২৯	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (০১-০৭-১১ হতে ৩০-০৬-১৯)	মোট	৫৮৭২৯.৬৩	২৮১৩২.৮৬	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০	১৬৮০০.০০	৪৪৯৩২.৮৬
৫		স্থানীয়	৫৮৭২৯.৬৩	২৮১৩২.৮৬	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০	১৬৮০০.০০	৪৪৯৩২.৮৬
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১২	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১০-০৩-২০১০, ১০-১১-২০১০	বাস্তব %		৪৭.৯০	২৮.৬১		২৮.৬১	৭৬.৫১
	জুন, ২০১৯ তে সমাপ্ত	আর্থিক %		৪৭.৯০	২৮.৯৫		২৮.৬১	৭৬.৫১
উপ-মোট ঃ উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট		মোট	৫৮৭২৯.৬৩	২৮১৩২.৮৬	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০	১৬৮০০.০০	৪৪৯৩২.৮৬
		স্থানীয়	৫৮৭২৯.৬৩	২৮১৩২.৮৬	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০	১৬৮০০.০০	৪৪৯৩২.৮৬
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				১০০.০০	৯৮.৮২	
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম								
৩০	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার পোল্ডার নং ৬৪/১এ, ৬৪/১বি এবং ৬৪/১সি এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০)	মোট	২৯৩৬০.৬৯	১৫৯৫৭.৬৭	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	৫০৪৬.৩৯	২১০০৪.০৬
১২		স্থানীয়	২৯৩৬০.৬৯	১৫৯৫৭.৬৭	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	৫০৪৬.৩৯	২১০০৪.০৬
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ এপ্রিল, ২০১৬	বাস্তব %		৬৭.০০	১৫.৩৫		১৫.৩৫	৮২.৩৫
		আর্থিক %		৫৪.৩৫	১৮.৭৩		১৭.১৯	৭১.৫৪
৩১	চট্টগ্রাম জেলাধীন চন্দনাইশ ও সাতকানিয়া উপজেলার সাংগু ও চাঁদখালী নদীর উভয় তীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯)	মোট	১৫০৫৬.৪৯	১২২৮৭.৭৩	১৬৮৮.০০	১৬৮৭.২৭	১৫৬৩.৬৬	১৩৮৫১.৩৯
১৩		স্থানীয়	১৫০৫৬.৪৯	১২২৮৭.৭৩	১৬৮৮.০০	১৬৮৭.২৭	১৫৬৩.৬৬	১৩৮৫১.৩৯
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০১৬	বাস্তব %		৮৩.২৭	১৬.৭৩		১৬.৭৩	১০০.০০
	জুন, ২০১৯ তে সমাপ্ত	আর্থিক %		৮১.৬১	১১.২১		১০.৩৯	৯২.০০
৩২	চট্টগ্রাম জেলায় বাপাউবো'র আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলের পোল্ডার নং- ৬১/১ (সীতাকুণ্ড), ৬১/২ (মিরেশ্বরাই) এবং ৭২ (সন্দ্বীপ) এর বিভিন্ন অবকাঠামোসমূহের ভাঙ্গন প্রতিরোধ, নিষ্কাশন এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯)	মোট	৯৫৩৯.৭৮	৩৫১৩.৪১	৫৬৭২.০০	৫৬৭২.০০	৪৩৯৩.০৭	৭৯০৬.৪৮
২৫		স্থানীয়	৯৫৩৯.৭৮	৩৫১৩.৪১	৫৬৭২.০০	৫৬৭২.০০	৪৩৯৩.০৭	৭৯০৬.৪৮
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ এপ্রিল, ২০১৭	বাস্তব %		৩৯.০০	৬১.০০		৫৯.০০	৯৮.০০
	জুন, ২০১৯ তে সমাপ্ত	আর্থিক %		৩৬.৮৩	৫৯.৪৬		৪৬.০৫	৮২.৮৮

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৮-১৯ আরএডিপি/ উপযোজিত বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রঃ নং আরএডিপি নং
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৩৩	চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকায় পোল্ডার নং- ৬২ (পতেঙ্গা), পোল্ডার নং- ৬৩/১এ (আনোয়ারা), পোল্ডার নং- ৬৩/১বি (আনোয়ারা ও পটিয়া) পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (মে, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০১৭	মোট	৩২০২৯.৭৭	১১১৬৭.৭৬	৮২০০.০০	৮১৯৮.৩৮	৮০৬১.১৬	১৯২২৮.৯২
২৬		স্থানীয়	৩২০২৯.৭৭	১১১৬৭.৭৬	৮২০০.০০	৮১৯৮.৩৮	৮০৬১.১৬	১৯২২৮.৯২
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪০.০০	২৫.৬০		২৫.১৭	৬৫.১৭
		আর্থিক %		৩৪.৮৭	২৫.৬০		২৫.১৭	৬০.০৩
৩৪	চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরাই উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) বন্যা নিয়ন্ত্রণ সড়ক কাম বেড়ী বাঁধ প্রতিরক্ষা ও নিষ্কাশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০)প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ **ডিপিএম- নৌ কল্যাণ ফাউন্ডেশন ট্রেডিং কোঃ লিঃ**	মোট	১৬৫৭৪২.৫৩	১৭৬৯৭.৫৫	৩৬১৯৭.০০	৩৬১৯৭.০০	৩৬১৬৬.৬৩	৫৩৮৬৪.১৮
৩০		স্থানীয়	১৬৫৭৪২.৫৩	১৭৬৯৭.৫৫	৩৬১৯৭.০০	৩৬১৯৭.০০	৩৬১৬৬.৬৩	৫৩৮৬৪.১৮
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৯.০০	৩০.০০		৩০.০০	৩৯.০০
		আর্থিক %		১০.৬৮	২১.৮৪		২১.৮২	৩২.৫০
৩৫	চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলায় হালদা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে বিভিন্ন এলাকা রক্ষাকল্পে তীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জানুয়ারী, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০১৮ **অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী**	মোট	২৪৩৭৭.৯৯	৭৩৩৬.৫০	৭০০০.০০	৭০০০.০০	৬৭৭০.৫৮	১৪১০৭.০৮
৩৭		স্থানীয়	২৪৩৭৭.৯৯	৭৩৩৬.৫০	৭০০০.০০	৭০০০.০০	৬৭৭০.৫৮	১৪১০৭.০৮
একনেক ০৫-০৪-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩৭.০০	২৮.৭১		৩৩.০০	৭০.০০
		আর্থিক %		৩০.০৯	২৮.৭১		২৭.৭৭	৫৭.৮৭
৩৬	চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার পোল্ডার নং-৭২ এর ভাঙ্গনপ্রবণ এলাকায় স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজের মাধ্যমে পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৮	মোট	১৯৭০৪.৩৫	২.৫০	৩১৪৫.০০	৩১৪৫.০০	৩১৩৫.৬০	৩১৩৮.১০
৫২		স্থানীয়	১৯৭০৪.৩৫	২.৫০	৩১৪৫.০০	৩১৪৫.০০	৩১৩৫.৬০	৩১৩৮.১০
একনেক ১৩-০৯-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০২	২০.৩০		২০.৩০	২০.৩২
		আর্থিক %		০.০১	১৫.৯৬		১৫.৯১	১৫.৯৩
৩৭	চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া ও সাতকানিয়া উপজেলায় সাঙ্গু এবং ডলু নদীর তীর সংক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৮	মোট	৩৩৩৩৪.২১	৫.০০	১৫০০.০০	১৪৪৫.০০	১৪৪১.৬২	১৪৪৬.৬২
৫৯		স্থানীয়	৩৩৩৩৪.২১	৫.০০	১৫০০.০০	১৪৪৫.০০	১৪৪১.৬২	১৪৪৬.৬২
একনেক ০৯-০১-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০১	৪.৫০		৫.৮২	৫.৮৩
		আর্থিক %		০.০১	৪.৫০		৪.৩২	৪.৩৪
৩৮	চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি ও হাটহাজারী উপজেলায় হালদা নদী ও ধুরং খালের তীর সংরক্ষণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ আরম্ভ হয়নি।	মোট	১৫৬৭৬.৯০	০.০০	৫.০০	৫.০০	৪.৯৮	৪.৯৮
৭৮		স্থানীয়	১৫৬৭৬.৯০	০.০০	৫.০০	৫.০০	৪.৯৮	৪.৯৮
একনেক ০২-১০-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.০৩		২.০০	২.০০
		আর্থিক %		০.০০	০.০৩		০.০৩	০.০৩

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৮-১৯ আরএডিপি/ উপযোজিত বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রঃ নং আরএডিপি নং
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প							
৩৯	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন পুইছড়ি ইউনিয়নের পোল্ডার নং-৬৪/২এ (পুইছড়ি পার্ট) এর পুনর্বাসন ও নিষ্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০১৯ **২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প**	মোট	১১২৮.৯৬	০.০০	২৫.০০	২০.০০	৪.৭৯	৪.৭৯
১৪৫		স্থানীয়	১১২৮.৯৬	০.০০	২৫.০০	২০.০০	৪.৭৯	৪.৭৯
পরিঃ মন্ত্রী ০২-০৫-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৫.০০		৫.০০	৫.০০
		আর্থিক %		০.০০	২.২১		০.৪২	০.৪২
৪০	চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া ও বোয়ালখালী উপজেলা এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাপ্তাই উপজেলায় কর্ণফুলী ও ইছামতি নদী এবং শিলক খালসহ অন্যান্য খালের উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ এপ্রিল, ২০১৯ ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট	৩৯৮৯০.৫৭	০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৪০৫.৩৫	৪০৫.৩৫
৭৯		স্থানীয়	৩৯৮৯০.৫৭	০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৪০৫.৩৫	৪০৫.৩৫
একনেক ০৯-১০-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১০.০০		৬.০০	৬.০০
		আর্থিক %		০.০০	১.২৫		১.০২	১.০২
৪১	কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলায় শাহপরীর দ্বীপের পোল্ডার-৬৮ এর বাঁধ পুনঃনির্মাণ ও প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ অক্টোবর, ২০১৭ ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ	মোট	১২১৮৪.০০	৪৪১৬.৬০	৪০০০.০০	৩৯৯৯.৮৫	৩৯৯০.৬১	৮৪০৭.২১
২৭		স্থানীয়	১২১৮৪.০০	৪৪১৬.৬০	৪০০০.০০	৩৯৯৯.৮৫	৩৯৯০.৬১	৮৪০৭.২১
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪১.৬৫	৩৮.৫০		৩৮.৩৫	৮০.০০
		আর্থিক %		৩৬.২৫	৩২.৮৩		৩২.৭৫	৬৯.০০
৪২	কক্সবাজার জেলাধীন ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডারসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০১৬ **ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ**	মোট	৩৬৩১১.৮১	১৫২৬৮.৭৯	৪০০০.০০	৩৯৯৭.১৪	৩৪১০.১১	১৮৬৭৮.৯০
১৪		স্থানীয়	৩৬৩১১.৮১	১৫২৬৮.৭৯	৪০০০.০০	৩৯৯৭.১৪	৩৪১০.১১	১৮৬৭৮.৯০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫৯.০৫	২২.০৩		৯.৯৫	৬৯.০০
		আর্থিক %		৪২.০৫	১১.০২		৯.৩৯	৫১.৪৪
৪৩	কক্সবাজার জেলার বাংলাদেশ-মায়ানমার এ সীমান্ত নিরাপত্তা উন্নত করার জন্য উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় নাফ নদী বরাবর পোল্ডারসমূহ (৬৭/এ, ৬৭, ৬৭/বি এবং ৬৮) পুনর্বাসন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ	মোট	১৪১৬৫.০০	০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৩৯৫.৪৮	৩৯৫.৪৮
৬১		স্থানীয়	১৪১৬৫.০০	০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৩৯৫.৪৮	৩৯৫.৪৮
একনেক ২৩-০১-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১০.০০		৫.০০	৫.০০
		আর্থিক %		০.০০	৩.৫৩		২.৭৯	২.৭৯
৪৪	কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, সেচ ও	মোট	২০৩৯৩.০০	২৩১৮.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২৯৯৮.২৫	৫৩১৬.২৫
১৩৭		স্থানীয়	২০৩৯৩.০০	২৩১৮.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২৯৯৮.২৫	৫৩১৬.২৫

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৮-১৯ আরএডিপি/ উপযোজিত বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রঃ নং আরএডিপি নং
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	ড্রেজিং প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৭ **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ০৩-০৪-২০১১ ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ**	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১২.০৪	২০.০০		২২.০০	৩৪.০৪
		আর্থিক %		১১.৩৭	১৪.৭১		১৪.৭০	২৬.০৭
উপ-মোট ঃ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম		মোট	৪৬৮৮৯৬.০৫	৮৯৯৭১.৫১	৮০৯৩২.০০	৮০৮৬৬.৬৪	৭৭৭৮৮.২৮	১৬৭৭৫৯.৭৯
		স্থানীয়	৪৬৮৮৯৬.০৫	৮৯৯৭১.৫১	৮০৯৩২.০০	৮০৮৬৬.৬৪	৭৭৭৮৮.২৮	১৬৭৭৫৯.৭৯
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৯৯.৯২	৯৬.১২	
উপ-মোটঃ পূর্ব রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ (কেন্দ্রীয় অঞ্চল+পূর্বাঞ্চল+উত্তর-পূর্বাঞ্চল+দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল)		মোট	১২৮০৫৮৩.৪৬	২৫৫৭০৯.০১	২৩৫০৭৩.০০	২৩৪৭৩৪.৬৯	২২৭৫৮৭.৮৬	৪৮৩২৯৬.৮৭
		স্থানীয়	১২৮০৫৮৩.৪৬	২৫৫৭০৯.০১	২৩৫০৭৩.০০	২৩৪৭৩৪.৬৯	২২৭৫৮৭.৮৬	৪৮৩২৯৬.৮৭
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৯৯.৮৬	৯৬.৮২	
উত্তরাঞ্চল, রংপুর								
৪৫	রংপুর জেলার গংগাচড়া ও রংপুর সদর উপজেলায় তিস্তা নদীর ডান তীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৬ **জুন, ২০১৯ তে সমাপ্ত**	মোট	১৬৮৮৩.০০	৯২৭৮.৪৯	৭৪১৭.০০	৭৪১৬.০৬	৬৫৯৪.৮৩	১৫৮৭৩.৩২
২৩		স্থানীয়	১৬৮৮৩.০০	৯২৭৮.৪৯	৭৪১৭.০০	৭৪১৬.০৬	৬৫৯৪.৮৩	১৫৮৭৩.৩২
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫৫.৫০	৪৪.৫০		৪১.৫০	৯৭.০০
		আর্থিক %		৫৪.৯৬	৪৩.৯৩		৩৯.০৬	৯৪.০২
৪৬	রংপুর জেলার মিঠাপুকুর, পীরগাছা ও রংপুর সদর উপজেলায় যমুনেশ্বরী, ঘাঘট ও করতোয়া নদীর তীর সংরক্ষণ ও নদী পুনঃখনন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০১৯ **২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প**	মোট	১৩৪৯৪.১৭	০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	৯৮৬.৫৪	৯৮৬.৫৪
৮০		স্থানীয়	১৩৪৯৪.১৭	০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	৯৮৬.৫৪	৯৮৬.৫৪
একনেক ১১-১০-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৭.৪১		৭.৫০	৭.৫০
		আর্থিক %		০.০০	৭.৪১		৭.৩১	৭.৩১
৪৭	লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলাধীন সাবেক ১১৯ নং বাঁশকাটা ছিটমহল এর ঘোষপাড়া, দয়ালটারী ও বোস্টারী এলাকায় ধরলা নদীর বাম ও ডান তীর বরাবর নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৯)	মোট	২৪৭২.০০	২০৯৫.৩৭	২৮৮.০০	২৮৮.০০	২৭২.৩১	২৩৬৭.৬৮
৩৬		স্থানীয়	২৪৭২.০০	২০৯৫.৩৭	২৮৮.০০	২৮৮.০০	২৭২.৩১	২৩৬৭.৬৮
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৯২.০০	৮.০০		৭.৮৯	৯৯.৮৯

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৮-১৯ আরএডিপি/ উপযোজিত বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রঃ নং আরএডিপি নং
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০১৭ **জুন, ২০১৯ তে সমাপ্ত**	আর্থিক %		৮৪.৭৬	১১.৬৫		১১.০২	৯৫.৭৮
৪৮	যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা এবং গণকবর সহ ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০১৮ **ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ**	মোট	২৯৯৩৬.৬৭	১৪৯.৪১	২৩৭৫.০০	২৩৭৫.০০	১৭৮৫.০০	১৯৩৪.৪১	
৪৪	স্থানীয়	২৯৯৩৬.৬৭	১৪৯.৪১	২৩৭৫.০০	২৩৭৫.০০	১৭৮৫.০০	১৯৩৪.৪১	
একনেক ০৭-০২-২০১৭	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	বাস্তব %		০.৫০	৩১.৭৩		৭.৫০	৮.০০	
	আর্থিক %		০.৫০	৭.৯৩		৫.৯৬	৬.৪৬	
৪৯	দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন গৌরীপুর নামক স্থানে খরা মৌসুমে সম্পূরক সেচ প্রদানের লক্ষ্যে পুনর্ভবা নদীর উপর সমন্বিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ এপ্রিল, ২০১৮ **ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ**	মোট	৫১১১.২৮	২৩৪.৪৮	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২৯৫১.৪৭	৩১৮৫.৯৫	
১৪০	স্থানীয়	৫১১১.২৮	২৩৪.৪৮	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২৯৫১.৪৭	৩১৮৫.৯৫	
পরিঃ মন্ত্রী ০৯-০১-২০১৭	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	বাস্তব %		৬.১৩	৭০.৪৩		৫৮.৮৭	৬৫.০০	
	আর্থিক %		৪.৫৯	৫৮.৬৯		৫৭.৭৪	৬২.৩৩	
৫০	দিনাজপুর জেলার খানসামা উপজেলার বিভিন্ন স্থানে আত্রাই নদীর অব্যাহত ভাঙ্গন প্রতিরোধ ও নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০১৯ **২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প**	মোট	৪৮৬৪.৭৩	০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	৭৯৯.৯৭	৭৯৯.৯৭	
৮১	স্থানীয়	৪৮৬৪.৭৩	০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	৭৯৯.৯৭	৭৯৯.৯৭	
পরিঃ মন্ত্রী ০৮-১০-২০১৮	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	বাস্তব %		০.০০	১৬.৪৪		২৫.০০	২৫.০০	
	আর্থিক %		০.০০	১৬.৪৪		১৬.৪৪	১৬.৪৪	
৫১	পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলাধীন সাবেক নাজিরগঞ্জ ও দইখাতা ছিটমহল এলাকায় করতোয়া নদীর বাম তীর বরাবর নদী তীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৯) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মে, ২০১৭ **জুন, ২০১৮ তে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে।**	মোট	২৪৩৫.৭৪	২৩২২.০৪	১.০০	০.০০	০.০০	২৩২২.০৪	
৩৫	স্থানীয়	২৪৩৫.৭৪	২৩২২.০৪	১.০০	০.০০	০.০০	২৩২২.০৪	
	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	বাস্তব %		১০০.০০	০.০০		০.০০	১০০.০০	
	আর্থিক %		৯৫.৩৩	০.০৪		০.০০	৯৫.৩৩	
উপ-মোট ঃ উত্তরাঞ্চল, রংপুর	মোট	৭৫১৯৭.৫৯	১৪০৭৯.৭৯	১৪৮৮১.০০	১৪৮৭৯.০৬	১৩৩৯০.১২	২৭৪৬৯.৯১	
	স্থানীয়	৭৫১৯৭.৫৯	১৪০৭৯.৭৯	১৪৮৮১.০০	১৪৮৭৯.০৬	১৩৩৯০.১২	২৭৪৬৯.৯১	
	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	আর্থিক %				৯৯.৯৯	৮৯.৯৮		
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী								
৫২	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজশাহী মহানগরীর অন্তর্ভুক্ত সোনাকান্দি হতে বুলনপুর পর্যন্ত এলাকা রক্ষা প্রকল্প	মোট	২৮৬৯০.৮৯	৯৯৯২.৫০	১৫৪১৯.০০	১৫৪১৮.০৩	১৩৯৬৭.৯৯	২৩৯৬০.৪৯
২৪	স্থানীয়	২৮৬৯০.৮৯	৯৯৯২.৫০	১৫৪১৯.০০	১৫৪১৮.০৩	১৩৯৬৭.৯৯	২৩৯৬০.৪৯	

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৮-১৯ আরএডিপি/ উপযোজিত বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রঃ নং আরএডিপি নং
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	(১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মে, ২০১৭ **জুন, ২০১৯ তে সমাপ্ত**	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩৯.৬৮	৬০.৩২		৫৬.৩৬	৯৬.০৪
		আর্থিক %		৩৪.৮৩	৫৩.৭৪		৪৮.৬৮	৮৩.৫১
৫৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় মহানন্দা নদী ড্রেজিং ও রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০১৯ **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৩/০৪/২০১১ ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ**	মোট	১৮২৫৮.২৭	০.০০	৩০১.০০	৩০০.০০	২৯৭.১০	২৯৭.১০
৬২		স্থানীয়	১৮২৫৮.২৭	০.০০	৩০১.০০	৩০০.০০	২৯৭.১০	২৯৭.১০
একনেক ১৬-০১-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১.৮৮		১.৬৫	১.৬৫
		আর্থিক %		০.০০	১.৬৫		১.৬৩	১.৬৩
৫৪	নওগাঁ জেলার সাপাহার ও পোরশা উপজেলাধীন জবাইবিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (সেপ্টেম্বর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ এপ্রিল, ২০১৮	মোট	৪০৭০.০৮	১২৮.৪৩	২৪০০.০০	২৩৯৬.৫০	২৩৮২.২০	২৫১০.৬৩
১৩৯		স্থানীয়	৪০৭০.০৮	১২৮.৪৩	২৪০০.০০	২৩৯৬.৫০	২৩৮২.২০	২৫১০.৬৩
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩.১৬	৫৮.৯৭		৬২.০৪	৬৫.২০
		আর্থিক %		৩.১৬	৫৮.৯৭		৫৮.৫৩	৬১.৬৯
৫৫	নাটোর জেলার সিংড়া পৌরসভা এলাকা আত্রাই ও নাগর নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ আগষ্ট, ২০১৮	মোট	৪১৯৯.১২	৫.৫১	১৪০০.০০	১৩৯৫.০০	১৩৮৯.১৪	১৩৯৪.৬৫
৫৬		স্থানীয়	৪১৯৯.১২	৫.৫১	১৪০০.০০	১৩৯৫.০০	১৩৮৯.১৪	১৩৯৪.৬৫
পরিঃ মন্ত্রী ২৭-১২-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.১৩	৪৫.০০		৪৬.০০	৪৬.১৩
		আর্থিক %		০.১৩	৩৩.৩৪		৩৩.০৮	৩৩.২১
৫৬	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন কুর্নিবাড়ী হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ কাজসহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ এপ্রিল, ২০১৬ জুন, ২০১৯ তে সমাপ্ত ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ	মোট	৩৩৩৩৭.৯৩	২৬৮০৩.৫৭	৫২০০.০০	৫২০০.০০	৪৯২৪.৮৯	৩১৭২৮.৪৬
১৫		স্থানীয়	৩৩৩৩৭.৯৩	২৬৮০৩.৫৭	৫২০০.০০	৫২০০.০০	৪৯২৪.৮৯	৩১৭২৮.৪৬
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৮৩.৮৪	১৬.১৬		১৬.১৬	১০০.০০
		আর্থিক %		৮০.৪০	১৫.৬০		১৪.৭৭	৯৫.১৭
৫৭	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলাধীন খুদবান্দি, সিংড়াবাড়ী ও শুভগাছা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০১৮	মোট	৪৬৪৬০.০০	৯৯৮৪.৬৯	১১০০০.০০	১১০০০.০০	১০৯৮৮.৮৮	২০৯৭৩.৫৭
৪৭		স্থানীয়	৪৬৪৬০.০০	৯৯৮৪.৬৯	১১০০০.০০	১১০০০.০০	১০৯৮৮.৮৮	২০৯৭৩.৫৭
একনেক ১৩-০৯-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২৭.৯২	২৩.৬৮		২২.৪১	৫০.৩৩
		আর্থিক %		২১.৪৯	২৩.৬৮		২৩.৬৫	৪৫.১৪

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৮-১৯ আরএডিপি/ উপযোজিত বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রঃ নং আরএডিপি নং
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৫৮	সিরাজগঞ্জ জেলায় যমুনা নদী হতে পুনরুদ্ধারকৃত ভূমির উন্নয়ন এবং প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০)	মোট	৫০৯৯৪.০০	১৬.৫৩	৭৫২০.০০	৭৫২০.০০	৭৪৭৯.৯৬	৭৪৯৬.৪৯
৫৮		স্থানীয়	৫০৯৯৪.০০	১৬.৫৩	৭৫২০.০০	৭৫২০.০০	৭৪৭৯.৯৬	৭৪৯৬.৪৯
একনেক ০৯-০১-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৮	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০৩	১৫.০০		১৯.৮০	১৯.৮৩
	অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	আর্থিক %		০.০৩	১৪.৭৫		১৪.৬৭	১৪.৭০
৫৯	বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোর-গুরাসাগর নদী সিস্টেম ড্রেজিং/পুনঃখনন ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (নভেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	মোট	২৩৩৫৬০.০০	০.০০	১০০.০০	১০০.০০	৯৬.৫৮	৯৬.৫৮
৮৬		স্থানীয়	২৩৩৫৬০.০০	০.০০	১০০.০০	১০০.০০	৯৬.৫৮	৯৬.৫৮
একনেক ০৭-১১-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ আরম্ভ হয়নি।	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.০৪		০.০০	০.০০
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৬/০৮/২০১৭ ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	আর্থিক %		০.০০	০.০৪		০.০৪	০.০৪
৬০	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (০১-০১-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৯)	মোট	৪৩৯২৬.৮৪	২৬৯১৮.৮৫	১৪১২৫.০০	১৪১২৫.০০	১৩৮৪২.৩৫	৪০৭৬১.২০
১২৭		স্থানীয়	৪৩৯২৬.৮৪	২৬৯১৮.৮৫	১৪১২৫.০০	১৪১২৫.০০	১৩৮৪২.৩৫	৪০৭৬১.২০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০১১	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭৩.৯৫	২৬.০৫		২৪.৪৫	৯৮.৪০
	ডিপিএম- বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট (বিডিপি) লিঃ জুন, ২০১৯ তে সমাপ্ত	আর্থিক %		৬১.২৮	৩২.১৬		৩১.৫১	৯২.৭৯
উপ-মোট ঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী		মোট	৪৬৩৪৯৭.১৩	৭৩৮৫০.০৮	৫৭৪৬৫.০০	৫৭৪৫৪.৫৩	৫৫৩৬৯.০৯	১২৯২১৯.১৭
		স্থানীয়	৪৬৩৪৯৭.১৩	৭৩৮৫০.০৮	৫৭৪৬৫.০০	৫৭৪৫৪.৫৩	৫৫৩৬৯.০৯	১২৯২১৯.১৭
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৯৯.৯৮	৯৬.৩৫	
উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ-১ (উত্তরাঞ্চল+উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল)		মোট	৫৩৮৬৯৪.৭২	৮৭৯২৯.৮৭	৭২৩৪৬.০০	৭২৩৩৩.৫৯	৬৮৭৫৯.২১	১৫৬৬৮৯.০৮
		স্থানীয়	৫৩৮৬৯৪.৭২	৮৭৯২৯.৮৭	৭২৩৪৬.০০	৭২৩৩৩.৫৯	৬৮৭৫৯.২১	১৫৬৬৮৯.০৮
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৯৯.৯৮	৯৫.০৪	
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর								
৬১	সুরেশ্বর খাল খনন ও নিষ্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯)	মোট	৫৯০৬.১৩	১৩২৪.০০	১৬৯৮.০০	১৬৯৮.০০	৯৬৪.২৫	২২৮৮.২৫
১৩৫		স্থানীয়	৫৯০৬.১৩	১৩২৪.০০	১৬৯৮.০০	১৬৯৮.০০	৯৬৪.২৫	২২৮৮.২৫
	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৭	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৮-১৯ আরএডিপি/ উপযোজিত বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রঃ নং আরএডিপি নং
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২৫.৩৪	৪০.০০		৩৪.৫০	৫৯.৮৪
		আর্থিক %		২২.৪২	২৮.৭৫		১৬.৩৩	৩৮.৭৪
৬২	রাজৈর কোটালীপাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (আগষ্ট, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০)	মোট	৯৯২৭.৪৬	২০০৮.২১	৫৩৬০.০০	৫৩৬০.০০	৫১৪২.৬৭	৭১৫০.৮৮
১৩৬	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০১৮	স্থানীয়	৯৯২৭.৪৬	২০০৮.২১	৫৩৬০.০০	৫৩৬০.০০	৫১৪২.৬৭	৭১৫০.৮৮
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২৩.৫০	৫৫.৫০		৫০.০০	৭৩.৫০
		আর্থিক %		২০.২৩	৫৩.৯৯		৫১.৮০	৭২.০৩
৬৩	আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে হাজী শরিয়তউল্লাহ সেতু সংলগ্ন ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা-খুলনা জাতীয় মহাসড়ক রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯)	মোট	৬২৭৩.৪৮	৩৫২৪.১৫	২৭২৯.০০	২৭০৯.৮০	২৬৪৫.৯৬	৬১৭০.১১
২৮	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মে, ২০১৭ জুন, ২০১৯ তে সমাপ্ত	স্থানীয়	৬২৭৩.৪৮	৩৫২৪.১৫	২৭২৯.০০	২৭০৯.৮০	২৬৪৫.৯৬	৬১৭০.১১
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬৯.৫০	৩০.৫০		৩০.৫০	১০০.০০
		আর্থিক %		৫৬.১৮	৪৩.৫০		৪২.১৮	৯৮.৩৫
৬৪	কুমার নদ পুনঃখনন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯)	মোট	২৫০৮১.৬৭	১৩৬৭.০২	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৪৮৩.৩০	৩৮৫০.৩২
২৯	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ এপ্রিল, ২০১৮	স্থানীয়	২৫০৮১.৬৭	১৩৬৭.০২	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৪৮৩.৩০	৩৮৫০.৩২
	প্রকল্প এলাকাঃ ফরিদপুর	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬.০০	১৯.৯৩		২৪.৭০	৩০.৭০
		আর্থিক %		৫.৪৫	৯.৯৭		৯.৯০	১৫.৩৫
৬৫	ফরিদপুর জেলায় চর ভদ্রাসন উপজেলাধীন পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	মোট	২৯২২২.৭৭	০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৪৯৩.৮২	১৪৯৩.৮২
৮২	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	স্থানীয়	২৯২২২.৭৭	০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৪৯৩.৮২	১৪৯৩.৮২
একনেক ০৭-০৮-২০১৮	**২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প**	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৫.২০		৭.০০	৭.০০
		আর্থিক %		০.০০	৫.১৩		৫.১১	৫.১১
৬৬	ফরিদপুর জেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	মোট	২৯১৪৯.৪৬	০.০০	১০০.০০	১০০.০০	৯৬.৭৭	৯৬.৭৭
৮৩	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০১৯	স্থানীয়	২৯১৪৯.৪৬	০.০০	১০০.০০	১০০.০০	৯৬.৭৭	৯৬.৭৭
একনেক ১১-০৯-২০১৮	**২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প**	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.৬০		০.৫০	০.৫০
		আর্থিক %		০.০০	০.৩৪		০.৩৩	০.৩৩
৬৭	রাজবাড়ী শহর রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০)	মোট	৩৭৬২৮.১২	১২৫.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৭৪৯৭.৬৬	৭৬২২.৬৬
৪০	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুলাই, ২০১৮	স্থানীয়	৩৭৬২৮.১২	১২৫.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৭৪৯৭.৬৬	৭৬২২.৬৬
একনেক ০১-০৮-২০১৭	**ডিপিএম- খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ**	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১.০০	৩৫.০০		৩৫.০০	৩৬.০০
		আর্থিক %		০.৩৩	১৯.৯৩		১৯.৯৩	২০.২৬
৬৮	শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা নদীর ডান তীর রক্ষা	মোট	১০৯৭২০.৯০	৬৭.৭০	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০	১৫৯৯২.২১	১৬০৫৯.৯১
৫৭		স্থানীয়	১০৯৭২০.৯০	৬৭.৭০	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০	১৫৯৯২.২১	১৬০৫৯.৯১

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৮-১৯ আরএডিপি/ উপযোজিত বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রঃ নং আরএডিপি নং
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
একনেক ০২-০১-২০১৮	প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৮	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	ডিপিএম- খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ	বাস্তব %		০.১০	২১.০০		২০.৫০	২০.৬০
		আর্থিক %		০.০৬	১৪.৫৮		১৪.৫৮	১৪.৬৪
৬৯	গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (সেপ্টেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৯)	মোট	২২৩৬৮.৭৫	২০৯২০.০২	৮৮৫.০০	৮৬৫.৭৬	৮৬৫.২০	২১৭৮৫.২২
১২৮		স্থানীয়	২২৩৬৮.৭৫	২০৯২০.০২	৮৮৫.০০	৮৬৫.৭৬	৮৬৫.২০	২১৭৮৫.২২
	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০১৩	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	প্রকল্প এলাকাঃ কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মাগুরা, চুয়াডাঙ্গা	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	জুন, ২০১৯ তে সমাপ্ত	বাস্তব %		৯৭.৬৮	২.৩২		২.৩২	১০০.০০
		আর্থিক %		৯৩.৫২	৩.৯৬		৩.৮৭	৯৭.৩৯
৭০	নবগঙ্গা নদী পুনঃখনন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৯)	মোট	৪১০৪.২৩	১৩.০০	৩১৮৯.০০	৩১৮৮.৬৪	২৪৩৭.৯৩	২৪৫০.৯৩
১৪১		স্থানীয়	৪১০৪.২৩	১৩.০০	৩১৮৯.০০	৩১৮৮.৬৪	২৪৩৭.৯৩	২৪৫০.৯৩
পরিঃ মন্ত্রী ২২-১১-২০১৭	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৮	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	জুন, ২০১৯ তে সমাপ্ত	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.৩২	৯৯.৬৮		৯০.০০	৯০.৩২
		আর্থিক %		০.৩২	৭৭.৭০		৫৯.৪০	৫৯.৭২
৭১	গড়াই নদী ড্রেজিং ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৫৯১৫৮.০৮	০.০০	৭৬৭.০০	৭৬৭.০০	৭৬২.১০	৭৬২.১০
৮৪		স্থানীয়	৫৯১৫৮.০৮	০.০০	৭৬৭.০০	৭৬৭.০০	৭৬২.১০	৭৬২.১০
একনেক ২৩-১০-২০১৮	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৮	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১.৩০		১.২০	১.২০
		আর্থিক %		০.০০	১.৩০		১.২৯	১.২৯
উপ-মোট ঃ পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর		মোট	৩৩৮৫৪১.০৫	২৯৩৪৯.১০	৪২২২৮.০০	৪২১৮৯.২০	৪০৩৮১.৮৭	৬৯৭৩০.৯৭
		স্থানীয়	৩৩৮৫৪১.০৫	২৯৩৪৯.১০	৪২২২৮.০০	৪২১৮৯.২০	৪০৩৮১.৮৭	৬৯৭৩০.৯৭
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৯৯.৯১	৯৫.৬৩	
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল								
৭২	বরিশাল জেলা সদরের সাথে মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা সদরের যোগাযোগ ও ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য মাসকাটা নদীর উপর ক্রসড্যাম নির্মাণ (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৯)	মোট	১১৫২.২৭	৩.৭২	২৫১.০০	২৫০.০০	২.৮৫	৬.৫৭
৫৩		স্থানীয়	১১৫২.২৭	৩.৭২	২৫১.০০	২৫০.০০	২.৮৫	৬.৫৭
পরিঃ মন্ত্রী ১৫-১১-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ আরম্ভ হয়নি।	বাস্তব %		০.৩২	২.০০		০.০০	০.৩২
		আর্থিক %		০.৩২	২১.৭৮		০.২৫	০.৫৭
৭৩	বরিশাল জেলার সাতলা-বাগধা প্রকল্পের পোল্ডার পুনর্বাসন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০)	মোট	৩৪৬৩.৭৪	১৩.৩৫	২৫১.০০	২৫০.০০	২৪৩.৭০	২৫৭.০৫
১৪৩		স্থানীয়	৩৪৬৩.৭৪	১৩.৩৫	২৫১.০০	২৫০.০০	২৪৩.৭০	২৫৭.০৫
পরিঃ মন্ত্রী ১৮-১২-২০১৭	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৮	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.৩৯	৭.২৫		৮.৫০	৮.৮৯
		আর্থিক %		০.৩৯	৭.২৫		৭.০৪	৭.৪২

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৮-১৯ আরএডিপি/ উপযোজিত বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রঃ নং আরএডিপি নং
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৭৪	কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হইতে বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন চরবাড়িয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ **ডিপিএম- খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ**	মোট	৩৩১২৩.৯৯	৬৫.২৭	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৪৯৯.৬৯	১৫৬৪.৯৬
৪৮		স্থানীয়	৩৩১২৩.৯৯	৬৫.২৭	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৪৯৯.৬৯	১৫৬৪.৯৬
একনেক ১৭-১০-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.২০	১০.০০		৭.৮০	৮.০০
		আর্থিক %		০.২০	৪.৫৩		৪.৫৩	৪.৭২
৭৫	বরিশাল জেলার মুলাদী উপজেলার ৭নং কাজীর চর ইউনিয়নস্থ বাহাদুরপুর গ্রাম কয়লা খালের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ অক্টোবর, ২০১৮ **২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প**	মোট	১০৮০.৯০	০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	৭৪৭.৮৫	৭৪৭.৮৫
৭১		স্থানীয়	১০৮০.৯০	০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	৭৪৭.৮৫	৭৪৭.৮৫
পরিঃ মন্ত্রী ০৬-০৫-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৭৪.৬১		৭০.০০	৭০.০০
		আর্থিক %		০.০০	৭৪.০১		৬৯.১৯	৬৯.১৯
৭৬	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে বরিশাল জেলার মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলার উলানিয়া-গোবিন্দপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ **২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প**	মোট	৩৮৬৩৮.৮০	০.০০	২০০০.০০	১৯৯৫.০০	১৯৪৫.০০	১৯৪৫.০০
৬৯		স্থানীয়	৩৮৬৩৮.৮০	০.০০	২০০০.০০	১৯৯৫.০০	১৯৪৫.০০	১৯৪৫.০০
একনেক ১০-০৪-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৮.০০		৮.০০	৮.০০
		আর্থিক %		০.০০	৫.১৮		৫.০৩	৫.০৩
৭৭	পিরোজপুর জেলার ভাণ্ডারিয়া উপজেলায় ভুবনেশ্বর নদী পুনঃখনন এবং পোনা নদী ও ভুবনেশ্বর নদীর ভাঙ্গন হতে বিভিন্ন স্থাপনা/সম্পদ রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০১৯ **২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প**	মোট	৩৩৫৮.৮০	০.০০	১০০.০০	১০০.০০	৫৫.৮০	৫৫.৮০
৭০		স্থানীয়	৩৩৫৮.৮০	০.০০	১০০.০০	১০০.০০	৫৫.৮০	৫৫.৮০
পরিঃ মন্ত্রী ০৬-০৮-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১১.৯১		২.০০	২.০০
		আর্থিক %		০.০০	২.৯৮		১.৬৬	১.৬৬
৭৮	বরগুনা জেলার উপকূলীয় পোল্ডারসমূহে সেচ কাজের জন্য খাল পুনঃখনন প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ০৬/০৫/২০১০ ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট	৬১৩৩.৪৪	০.০০	৭০০.০০	৭০০.০০	৬৯৮.৯৭	৬৯৮.৯৭
১৪৬		স্থানীয়	৬১৩৩.৪৪	০.০০	৭০০.০০	৭০০.০০	৬৯৮.৯৭	৬৯৮.৯৭
একনেক ০৩-০৪-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১৫.০০		২৫.০০	২৫.০০
		আর্থিক %		০.০০	১১.৪১		১১.৪০	১১.৪০
৭৯	ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে পোল্ডার নং-৫৬/৫৭ রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৬	মোট	৫৫০৬৩.৯০	২৫১৯৩.০১	১৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০	১৭৪৯৭.২৫	৪২৬৯০.২৬
১৯		স্থানীয়	৫৫০৬৩.৯০	২৫১৯৩.০১	১৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০	১৭৪৯৭.২৫	৪২৬৯০.২৬
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪৯.৪১	৩১.৭৮		৩০.০০	৭৯.৪১

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৮-১৯ আরএডিপি/ উপযোজিত বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রঃ নং আরএডিপি নং
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
		আর্থিক %		৪৫.৭৫	৩১.৭৮		৩১.৭৮	৭৭.৫৩
৮০	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (ডিসেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৬	মোট	৩৪৩৯০.৬২	১৭৪৯৯.৯৭	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০	৬৪৯৮.০৮	২৩৯৯৮.০৫
২০		স্থানীয়	৩৪৩৯০.৬২	১৭৪৯৯.৯৭	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০	৬৪৯৮.০৮	২৩৯৯৮.০৫
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫২.৯২	২০.৫৬		১৮.৬১	৭১.৫৩
		আর্থিক %		৫০.৮৯	১৮.৯০		১৮.৮৯	৬৯.৭৮
৮১	নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলা সদর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯) (প্রস্তাবিত সমাপ্তিকালঃ জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭	মোট	৪৪৮৩৮.৫০	১৮০০০.০০	১৬৫০০.০০	১৬৫০০.০০	১৬৫০০.০০	৩৪৫০০.০০
২১		স্থানীয়	৪৪৮৩৮.৫০	১৮০০০.০০	১৬৫০০.০০	১৬৫০০.০০	১৬৫০০.০০	৩৪৫০০.০০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪২.০০	৩৬.৮০		৩৮.০০	৮০.০০
		আর্থিক %		৪০.১৪	৩৬.৮০		৩৬.৮০	৭৬.৯৪
৮২	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভোলা জেলার চরফ্যাশন পৌর শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯) (প্রস্তাবিত সমাপ্তিকালঃ জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭	মোট	২০৯০৪.০০	১৩৫৯১.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	১৮৫৯১.০০
২২		স্থানীয়	২০৯০৪.০০	১৩৫৯১.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	১৮৫৯১.০০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬৫.০০	২৩.৯২		২৪.০০	৮৯.০০
		আর্থিক %		৬৫.০২	২৩.৯২		২৩.৯২	৮৮.৯৪
৮৩	ভোলা জেলার মেঘনা নদীর ভাঙ্গন থেকে মনপুরা উপজেলার রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা এবং তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন থেকে চরফ্যাশন উপজেলার ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৭ **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১১-১১-২০১০**	মোট	৩১৩১৮.৫৯	৮৮১০.০০	৮৮০০.০০	৮৮০০.০০	৮৭৮৮.৮১	১৭৫৯৮.৮১
৩৩		স্থানীয়	৩১৩১৮.৫৯	৮৮১০.০০	৮৮০০.০০	৮৮০০.০০	৮৭৮৮.৮১	১৭৫৯৮.৮১
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩২.০০	২৮.১০		২৬.০০	৫৮.০০
		আর্থিক %		২৮.১৩	২৮.১০		২৮.০৬	৫৬.১৯
৮৪	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলাধীন লর্ড হার্ডিঞ্জ ও ধলিগৌরনগর বাজার রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৮	মোট	৪৩২৫৫.৪২	০.০০	৫৩০০.০০	৫৩০০.০০	৫৩০০.০০	৫৩০০.০০
৬৬		স্থানীয়	৪৩২৫৫.৪২	০.০০	৫৩০০.০০	৫৩০০.০০	৫৩০০.০০	৫৩০০.০০
একনেক ১৭-১০-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১২.২৫		১৩.০০	১৩.০০
		আর্থিক %		০.০০	১২.২৫		১২.২৫	১২.২৫
৮৫	ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলাধীন তেতুঁলিয়া নদীর ভাঙ্গন হতে বকসী লঞ্চঘাট হতে বাবুরহাট লঞ্চঘাট পর্যন্ত প্রতিরক্ষা ও ড্রেজিং এবং কুকরী-মুকরী দ্বীপ বন্যা নিয়ন্ত্রণ	মোট	৫২৩৩৬.১৫	০.০০	৭১০০.০০	৭১০০.০০	৭১০০.০০	৭১০০.০০
৬৫		স্থানীয়	৫২৩৩৬.১৫	০.০০	৭১০০.০০	৭১০০.০০	৭১০০.০০	৭১০০.০০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৮-১৯ আরএডিপি/ উপযোজিত বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রঃ নং আরএডিপি নং
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
একনেক ১৭-১০-২০১৭	প্রকল্প (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৮	বাস্তব %		০.০০	১৩.৫৭		১৬.০০	১৬.০০
		আর্থিক %		০.০০	১৩.৫৭		১৩.৫৭	১৩.৫৭
উপ-মোট ঃ দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল		মোট	৩৬৯০৫৯.১২	৮৩১৭৬.৩২	৭২৩০২.০০	৭২২৯৫.০০	৭১৮৭৮.০০	১৫৫০৫৪.৩২
		স্থানীয়	৩৬৯০৫৯.১২	৮৩১৭৬.৩২	৭২৩০২.০০	৭২২৯৫.০০	৭১৮৭৮.০০	১৫৫০৫৪.৩২
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৯৯.৯৯	৯৯.৪১	
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা								
৮৬	বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ এর পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০১৯ **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প** **প্রতিশ্রুতিকালঃ ২০০৮**	মোট	২৫৬৯৭.৭৩	১৫২.৪৯	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	৩৫২.৪৯
১৭		স্থানীয়	২৫৬৯৭.৭৩	১৫২.৪৯	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	৩৫২.৪৯
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.৫৯	১.৪১		১.৪১	২.০০
		আর্থিক %		০.৫৯	০.৭৮		০.৭৮	১.৩৭
৮৭	বাগেরহাট জেলায় ৮৩টি নদী/খাল পুনঃখনন এবং মংলা-ঘষিয়াখালী চ্যানেলের নব্যতা বৃদ্ধি প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০১৮ **ডিপিএম- নৌ কল্যাণ ফাউন্ডেশন ট্রেডিং কোঃ লিঃ**	মোট	৭০৬৪০.৪২	২৪৭.৬৪	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৪৮৯.৫০	২৭৩৭.১৪
৩৪		স্থানীয়	৭০৬৪০.৪২	২৪৭.৬৪	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৪৮৯.৫০	২৭৩৭.১৪
একনেক ১০-০১-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.৫২	৫.০০		৪.৬৮	৫.২০
		আর্থিক %		০.৩৫	৩.৫৪		৩.৫২	৩.৮৭
৮৮	ভৈরব ও রূপসা নদীর ভাঙ্গন হতে খুলনা শহরের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি স্থাপনাসমূহ রক্ষা প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ এপ্রিল, ২০১৯ **২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প**	মোট	৩০০৬.৯৮	০.০০	২০০.০০	১০০.০০	৯৯.৬৯	৯৯.৬৯
৮৫		স্থানীয়	৩০০৬.৯৮	০.০০	২০০.০০	১০০.০০	৯৯.৬৯	৯৯.৬৯
পরিঃ মন্ত্রী ২৪-১০-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৬.৬৫		৪.৯০	৪.৯০
		আর্থিক %		০.০০	৬.৬৫		৩.৩২	৩.৩২
৮৯	সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার নং-৩ এর নাংলা নামক স্থানে ইছামতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০১৯ **২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প**	মোট	১৭০০.৭৯	০.০০	১০০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০
৯০		স্থানীয়	১৭০০.৭৯	০.০০	১০০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০
পরিঃ মন্ত্রী ২৯-০১-২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৫.৮৮		৩.৫০	৩.৫০
		আর্থিক %		০.০০	৫.৮৮		২.৯৪	২.৯৪
৯০	খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (০১-১০-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ এপ্রিল, ২০১৪ প্রকল্প এলাকাঃ খুলনা, নড়াইল **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প** **প্রতিশ্রুতিকালঃ ০৫-০৩-২০১১**	মোট	৩০০১৩.২৯	১৮০৬৯.৯০	৫৬৯৬.০০	৫৬৭৬.১৮	৫৬৫৬.৩৭	২৩৭২৬.২৭
১২৯		স্থানীয়	৩০০১৩.২৯	১৮০৬৯.৯০	৫৬৯৬.০০	৫৬৭৬.১৮	৫৬৫৬.৩৭	২৩৭২৬.২৭
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬২.৫০	১৯.৯৮		১৯.৫০	৮২.০০
		আর্থিক %		৬০.২১	১৮.৯৮		১৮.৮৫	৭৯.০৫

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৮-১৯ আরএডিপি/ উপযোজিত বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রঃ নং আরএডিপি নং
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	ডিপিএম- বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট (বিডিপি) লিঃ							
৯১	খুলনা জেলার জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে ভদ্রা ও সালতা নদী পুনঃখনন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯) (১ম সংশোধিত)	মোট	৪২৯৮.৪৭	২৯১৪.১৭	১৩১৬.০০	১৩১৬.০০	১২৩৬.৬২	৪১৫০.৭৯
৩১		স্থানীয়	৪২৯৮.৪৭	২৯১৪.১৭	১৩১৬.০০	১৩১৬.০০	১২৩৬.৬২	৪১৫০.৭৯
	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০১৭	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	জুন, ২০১৯ তে সমাপ্ত	বাস্তব %		৬৭.৮০	৩২.২০		৩২.২০	১০০.০০
		আর্থিক %		৬৭.৮০	৩০.৬২		২৮.৭৭	৯৬.৫৬
৯২	ভৈরব রিভার বেসিন এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১)	মোট	২৭২৮২.০০	১৯৬৩.৫৬	৪২০০.০০	৪২০০.০০	৪১৮৫.৮৬	৬১৪৯.৪২
১৩৪		স্থানীয়	২৭২৮২.০০	১৯৬৩.৫৬	৪২০০.০০	৪২০০.০০	৪১৮৫.৮৬	৬১৪৯.৪২
	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৭	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	প্রকল্প এলাকাঃ যশোর **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৭-১২-২০১০**	বাস্তব %		৮.০০	২০.০০		২০.০০	২৮.০০
		আর্থিক %		৭.২০	১৫.৩৯		১৫.৩৪	২২.৫৪
৯৩	যশোর জেলার মনিরামপুর ও কেশবপুর উপজেলাধীন আপার ভদ্রা নদী, হরিহর নদী, বুড়িভদ্রা নদী ও পার্শ্ববর্তী খালগুলির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (মার্চ, ২০১৮ হতে জুন, ২০২১)	মোট	৪৯৭৭.০০	০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৩৮৯.৯৮	১৩৮৯.৯৮
৬৪		স্থানীয়	৪৯৭৭.০০	০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৩৮৯.৯৮	১৩৮৯.৯৮
পরিঃ মন্ত্রী ০৪-০৩-২০১৮	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৮	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৩০.১৪		৩৩.০০	৩৩.০০
		আর্থিক %		০.০০	২৮.১৩		২৭.৯৩	২৭.৯৩
উপ-মোট ঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা		মোট	১৬৭৬১৬.৬৮	২৩৩৪৭.৭৬	১৫৬১২.০০	১৫৪৪২.১৮	১৫৩০৮.০২	৩৮৬৫৫.৭৮
		স্থানীয়	১৬৭৬১৬.৬৮	২৩৩৪৭.৭৬	১৫৬১২.০০	১৫৪৪২.১৮	১৫৩০৮.০২	৩৮৬৫৫.৭৮
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৯৮.৯১	৯৮.০৫	
উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ- ২ (পশ্চিমাঞ্চল+দক্ষিণাঞ্চল+দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)		মোট	৮৭৫২১৬.৮৫	১৩৫৮৭৩.১৮	১৩০১৪২.০০	১২৯৯২৬.৩৮	১২৭৫৬৭.৮৯	২৬৩৪৪১.০৭
		স্থানীয়	৮৭৫২১৬.৮৫	১৩৫৮৭৩.১৮	১৩০১৪২.০০	১২৯৯২৬.৩৮	১২৭৫৬৭.৮৯	২৬৩৪৪১.০৭
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৯৯.৮৩	৯৮.০২	
বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহ								
৯৪	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali	মোট	৩২৮০০০.০০	৭৬৫৯৭.৮৫	৬৫০০০.০০	৬৫০০০.০০	৬৩৫২৪.৯৮	১৪০১২২.৮৩
৮		স্থানীয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		প্রকল্প সাঃ	৩২৮০০০.০০	৭৬৫৯৭.৮৫	৬৫০০০.০০	৬৫০০০.০০	৬৩৫২৪.৯৮	১৪০১২২.৮৩
		আরপিএ	৩২৮০০০.০০	৭৬৫৯৭.৮৫	৬৫০০০.০০	৬৫০০০.০০	৬৩৫২৪.৯৮	১৪০১২২.৮৩

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৮-১৯ আরএডিপি/ উপযোজিত বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রঃ নং আরএডিপি নং
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	District (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০১৬ প্রকল্প এলাকাঃ বরগুনা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা	বাস্তব %		২৩.৩৫	১৯.৮২		১৯.৫০	৪২.৮৫
		আর্থিক %		২৩.৩৫	১৯.৮২		১৯.৩৭	৪২.৭২
৯৫ ২০ যোগাযোগ সেক্টর একনেক ১৪-০২-২০১৭	Bangladesh Weather and Climate Services Regional Prject (BWCSRP) Component-B : Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning Systems (SHISEWS) (১ম সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ পূর্ত কাজের সংস্থান নেই।	মোট	৩৪০৬৫.০০	২১৩.৮৩	৩৯০০.০০	৩৪৪০.০০	৩৩২৫.৩৪	৩৫৩৯.১৭
		স্থানীয়	২২০৪.০০	৬৭.০৫	১৫০.০০	১৪৭.৫০	১১৩.৫০	১৮০.৫৫
		প্রকল্প সাঃ	৩১৮৬১.০০	১৪৬.৭৮	৩৭৫০.০০	৩২৯২.৫০	৩২১১.৮৪	৩৩৫৮.৬২
		আরপিএ	৩১৮৬১.০০	১৪৬.৭৮	৩৭৫০.০০	৩২৯২.৫০	৩২১১.৮৪	৩৩৫৮.৬২
		বাস্তব %		২.০০	১১.৪৫		১৩.০০	১৫.০০
		আর্থিক %		০.৬৩	১১.৪৫		৯.৭৬	১০.৩৯
৯৬ ৪	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (২য় সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ IFAD (০১/০১/১১- ৩১/১২/১৮) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মে, ২০১১ প্রকল্প এলাকাঃ নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ডিসেম্বর, ২০১৮ তে সমাপ্ত	মোট	৩১৩৪৬.৩৮	২৮৪৪২.৪২	৫৭৫.০০	৫৪৭.৭৩	৫০৯.৪৮	২৮৯৫১.৯০
		স্থানীয়	৫২৭৮.১২	৪৩১৯.১০	৬৭.০০	৬৭.০০	৪৮.৭৭	৪৩৬৭.৮৭
		প্রকল্প সাঃ	২৬০৬৮.২৬	২৪১২৩.৩২	৫০৮.০০	৪৮০.৭৩	৪৬০.৭১	২৪৫৮৪.০৩
		আরপিএ	১৩৯৬৩.০৭	১২৮৮৭.৬৬	১৫৪.০০	১২৬.৭৩	১০৬.৭১	১২৯৯৪.৩৭
		বাস্তব %		৯৮.০০	০.৫০		০.০০	৯৮.০০
		আর্থিক %		৯০.৭৪	১.৮৩		১.৬৩	৯২.৩৬
৯৭ ১০	Flood and River Bank erosion risk Management Investment Program দাতা সংস্থাঃ ADB (এপ্রিল, ২০১৪ হতে জুন, ২০২০) (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ আগষ্ট, ২০১৫ প্রকল্প এলাকাঃ টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা	মোট	৮৬৭৪৪.৪৪	৫৬৪৪৪.৩৬	১৬৭৬৩.০০	১৬৭২৮.৮০	১৬৩৪১.৪০	৭২৭৮৫.৭৬
		স্থানীয়	২৭৬৬৯.৫৯	১৮১৭৯.৫৩	২৪৮০.০০	২৪৪৫.৮০	২৪২০.০১	২০৫৯৯.৫৪
		প্রকল্প সাঃ	৫৯০৭৪.৮৫	৩৮২৬৪.৮৩	১৪২৮৩.০০	১৪২৮৩.০০	১৩৯২১.৩৯	৫২১৮৬.২২
		আরপিএ	৫৭০৮২.৮৫	৩৭০৬৪.৮৩	১৩৭৮৩.০০	১৩৭৮৩.০০	১৩৪২১.৩৯	৫০৪৮৬.২২
		বাস্তব %		৭৫.৭৪	১৮.০০		১৮.০০	৯৩.৭৪
		আর্থিক %		৬৫.০৭	১৯.৩২		১৮.৮৪	৮৩.৯১
৯৮ ১৩০	Irrigation Management Improvement Project (IMIP)- for Muhuri Irrigation Project (MIP) (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) দাতা সংস্থাঃ ADB (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২০) প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- জুন, ২০২২ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০১৬ প্রকল্প এলাকাঃ ফেনী	মোট	৪৬৭১০.১৬	৯৯০৩.৬২	৫৬৯৮.০০	৫৫৩৮.৭২	৫০৬০.৩৯	১৪৯৬৪.০১
		স্থানীয়	৮৯৩৫.৭২	১৮৫৯.৬৭	৭৪৭.০০	৭৪৭.০০	৬৯০.৯৩	২৫৫০.৬০
		প্রকল্প সাঃ	৩৭৭৭৪.৪৪	৮০৪৩.৯৫	৪৯৫১.০০	৪৭৯১.৭২	৪৩৬৯.৪৬	১২৪১৩.৪১
		আরপিএ	৩১৬১৬.৮৪	৬০৫৮.৮১	৪৫৯০.০০	৪৫৯০.০০	৪১৬৭.৭৪	১০২২৬.৫৫
		বাস্তব %		২৮.০০	১২.২০		১৪.০০	৪২.০০
		আর্থিক %		২১.২০	১২.২০		১০.৮৩	৩২.০৪

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৮-১৯ আরএডিপি/ উপযোজিত বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রঃ নং আরএডিপি নং
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৯৯	South-West Area Integrated Water Resources Planning & Management Project (Phase-2)	মোট	৪৮২১০.০০	৫০৩৭.১৪	৮৯২৫.০০	৮৯২৫.০০	৮৭৮০.৪৩	১৩৮১৭.৫৭
১৩৩		স্থানীয়	৭৮৫৮.০০	১৪৭১.৭৬	১৬৭৫.০০	১৬৭৫.০০	১৬৬৬.৩৪	৩১৩৮.১০
		প্রকল্প সাঃ	৪০৩৫২.০০	৩৫৬৫.৩৮	৭২৫০.০০	৭২৫০.০০	৭১১৪.০৯	১০৬৭৯.৪৭
		আরপিএ	৩৫৫২০.০০	২৮৪৯.৮৬	৬৬৫০.০০	৬৬৫০.০০	৬৫৮৩.১৫	৯৪৩৩.০১
		বাস্তব %		২২.৩০	১৮.৫১		২৪.০০	৪৬.৩০
		আর্থিক %		১০.৪৫	১৮.৫১		১৮.২১	২৮.৬৬
	দাতা সংস্থাঃ ADB (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৮ প্রকল্প এলাকাঃ ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, মাগুরা, নড়াইল							
১০০	ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট) (১ম সংশোধিত)দাতা সংস্থাঃ GoN (০১-০১-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০২০) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মে, ২০১৪ প্রকল্প এলাকাঃ সাতক্ষীরা, খুলনা, পটুয়াখালী, বরগুনা	মোট	৬৬৩০৭.৯৫	৩০০৭৮.৩৬	১৩১৩৩.০০	১১২২৪.৯৭	১০৫৯৭.৯০	৪০৬৭৬.২৬
৭		স্থানীয়	১৩১৫২.৮৪	২৮৯২.৭৬	৪১১৩.০০	২৪২৯.০০	২০৪০.৩০	৪৯৩৩.০৬
		প্রকল্প সাঃ	৫৩১৫৫.১১	২৭১৮৫.৬০	৯০২০.০০	৮৭৯৫.৯৭	৮৫৫৭.৬০	৩৫৭৪৩.২০
		আরপিএ	২৩৪২৩.৩৩	৭৪৪৮.৭০	৪৯৪০.০০	৪৯৪০.০০	৪৪৭৭.৬০	১১৯২৬.৩০
		বাস্তব %		৪৫.৯০	২০.০০		১৭.০০	৬২.৯০
		আর্থিক %		৪৫.৩৬	১৯.৮১		১৫.৯৮	৬১.৩৪
১০১	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part) (১ম সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ JICA (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৭ প্রকল্প এলাকাঃ কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ	মোট	৯৭৮৬৫.০০	২৭৯১৭.৪৮	১৮৫৯৩.০০	১৭৯২২.৩৮	১৭৬৩২.৮৫	৪৫৫৫০.৩৩
১১		স্থানীয়	৩৮৪১৮.৯০	১৪৮১১.৪১	৬৫৯৩.০০	৬৫৯২.৫০	৬৩০২.৯৭	২১১১৪.৩৮
		প্রকল্প সাঃ	৫৯৪৪৬.১০	১৩১০৬.০৭	১২০০০.০০	১১৩২৯.৮৮	১১৩২৯.৮৮	২৪৪৩৫.৯৫
		আরপিএ	৫১৫৪৪.৭০	৮৬২৪.৪৯	১১৩০০.০০	১০৬৪৩.৪৫	১০৬৪৩.৪৫	১৯২৬৭.৯৪
		বাস্তব %		৩৫.০০	২২.০০		১৯.০০	৫৪.০০
		আর্থিক %		২৮.৫৩	১৯.০০		১৮.০২	৪৬.৫৪
১০২	Planning for Flood Management in Bangladesh (Ganges-Brahmaputra Basin) দাতা সংস্থাঃ চীন (জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৯) প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ভৌত কাজের সংস্থান নেই। **জুন, ২০১৯ তে সমাপ্ত**	মোট	২৭৪৮.০০	১২৯৭.৯২	১৩১৫.০০	১৩০০.১০	১২৯৬.৬০	২৫৯৪.৫২
টিএ-১		স্থানীয়	১৮০.০০	১৩.৮০	৩১.০০	১৬.১০	১২.৬০	২৬.৪০
পরিঃ মন্ত্রী -০৩-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	২৫৬৮.০০	১২৮৪.১২	১২৮৪.০০	১২৮৪.০০	১২৮৪.০০	২৫৬৮.১২
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪৭.২৪	৫২.৭৬		৫২.৭৬	১০০.০০
		আর্থিক %		৪৭.২৩	৪৭.৮৫		৪৭.১৮	৯৪.৪১
উপ-মোট ঃ বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প (১টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসহ)		মোট	৭৪১৯৯৬.৯৩	২৩৫৯৩২.৯৮	১৩৩৯০২.০০	১৩০৬২৭.৭০	১২৭০৬৯.৩৭	৩৬৩০০২.৩৫
		স্থানীয়	১০৩৬৯৭.১৭	৪৩৬১৫.০৮	১৫৮৫৬.০০	১৪১১৯.৯০	১৩২৯৫.৪২	৫৬৯১০.৫০
		প্রকল্প সাঃ	৬৩৮২৯৯.৭৬	১৯২৩১৭.৯০	১১৮০৪৬.০০	১১৬৫০৭.৮০	১১৩৭৭৩.৯৫	৩০৬০৯১.৮৫
		আরপিএ	৫৭৩০১১.৭৯	১৫১৬৭৮.৯৮	১১০১৬৭.০০	১০৯০২৫.৬৮	১০৬১৩৬.৮৬	২৫৭৮১৫.৮৪
		আর্থিক %				৯৭.৫৫	৯৪.৯০	
বিশেষ প্রকল্পসমূহ								
১০৩	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (২য় সংশোধিত) (০১/০৭/১০ - ৩১/১২/১৯)	মোট	১২৯২২৪.৩১	৬৮৫৯৯.৪১	২৫০২.০০	২৫০০.০০	১২১৪.৬৩	৬৯৮১৪.০৪
২		স্থানীয়	১২৯২২৪.৩১	৬৮৫৯৯.৪১	২৫০২.০০	২৫০০.০০	১২১৪.৬৩	৬৯৮১৪.০৪
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৮-১৯ আরএডিপি/ উপযোজিত বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রঃ নং আরএডিপি নং
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫৩.০৯	১.৯৪		০.৯৪	৫৪.০৩
		আর্থিক %		৫৩.০৯	১.৯৪		০.৯৪	৫৪.০৩
১০৪	সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২০)	মোট	৪৬৬৫৯.৪৪	১১৮.১১	২০০০.০০	২০০০.০০	৯২৭.০৬	১০৪৫.১৭
৩৮		স্থানীয়	৪৬৬৫৯.৪৪	১১৮.১১	২০০০.০০	২০০০.০০	৯২৭.০৬	১০৪৫.১৭
একনেক ১১-০৭-২০১৭	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	প্রকল্প এলাকাঃ সিলেট, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, ফেনী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, পঞ্চগড়	বাস্তব %		০.২৫	৪.২৯		৩.৫৮	৩.৮৩
		আর্থিক %		০.২৫	৪.২৯		১.৯৯	২.২৪
১০৫	৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (নভেম্বর, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২০)	মোট	২২৭৯৫৪.৬১	০.০০	২০০০০.০০	১৯৯৯৯.৩০	১৯৮৯০.৯৫	১৯৮৯০.৯৫
৮৯		স্থানীয়	২২৭৯৫৪.৬১	০.০০	২০০০০.০০	১৯৯৯৯.৩০	১৯৮৯০.৯৫	১৯৮৯০.৯৫
একনেক ০৭-১১-২০১৮	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৮	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	বাস্তব %		০.০০	১৪.০০		১৪.০০	১৪.০০
		আর্থিক %		০.০০	৮.৭৭		৮.৭৩	৮.৭৩
১০৬	Feasibility for re-excavation of small & medium khals-beels in the country (সেপ্টেম্বর, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯)	মোট	৪৯৮.০০	০.০০	২৭৭.০০	২৭৭.০০	১৩১.১৭	১৩১.১৭
৮৮		স্থানীয়	৪৯৮.০০	০.০০	২৭৭.০০	২৭৭.০০	১৩১.১৭	১৩১.১৭
পাসম মন্ত্রী ১৭-১০-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	বাস্তব %		০.০০	৫৫.৬২		২৬.৩৪	২৬.৩৪
		আর্থিক %		০.০০	৫৫.৬২		২৬.৩৪	২৬.৩৪
১০৭	Post project evaluation and impact assessment of 10 BWDB projects (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৯)	মোট	৩৪৪.০০	০.০০	১৩৬.০০	১৩৬.০০	১২৩.৭৯	১২৩.৭৯
৭২		স্থানীয়	৩৪৪.০০	০.০০	১৩৬.০০	১৩৬.০০	১২৩.৭৯	১২৩.৭৯
পাসম মন্ত্রী ১৮-০৪-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	বাস্তব %		০.০০	৬০.০০		৬০.০০	৬০.০০
		আর্থিক %		০.০০	৩৯.৫৩		৩৫.৯৯	৩৫.৯৯
১০৮	Feasibility Study in Connection with Construction of Water Treatment Plant for Ponding Area of Goran-Chatbari Pump House, Dhaka (অক্টোবর, ২০১৭ হতে **জুন,২০১৯)**	মোট	৩১১.০০	০.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪২		স্থানীয়	৩১১.০০	০.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০
পাসম মন্ত্রী ২৮-০৯-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	প্রকল্পটির বাস্তবায়ন করা হবে না।	বাস্তব %		০.০০	১.০০		০.০০	০.০০
		আর্থিক %		০.০০	০.৩২		০.০০	০.০০
১০৯	Feasibility Study for Flood Control, Drainage & Irrigation System at Gowainghat in Sylhet District (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন,২০১৯)	মোট	২৯২.০০	০.০০	২৭৭.০০	২৭৫.১৬	২৭৩.৫৩	২৭৩.৫৩
৫৪		স্থানীয়	২৯২.০০	০.০০	২৭৭.০০	২৭৫.১৬	২৭৩.৫৩	২৭৩.৫৩
পাসম মন্ত্রী ২৭-১১-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	জুন, ২০১৯ তে সমাপ্ত	বাস্তব %		০.০০	১০০.০০		১০০.০০	১০০.০০

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৮-১৯ আরএডিপি/ উপযোজিত বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	ক্রঃ নং আরএডিপি নং
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
		আর্থিক %		০.০০	৯৪.৮৬		৯৩.৬৭	৯৩.৬৭
১১০	Feasibility Study for ESIA for Resuscitation of Ichamoti River in Pabna District (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৯) **জুন, ২০১৯ তে সমাপ্ত**	মোট	৩৪৪.০০	৩৩.১০	৩০৫.০০	২৯৬.৮৭	২৯৩.৭৩	৩২৬.৮৩
৫৫		স্থানীয়	৩৪৪.০০	৩৩.১০	৩০৫.০০	২৯৬.৮৭	২৯৩.৭৩	৩২৬.৮৩
পাসম মন্ত্রী ২৮-১১-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১৫.০০	৮৫.০০		৮৫.০০	১০০.০০
		আর্থিক %		৯.৬২	৮৮.৬৬		৮৫.৩৯	৯৫.০১
১১১	Technical Feasibility Study and Environmental & Social Impact Assessment (ESIA) of Embankment-cum-road and Water Management Systems for Economic Zone-4 at Sonadia-Ghotibhanga Islands, Moheshkhali, Coxsbazar (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে জুন, ২০১৯) **জুন, ২০১৯ তে সমাপ্ত**	মোট	৩৪১.০০	২৫.০৮	৩১৫.০০	৩১৩.৬০	৩১০.৫৮	৩৩৫.৬৬
৬০		স্থানীয়	৩৪১.০০	২৫.০৮	৩১৫.০০	৩১৩.৬০	৩১০.৫৮	৩৩৫.৬৬
পাসম মন্ত্রী ২১-০১-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১৫.০০	৮৫.০০		৮৫.০০	১০০.০০
		আর্থিক %		৭.৩৫	৯২.৩৮		৯১.০৮	৯৮.৪৩
উপ-মোট ঃ বিশেষ প্রকল্পসমূহ (৬টি সমীক্ষা প্রকল্পসহ)		মোট	৪০৫৯৬৮.৩৬	৬৮৭৭৫.৭০	২৫৮১৩.০০	২৫৭৯৭.৯৩	২৩১৬৫.৪৪	৯১৯৪১.১৪
		স্থানীয়	৪০৫৯৬৮.৩৬	৬৮৭৭৫.৭০	২৫৮১৩.০০	২৫৭৯৭.৯৩	২৩১৬৫.৪৪	৯১৯৪১.১৪
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৯৯.৯৪	৮৯.৭৪	
উপ-মোটঃ বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট, কারিগরী সহায়তা, সমীক্ষা ও বিশেষ প্রকল্পসমূহ		মোট	১১৪৭৯৬৫.২৯	৩০৪৭০৮.৬৮	১৫৯৭১৫.০০	১৫৬৪২৫.৬৩	১৫০২৩৪.৮১	৪৫৪৯৪৩.৪৯
		স্থানীয়	৫০৯৬৬৫.৫৩	১১২৩৯০.৭৮	৪১৬৬৯.০০	৩৯৯১৭.৮৩	৩৬৪৬০.৮৬	১৪৮৮৫১.৬৪
		প্রকল্প সাঃ	৬৩৮২৯৯.৭৬	১৯২৩১৭.৯০	১১৮০৪৬.০০	১১৬৫০৭.৮০	১১৩৭৭৩.৯৫	৩০৬০৯১.৮৫
		আরপিএ	৫৭৩০১১.৭৯	১৫১৬৭৮.৯৮	১১০১৬৭.০০	১০৯০২৫.৬৮	১০৬১৩৬.৮৬	২৫৭৮১৫.৮৪
		আর্থিক %				৯৭.৯৪	৯৪.০৬	
পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আরএডিপিভুক্ত ১১১টি প্রকল্প সর্বমোট		মোট	৩৮৪২৪৬০.৩২	৭৮৪২২০.৭৪	৫৯৭২৭৬.০০	৫৯৩৪২০.২৯	৫৭৪১৪৯.৭৭	১৩৫৮৩৭০.৫১
		স্থানীয়	৩২০৪১৬০.৫৬	৫৯১৯০২.৮৪	৪৭৯২৩০.০০	৪৭৬৯১২.৪৯	৪৬০৩৭৫.৮২	১০৫২২৭৮.৬৬
		প্রকল্প সাঃ	৬৩৮২৯৯.৭৬	১৯২৩১৭.৯০	১১৮০৪৬.০০	১১৬৫০৭.৮০	১১৩৭৭৩.৯৫	৩০৬০৯১.৮৫
		আরপিএ	৫৭৩০১১.৭৯	১৫১৬৭৮.৯৮	১১০১৬৭.০০	১০৯০২৫.৬৮	১০৬১৩৬.৮৬	২৫৭৮১৫.৮৪
		আর্থিক %				৯৯.৩৫	৯৬.১৩	

পরিশিষ্ট-২



পরিশিষ্ট-২

২০১৮-২০১৯ অর্থবছর পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির বিবরণী

ক্রঃ নং	প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত প্রকল্প	প্রকল্প ব্যয়/ বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব (%)	
১	বন্যা প্রতিরোধকল্পে গোপলগঞ্জ সদর উপজেলার গোবরা নামক স্থানে মধুমতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	৩০/০৫/২০০৯	নদী সংরক্ষণ উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	৪০৮.০০	৪০৮.০০	১০০%	সমাপ্ত
২	তিস্তা ব্যারেজ হতে তিস্তা সড়ক সেতু পর্যন্ত নদী খননের অবশিষ্টাংশ সম্পন্নকরণ।	২০/০৯/২০১২	তিস্তা ব্যারেজ হতে চণ্ডিমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	১৫,০৬১.৪৫	১২,৮৫৮.৬৯	১০০.০০	সমাপ্ত
৩	তিস্তা নদীর বাম তীরের অসমাপ্ত নদী শাসনের কাজ সমাপ্তকরণ।	২০/০৯/২০১২	তিস্তা ব্যারেজ হতে চণ্ডিমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ	১৫,০৬১.৪৫	১২,৮৫৮.৬৯	১০০.০০	সমাপ্ত
৪	জামালপুর জেলাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা।	৩০/০৬/২০১২	জামালপুর জেলার বাহাদুরবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণধরা হতে হাড়গিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ	৪৮,৯৪৯.৪০	৩৮,৪৩৭.৩৫	১০০.০০	সমাপ্ত
৫	ঢাকা নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন।	১৪/০২/২০১০	অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত	৩৫৯.০০	৩৫৯.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
৬	সন্দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমের ভেঙ্গে যাওয়া বেড়ীবাঁধ পুনঃনির্মাণ।	১৮/০২/২০১২	অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত ও সিসিটিএফ	১৯৮.০০	১৯৮.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
৭	দহগ্রাম ইউনিয়নকে তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে বাঁধ নির্মাণ।	১৯/১০/২০১১	অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত	২০০.০০	২০০.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
৮	লালমনিরহাট জেলাকে তিস্তা নদীর আকস্মিক বন্যা ও ভাঙ্গন হতে রক্ষা করার জন্য তীর সংরক্ষণ ও বাঁধ নির্মাণ করা।	১৯/১০/২০১১	তিস্তা ব্যারেজ হতে চণ্ডিমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	১৫,০৬১.৫৪	১২,৮৫৮.৬৯	১০০.০০	সমাপ্ত
৯	শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ড্রেজিং এর মাধ্যমে তিস্তা নদীর নাব্যতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা।	১৯/১০/২০১১	তিস্তা ব্যারেজ হতে চণ্ডিমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	২,৩৭৮.০০	১,৬১৪.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১০	সিরাজগঞ্জ শহরকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন ও বন্যার হাত হতে রক্ষার জন্য ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর ব্যবস্থা করা।	০৯/০৪/২০১১	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ	১০২৮১২.০০	১০২৮১২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১১	আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ।	১২/০৩/২০১১	অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত	২,৩৯২.০০	২,৩৯২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১২	প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে উপকূলবর্তী এলাকায় স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মাণ।	০৫/০৩/২০১১	South West Area Integrated Water Resource Management Project	২,৩৯২.০০	২,৩৯২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৩	খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার ভুতিয়ার ও বাসুয়াখালী বিলের জলাবদ্ধতা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	০৫/০৩/২০১১	খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প	২১৩৪.০০	২১৩৪.০০	১০০.০০	সমাপ্ত

ক্রঃ নং	প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত প্রকল্প	প্রকল্প ব্যয়/ বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব (%)	
১৪	উপকূলীয় জেলাগুলোতে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ।	২২/০২/২০১১	চর আণ্ডার চারিদিকে বেড়িবাঁধ নির্মাণ	১,০০০.০০	৯৫৮.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৫	সোনাইছড়া, কোণাল্লাছড়া, করেরহাট সোনাইছড়ি, পশ্চিম জোয়ার, লক্ষীছড়ি, গুজাছড়ি, বারো মাঝিখালে (পাহাড়িছড়া) শনালূঢালে সেচ উপ-প্রকল্পগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণ করা।	২৯/১২/২০১০	চট্টগ্রাম জেলার মিরেশ্বরাই উপজেলার উপকূলবর্তী এলাকার সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মুণ্ডরী একরিটেড এলাকায় (Muhuri Accreted Area) সিডিএসপিপি বেড়ী বাঁধ উন্নীত করণ	১,৭৫৬.০০	১,৭৫৬.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৬	সুনামগঞ্জের হাওর সমূহে স্লুইস গেটসহ বেড়ীবাঁধ নির্মাণ।	১০/১১/২০১০	অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত	৪,৭৬২.০০	৪,৭৬২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৭	ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার বেড়ীবাঁধসমূহ সংস্কার করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্মাণ প্রসঙ্গে।	২৩/০৭/২০১০	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (ওয়ামিপ)	১,৯৭৭.০০	১,৯৭৭.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৮	পটুয়াখালী জেলাস্থ কলাপাড়া উপজেলার ফসলী জমি লবণাক্ততার হাত থেকে রক্ষার্থে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করার জন্য খাল খনন করে প্রাপ্ত মাটি দ্বারা বেড়ীবাঁধ নির্মাণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।	০৬/০৫/২০১০	অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত	৩২.০০	৩২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
১৯	বরগুনা জেলার সিডর, আইলা ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ বেড়ীবাঁধগুলো পুনঃনির্মাণ ও মেরামত করা।	০৬/০৫/২০১০	অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত	৮,৩৫৮.০০	৮,৩৫৮.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
২০	বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার মহিষকাটা খালের উপর স্লুইসগেট নির্মাণ।	০৬/০৫/২০১০	অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত	১৬৫.০০	১৬২.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
২১	তিতাস উপজেলার দাসকান্দি হতে লালপুর পযর্ন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা।	০৭/১১/২০১০	সিসিটিএফ	৩৭.৯৫	৩৭.৯৫	১০০.০০	সমাপ্ত
২২	কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা কাঠালিয়া বেড়ীবাঁধ নির্মাণ।	০৭/১১/২০১০	কুমিল্লা জেলার অর্ন্তগত মেঘনা উপজেলাধীন ৩৭টি খাল পুনঃখনন	১,২০০.০০	৭৭৫.০০	৯৫.০০	সমাপ্ত
২৩	নাটোর জেলার কালিগঞ্জ বাজার থেকে নলডাঙ্গা হাট, পীরগাছা বাজার হয়ে সরকুতিয়া বাজার পযর্ন্ত বারনাই নদীর উভয় তীর ৪২২ কিঃমিঃ সিসি ব্লক দিয়ে স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজ।	১১/১২/২০১১	নাটোর জেলার কালিগঞ্জ সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ সাধনপুরে বারনাই নদীর উভয় তীর সংরক্ষণ	১,৯৬০.৭৮	১৫৬৯.২৩	৯৯.৫০	সমাপ্ত
২৪	নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধে একটি টি-বাঁধ নির্মাণ।	১১/১২/২০১১	পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গণ হতে কমরপুর হতে সাড়া-ঝাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ	২২,৬০৪.৯১	১৯৭৬৫.০০	১০০.০০	সমাপ্ত

ক্রঃ নং	প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত প্রকল্প	প্রকল্প ব্যয়/ বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব (%)	
২৫	ভৈরব নদী এবং ভৈরব ও কাজলা নদীর সংযোগস্থল এমনভাবে খনন করতে হবে যেন শুকনা মৌসুমে সেচ ও বর্ষায় জলাধার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।	১৭/০৪/২০১১	ভৈরব নদী পুনঃখনন	৭,৩৮২.৮৪	৬৪৬০.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
২৬	কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন।	২৭/০৭/২০১০	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (১ম পর্যায়)	২৮,৬১১.০০	২৭৩৮৮.০০	১০০.০০	সমাপ্ত
২৭	চাঁপাইনবাগঞ্জ সদর উপজেলার আলাতুলি ইউনিয়নের পদ্মা নদীর ভাঙ্গনরোধকল্পে নদী শাসন এবং একইসাথে জিকে সেচ প্রকল্পের আদলে সেচ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহানন্দা নদী ড্রেজিং করা এবং প্রয়োজনবোধে রাবার ড্যাম নির্মাণ।	২৩/০৪/২০১১	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলী এলাকা রক্ষা	২৭,৪১৮.০০	২৬৬৩১.৬৫	৯৬.২৬	সমাপ্ত
			চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মহানন্দা নদী ড্রেজিং এবং রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প	১৮২৫৮.২৭	২৯৭১০	১.৬৫	চলমান
২৮	ভরাট হওয়া হাওর খনন করা সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরহাট হতে সুলেমানপুর হয়ে লালপুর হয়ে গাগলাজুরী পযর্ন্ত কংস নদী খনন।	১০/১১/২০১০	BIWTA কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন	-	-	-	-
২৯	যাদুকাটা নদী হয়ে রক্তি নদী-বৌলাই হয়ে সুলেমানপুর পর্যন্ত নদী খনন।	১০/১১/২০১০	হাওর এলাকার আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পে প্রতিশ্রুতিটি অন্তর্ভূক্ত	৫৮৭২৯.৫৩	৪৪৯৩২.৮৬	৭৬.৫১	সমাপ্ত
৩০	যাদুকাটা হয়ে রক্তি নদী হয়ে সুরমা নদী খনন।	১০/১১/২০১০	হাওর এলাকার আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পে প্রতিশ্রুতিটি অন্তর্ভূক্ত	৫৮৭২৯.৫৩	৪৪৯৩২.৮৬	৭৬.৫১	সমাপ্ত
৩১	সুরমা, কালনী ও কুশিয়ারা নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং।	১০/১১/২০১০	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	৪২৪৭৩.০০	৩৫৯৪৮.৭৪	৯০.৮০	সমাপ্ত
৩২	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন করা।	১২/০৫/২০১০	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার অর্ন্তগত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন	১৫৫৮৮.০০	৫৫২৭.৮৫	৫৪.০০	চলমান
৩৩	বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া আড়ুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প।	০৭/০৭/২০১০	বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ পূনর্বাসন	২৫৬৯৭.৭৩	৩৫২.৪৯	২.০০	চলমান
৩৪	ভৈরব নদী পুনঃখনন।	২৭/১২/২০১০	ভৈরব রিভার বেসিন এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প	২৭২৮২.০০	৬১৪৯.৪২	২৮.০০	চলমান
৩৫	কক্সবাজারের বাঁকখালী নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ড্রেজিং করা।	০৩/০৪/২০১১	কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, সেচ ও ড্রেজিং	২০৩৯৩.০০	৫৩১৬.২৫	৩৪.০৪	চলমান
৩৬	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ও ঘোষেরহাট এবং রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙ্গনরোধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।	১১/১১/২০১০	চর কুকরি-মুকরি বেড়ীবাঁধ নির্মাণ	১৪৯৯.৮৪	৭৮২.৫১	১০০.০০	সমাপ্ত
			ভোলা জেলার মেঘনা নদীর ভাঙ্গন থেকে মনপুরা উপজেলার রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা এবং তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন থেকে চরফ্যাশন উপজেলার ঘোষেরহাট লঞ্চঘাট এলাকা রক্ষা	৩১৩১৮.৫৯	১৭৫৯৮.৮১	৫৮.০০	চলমান

ক্রঃ নং	প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত প্রকল্প	প্রকল্প ব্যয়/ বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব (%)	
৩৭	যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভূয়াপুরকে রক্ষার লক্ষ্যে তারাকান্দি হতে জোকেরুর পযর্ন্ত স্থায়ী গাইড বাঁধ নির্মাণ করা।	৩০/০৬/২০১২	টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর ও ভূঞাপুর উপজেলাধীন যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী কাউলীবাড়ী ব্রীজ হতে শাখারিয়া (ভরুয়া-বটতলা) পর্যন্ত এলাকায় তীর সংরক্ষণ	২১৫৩৪.৫৩	৫৪২০.৭৬	২৭.৪১	চলমান
৩৮	যমুনা নদীর ভাঙ্গন রোধ ও নাব্যতা রক্ষায় নদী ড্রেজিং করা।	১২/১১/২০১৫	(ক) ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ।	১০২২১১.৪৪	৯৯৩৩৭.৫৮	১০০	সমাপ্ত
			(খ) যমুনা নদীর ডানতীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা এবং গণকবরসহ ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা।	২৯৯৩৬.৬৭	১৯৩৪.৪১	৮.০০	চলমান
			(গ) যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় খুদবান্দি, শিংরাবাড়ী ও শুবগাচা এলাকা সংরক্ষণ।	৪৬৪৬০.০০	৭৪৯৬.৪৯	১৯.৮৩	চলমান
			(ঘ) বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার কুর্ণিবাড়ি হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ কাজসহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ।	৩৩৩৩৭.৯৩	৩১৭২৮.৪৬	১০০.০০	চলমান
৩৯	নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদী ড্রেজিং	২৭/০৪/২০১০	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর জেলার হরিণা ফেরিঘাট এলাকা এবং চরভৈরবী এলাকার কাটাখাল বাজার রক্ষা।	১৯০৭৭.০৬	২৫২৩.০৯	২০.৫০	চলমান
৪০	মিষ্টি পানির অভাবে শুকনা মৌসুমে কৃষি কাজ করা যাবে না। তাই হাজা-মজা খাল পুনঃখনন ও খাস জমিতে পুকুর খনন করে সেচের ব্যবস্থা করা।	০৬/০৫/২০১০	বরগুনা জেলায় উপকূলীয় পোল্ডার-সমূহে সেচ কাজের জন্য খাল পুনঃখনন	৬১৩৩.৪৪	৬৯৮.৯৭	২৫.০০	চলমান
৪১	সরাইল উপজেলায় বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করা।	১২/০৫/২০১০	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় সরাইল উপজেলার জয়ধরকান্দি ও তেলিকান্দি বাঁধ নির্মাণ ও স্লোপ সংরক্ষণ প্রকল্প	২৬৮৯.০০	২.৯৮	০.১১	চলমান
৪২	জয়পুরহাট জেলার ছোট যমুনা, তুলশী গঙ্গা ও শ্রী নদী পুনঃখনন এবং রাবার ড্যাম নির্মাণ।	২২/০১/২০১২	জয়পুরহাট জেলার তুলশী গঙ্গা, ছোট যমুনা, চিংড়ী ও হারাবতী নদী পুনঃখনন	১২৩৪৭.৪১	০.০০	০.০০	চলমান
৪৩	চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ।	৩১/০৩/২০১১	ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলাধীন চরআলগী ইউনিয়নের চতুর্দিকে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ	৪৩৭৭.৯১	০.০০	০.০০	চলমান
৪৪	যমুনা ও বাঙ্গালী নদীর ভাঙ্গন রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে ৩টি প্রকল্প যাতে বাস্তবায়িত হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া হবে। (করতোয়া নদী উন্নয়ন প্রকল্প)।	২৬/০৮/২০১৭	(ক) বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোর-গুরাসাগর নদী সিস্টেম ড্রেজিং/ পুনঃখনন ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	২৩৩৫৬০.০০	৯৬.৫৮	০.০০	চলমান
			(খ) করতোয়া নদী উন্নয়ন প্রকল্প	প্রনীত প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন			
			(গ) বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর তীর সংরক্ষণ ও পুর্নবাসন	প্রনীত প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন			

ক্রঃ নং	প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত প্রকল্প	প্রকল্প ব্যয়/ বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (লক্ষ টাকা)	বাস্তব (%)	
৪৫	সন্দ্বীপ-উড়িরচর ক্রসড্যামের সম্ভাব্যতা যাচাই করে সন্দ্বীপের কোন ক্ষতি না হলে নির্মাণ করা।	১৮/০২/২০১২		প্রনীত প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন			
৪৬	কুড়িগ্রামের ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও দুধকুমার নদীতে নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড্রেজিংকরণ।	০৬/০৩/২০১০		সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। শীঘ্রই প্রকল্প প্রনয়ন করা হবে।			
৪৭	কুড়িগ্রাম জেলার ১৬টি নদ-নদী ড্রেজিং করে নাব্যতা বৃদ্ধি করা হবে এবং দক্ষিণাঞ্চলের নতুন পায়রা সমুদ্রবন্দরের সাথে সরাসরি যোগাযোগ সৃষ্টি করা হবে।	০৭/০৯/২০১৬		সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। শীঘ্রই প্রকল্প প্রনয়ন করা হবে।			
৪৮	তিতাস নদী খনন করা।	০৭/১১/২০১০		প্রনীত প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন			
৪৯	সন্দ্বীপ-কোম্পানীগঞ্জ সড়কবাঁধ নির্মাণ।	১৮/০২/২০১২		সন্দ্বীপ-উড়িরচর ক্রসড্যাম বাস্তবায়নের পর এর প্রভাব বিবেচনায় পরবর্তী কার্যক্রম নেয়া হবে।			
৫০	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প গ্রহণ।	০৩/০৪/২০১১		কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রনয়নাধীন মাস্টাপ্ল্যানের সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় ডিপিপি প্রনয়ন করা যাচ্ছে না।			
৫১	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা নদী ড্রেজিং করা।	২০/০৩/২০১১	BIWTA কর্তৃক বাস্তবায়নযোগ্য	-	-	-	

পরিশিষ্ট-৩



পরিশিষ্ট-৩

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাণ্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের মেয়াদ	অর্থ অবমুক্তি (লক্ষ টাকা)	জুন,২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
কেন্দ্রিয় অঞ্চল, ঢাকা							
১	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার অন্তর্গত নান্দাইল পৌর এলাকার নরসুন্দা নদীর বামতীরে চারানীপাড়া দরগা হতে আচারগাঁও ব্রীজ পর্যন্ত প্রতিরক্ষা।	২০০.০০	ডিসেম্বর/১৭-জুন/১৮, সংশোধিত মেয়াদঃ জুন/২০ পর্যন্ত।	০.০০	০.০০	০.০০%	১২/০৬/২০১৯ তারিখ বিস্তারীত কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। দ্রুতই কাজ শুরু হবে। ১ম কিস্তির অর্থ চাহিদা সিসিটিএফ এ প্রেরণ করা হয়েছে।
পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা							
২	কচুয়া উপজেলার সাচার-ঘুগরার বিল হতে পিতাম্বরদী, নারিন্দা, কাওয়াদী বাজার ও নায়েরগাঁও হয়ে মেঘনা নদী পর্যন্ত সাচার খাল (বোয়ালজুরী খাল) পুনঃখনন প্রকল্প।	১৪৯৯.৭২	জানুয়ারী/১৩-জুন/১৪	১১৯৭.০৬	১১৯৭.০৬	৯০%	মামলা থাকার কারণে প্রায় ৫ বছর যাবত কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। ০৬/০২/২০১৯ তারিখ পাসম তে পিএসসি সভায় প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ ও প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক একখানা প্রতিবেদন দাখিলের সুপারিশ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে।
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট							
৩	সিলেট জেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সিলেট সদর উপজেলার লামাকাজী, শেখপাড়া, জাংগালিয়া-যোগিরগাঁও, ফতেহপুর ও আকিলপুর নামক স্থানসমূহে সুরমা নদীর তীর এবং বাদাঘাট নামক স্থানে সিঙ্গার নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	৪৯৯.৩০	জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪, সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসেম্বর'২০১৮ পর্যন্ত।	৩৬৬.৫৯	৩৬৬.৫৯	৯১%	বাস্তবায়িত কাজের ভিত্তিতে প্রকল্প সমাপ্ত করার জন্য ২৭/০৩/২০১৯ তারিখ বাপাউবো তে পিআইসি সভায় সুপারিশ করা হয়েছে । পাসম এর প্রতিনিধি কর্তৃক প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করতঃ প্রকল্প সমাপ্ত করণের পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।
৪	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সিলেট জেলার দক্ষিন সুরমা	৫০০.০০	অক্টোবর/১৫ হতে সেপ্টেম্বর/১৭,	২৪৯.০৪	২৪৯.০৪	৬১.৭৫%	কাজ চলমান আছে।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের মেয়াদ	অর্থ অবমুক্তি (লক্ষ টাকা)	জুন,২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	উপজেলরার পশ্চিমভাগ (নোয়াগাও) এলাকা সুরমা নদীর ভাঙ্গন হতে সংরক্ষণ এবং গোপালগঞ্জ উপজেলরার মীরগঞ্জ বাজার এলাকা কুশিয়ারা নদীর ভাঙ্গন হতে সংরক্ষণ প্রকল্প।		সংশোধিত মেযাদঃ ডিসেম্বর'২০১৯ পর্যন্ত।				
৫	সিলেট জেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বিয়ানীবাজার উপজেলার কুড়ার বাজার নামক স্থানে কুশিয়ারা নদীর ভাংগন রক্ষার্থে প্রতিরক্ষা শীর্ষক প্রকল্প।	২৫০.০০	জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৪, সংশোধিত মেযাদঃ ডিসেম্বর/১৮ পর্যন্ত।	১৮৭.৫০	১৮৭.৫০	১০০%	ভৌত কাজ সমাপ্ত। অর্থ ছাড়ের নিমিত্ত জুন, ২০২০ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বাপাউবো তে প্রক্রিয়াধীন।
৬	সিলেট জেলার জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কানাইঘাট উপজেলার মূলাগুল ও কান্দলা নয়াবাজার নামক স্থানে লুবা নদীর তীর সংরক্ষন।	১৯৫.৯৫	জানু/১৬ হতে জুন/১৭, সংশোধিত মেযাদঃ ডিসেম্বর'২০১৮ পর্যন্ত।	১৪৬.৮৪	১৪৬.৮৪	১০০%	অর্থ ছাড়ের নিমিত্ত ডিসেম্বর/১৯ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব সিসিটিএফ এ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৭	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সিলেট সদর উপজেলরার সিলেট শহরের কানিশাইল ছড়ার মুখে সুরমা নদীর চর খনন ও কানিশাইল ছড়ার স্লোপ সংরক্ষণ।	৮৬২.২৫	জানু/১৬ হতে জুন/১৭, সংশোধিত মেযাদঃ ডিসেম্বর'২০১৮ পর্যন্ত।	৪৩০.৬২	৪৩০.৬২	৪৫%	জুন/১৯ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব সিসিটিএফ এ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৮	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলাধীন জাফলং চা বাগান সংলগ্ন ডাউকী নদীর ডান তীর সংরক্ষন।	৪০০.০০	অক্টোবর/১৫ হতে সেপ্টেম্বর/১৭, সংশোধিত মেযাদঃ জুন'২০১৯ পর্যন্ত।	৩০০.০০	৩০০.০০	৮৫%	জুন/২০২০ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বাপাউবো তে প্রক্রিয়াধীন।
৯	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলায় সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলায় অবস্থিত বাসিয়া নদী পুনঃখনন প্রকল্প।	২০০.০০	জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭ ।সংশোধিত মেযাদঃ ডিসেম্বর/১৯।	১৫৪.৬৯	১৫৪.৬৯	৭৯%	কাজ চলমান আছে।
১০	জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব মোকালোয় সুনামগঞ্জ	২৯৯.৯৫	অক্টোবর/১৩ হতে জুন/১৫, সংশোধিত	১৫০.০০	১৫০.০০	৫৮%	প্রকল্পের কাজ কিছুটা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের মেয়াদ	অর্থ অবমুক্তি (লক্ষ টাকা)	জুন,২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	জেলার সুনামগঞ্জ উপজেলার আওতাধীন সুরমা নদীর বামতীরে ধারাগাঁও (নবীনগর-হালুয়াঘাট) নামক স্থান সংরক্ষণ প্রকল্প।		মেয়াদঃ জুন/১৮ পর্যন্ত।				২৩/০৩/২০১৯ তারিখ বাপাউবো তে পিআইসি সভায় বাস্তবায়িত কাজের ভিত্তিতে প্রকল্প সমাপ্তকরণের সুপারিশ করা হয়েছে। পাসম এর প্রতিনিধি কর্তৃক প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করতঃ প্রকল্প সমাপ্ত করণের পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।
১১	জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব মোকালোয় সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার আওতাধীন পুরাতন সুরমা নদীর ডামতীরে পাথারীয়া নামক স্থানে নদীর তীর সংরকাষণ।	৩৫০.০০	সেপ্টম্বর/১৮ হতে জুন/২০	০.০০	০.০০	০.০০	০৩/০৬/২০১৯ তারিখ কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সিসি ব্লক তৈরির নির্মান সামগ্রী সংগ্রহ করা হচ্ছে।
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম							
১২	জলবায়ু পরিবর্তন ঝুকি মোকাবেলায় চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজলোয় হালদা নদীর বাম তীরে বিভিন্ন এলাকায় প্রতিরক্ষা কাজ।	৫৫০.০০	আগষ্ট/১৪ হতে জুন/১৪, সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসেম্বর/১৯ পর্যন্ত।	৪১২.৫০	৪১২.৫০	১০০%	ভৌত কাজ সমাপ্ত। পাসম এর প্রতিনিধি কর্তৃক প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব সিসিটিএফ এ প্রক্রিয়াধীন।
১৩	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জলোচ্ছাসে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডার নং ৭০ এর মহেশখালী উপজেলাধীন ধলঘাটা ইউনিয়নের সী-ডাইক রক্ষা প্রকল্প।	১৫০০.০০	ডিসেম্বর/১৩ হতে জুন/১৭।	০.০০	০.০০	০.০০%	প্রকল্প এলাকায় নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহন করায় ০৬/০২/২০১৯ তারিখ পাসম তে পিএসসি সভায় প্রকল্প বাতিলের সুপারিশ করা হয়েছে। বাতিলকরণের প্রস্তাব পাসম তে প্রক্রিয়াধীন।
১৪	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ রেজুনদী ও তৎসংলগ্ন এলাকার নদী শাসন ও কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প।	২১৯৭.৮৯	২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৬।	১৪৯১.৫৪	১৪৯১.৫৪	৮০%	বাস্তবায়িত কাজের ভিত্তিতে প্রকল্প সমাপ্তকরণের জন্য ০৬/০২/২০১৯ তারিখ পাসম তে পিএসসি সভায় সুপারিশ করা হয়েছে। পাসম প্রতিনিধি কর্তৃক পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। পরিদর্শন প্রতিবেদন সহ পিসিআর দাখিল করা হবে।
উত্তরাঞ্চল, রংপুর							

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের মেয়াদ	অর্থ অবমুক্তি (লক্ষ টাকা)	জুন,২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৫	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলাধীন সাদুল্লাপাড়া এলাকায় ঢেপা নদীর বামতীর সংরক্ষণ।	২০০.০০	জুলাই ১৬ হতে জুন ১৮। সংশোধিত মেযাদঃ জুন/১৯ পর্যন্ত।	১৫০.০০	১৫০.০০	১০০%	ভৌত কাজ সমাপ্ত। পাসম এর প্রতিনিধি কর্তৃক পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। ৪র্থ কিস্তির অর্থ চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ ছাড়ের নিমিত্ত জুন/১৯ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব সিসিটিএফ এ প্রক্রিয়াধীন।
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী							
১৬	বগুড়া জেলার সোনাতলা ও সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন বাঙ্গালী নদীর ডান/বাম তীরে নদী তীর সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুকি মোকাবেলা ।	৩০০.০০	জুন/১৫ হতে জুন/১৭, সংশোধিত মেয়াদঃ জুন/১৮ পর্যন্ত।	২২৫.০০	২২৫.০০	১০০%	ভৌত কাজ সমাপ্ত। পাসম এর প্রতিনিধি কর্তৃক পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব সিসিটিএফ এ প্রক্রিয়াধীন।
১৭	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় সিরাজগঞ্জ জেলার সিরাজগঞ্জ সদর ও কাজিপুর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের (বিআরই) কিঃ মিঃ ১৩৯.০০ হতে কি মিঃ ১৬২.০০ এর মধ্যে ১৭.০০ কিঃ মিঃ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ বাঁধ পুনর্বাসন প্রকল্প।	৯৯৯.৫০	আগস্ট/১৩ হতে জুন/১৫, সংশোধিত মেয়াদ ঃ ডিসেম্বর'২০১৯।	৬৮৭.২৯	৬৮৭.২৯	১০০%	ভৌত কাজ সমাপ্ত। পাসম এর প্রতিনিধি কর্তৃক প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করতঃ ৪র্থ কিস্তির অর্থ চাহিদা প্রেরণ করা হবে।
১৮	জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলাধীন যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রান্ধুনীবড়ী ও আগুরিয় নামক স্থান রক্ষা প্রকল্প ।	৫০০.০০	মার্চ/১৪ হতে জুন/১৫ পর্যন্ত। সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসেম্বর/১৮ পর্যন্ত।	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	১০০%	ভৌত কাজ সমাপ্ত। পাসম এর প্রতিনিধি কর্তৃক পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের নিমিত্ত ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব সিসিটিএফ প্রক্রিয়াধীন আছে।
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর							
১৯	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় মধুমতি নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে গোপালগঞ্জ জেলাধীন গোপালগঞ্জ সদর	৩০০.০০	জানু/১৪ হতে জুন/১৫, সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসেম্বর/২০১৮।	২২৫.০০	২২৫.০০	১০০%	ভৌত কাজ সমাপ্ত। পাসম এর প্রতিনিধি কর্তৃক প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের নিমিত্ত জুন, ২০২০ পর্যন্ত মেয়াদ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের মেয়াদ	অর্থ অবমুক্তি (লক্ষ টাকা)	জুন,২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	উপজেলার ডুবশী মোলণ্ডাপাড়া এলাকা রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।						বৃদ্ধির প্রস্তাব সিসিটিএফ প্রক্রিয়াধীন আছে।
২০	জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব মোকাবেলায় গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলায় পশ্চিম কোটালীপাড়া এলাকায় খাল পুনঃখনন প্রকল্প।	৯৮৫.৮৭	জানু/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭,সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসেম্বর/২০১৮।	৭৩৯.৪০	২৪৬.৪৭	৮৮%	ভৌত কাজ সমাপ্ত। অবশিষ্ট ১২% কাজ বিএডিসি কর্তৃক খাল খনন এর আওতায় সম্পন্ন হয়েছে। ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড় হয়েছে। মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় ঠিকাদারের বিল পরিশোধ সম্ভব হয়নি। জুন, ২০২০ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব সিসিটিএফ প্রক্রিয়াধীন আছে।
২১	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া ও টুংগীপাড়া উপজেলাধীন খাল সমূহ পুনঃ খনন প্রকল্প।	৫০০.০০	এপ্রিল/১৪ হতে জুন/১৫, সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসেম্বর/২০১৮	৫০০.০০	২৫০.০০	৯০%	ভৌত কাজ সমাপ্ত । অবশিষ্ট ১০% কাজ বিএডিসি কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছে। ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড় হয়েছে। মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় ঠিকাদারের বিল পরিশোধ সম্ভব হয়নি। জুন, ২০২০ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব সিসিটিএফ এ প্রক্রিয়াধীন।
২২	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে ভুমি পুনরুদ্ধার ও মাদারীপুর শহরের রিভার ভিউ পার্ক সংরক্ষন।	৬০০.০০	জানুয়ারী,২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯।	১৫০.০০	১৫০.০০	৬০%	কাজ চলমান আছে।
			দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল				
২৩	বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার নলুয়া ইউনিয়নে পোল্ডার নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প।	৯৬৭.৬৮	জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৪, সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসেম্বর/২০১৮।	৭২৯.৪৫	৭২৯.৪৫	৯৮%	ভৌত কাজ সমাপ্ত। পাসম এর প্রতিনিধি কর্তৃক পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের নিমিত্ত ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব সিসিটিএফ এ প্রক্রিয়াধীন আছে।
২৪	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার উলানিয়া-গোবিন্দপুর এলাকা	৫০০.০০	ডিসে/১৫ হতে জুন,১৭।	০.০০	০.০০	০.০০%	দরপত্র আহবান করা হলে ঠিকাদার পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে এই কাজ অন্য প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২৩/০১/২০১৯ তারিখ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের মেয়াদ	অর্থ অবমুক্তি (লক্ষ টাকা)	জুন,২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	(কিঃমিঃ ০.৬২৫ হতে কিঃমিঃ ১.১২৫ এবং কিঃমিঃ ২.০০ হতে কিঃমিঃ ২.৫০=১ কিঃমিঃ মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প।						বাতিলকরণের প্রস্তাব পাসম তে প্রেরণ করা হয়েছে। পাসম তে ২১/০৩/২০১৯ তারিখ পিএসসি সভায় প্রকল্পটি বাতিলের সুপারিশ করা হয়েছে।
২৫	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন চরমোনাই দরবার শরীফ কমপ্লেক্স ও তৎসংলগ্ন এলাকা কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প।	১০০.০০	ফেব্রুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৭, সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসে/১৮।	৫০.০০	৫০.০০	১০০%	ভৌত কাজ সমাপ্ত। পাসম এর প্রতিনিধি কর্তৃক প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন প্রয়োজন। ৩য় ও ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের নিমিত্ত ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব সিসিটিএফ এ প্রক্রিয়াধীন আছে।
২৬	বিষখালী প্রকল্পঃ পোল্ডার-৫ এর বেড়ী বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প।	১৯৮৭.০০	জুলাই/১১-জুন/১৩, সংশোধিত মেয়াদঃ জুন/১৭	১৫৭৮.০০	১৫৭৮.০০	৯০%	ডিসেম্বর/১৯ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব সিসিটিএফ এ প্রক্রিয়াধীন।
২৭	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় কচা নদীর ভাঙ্গন হতে ভান্ডারিয়া উপজেলাধীন নদমূল্লা শিয়ালকাঠী ইউনিয়নের চরখালী এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)।	১০০০.০০	অক্টোবর/১৩ হতে জুন/১৪, সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসেম্বর/১৭।	৭৫০.০০	৭৫০.০০	৯৭%	ভৌত কাজ সমাপ্ত। পাসম প্রতিনিধি কর্তৃক পরিদর্শন প্রয়োজন। ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের নিমিত্ত ডিসেম্বর/২০১৯ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব সিসিটিএফ এ প্রক্রিয়াধীন।
২৮	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কচা নদীর ভাঙ্গন হতে ভান্ডারিয়া উপজেলাধীন নদমূল্লা শিয়ালকাঠী ইউনিয়নের চরখালী নদমুল্লা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)।	১০০০.০০	অক্টো/১৪ হতে জুন/১৬, সংশোধিত মেয়াদঃ ডিসেম্বর/১৭।	২৪৭.০০	২৪৭.০০	৬৪%	পরিবেশ ও বন মন্তণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশে ১৭/০৭/২০১৭ তারিখ হতে বাস্তবায়ন স্থগিত রয়েছে। প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যে ডিসেম্বর/১৯ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি সহ সংশোধিত প্রস্তাব সিসিটিএফ এ প্রক্রিয়াধীন।
২৯	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কচাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে ভান্ডারিয়া উপজেলাধীন তেলিখালী ইউনিয়নের হরিণপালা হামিদ চৌকিদারের বাড়ি-	১০০০.০০	অক্টো/১৪ হতে জুন/১৬, সংশোধিত ঃ অক্টো/১৪ হতে ডিসে/১৭।	৫০০.০০	৫০০.০০	৭৩%	ডিসেম্বর/২০১৯ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব ২৪/০৭/২০১৯ তারিখ পাসম তে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের মেয়াদ	অর্থ অবমুক্তি (লক্ষ টাকা)	জুন,২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	পোনা নদীর মোহনা থেকে হরিণপালা রিভরভিউ ইকোপার্ক হয়ে আবাসন সংলগ্ন পদ্মার খালের মোহনা পর্যন্ত সংরক্ষণ বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প।						
৩০	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় পিরোজপুর সদর উপজেলাধীন উমেদপুর নদীর ভাঙ্গন হতে আলহাজ্ব এ.কে.এম.এ আউয়াল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন এবং তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প।	১০০.০০	অক্টো/১৪ হতে জুন/১৬, সংশোধিত মেয়াদ ঃ জুন/১৯।	৪৭.৬০	৪৭.৬০	৭৩%	জুন/২০২০ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব মাঠ পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন।
৩১	ঁজলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় ঝালকাঠী জেলার ঝালকাঠী সদর ও নলছিটি উপজেলাধীন বেড়ী বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/ মেরামত প্রকল্প।	৩৭৯.৭৪	জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪, সংশোধিত মেয়াদঃ জুন,২০১৮।	২৮৪.০৫	২৮৪.০৫	৯২%	ভৌত কাজ সমাপ্ত। পাসম প্রতিনিধি কর্তৃক পরিদর্শন সম্পন হয়েছে। ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের নিমিত্ত ডিসেম্বর/১৯ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব সিসিটিএফ এ প্রক্রিয়াধীন।
৩২	জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় পটুয়াখালী জেলার বাউফল ও দশমিনা উপজেলাধীন পোল্ডার নং-৫৫/২ এফ অন্তর্ভুক্ত এলাকার সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিস্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।	১১৩৬.৯৩	জানু/১৭ হতে জুন/১৮ পর্যন্ত। সংশোধিত মেয়াদঃ জুন/২০২০।	১০৫.৮৭	১০৫.৮৭	৪৮%	জমি অধিগ্রহন না থাকায় বাঁধ নির্মানে জমির মালিকগন বাধা প্রদান করেছেন। জমির মালিকগনের সাথে সমঝোতা প্রক্রিয়াধীন।
৩৩	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে পটুয়াখালী জেলাধীন কলাপাড়া উপজেলার উপকূলীয় পোল্ডার সমূহের মধ্যে অবস্থিত খাল সমূহ পুন:খনন করে বৃষ্টির পানি সংরক্ষনের মাধ্যমে অধীক ফসল উৎপাদন ও জলাবদ্ধতা নিরসনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প।	৮০০.০০	২০১২-১৩ হতে জুন ১৭, সংশোধিত মেয়াদঃ জুন/১৮।	৪০০.০০	৪০০.০০	৭৫%	২১/০৩/২০১৯ তারিখ পাসম তে পিএসসি সভায় পাসম প্রতিনিধি কর্তৃক পরিদর্শনের সুপারিশের আলোকে বাস্তবায়িত কাজের ভিত্তিতে প্রকল্প সমাপ্তকরণের জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহনের বিষয়ে সুপারিশ করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের মেয়াদ	অর্থ অবমুক্তি (লক্ষ টাকা)	জুন,২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৪	চর মাইনকা-চর ইসলাম-চর মনতাজ ক্রসড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে ভূমি পূনরুদ্ধার।	২৩৬৭.০০	২০১০-১১ হতে জুন ১৭	৬৭১.১১	৬৭১.১১	৩৩%	ক্রসড্যাম নির্মিত হয়েছে। সংযোগ বাঁধ নির্মাণ কাজে বন বিভাগের অনুমতি পাওয়া যায়নি।বাস্তবায়িত কাজের ভিত্তিতে প্রকল্প সমাপ্ত করণের বিষয়ে পিএসি সভায় সুপারিশ করা হয়। প্রকল্প সমাপ্ত করণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে পাসম প্রতিনিধি কর্তৃক প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করতঃ পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা							
৩৫	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে রূপসা নদীর ভাঙ্গন হতে রূপসা বাজার ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা সমূহ রক্ষা প্রকল্প।	২০০.০০	নভেম্বর/১৩ হতে-জুন ১৪, সংশোধিত মেয়াদঃ জুন/২০ পর্যন্ত।	১০০.০০	১০০.০০	৬৫%	কাজ চলমান আছে। ৩য় কিস্তির চাহিদা পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে।
৩৬	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারনে বাগেরহাট জেলার মংলা উপজেলাধীন মাকড়ঢোন এলাকায় সৃষ্ট জলাবদ্ধতা নিরশন প্রকল্প।	৪০০.০০	মার্চ/১৫ হতে-জুন/১৬, সংশোধিত মেয়াদঃ জুন/১৮ পর্যন্ত।	২০০.০০	২০০.০০	১০০%	ভৌত কাজ সমাপ্ত। পাসম এর প্রতিনিধি কর্তৃক পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। ৩য় ও ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের নিমিত্ত জুন,২০২০ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব সিসিটিএফ এ প্রক্রিয়াধীন।
৩৭	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট কপোতাক্ষ নদের বন্যা ও জলাবদ্ধতা হতে ঝিকরগাছা পৌর এলাকাসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা রক্ষা প্রকল্প।	৩০০.০০	নভেম্বর/১৩ জুন/১৭, সংশোধিত মেয়াদঃ জুন/১৯।	১৪১.৮৯	১৪১.৮৯	৬৫%	বাস্তবায়িত কাজের ভিত্তিতে প্রকল্প সমাপ্ত করণের বিষয়ে বাপাউবো তে পিআইসি সভায় সুপারিশ করা হয়েছে। প্রকল্প সমাপ্ত করণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে পাসম প্রতিনিধি কর্তৃক প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করতঃ পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।
৩৮	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার পাটনা খালের উপর স্লুইস নির্মাণ ও খাল পুনঃখনন।	৩০০.০০	জুলাই/১৮ হতে জুন/২০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ হয়েছে। স্লুইস নির্মানের জন্য ঘওঅ দেয়া হয়েছে।

পরিশিষ্ট-৪



পরিশিষ্ট-৪

বাপাউবো'র ২৫ বছর মেয়াদী খসড়া পরিকল্পনা

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
A	**River Management Project (Dredging, Bank Protection, Connectivity with Floodplain)**					
1	Preparation of Master Plan for River Dredging.	√				1, 2, 3, 4, 6
2	Small River/Channel/Khal/ Char Dredging Projects in 64 districts (Phase-II).		√		√	1, 2, 3, 4
3	Dredging of Madaripur Beel Route System			√		1, 2, 3, 4
4	Dredging of Kumar River System		√			1, 2, 3, 4
5	Dredging of Kangsha River System			√		1, 2, 3, 4
6	Dredging of Bhogai River System			√		1, 2, 3, 4
7	Dredging of Modhumati River System			√		1, 2, 3, 4
8	Dredging of Teesta River System		√			1, 2, 3, 4
9	Dredging of Korotaya River System		√			1, 2, 3, 4
10	Dredging of Arail Khan River System		√			1, 2, 3, 4
11	Dredging of Gorai River System		√			1, 2, 3, 4
12	Dredging of Mukteswari-Teka River System		√			1, 2, 3, 4
13	Dredging of Betna River System		√			1, 2, 3, 4
14	Dredging of Kirtonkhola River System		√			1, 2, 3, 4
15	Dredging of Sondhya Khan River System		√			1, 2, 3, 4
16	Dredging of Khairabad River System		√			1, 2, 3, 4
17	Dredging of Old Brahmaputra River System		√			1, 2, 3, 4
18	Dredging of Old Dhaleswari River System		√			1, 2, 3, 4
19	Dredging of Surma River System		√			1, 2, 3, 4
20	Dredging of Kushiyara River System		√			1, 2, 3, 4
21	Dredging of Muhuri River System		√			1, 2, 3, 4
22	Dredging of Kakri River System		√			1, 2, 3, 4
23	Dredging of Dakatia River System		√			1, 2, 3, 4
24	Dredging of Dhonagoda River System		√			1, 2, 3, 4
25	Dredging of Dharla River System		√			1, 2, 3, 4
26	Dredging of Jamuneswari, Ghagot River System		√			1, 2, 3, 4
27	Dredging of Major River System		√			1, 2, 3, 4, 6
28	Re-excavation of Bhairab River Project (Phase - II).					
29	Stabilization of both bank of Jamuna River by dredging and allied infrastructures	√	√			1, 2, 3, 4, 6
30	Stabilization of both Bank of Padma River by dredging and allied infrastructures		√			1, 2, 3, 4, 6

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
31	Development of Chandona-Barasia River Basin System	√	√		√	1, 2, 3, 4, 6
32	Stabilization of both Bank of Lower Meghna River by dredging and infrastructures.		√			1, 2, 3, 4, 6
33	Study on Tidal River Management				√	1, 2, 3, 4, 6
34	Implementation of Tidal River Management (Jessore, Khulna, Satkhira, Bagerhat).	√	√	√		1, 2, 3, 4, 6
35	Study on Integrated River System Management (4 major rivers) and Protection of Accreted Land.	√	√		√	1, 2, 3, 4, 6
36	Rehabilitation of Water Management Infrastructure in Bhola District.	√			√	1, 2, 3, 4, 6
37	Protection and development of trans-boundary river (phase-III).		√			1, 2, 3
38	Protection of Kobutorkhola and Josodiya area from left bank erosion of Padma River in Shreenagar and Louhojong Upazila under Munsiganj district.	√				1, 2, 3
39	Revetment and Development Project of embankment connected from Fisherighat to Reserve Bazar (old bus stand) from erosion of Karnafuli River in Sadar Upazila under Rangamati district.	√				1, 2, 3
40	Protection of important infrastructures in Khagrachori town and adjacent area from river bank erosion and Feni River Dredging Project.	√				1, 2, 3
41	Left Bank Revetment work from erosion of Ganges River in Charghat and Bagha upazila of Rajshahi district.	√				1, 2, 3
42	Left bank protection of the shore's area from Dashani to Shatla in Matlab Upazila from wave action of Meghna River of Chadpur district.	√				1, 2, 3
43	Restoration and bank protection of Tungipara Khal Project.	√				1, 2, 3
44	Right bank revetment work of Jamuna river at Munsiganj to khanpur & Kazirhat to Rajdhordia in Bera upazila under Pabna district.	√				1, 2, 3
45	Protection of Rustompur and Noluya adjacent to proposed cantonment area from erosion of Surma River in Sadar & Golapgonj upazila under Sylhet district.	√				1, 2, 3
46	Protection and development of Kuakata sea beach.	√				1, 2, 3
47	Flood control Project in Kazirhat & Satbaria area including Padma left river bank protection of different area in Sujanagar upazila under Pabna district.	√				1, 2, 3
48	Jamuna left bank protection of upstream & downstream of Paturia Ghat as well adjacent areas.	√				1, 2, 3
49	Revetment work for protection of Bir Shrestha Munshi Abdur Rouf Memorial Museum's connecting road from erosion of Madhumoti River and dredging Project.	√				1, 2, 3

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
50	Renovation and rehabilitation of damaged river bank protective work along left bank of Meghna River in Sadar and Haimchar upazila under Chadpur district.	√				1, 2, 3
51	Jamuna right bank protection with rehabilitation of Crossbar, Spur & Revetment work located at Jamuna right bank in Sonatola, Sariakandi & Dhanut upazila under Bogra district.	√				1, 2, 3
52	Right bank protection of Nanggolmora and Jogotjibonpur area from erosion of Feni River in Sadar and Chagolnaiya upazila under Feni district.	√				1, 2, 3
53	Protection of Rajshahi City from erosion of Padma River with improvement of flood control & drainage system.	√				1, 2, 3
54	Dredging and left bank revetment work of Brahmaputra river for protection of Ghughumari to Fuluar Char Ghat in Roumari upazila and Rajibpur upazila sadar to Mohanganj Bazar of Kurigram district.	√				1, 2, 3
55	Protection of Elephant Brand Cement Factory, own organization of Bangladesh Sena Kalyan Sangstha and adjacent area from erosion of Pashur river in Mongla upazila under Bagerhat district.	√				1, 2, 3
56	Left bank protection of Meghna river from Barikandi to Dharavanga MP embankment at Nabinagar upazila.	√				1, 2, 3
57	Right bank protection of Surma river at Doshgram area of Mogalgaon union in sadar upazila and left bank protection of Surma river at Mahatabpur & Rajapur Pargana area in Bishwanath upazila of Sylhet district.	√				1, 2, 3
58	Straightening Charalkata river in Kishoreganj upazila and river bank protection of old-Teesta for conservation of flood control embankment in Dholdhaka upazila of Nilphamari district.	√				1, 2, 3
59	Flood control and river bank protection at Kurigram Sadar, Rajarhat and Fulbari upazila of Kurigram district.	√				1, 2, 3
60	Protection of Singrabari, Patgram and Baikhola area of Kazipara upazila in Sirajganj district from erosion of Jamuna river.	√				1, 2, 3
61	Rehabilitation of 3nos projects in Dhamoirhat, Patnitola & Mahadebpur upazilas of Naogaon district and Dredging along with bank revetment project of Atrai River.	√				1, 2, 3
62	River bank protection at Doara bazar upazila porishad complex, Laxmibaur and Betura area located at right bank of Surma river in Doara bazar and Chattak upazila under Sunamganj District.	√				1, 2, 3
63	Left bank protection from Brahmaputra river at Moricachor and Bottola area of Iswargonj upazila in Mymensingh district.	√				1, 2, 3

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
64	Protection of Pakerdoho and Baliyajuri union in Madargonj upazila of Jamalpur district and Jamthol in Kajla union of Sariakandi upazila under Bagura district from erosion of Jamuna River.	√				1, 2, 3
65	Bank protection and rehabilitation project of Jamuna river in Bagura district.	√				1, 2, 3
66	Rehabilitation of Dinajpur town protection project in Sadar upazila in Dinajpur district and dredging/excavation of Dhepa, Punorbhaba, and Gorvessori river system adjacent to Dinajpur town.	√				1, 2, 3
67	Removal of water logging of Kobatak River.	√				1, 2, 3
68	Right bank protection of Jamuna river at Brahmangram-Hatpachil area and strengthen of Betil Spur-1 and Betil Spur-2 in Shahzadpur upazila of Sirajgonj district.	√				1, 2, 3
69	Protection from erosion of Shitalakkha river at Taragonj bazar and adjacent area in Durgapur union in Kapashia upazila under Gazipur district.	√				1, 2, 3
70	Dredging and bank protection of Matamuhuri River.	√				1, 2, 3
71	River bank protection and dredging of Arial Khan River at Shibcor upazila in Madaripur district.	√				1, 2, 3
72	Protection of Katlamari of Fuljhori upazila and Gobinda & Haldia area of Saghata upazila under Gaibandha district from erosion of Jamuna river.	√				1, 2, 3
73	Removal of water logging of Bhabodaho and adjacent area.	√				1, 2, 3
74	Dredging of Gumti River for improvement of irrigation and drainage system in Cumilla district.	√				1, 2, 3
75	Bank protection and dredging of Arial Khan, Kumar and Torki river in Rajoir, Kalkini and sadar upazila of Madaripur district.	√				1, 2, 3
76	Re-excavation of Khal and bank protection in Tungipara and Kotalipara upazila of Gopalgonj district.	√				1, 2, 3
77	Char dredging and protection of Rajbari sadar upazila and proposed cantonment in Kalukhali upazila, Pangsha upazila from Padma right bank erosion in Rajbari district.	√				1, 2, 3
78	Dredging and bank protection work of Kirtinasha river in Sariatpur district.	√				1, 2, 3
79	Protection from erosion of right bank of Padma river in Sokhipur thana, right bank of Meghna river in Gosairhat upazila, and Damudya river in Sureshwor in Sariatpur District.	√				1, 2, 3
80	Protection of Goghat in Kamarjani union in sadar upazila and Khanabari with adjacent area in Shreepur union of Sundorgonj upazila under Gaibandha district from erosion of Brahmaputra river.	√				1, 2, 3

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
81	Protection of Barisal airport and adjacent valuable area, Abul Kalam degree college area from erosion of Sugongha river, and Mirgonj ferighat, Mirgonj bazar from erosion of Arial Khan river in Babugonj upazila in Barisal district.	√				1, 2, 3
82	Protection of Charkaua area from erosion of Kirtonkhola river in sadar upazila of Barisal district.	√				1, 2, 3
83	Protection of Ramnewaj machghat on west side, Ramneoaj notunbazar on east side, Sikdorerhat, Choudhurihat, Masterhat of Monpura upazila and Dhalchor union in Chorfason upazila in Bhola district from erosion of Meghna river.	√				1, 2, 3
84	Protection and development of reclaimed land from Jamuna river between crossbar-1 and crossbar-2 in sadar upazila of Sirajganj district.	√				1, 2, 3
85	Protection of Doulotkhan pourosova and Chokighat area in Charpata union of Bhola district from erosion of Meghna river.	√				1, 2, 3
86	Protection of Moulvibazar sadar, Rajnagar and Kulaura upazila from erosion of Monu river.	√				1, 2, 3
87	Protection of river bank and dredging/ re-excavation to protect different erosion prone area in Karimgonj and Ina, Mithamoin, Astogram, Nikli, Bajitpur, Bhoirab, Pakundia upazila in Kishorgonj district.	√				1, 2, 3
88	Protection of left bank project of Payra river in Baherchor under Dumki-Laukati sub-project in Potuakhali district.	√				1, 2, 3
89	Protection of Sheikh Hasina cantonment area located at right bank of Payra river from the confluence point of Karkhana and Bighai river to the estuary of Shreemonto river in Barisal district.	√				1, 2, 3
90	Left bank protection of diversion channel of Musapur regulator and Sandwip channel to protect Musapur closure, regulator and adjacent area from erosion of Sandip channel in Kompanigonj upazila of Noakhali district.	√				1, 2, 3
91	Re-excavation of Shuvaddhya khal, and protection & development of both banks in Keranigonj upazila of Dhaka district.	√				1, 2, 3
92	Rehabilitation of Chandpur irrigation project with re-excavation of Dakatia river, construction of embankment on bank, plantation and beautification.	√				1, 2, 3
93	Replacement work of 2nos pumps in Gohribakhali pump house and 2nos pumps in Kamlapur pump house in total of 4nos.	√				1, 2, 3
94	Bank protection work of Bhairab and Atai river to protect Chondani Mohol shelter project under Barakpur-Dighaliya project in Khulna district.	√				1, 2, 3

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
95	Protection of Boishakhi closure in Chaptir haor, Tufankhali closure, Boaliya closure, Goruchora closure in Boram haor on both bank of Kalni river and river bank protection of Dholbazar area in Dirai upazila in Sunamganj district.	√				1, 2, 3
96	Protection of Digholbak in Nobinonj upazila & Markuli bazar in Baniyachong upazila of Hobigonj district from left bank erosion of Kushiyara river and re-excavation of Sutang river.	√				1, 2, 3
97	Protection of Talbari area in Mirpur upazila under Kustia district from the erosion of the river Padma.	√				1, 2, 3
B	**Land Reclamation and Development Projects**					
98	Urirchar - Noakhali Cross Dam Project	√			√	2, 3, 4, 6
99	Hatiya–Dhamarchar-Nijhumdwip Integrated Development Project		√		√	2, 3, 4, 6
100	Bhola - Kukrimukri - Char Montaz Integrated Development Project		√			2, 3, 4, 6
101	Sandwip-Jahaizar char cross dam Project			√		2, 3, 4, 6
102	Estuary Development Study and Pilot Program for land reclamation	√				2, 3, 4, 6
103	Sandwip-Urirchar Cross Dam Project			√		2, 3, 4, 6
104	Char Development and Settlement Project-V (CDSP-V)	√			√	2, 3, 4, 6
105	Land beyond Land, Efforts to Reclaim lands at near Coast; Preparatory Surveys and Studies.	√	√		√	2, 3, 4, 6
106	Development of Climate Smart Integrated Coastal Resources Database (CSICRD)		√		√	2, 3, 4, 6
107	Development Catchment and Sub-catchment Management Plans			√	√	2, 3, 4, 6
108	Kaptai Lake Rehabilitation Study and Pilot Project.		√		√	2, 3, 4, 6
109	Flow control and water storage structures for water availability in the dry season			√	√	2, 3, 4, 6
110	Integrated Jamuna-Padma Rivers Stabilization, Land Reclamation and development Project.		√	√	√	1, 2, 3, 4, 6
111	Integrated Coastal Zone Land use Planning in Bangladesh using GIS and RS Technology.	√	√		√	2, 3, 4, 6
112	Structural interventions for managing sea level rise: preparatory surveys & studies.		√	√	√	2, 3, 4, 6
113	Excavation of Loop cut of Ghorauttra river located at Gopalpur and Nagiyar Dhair in Mithamain upazila under Kishoreganj district.	√				2, 3, 4, 6
114	Land reclamation by dredging and construction of crossbar in Jamuna river in Bagura district.	√				2, 3, 4, 6
C	**Integrated Development Project**					
115	Integrated Water Resources Management in Chalan Bill area including Beel Halti Development Project	√				1, 2, 3, 4, 6
116	Utilization of Ganges water for Ganges depended area.			√		1, 2, 3, 4, 6

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
117	Integrated Water Resources Development & Management in Boral Basin	√				1, 2, 3, 4, 6
118	Utilization of Water of Brahmaputra River			√		1, 2, 3, 4, 6
119	Utilization of Water of Meghna River			√		1, 2, 3, 4, 6
120	Utilization of Water of Dharla River		√			1, 2, 3, 4, 6
121	Utilization of Water of Dudhkumar River			√		1, 2, 3, 4, 6
122	Utilization of Water of Mahananda River			√		1, 2, 3, 4, 6
123	Utilization of Water of Kangsa River			√		1, 2, 3, 4, 6
124	Utilization of Water of Kushiyara River			√		1, 2, 3, 4, 6
125	Utilization of Water of Khowai River			√		1, 2, 3, 4, 6
126	Dhaka Integrated Flood Control Embankment cum Eastern Bypass Road Multipurpose Project		√		√	1, 2, 3, 4, 6
127	Old Brahmaputra Integrated River Management Project		√			1, 2, 3, 4, 6
128	Basin wise Integrated Water Resource Assessment including environmental flow in Major Rivers.		√			1, 2, 3, 4, 6
129	Development Study on formulating Master Plan for Promoting Integrated Water and Natural Resource Management and improving Disaster Resilience in Greater Chittagong area	√				1, 2, 3, 4, 6
130	West Gopalganj Integrated Water Management Project (phase-II)	√			√	1, 2, 3, 4, 6
131	Improved Drainage in the Bhabadha Area	√			√	1, 2, 3, 4, 6
132	Rehabilitation of Water Management Infrastructure in Bhola District	√			√	1, 2, 3, 4, 6
133	Managed Aquifer Recharge for Artificial Storage (MARAS) of Water to Improve Groundwater Table	√	√		√	1, 2, 3, 4, 6
134	Rehabilitation of Marashi River sub-Project in Jhinaigati upazila under Sherpur District.	√				1, 2, 3, 4, 6
135	Gonggaijuri Haor Integrated Water Management Project.	√				1, 2, 3, 4, 6
136	Improvement of Drainage System and Water Logging Mitigation of Chittagong Cantonment & Adjacent Area	√				1, 2, 3, 4, 6
137	Meghna-Titas FCD in sadar upazila, Bijoynagar and Sorail upazila under Brahmmanbaria district.	√				1, 2, 3, 4, 6
138	Improvement of integrated water management of Arial Beel and drainage system of Ishamati river.	√				1, 2, 3, 4, 6
139	Integrated Development of Korotoya River.	√				1, 2, 3, 4, 6
140	Improvement of flood control and drainage system from Hazimara to Char Mohon polder 59/2 in Sadar & Raipur upazila under Lakshmipur district.	√				1, 2, 3, 4, 6
141	Flood Control, Drainage Improvement and Water Logging Removal of Chittagong City Corporation.	√			√	1, 2, 3, 4, 6
142	Implementation of Rationalized Water Related Interventions in Gumti - Muhuri Basin.		√		√	1, 2, 3, 4, 6

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
143	Implementation of Rationalized Water Related Interventions in Gorai-Passur Basin		√		√	1, 2, 3, 4, 6
144	Improvement of Drainage Congestion, Canal Dredging and Flood Control for Barisal CC area.		√		√	1, 2, 3, 4, 6
145	Improvement of drainage network, flood control and solid waste management for Khulna City		√		√	1, 2, 3, 4, 6
146	Rationalized Water Related Interventions in Hurasagar basin.	√			√	1, 2, 3, 4, 6
147	Program for Implementation of Rationalized Water Related Interventions in Chittagong Coastal Plain Basin		√		√	1, 2, 3, 4, 6
148	Development of Karatoya River.	√				1, 2, 3, 4, 6
149	Prevention of flood, river bank erosion, increase navigation depth and land reclamation by dredging rivers flowing through Kurigram district.	√				1, 2, 3, 4, 6
150	Bank protection and development of Surma and Kushiyara River in Jakigonj upazila of Sylhet district.	√				1, 2, 3, 4, 6
D	**Irrigation Project (New & Rehabilitation)**					
151	Kurigram Irrigation Project (North Unit).	√			√	1, 2, 4, 6
152	Kurigram Irrigation Project (South Unit).	√			√	1, 2, 4, 6
149	North Rajshahi Irrigation Project.	√			√	1, 2, 4, 6
150	Irrigation Projects in Eastern hill.		√			1, 2, 4, 6
151	Karnafuli Irrigation Project (Halda & Ishamati Unit).	√				1, 2, 4, 6
152	Fatikchari FCDI Project.	√				1, 2, 4, 6
154	Dhurang Irrigation Project.	√				1, 2, 4, 6
155	Rehabilitation and modernization of Irrigation Project	√	√	√		1, 2, 4, 6
156	Integrated Development of Mahananda Irrigation Project.	√			√	1, 2, 4, 6
157	WMOs and Participatory Management Model, for O&M for Irrigation Schemes				√	1, 2, 4, 6
158	Nishchintapur Irrigation Project.	√				1, 2, 4, 6
159	Halda Irrigation Project.	√				1, 2, 4, 6
160	Boalkhali Irrigation Project.		√			1, 2, 4, 6
161	Rehabilitation of Barisal Irrigation Project.	√				1, 2, 4, 6
162	Renovation and Rehabilitation of mechanical & electrical infrastructure of Chadpur Irrigation Project.	√				1, 2, 4, 6
163	Rehabilitation of Tangon Barrage, Buri Dam & Bhulli Dam Irrigation Project, river bank protective work and construction of Rubber Dam in Thakurgaon District.	√				1, 2, 4, 6
164	Flood Control Drainage and Irrigation Project of Madargonj and Islampur Upazila under Jamalpur District.	√				1, 2, 4, 6

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
165	Rehabilitation of Karnafuli Irrigation Project (Halda unit, part-1) in Fatikchari & Hathazari Upazila under Chittagong District.	√				1, 2, 4, 6
166	Integrated irrigation Project through Rubber Dam across to Tangon River in Pirgonj Upazila under Thakurgaon district.	√				1, 2, 4, 6
167	Rehabilitation of Manu Irrigation and Flood Control Embankment Project.	√				1, 2, 4, 6
168	South Comilla - North Noakhali Irrigation Project (including south Chadpur).	√				1, 2, 4, 6
169	Buri Titas Irrigation and drainage Project in Nabinogor upazila under Brahmonbaria District and Muradnogor upazila under Comilla District.	√				1, 2, 4, 6
170	Chadpur-Comilla Integrated Flood Control, Drainage and Irrigation Project.	√				1, 2, 4, 6
171	Irrigation through construction of Hydraulic Elevated Dam in Maynee River (80m) of Dighinala Upazila under Khagrachori district and Sreemai Khal in Patiya upazila under Chittagoan district.	√				1, 2, 4, 6
172	Kharkharia Flood Control, Drainage And Irrigation Project.	√				1, 2, 4, 6
173	Development project of Teesta Barrage command area.	√				1, 2, 4, 6
174	Flood Control, Drainage and Irrigation Project at Patiya upazila of Chattagram district.	√				1, 2, 4, 6
175	Rehabilitation of pump house along with substitution of old pumps existing in pump station of GK irrigation project.	√				1, 2, 4, 6
176	Rehabilitation of infrastructures of Meghna-Dhonagoda irrigation project and protection work with dredging for protection from erosion in Motlob uttar upazila in Chandpur district.	√				1, 2, 4, 6
E	**Climate Change Adaptation and Ecosystem Restoration Project**					
177	Ghaghot River Restoration Project.		√			1, 2, 3, 4, 6
178	Restoration of four rivers around Dhaka city.	√				1, 2, 3, 4, 6
179	Arial Khan River Restoration Project.			√		1, 2, 3, 4, 6
180	Lower Boral River Restoration Project.		√			1, 2, 3, 4, 6
181	Impact of Climate Change on Groundwater Resources of Bangladesh.		√			1, 2, 3, 4, 6
182	Revitalization and Restoration of Hurasagar and Atrai rivers.	√			√	1, 2, 3, 4, 6
183	Re-excavation of Tulshi Ganga, Small Jamuna, Chiri river and Haraboti river under Joydebpur district.	√				1, 2, 3, 4, 6
184	Restoration and protection of environmental balance by rehabilitation of Madhumati-Nobogonga sub-Project and re-excavation/dredging of Nobogonga river.	√				1, 2, 3, 4, 6

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
185	Re-excavation of Gojaria River		√			1, 2, 3, 4, 6
186	Restoration of Gorai river (phase-III).	√				1, 2, 3, 4, 6
187	Dredging of Bhola river and re-excavation of Bishkhali khal under Bagerhat district.	√				1, 2, 3, 4, 6
188	Re-excavation of Titas river and construction of embankment from Gouripur-Homna road to Lalpur in Titas and Homna upazila under Comilla district.	√				1, 2, 3, 4, 6
189	Re-excavation of Khapravanga-Chaplirdon River (Mahipur Channel) by dredger in Kolapara upazila under Patuakhali district.	√				1, 2, 3, 4, 6
190	Rationalization of Polders in Baleswar - Tentulia Basin.		√		√	1, 2, 3, 4, 6
191	Rationalization of Polders in Gorai-Passur Basin.		√		√	1, 2, 3, 4, 6
192	Rationalization of Polders in Gumti - Muhuri Basin.		√		√	1, 2, 3, 4, 6
193	Program for Implementation of Rationalized Water Related Interventions in Baleswar-Tentulia Basin.		√		√	1, 2, 3, 4, 6
F	**Rehabilitation of Coastal Polders**					
194	Rehabilitation of Polder 59/3C in Noakhali district.	√				
195	Rehabilitation of Polder 64 in Bashkhali upazila.	√				1, 2, 4, 6
196	Improvement of Polder 65 in Cox's Bazar district.		√			1, 2, 4, 6
197	Rehabilitation and climate proofing Polders in coastal area.	√	√	√		1, 2, 4, 6
198	Rehabilitation of Polder 66 Cox's Bazar district.		√			1, 2, 4, 6
199	Disaster Risk Reduction Enhancement Project.	√				1, 2, 4, 6
200	Improvement of Water Management Infrastructure of Damaged Polders under Chittagong-Cox's Bazar District Project.	√				1, 2, 4, 6
201	Construction of flood control embankment and infrastructure under polder 55/2G in Baufol upazila of Patuakhali district.	√				1, 2, 4, 6
202	Rehabilitation of Polder-3 of Satkhira district.	√				1, 2, 4, 6
203	Rehabilitation of polder 73/1 & 73/2 in Hatiya upazila under Noakhali district damaged by occurred cyclone/high tide due to climate change in different times.	√				1, 2, 4, 6
204	Sea Dyke protection of polder 46 near Kuyakata in Kolapara upazila under Patuakhali district.	√				1, 2, 4, 6
205	Drainage system improvement Project of polder 1, 2, 6-8 & 6-8(ext.) in Satkhira district.	√				1, 2, 4, 6
206	Construction of Regulators over Mohesh khal and Kumar khal in Chittagong to prevent tidal flood and to eliminate drainage congestion in Polder-62.	√				1, 2, 4, 6

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
207	Super dyke Construction Project at Gohira of Anowara under Chittagong District in connection with Bangladesh Economic zone (EZ).	√				1, 2, 4, 6
208	Rehabilitation of Polder no-47/1 in Kolapara upazila of Potuakhali District.	√				1, 2, 4, 6
G	**Haor Rehabilitation Projects**					
209	Flood Management in Haor Areas.			√		1, 2, 3, 4, 6
210	Village Protection against Wave Action in Haor Area and Improved Water Management in Haor Basins.	√	√			1, 2, 3, 4, 6
211	River Dredging and Development of Settlement in Haor Areas.		√	√		1, 2, 3, 4, 6
212	Development of Early Warning System for Flash Flood Prone Areas in Haor and Dissemination to Community Level.	√	√			1, 2, 3, 4, 6
213	Monitoring of Rivers in Haor Area.	√	√			1, 2, 3, 4, 6
214	Expansion of irrigation through utilization of surface water by double lifting in haor area.	√	√			1, 2, 3, 4, 6
215	Minor Irrigation by low lift pumps Project.	√	√			1, 2, 3, 4, 6
216	Investigation and expansion of ground water irrigation.	√				1, 2, 3, 4, 6
217	Development and Construction of Innovative Fish pass / Fish Friendly Structures.	√	√			1, 2, 3, 4, 6
218	Elevated Village Platforms for the Haor Areas.	√	√			1, 2, 3, 4, 6
219	Sustainable Haor Wetland/Rivers and Fish Habitat Management.		√	√		1, 2, 3, 4, 6
220	Borni Baor Development Project (phase-II).	√				1, 2, 3, 4, 6
221	Program for Implementation of Rationalized Water Related Interventions in Upper Meghna Basin.		√		√	1, 2, 3, 4, 6
222	Elevated Village Platforms for the Haor Areas.		√		√	1, 2, 3, 4, 6
223	Ecosystem habitat preservation program for plants, wildlife, fisheries, and migratory birds.		√		√	1, 2, 3, 4, 6
224	Sustainable Haor Wetland/Rivers and Fish Habitat Management.		√		√	1, 2, 3, 4, 6
225	Management of Commercially Important Wetland Ecosystem.		√		√	1, 2, 3, 4, 6
226	Construction of causeway for improvement of drainage and convenience of navigation at haor area.	√				1, 2, 3, 4, 6
227	Re-excavation of Khal and livelihood improvement of Dingapota haor sub-project at Mohongonj upazila of Netrokona district.	√				1, 2, 3, 4, 6
H	**Others Projects**					
228	ICT Based Institutional Development and Capacity Building of Agencies under MoWR	√				5

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)			Remarks	
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)	BDP IP	BDP Goals
229	Connecting all working field divisions including training Institute with central data network of BWDB for online monitoring and management	√				1, 2, 3, 4, 6
230	Development of consolidated MIS reporting and online monitoring of BWDB's programmes.	√				
231	Impact study of the interventions of trans-boundary river system	√				1, 2, 3, 4, 6
232	Morphological Dynamics of Meghna Estuary for Sustainable Char Development	√	√	√		1, 2, 3, 4, 6
233	Development of WMOs and Participatory Scheme Management Model, with Cost Recovery for Operation and Maintenance.	√				5
234	Dynamic Climate Smart Knowledge Portal and Hydro-geological Database for MoWR and BWDB	√			√	5
235	Expansion and Modernization of Network & Tools for Groundwater Monitoring Including National Coordination Mechanism	√			√	5
236	Procurement of land based and Barge Directorate of Mechanical Equipment Project.	√				5
237	Construction of residential buildings with other structures of BWDB's own compound in Dhaka.	√				5
238	Preparation of Master Plan for Integrated Development of 4 River Basins	√				1, 2, 3, 4, 6
239	Integrated Study for the Long-term Solution of Coastal areas	√			√	1, 2, 3, 4, 6
240	Construction of Bengal Delta Hydraulic Institute	√				5
241	Southern Agricultural Improvement Project (SAIP).				√	1, 2, 3, 4, 6
242	Study for harnessing the waters of the Brahmaputra River.				√	1, 2, 3, 4, 6
243	Procurement project of Small scale water vessel to improve capability of Water Resource Ministry and its organizations.	√				5
244	Construction project of 16 new rest houses for field offices of BWDB.	√				5
245	International water resource management and research institute.	√				5
246	Procurement of 35 dredgers and ancillary equipment for capital dredging and sustainable river management of Bangladesh.	√				5
247	Construction, reconstruction, renovation and repair of Chittagong, Rangamati, Bandarban and Cox's bazar BWDB office, colony and other infrastructures.	√				5
248	Construction of 7 dredger bases under Bangladesh Water Development Board.	√				5
249	Collection of 20 amphibian excavators with cutter suction dredging attachment for dredging of small river in Bangladesh.	√				5

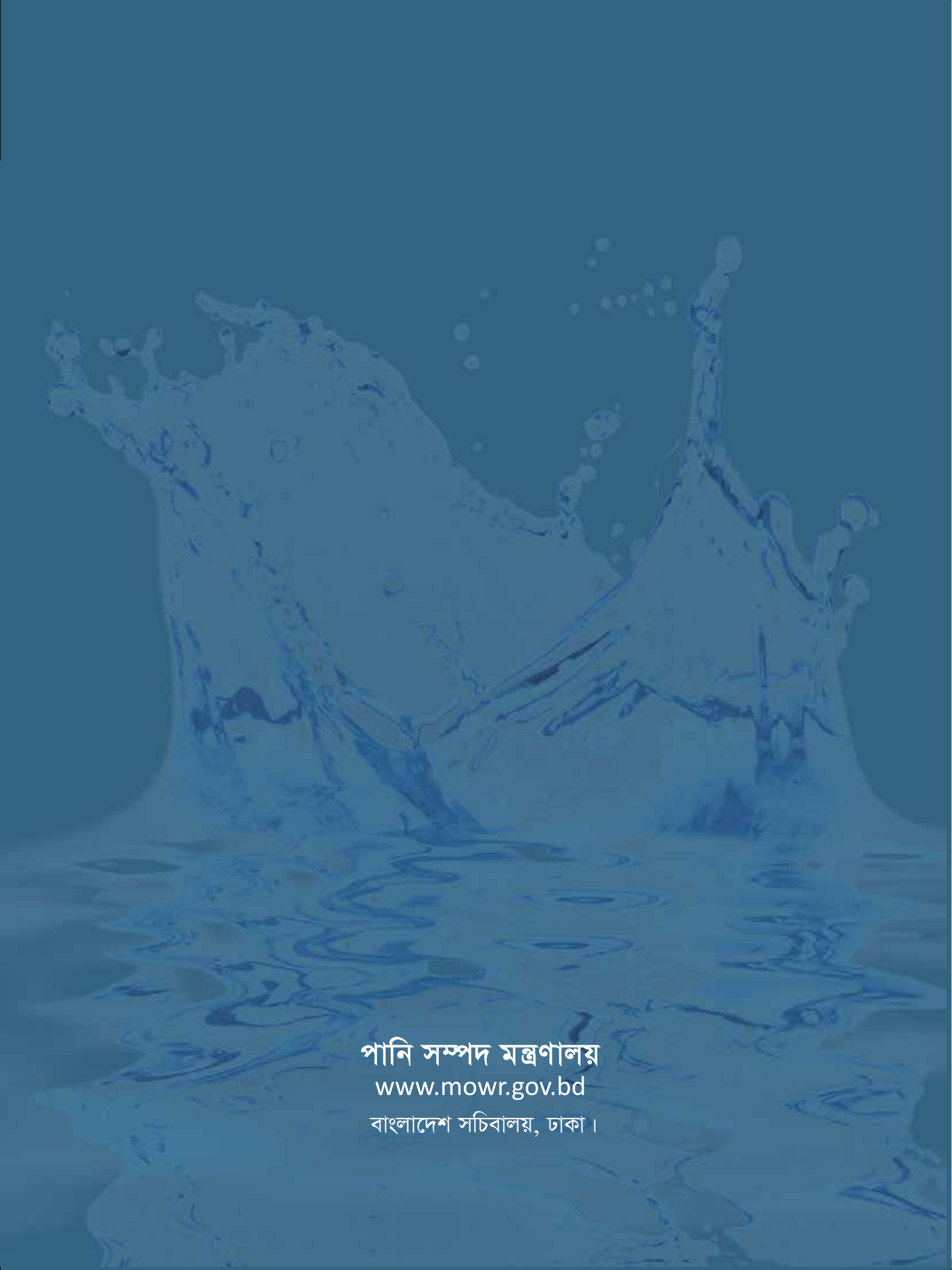

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

www.mowr.gov.bd

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।